বাংলাপিডিএফ.নেট
ওয়েস্টার্ন
দস্যু
গোলাম মাওলা নঈমে
সেবা
প্রকাশনা
SUVOM
শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

দম্ভ

গোলাম মাওলা নঈম

যেখানে আইন নেই, সেখানে কে আউটল আর কে সাচ্চা মানুষ, বলা কঠিন। ডীন টলিভারকে সবাই জানে কুখ্যাত আউটল, দস্যু, খুনী এবং কিডন্যাপার হিসাবে; চাইলে যে-কেউ ভাড়া করতে পারে ওর পিস্তল। কিন্তু এমনও মানুষ আছে, যাদের কাছে টলিভার বিপদে একমাত্র ভরসা, আস্থার প্রতীক।

সার্কেল-এ মালিক বাড আর্থার মহা বিপদে পড়েছে, বন্ধুবেশী জালিয়াতরা তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। ষড়যন্ত্র এমন পাকা যে নাভিশ্বাস ওঠবার অবস্থা আর্থারের। এমন বিপদে ডীন টলিভারের মত বেপরোয়া, দুঃসাহসী আর একগুঁয়ে লোকই তো দরকার! আর্থারের মেয়ে ইভলিন তাই গোপনে সাহায্য চেয়েছে ডীনের কাছে, বাপকেও জানায়নি কিছু। কিন্তু গোপন কথা গোপন থাকল না। ইয়েলো জ্যাকেট শহরের আইন জেনে গেছে ডীনের আগমনের খবর, ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। স্বয়ং বাড আর্থারই ডীনের মাথার জন্য সাত হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে বসে আছে।

শুরু হলো ইঁদুর-বিড়াল খেলা...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

দম্ভ

গোলাম মাওলা নঈম

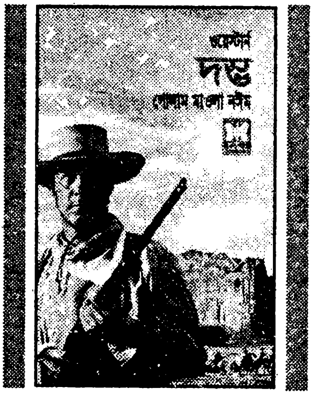

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8235-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DAMBHO
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

Suvom

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রিয় বন্ধু–
আবু সালেহ মোঃ জাহিদকে

ওয়েস্টার্ন

দস্যু

গোলাম মাওলা নঈম

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিস্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণশিবির, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উচ্ছৃঙ্খল, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আকাঙ্ক্ষা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

ইয়েলো জ্যাকেট পোস্ট অফিসের আলাদা কোন ভবন নেই। জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের সামনের অংশ পোস্ট অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটা র‍্যাকে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘর রয়েছে, চিঠিগুলো ওখানেই রাখা হয়। সকাল এগারোটায় স্যাবিনাল থেকে মেইল আসবার পর লোকের ভিড় জমে যায় এখানে। কাঠের জীর্ণ কাউন্টারেব উপর চিঠিপত্র আলাদা করতে থাকে বুড়ো পাইক জনসন, উৎসুক লোকজন নিতান্ত সাধারণ এই দৃশ্যটা দেখে প্রবল আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে।

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ডেস্কের ওপাশে অলস আলাপ আর ঠাট্টা-মশকরায় ব্যস্ত লোকজন। ডেস্কের পিছনে, মেইল-স্যাকে হাত ঢুকিয়ে একগাদা চিঠি তুলে নিল পাইক জনসন, উপরেরটার ঠিকানায় চোখ বুলাল। বাই-ফোকাল লেন্সের চশমার পিছনে কুঁচকে গেল তার চোখজোড়া। ডান হাতে চিঠিটা তুলে নিয়ে সঠিক বাক্সে রাখল সে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল স্টোরের অন্য অংশে দুই খদ্দেরকে নিয়ে ব্যস্ত কেরানি ফ্রেড রোগান।

ঘটনাটা ঘটবার সময় কেউই খেয়াল করল না। আরেকটা চিঠির ঠিকানা পড়েছে জনসন, অভ্যাসবশত জেনারেল ডেলিভারির তাক-এ রেখে দিচ্ছিল, মাঝপথে থেমে গেল বুড়োর হাত। ঠিকানায় প্রাপকের নামের তাৎপর্য একটু দেরিতে তার মগজে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা হাত থেকে ফেলে দিল, যেন তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে। সেকেন্ড কয়েক বাদে, ওটা তুলে নিয়ে ঠিকানা আর উপরের লেখাটা পড়ল আবার:

মিস্টার ডীন টলিভার
জেনারেল ডেলিভারি
ইয়েলো জ্যাকেট, নিউ মেক্সিকো টেরিটরি।

বিঃ দ্রঃ – পয়লা সেপ্টেম্বরের পরে দয়া করে ফিরতি-ঠিকানায়
ফেরত পাঠাবেন।

নিখাদ আতঙ্ক আর বিস্ময় বোধ করল বুড়ো জনসন। তৎক্ষণাৎ যে-কাজটা সে করল, সেটা খুবই স্বাভাবিক–চোখ তুলে ডেস্কের ওপাশে ভিড়ের দিকে তাকাল। প্রায় সবাইকে চেনে–পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা; কিন্তু তারপরও

ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে। পরে যে-কাজটা সে করল, সেটাও ব্যাখ্যাতীত নয়–ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দেয়ালে লটকানো ক্যালেন্ডারে দৃষ্টি চালাল। আগস্ট, ৩১। তৃতীয় যে-কাজটা সে করল, সেটা পুরোপুরি সহজাত প্রবৃত্তি বশে। 'চিঠিগুলো গুছিয়ে রাখো, ফ্রেড,' কেরানির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল পাইক জনসন। হাতের চিঠিটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল।

ধূলিময় রাস্তার ওপাশে, দুটো বাড়ি পর ল-অফিস। দ্রুত পায়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে। রোল-টপ ডেস্কের উপর সবুট পা তুলে দিয়েছে শেরিফ জর্জ এলবার, এপাশে চেয়ারে আসীন ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভের সঙ্গে গল্প করছে।

চিঠিটা ডেস্কের উপর রাখল জনসন। 'দেখো এটা, জর্জ!' স্টোরকীপারের কর্কশ কণ্ঠে তাগাদা প্রকাশ পেল।

জর্জ এলবার বিশালদেহী হলেও অমায়িক চেহারার মানুষ, বড়বড় নীল চোখে সৎ, বিশ্বাসযোগ্য ও নম্র চাহনি। এমনিতে নড়াচড়া ধীরগতির হলেও, স্টোর মালিকের মুখে উত্তেজনা দেখতে পেয়ে দ্রুত তৎপর হলো সে। চিঠিটা তুলে নিয়ে ঠিকানায় দৃষ্টি বুলাল, চেয়ার থেকে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল যেন পাছায় লাথি হাঁকিয়েছে কেউ।

'কোথায় পেলে এটা?' দ্রুত জানতে চাইল শেরিফ।

অস্থির জনসনকে কিছুটা সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে এখন। 'ডাক বিভাগের ছাপ্পড় আছে তো এটায়, না কি?' ত্যক্ত সুরে পাল্টা জানতে চাইল সে। 'আমি ছাপাইনি এটা, মেইলে এসেছে!'

শেরিফের কাছ থেকে চিঠিটা নিল ব্রায়ান ম্যাকভে। পড়ালেখার দৌড় কম হলেও, দ্রুত পড়ল সে এবং তাৎপর্যও তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো। 'আরে!' চিঠিটা টেবিলের উপর রাখবার সময় মাত্র এক শব্দে বিস্ময় প্রকাশ করল যুবক, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেরিফের দিকে।

'স্টোরে লোকজনের উপর চোখ রেখেছিলে?' উত্তরের অপেক্ষা করল না এলবার, দ্রুত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল, মাথা বের করে রাস্তার দু'পাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা আটকে দিল।

'স্টোরে যারা ছিল, সবাইকে চিনি,' জানাল জনসন। 'টলিভার ছিল না ওদের মধ্যে।'

'ব্রায়ান, জলদি স্টোরে চলে যাও,' জরুরি কণ্ঠে নির্দেশ দিল শেরিফ। 'আমি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত নড়বে না।'

'উহুঁ, কোথাও যাচ্ছি না আমি,' ধীরে ধীরে বলল ম্যাকভে। 'মনে আছে, তিনদিনের ছুটি পাওনা আমার? ছুটিতে যাচ্ছি আমি...এই মুহূর্ত থেকে।'

নিখাদ অসন্তোষের সঙ্গে ডেপুটিকে দেখল এলবার। 'তুমি এই কাউন্টির ডেপুটি শেরিফ!'

'বটে! শান্তিতে বেঁচে আছি এবং বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে চাই।'

ডেস্কের একটা ড্রয়ার হাতড়াল এলবার। অপরিচিত যে-কারও কাছে শেরিফ জর্জ এলবারকে অদ্ভুত মানুষ মনে হবে–কয়েক সাইজের বড়

ট্রাউজার, নাদুসনুদুস শরীরে খাটো ক্যালিকো শার্টের উপর বোতামহীন কালো ভেস্ট চাপিয়েছে; জুতার হিল অর্ধেক ক্ষয়ে গেছে। একটু ভাল করে দেখলে কোমল কড়াহীন হাত চোখে পড়বে, বোঝা যায় কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত নয়।

বহুদিন ধরে এখানে আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে সে। ইয়েলো জ্যাকেটকে একেবারে শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট কাউ-টাউন বলা যাবে না, স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি অপরাধ আর খুনোখুনির ঘটনা ঘটে, তবে শেরিফ বা ল-অফিসের ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে কম। জর্জ এলবার যেহেতু তেমন করিৎকর্মা নয়, ডেপুটির প্রতি মনোযোগ চলে যাবে যে-কারও। ব্রায়ান ম্যাকভেকেই যোগ্য, দক্ষ এবং আন্তরিক মনে হবে। বস্তুত, ডেপুটির কারণেই টিকে আছে ল-অফিস, তথা ইয়েলো জ্যাকেটের আইন।

যা খুঁজছিল, পেয়ে—একটা পোস্টার টেবিলের উপর মেলে ধরল শেরিফ। 'পড়ে দেখো,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'আগেই পড়েছি,' কিছুটা একগুঁয়ে স্বরে বলল ম্যাকভে। 'জানি ওটায় কী লেখা আছে। ডীন টলিভারের মাথার দাম সাত হাজার ডলার—জীবিত বা মৃত।'

ঘুরে পাইক জনসনের মুখোমুখি হলো শেরিফ। 'তুমি পড়ো।'

'পোস্ট অফিসের দেয়ালে ঠিক এরকম একটা নোটিশ সাঁটা আছে,' খিটখিটে উত্তর এল।

'তিন ভাগ করলে কত পড়ে? ভেবে দেখো...বিস্তর টাকা!'

সহানুভূতির সঙ্গে শেরিফকে দেখল বুড়ো। 'জর্জ, কাল আমি অসুস্থ থাকব, একেবারে শয্যাশায়ী! কী জানো, এরই মধ্যে শরীর খারাপ লাগতে শুরু করেছে!'

দু'জনের উপর ঘুরে গেল এলবারের দৃষ্টি, শেষে জনসনের উপর স্থির হলো। 'একজন ছুটিতে আর অন্যজন অসুস্থ,' ম্লান স্বরে বিড়বিড় করল সে। 'হয়েছে কী তোমাদের? বেশ, অন্যদের সাহায্য নেব...'

'কাউকে পাবে না,' সবজান্তার হাসি ডেপুটির মুখে।

'কেন!?'

'ডীন টলিভার ইয়েলো জ্যাকেটে আসছে শুনলেই শহর ছেড়ে ভাগবে সবাই।'

'কিন্তু এত ভয় পাওয়ার কী আছে! ডীন টলিভারকে মোটেই ভয়ঙ্কর লোক মনে হয় না আমার।'

'কথাটা আরও আস্তে বলো,' চাপা স্বরে পরামর্শ দিল ম্যাকভে।

'হাঁক-ডাকই বেশি ওর। নগণ্য একজন...'

'এক আঁটি ডিনামাইটের দৈর্ঘ্য মাত্র আট ইঞ্চি,' ভর্ৎসনার সুরে জ্ঞান দান করল বুড়ো জনসন। 'আর ডীন টলিভার প্রায় ছয় ফুট লম্বা। তা হলে বোঝ অবস্থা!'

'মানছি অন্য যে-কোন আউটলর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া

সে, কিন্তু জেনে-শুনে দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না আমরা!'

'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, জর্জ। পোস্টারটা আমি নই, ইউএস কমিশনার ছাপিয়েছে, কারণ টলিভারের ভূত ঢুকে গেছে তার মাথায়। পারলে সে-ই ধরুক ওকে, আমার কোন ইচ্ছে বা তাড়া নেই। ওই ব্যাটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনদিনের ছুটি মাটি করতে রাজি নই আমি।'

'ঠিক আছে, ব্রায়ান,' বিষণ্ন স্বরে বলল শেরিফ। 'ছুটিটা বরং বাড়িয়ে নাও...তিন মাস...না, তিন বছরই হোক। কারণ আর কখনও কাজে ফিরে আসতে হবে না তোমাকে।'

'আসতে তো হবেই,' তর্ক করল ডেপুটি। 'সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে যে এখানে উপস্থিত থাকতে হবে!'

'উঁহুঁ, দরকার হবে না।'

'তোমার বাড়িতে আমাকে দরকার হবে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ। 'কেন?'

'ফিউনেরাল তো বাড়ি থেকে শুরু হয়, তাই না?' শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে, সহাস্যে বেরিয়ে গেল ম্যাকভে।

পিছন থেকে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে থাকল জনসন।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো, জনসন। তোমার সঙ্গে যাব আমি।'

'উঁহুঁ, জায়গা হবে না তোমার। সিঙ্গল খাটে ঘুমাই আমি এবং ঘুমাতেই যাচ্ছি এখন।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে স্টোর মালিককে যেতে দেখল জর্জ এলবার। থলথলে শরীর চেয়ারে এলিয়ে দিল সে, ভিতরে ভিতরে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। চারপাশে চোখ চালিয়ে নিশ্চিন্ত হলো দরজাটা বন্ধই আছে। এক ধরনের তপ্ত ক্রোধ নিজের মধ্যে আবিষ্কার করছে শেরিফ, কিন্তু জানে হুট করে কিছু করা ঠিক হবে না–আগে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। টোপ, অর্থাৎ চিঠিটা যতক্ষণ ওর কাছে থাকছে, এটা পাবে না ডীন টলিভার।

ডেস্ক থেকে চিঠি তুলে নিয়ে পকেটে ভরল সে, স্রেফ নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করল।

চিঠিটা কি ভুয়া? নিশ্চিত নয়, তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ডীন টলিভার কাউকে বলেছে যে পয়লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইয়েলো জ্যাকেটে এসে চিঠি বা মেইল নিয়ে যাবে। এটাই টলিভারের কাজের পদ্ধতি–বেপরোয়া, ঝুঁকিপূর্ণ। গভর্নরের নিজস্ব বাড়ির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনই চমকপ্রদ এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সে, আগাম ঘোষণা দিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। গভর্নরের স্ত্রীর বাগান থেকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে কোটের বাটনহোলে বসিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে সে, অন্যান্য অতিথিদের মত নেচেছে, উপভোগ করেছে দুর্ধর্ষ এই আউটল। অথচ গভর্নর নিজে টলিভারকে ধরবার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ধরনের দুঃসাহসী, বেপরোয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে লোকটার। এই চিঠির ব্যাপারটাও সেরকম মনে হচ্ছে।

সাত হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ভেসে উঠল এলবারের চোখের সামনে।

বিস্তর টাকা! দশ ডলার মজুরি দিলে বিশজন লোক জোগাড় করতে পারবে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের উপর নজর রাখবে সবাই; টলিভার চিঠি নিতে এলে ওদের তোপের মুখে পড়বে—ডানা ভাঙা পায়রার মত অসহায় অবস্থা হবে আউটলর।

হঠাৎ ব্যাপারটা মনে পড়ল, দ্রুত হাতে পকেট থেকে চিঠি বের করল সে, খামের উপর লেখা ফিরতি-ঠিকানাটা দেখল:

প্রাপক গ্রহণ না করলে দয়া করে বক্স-৭৩, ওয়াগন মাউন্ডে ফেরত পাঠাবেন।

ক্ষীণ হাসি ফুটল শেরিফ জর্জ এলবারের মুখে। *লেখাটায় সামান্য ভুল হয়েছে,* পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাবল *সে—হওয়া উচিত: দয়া করে বক্সটা ওয়াগন মাউন্ডে ফেরত পাঠাবেন। বক্সটা, অবশ্যই কফিন বৈকি।*

ল-অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামে এল সে, চিঠিটা জায়গামত রেখে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিশজন চটপটে লোক জোগাড় করতে হবে। কাজটা তেমন কঠিন হবে না, দিনে দশ ডলার কামাই—লোভনীয় বটে!

*

সন্ধ্যার পরপরই ইয়েলো জ্যাকেটে পৌঁছল এক আগন্তুক। শহরের দক্ষিণে, কটনউডের সারির গাঢ় ছায়ায় স্যাডল ছাড়ল সে। বিড়ালের মত নিঃশব্দে, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ শুরু করল—প্রথমে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর স্রেফ রুটিনমাফিক পরের কাজগুলো করল: লাগামের লুপ তৈরি করে ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঝুলিয়ে দিল, স্টিরাপ দুটো একসঙ্গে বেঁধে পমেলের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল, শেষে পেটি সামান্য ঢিলে করে দিল।

এবার সন্তর্পণে, দৃঢ় পায়ে এগোল ও। ঘোড়াটা ওর নিজের নয়। সত্যি কথা বলতে কি, নিজস্ব কোন ঘোড়া নেই ওর। কয়েক বছর ধরে এভাবেই চলছে, নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘোড়া রাখবার ইচ্ছে হয়নি। ভাড়া করা ঘোড়া এটা, আসবার পথে শেষ শহর থেকে নিয়েছে। যাওয়ার সময় এখান থেকে তরতাজা একটা সংগ্রহ করবে।

বাতাসে ধুলোর অত্যাচার। অজান্তে নাক কোঁচকাল ও, আবছা অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে চলবার সময়, শহরের মূল রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা চলে এসেছে। দূরে স্টোরগুলোতে বাতি জ্বলছে। দোতলা একটা দালানের গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্টোর আর আশপাশের এলাকা জরিপ করল সে।

আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ইয়েলো জ্যাকেটের পরিবেশ। কিন্তু আগন্তুক যে-ধরনের মানুষ, সাধারণের চেয়ে একটু বেশিই সতর্ক এবং খুঁতখুঁতে। যে-কোন শহরে সারা রাত একটা বা বড়জোর দুটো স্টোর খোলা থাকে, অথচ এখানকার ব্যাপার আলাদা। এখানে, দেখতে পেল সে, রাস্তার একপাশের স্টোরগুলো আলোকিত, অন্যপাশে কোন স্টোর, বাড়ি, এমনকী

সেলুনেও সামান্য আলো নেই। স্টোরের হিচিং রেইলে একটা ঘোড়াও নেই!

*

আলোই যদি জ্বলবে, লোক নেই কেন? রাস্তায় চলাচল করছে না কেউ, বরং দোকান বা বাড়ির পোর্চে বসে আছে সবাই, যেন কিছু ঘটবার অপেক্ষায় আছে!

সবকিছুতে বিপদের গন্ধ—আগন্তুকের জন্য অতি পরিচিত সেট-আপ। কিন্তু সন্দেহটা নিরসন করবার ইচ্ছে ওর। চট করে একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল সে।

মিনিট কয়েক পর মূল রাস্তার কাছাকাছি এসে দু'দিকে নজর চালাল, এবার দুটো দালানের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ জায়গা থেকে। ইতোমধ্যে ছোটখাট তিনটে গলিতে ঢুঁ মেরেছে, প্রতিটায় দু'তিনজন লোককে গোড়ালির উপর বসে থাকতে দেখেছে—হাতে রাইফেল ছিল সবার। প্রত্যেকের দৃষ্টি জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের দিকে, যেটা আলোয় ঝলমল করছে এ মুহূর্তে। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে আগন্তুক—আলোকিত ওই স্টোরটাই পোস্ট অফিস কি না।

জানালা-পথে ভিতরে মেইলের র‍্যাক চোখে পড়ল ওর, ব্যস, নিশ্চিত হওয়া মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে আরেক গলিতে ঢুকে পড়ল সে।

এক লোক হেঁটে আসছে। আগন্তুকের পদশব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল লোকটা।

আগন্তুকও থামল।

'আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব?' অন্ধকার ছাপিয়ে উঠল ডীন টলিভারের বিরক্ত কণ্ঠ। 'বিরক্তি ধরে গেছে আমার! ব্যাটা আসবে কখন?'

কিন্তু ওর প্রশ্ন বা বিরক্তি কোনটাই গ্রাহ্য করল না লোকটা, মহা উৎসাহে পাল্টা প্রশ্ন করল সে: 'তোমার কাছে কি আছে? শুধু পিস্তল?'

'নাহ্, শটগান। প্রচুর গোলা আছে পকেটে।'

হেসে উঠল লোকটা। 'জমবে আজ! ব্যাটার কলজে পর্যন্ত টুকরো টুকরো করে ফেলব!'

'আলবৎ! যাক্‌গে, সতর্ক থেকো!' দৃঢ় পায়ে এগোল আগন্তুক, লোকটার উপস্থিতি ভুলে গেল তৎক্ষণাৎ।

মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল সে। পোস্ট অফিসে ওর জন্য একটা চিঠি রয়েছে, কিন্তু সহজে নেওয়া যাবে না ওটা। আশপাশে ওঁৎ পেতে আছে বাউন্টি হান্টাররা। ঝামেলায় জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর, স্রেফ চিঠিটা পেতে চাইছে।

গলি ধরে এগিয়ে গেল সে, বাতাসে পোড়া ছাই, কয়লা এবং নালের কটু গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। গন্ধ অনুসরণ করে এগোল সে। বিশাল একটা দরজার সামনে উপস্থিত হলো, ধারণা করল কামারের দোকানের পিছনের দরজা এটা।

ভেড়ানো কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকে পডল সে, দরজা আটকে দেয়াশলাই

জ্বালাল।

ম্লান আলোয় রোদপোড়া কঠিন চেহারার একটা মুখ ফুটে উঠল। ওয়ান্টেড পোস্টারের সঙ্গে গঠন বা আকৃতির মিল থাকলেও রঙটা অনেক গাঢ়—প্রায় বাদামিই বলা যাবে। কোমলে মেশানো কাঠিন্য মুখে; দৃঢ় চোয়াল, উঁচু নাক; নাকের এক পাটায় অস্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। কিন্তু মুখটাই যে-কারও দৃষ্টি কাড়বে, এর কারণ হতে পারে রিওয়ার্ড পোস্টারে ডীন টলিভারের হাস্যোজ্জ্বল মুখে নিখাদ ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্য ভরা হাসি। বেশিরভাগ ল-অফিসার পোস্টারটা দেখা মাত্র বিদ্বেষ বোধ করে, শপথ নেয় টলিভারের দম্ভ গুঁড়িয়ে দেবে—একবার হ্যান্ডকাফ পরাতে পারলে নিশ্চই এই হাসি আর থাকবে না!

আসলে টলিভারের মুখের গঠনই এমন। উপরের ঠোঁট কিছুটা বেঁকে গেছে, বিদ্রূপাত্মক ও অবজ্ঞাপূর্ণ অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে ওর চেহারায়। চোখজোড়া ধূসর, নীলচে ছাপ নেই—আপাত সৎ ও নিস্পাপ চাহনি আড়ালে পড়ে যায় হাসির কারণে।

কোন পোস্টারে আপাদমস্তক চেহারা নেই, তাই বর্ণনায় ডীন টলিভারকে "মাঝারি" আকৃতির মানুষ বলা হয়েছে, কিন্তু আদপে তা নয়। এ মুহূর্তে রঙজ্বলা নীল শার্ট, জীর্ণ লেভাইস আর গোড়ালি ছাড়ানো বুটের আড়ালে ঢাকা পড়েছে ওর সুঠাম পেশীবহুল শরীর; দীর্ঘদেহী, হাঁটে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। হোলস্টার বা গানবেল্ট বেশ অবহেলা ভরে জড়ানো, বিশাল কোল্টটা ওর হাতের তুলনায় কিছুটা বিসদৃশ দেখায়। মাথায় জীর্ণ স্টেটসন, একটু পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া, একমাথা ঘন উষ্কখুষ্ক চুল ঢেকে রেখেছে।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভে যাওয়ার আগেই যা খুঁজছিল, দেখতে পেল সে। হাপর সংলগ্ন অগ্নিকুণ্ডের কাছে চলে গেল, এখনও গরম ওটা। হাপরের দড়ি ধরে টান দিল। বাতাসে জ্বলন্ত কয়লা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ক্রমশ পুরো অগ্নিকুণ্ডের কয়লায় ছড়িয়ে পড়ল; লাল টকটকে হয়ে উঠতে খুন্তি তুলে নিয়ে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল। ডজন দুয়েক কার্তুজ বের করে কালো, ঔজ্জ্বল্যহীন কয়লার উপর রাখল। তারপর সন্তর্পণে পিছনের দরজা খুলে গলিতে বেরিয়ে এল সে।

গলির শেষ মাথায় এসে, অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের গলিতে চলে এল। ডীন একরকম নিশ্চিত একটু এগোলে জনসন'স স্টোরের লোডিং প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যাবে। তবে কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করল না, জানে ধারে-কাছে আরও লোক ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। একটা শেডের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করতে শুরু করল ও। কামারশালা থেকে বেরোনোর পর ততক্ষণে তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়েছে, এ সময় তীক্ষ্ণ শব্দে বিস্ফোরিত হলো কয়লায় রেখে আসা কার্তুজ। জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের পিছন থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, থমকে দাঁড়াল। 'শুনেছ? ব্যাটাকে ঠিক চেপে ধরেছে

ওরা!'

এটাই দরকার ছিল। অন্ধকারে নড়ে উঠল কয়েকটা ছায়া, ছয়জন লোক ছুটতে শুরু করল গলি ধরে–উদ্দেশ্য কামারের দোকান। অগ্নিকুণ্ডে রাখা বুলেটগুলো তখন একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে।

দৃঢ় পদক্ষেপে স্টোরের দিকে এগোল ডীন। বোর্ডওঅক ধরে ছুটছে লোকজন, চেঁচামেচি করছে; সমানে গোলাগুলি চলছে–আন্দাজের উপর গুলি করছে ভাড়াটে লোকগুলো। ধাপ্পাটা ধরতে পারেনি এখনও, অতি উৎসাহ আর উত্তেজনার কারণে আসল ব্যাপার বুঝতে পারছে না কেউ।

সিঁড়ি ভেঙে পোর্চে উঠে এল ডীন, সিগারেট ধরাল, তারপর স্টোরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো, অন্তত চারটে লণ্ঠন জ্বলছে; এবং ফাঁকা। সাত হাজার ডলারের লোভ কেরানিকে প্রলুব্ধ করেছে অন্য সবার মত, কাজ ফেলে চলে গেছে কামারশালার কাছে। দ্রুত পায়ে মেইল-র‍্যাকের কাছে চলে এল ও, জেনারেল ডেলিভারির তাক খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। চিঠির স্তূপে খুঁজতে শুরু করল।

উদ্দিষ্ট চিঠিটা পেয়ে পকেটে ঢোকাল, অন্যগুলো তাকে রেখে স্টোরের পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ও। গলি ধরে মূল রাস্তার দিকে এগোল, গলির মাথায় এসে বামে বাঁক নিয়ে কয়েক পা এগোতে হোটেলটা দেখতে পেল। দোতলা দালান।

ফাঁকা রিসেপশন। এই কেরানিও কৌতূহল মেটাতে চলে গেছে কামারশালার কাছে। গোলাগুলি চলছে এখনও। সম্ভবত পরস্পরের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ছে শহরের লোকজন, ভেবে স্মিত হাসল ডীন টলিভার।

ডেস্কের পিছনের বোর্ড থেকে একটা চাবি তুলে নিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল ও। আট নম্বর কামরা, একেবারে কোণে। ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল ডীন।

লণ্ঠন ধরিয়ে জানালার পর্দা টেনে দিল, বিছানায় বসে চিঠি বের করে মেলে ধরল। চিঠির সম্বোধন দেখেই থমকে গেল: "মি. ফস্টার।"

পড়া বন্ধ করে চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকল ডীন টলিভার। তারপর কাগজের উল্টোপিঠে প্রেরকের স্বাক্ষর দেখল। "ইভিলিন আর্থার।" এটা ঠিকই আছে। এই ভদ্রমহিলার চিঠিই আশা করছিল ও।

ফের পড়া শুরু করল, সম্ভাষণটা এখনও বেখাপ্পা ঠেকছে। শুরু থেকে পড়ল ও:

মি. ফস্টার,

তোমার অদ্ভুত চিঠিটা পেলাম। কীভাবে এমন অবাস্তব একটা প্রস্তাব দিতে পারলে? আমাকে বোকা ভেবেছ, নাকি তোমার মাথায় ছিট আছে? কেন তোমাকে ডীন টলিভারের খোঁজ জানাব আমি? সবাই জানে পরস্পরের শত্রু তোমরা, একে অন্যকে খুন করবার শপথ নিয়েছ। কীভাবে ভাবলে মি. টলিভারের সঙ্গে বেঈমানি করব

আমি? তোমাদের মধ্যে কোন লেনদেন যদি থেকেই থাকে, নিজের গরজে সেটা চুকিয়ে ফেলবে তুমি। আমার কাছ থেকে সাহায্য পাবে না।

আজই ডীন টলিভারকে এসব জানাব আমি, তোমার ব্যাপারে সতর্ক করব ওকে। যদিও আদৌ তার প্রয়োজন নেই। মি. টলিভার এমনিতে খুব সাবধানী মানুষ। বরং তোমাকেই বোধহয় সতর্ক করে দেওয়া দরকার, দেখামাত্র তোমাকে খুন করবে সে। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি তোমাকে যদি গ্রেফতার বা খুন করে সে, গভর্নর জন ওয়াকার বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেবেন ডীনকে। তোমার জায়গায় হলে সতর্ক হয়ে যেতাম আমি।

আরও একটা ব্যাপার, অকপটে স্বীকার করছি, আমি তোমার সম্পত্তি নই এবং কখনও হবও না।

—ইভলিন আর্থার

চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকল ডীন টলিভার। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে আসল ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেল। পরপর দুটো চিঠি লিখেছে ইভলিন—হাঙ্ক ফস্টার আর ওকে। কিন্তু ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলেছে কোন কারণে—ভুল খামে চিঠি দুটো ভরেছে।

চকিতে ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। অন্য চিঠিতে, ওকে যেটা লিখেছে ইভলিন, ওর ইয়েলো জ্যাকেটে আগমনের কথা লিখেনি তো?

চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডীন, ফুঁ দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে ফেলল। কোলে রাখা খামটা পড়ে গেল মেঝেয়, চেয়ারের পিছনে চলে গেল।

ঠিক তখনই করাঘাত হলো দরজায়।

মুহূর্ত খানেক অপেক্ষা করল ও, তারপর মৃদু স্বরে লোকটার পরিচয় জানতে চাইল।

দরজার ওপাশে খরখরে স্বরে হেসে উঠল কেউ, আমোদে ভরা একটা কণ্ঠ শোনা গেল: 'কাকে আশা করেছ, ডীন? আরে, আমি…হাঙ্ক ফস্টার!'

দুই

'ভাগো, ফস্টার!' দরজার এপাশ থেকে বলল ডীন। 'কোন ঝামেলা চাই না আমি।'

'মিনিট কয়েক লাগবে, ডীন। জরুরি আলাপ।'

'বলে ফেলো।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে বলব নাকি!' তাগাদার সুরে বলল হাঙ্ক ফস্টার। 'নিরস্ত্র আছি আমি, ডীন। এটা কোন ফাঁদও নয়। দরজা খোলো।'

'বেতাল কিছু করলে নাক কেটে ফেলব তোমার!' দরজার কাছে চলে গেল ও, তালা খুলে ডান হাতে কবাট সরিয়ে দিল। বাম হাত পিস্তলের উপর পড়ে আছে। বাইরে নেই কেউ। ব্যাটা গেল কোথায়? দু'পা আগে বেড়ে করিডরে বেরিয়ে এল ডীন, দু'পাশে দৃষ্টি চালাল—নেই কেউ।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ও, লণ্ঠন জ্বালাল। ভুরু কুঁচকে আছে। ইভলিন আর্থারের খামখেয়ালীপনার জের হিসাবে ইয়েলো জ্যাকেটে এসে উপস্থিত হয়েছে হাঙ্ক ফস্টার। নিশ্চই চিঠিতে ওর আসবার কথা লিখেছিল মেয়েটি। ফস্টারের সঙ্গে ওর যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না, অথচ আদপে তাই ঘটেছে। সৌভাগ্যবশত ওকে ট্রেস করতে সক্ষম হয়েছে ফস্টার।

চিঠিটা দরকার। এই মুহূর্তে ফস্টারের কাছে আছে ওটা। কাজটা কঠিন হবে। আপসে ওটা দেবে না বেজন্মা আউটল, হয়তো লড়াই করতে হবে। তবে মেজাজ সামলে রাখতে পারলে ঠিকই উদ্ধার করতে পারবে, এটুকু আত্মবিশ্বাস নিজের উপর আছে ওর।

ফের দরজার দিকে এগোল ডীন। তালা খুলতে যাবে, ঠিক এ সময়ে করাঘাত হলো আবার। ঝটিতি সক্রিয় হলো ও, চাবি ধরে মোচড় দিল, তারপর একটানে মেলে ধরল কবাট। ব্যাটাকে একটু শিক্ষা না দিলে চলছে না! বিদ্যুৎ গতিতে হাত বাড়াল ডীন, ইচ্ছে ফস্টারের কোটের ল্যাপেল ধরে বেমক্কা টানে নিয়ে আসবে কামরার ভিতরে।

সিল্কের কলারের অস্তিত্ব টের পেতে ভুলটা বুঝতে পারল ডীন। সঙ্গে সঙ্গে দেহের পাশে নেমে এল হাত দুটো—একই ক্ষিপ্রতায়। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে ওর চেয়ে মোটেও কম বিস্মিত বা বিব্রত মনে হলো না।

'ওহ্! হাউডি···ইভিলিন!' বিব্রত স্বরে কোনরকমে বলল ডীন।

'হ্যালো, ডীন!' দ্রুত, মৃদু স্বরে বলল যুবতী। 'ভিতরে আসব?'

উত্তরের তোয়াক্কা করল না ইভলিন, চট করে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ডীন, কবাটের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিল। কয়েক বছর আগে দেখা ইভলিন আর্থারের সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পেল। দীর্ঘদেহী, আকর্ষণীয় ফিগার। মাথায় মধুরঙা ঘন চুল। খাড়া নিখুঁত নাক, আয়ত গভীর বেগুনি চোখ—যাদুর মত আকর্ষণ করবে যে-কোন পুরুষকে।

ক্ষীণ হাসল ডীন। 'বেশ বড় হয়ে গেছ তুমি···আর সুন্দরী!'

'তামাশা করবারও সময় আছে, ডীন···এমন সময়ে···সাহস আছে তোমার! ভুলে গেছ তোমার খোঁজে সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে লোকজন?'

'জানি।'

'এখানে থাকতে পারবে না তুমি! আমি···'
'কেন?'
'কেন আবার? এখানে থাকলে তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে ওরা।'
'উঁহুঁ, এত সহজে নয়,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ডীন। 'আমি না চাইলে আমাকে খুঁজে পাবে না ওরা। তোমার সঙ্গে কথা বলবার আগে তেমন কিছু চাইবও না।'
ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল ইভলিন, দু'হাতে কপালের পাশ চেপে ধরল। অজান্তে শিউরে উঠল, এদিকে সকৌতূহলে ওকে দেখছে ডীন, কিন্তু মুখ নির্বিকার। নীল পোশাকে অপূর্ব লাগছে ইভলিনকে, জোর করেও চোখ সরাতে পারছে না।
'ব্যাপারটা কী, বলো তো?' শেষে মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।
মুখ তুলে তাকাল ইভলিন। 'আসলেই একটা বোকার হদ্দ আমি! প্রথমে, হাঙ্ক ফস্টারকে ভুল চিঠি পাঠিয়েছি, ওটার সূত্র ধরে ঠিক ঠিক এখানে চলে এসেছে সে। দ্বিতীয়ত, খামের উপর তোমার আসল নাম লিখেছি। পরিণতি তো দেখতেই পাচ্ছ···ফাঁদে এসে পড়েছ তুমি। পুরো শহর তোলপাড় করছে ওরা। আর এখন···বাবা আছে আমার সঙ্গে। বাবাও জেনে যাবে এখানে আছ তুমি, জানা মাত্র পাসি গঠনের ব্যবস্থা করবে।'
'মেক্সিকোয় খবর পাঠিয়েছিলে কেন?' কাজের প্রসঙ্গে চলে গেল ডীন, ইভলিনের ভুলগুলো সম্পর্কে কোন মন্তব্য করল না। করে কী হবে এখন? 'মনে হলো সত্যিই বিপদে পড়েছ তুমি।'
'ডীন,' চোখে চোখ রাখল ইভলিন। 'শুধু শুধু দেরি করছ! যত দ্রুত সম্ভব শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত তোমার।'
'না।'
অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মেয়েটি। 'মেক্সিকোয় তোমাকে খবর পাঠানোর কারণ–সত্যিই সাহায্য দরকার ছিল আমার। বুঝতেই পারছ, স্কুল থেকে ফিরবার পথে একসঙ্গে স্টেজে এসেছিলাম আমরা, আমি অন্তত ট্রিপটা ভুলে যাইনি। ভোলা কি সম্ভব, না কি উচিত, যেখানে হাঙ্ক ফস্টারের বাহিনীর হাতের নাগাল থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছ তুমি? সারা কাউন্টির লোকজন জানে এই ঘটনা, প্রতিটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।'
'পত্রিকাঅলাদের কাছে আমার পরিচয় জানানো উচিত হয়নি তোমার।'
'আমি···ভেবেছিলাম সব জেনে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন বাবা, গভর্নরের কাছে তোমার জন্য সুপারিশ করবেন। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আইনের সব লোক তোমার পিছনে ছুটবে বা মেক্সিকো পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে।'
'আমিও এমন কিছু প্রত্যাশা করিনি,' নির্বিকার সুরে বলল ডীন।
'তারপর এই ঝামেলাটা হলো যখন···তোমাকে খবর পাঠালাম···আমার মনে হয়েছিল আর কেউ না পারুক, তুমি অন্তত সাহায্য করতে পারবে।'
'কীসের ঝামেলা?'

'ওহ্, এখন আর গুরুত্ব নেই ওসবের!' ম্লান স্বরে হতাশা প্রকাশ করল ইভলিন। 'তুমিও সাহায্য করতে পারবে না। বরং তোমারই বিপদ, ডীন, যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া উচিত!'

'ঝামেলাটা কীসের?' ডীন নাছোড়বান্দা।

'বাবার ঝামেলা। শোনোনি ভুয়া একটা ডীডের কারণে আমাদের পুরো রেঞ্জ বেহাত হতে চলেছে?'

ভ্রূকুটি করল ডীন। 'জালিয়াতটা কে?'

'জ্যাক মেদার। থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানির ম্যানেজার।'

আগ্রহ ফুটে উঠল ডীনের চোখে। 'জ্যাক মেদার নাকি মেদার জ্যাক?'

'জ্যাক মেদার। কেন?'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'টেক্সান। দীর্ঘদেহী, হালকা-পাতলা। চল্লিশের বেশি হবে বয়স। বাদামি চুল, নীল চোখ। লোকটার চলাফেরা দেখতে কেমন যেন, ঢিলেঢালা…'

'চিনি ওকে। কীভাবে কাজটা করল সে?'

'ভাড়াটে লোকজন নিয়ে আমাদের সবক'টা লাইন-ক্যাম্প পুড়িয়ে দিয়েছে, ক্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছে সে। সব গরু খেদিয়ে দিয়েছে মূল রেঞ্জে। এখন কেবল বাড়িটাই অবশিষ্ট আছে। লড়বার চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশি ওরা। শেরিফকে র‍্যাঞ্চ বিক্রির রসিদ দেখিয়েছে মেদার, বাবার কাছ থেকে কেনা। বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন বাবা। কোর্টে মামলা উঠেছে, কিন্তু মনে হয় না সুবিধা করতে পারব আমরা।'

'কেন?'

'সাক্ষী আছে ওদের। জঘন্য এক মিথ্যুক! লোকটার নাম স্যাম গ্রীয়ার। ওর উপস্থিতিতে না কি ডীড করা হয়েছিল। লোকটাকে নিয়ে এখান থেকে স্যাবিনাল যাবে ওরা, তারপর ট্রেনে করে সান্তা ফে যাবে। ওখানেই ট্রায়াল হচ্ছে। আমরাও যাব।'

'আমাকে খবর দিয়েছিলে কেন?'

আরক্ত হয়ে গেল ইভলিনের মুখ, কিন্তু সরাসরি ডীনের চোখের দিকে তাকাল। 'শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না তোমার। সবাই বলে তোমার চেয়ে দক্ষ বন্দুকবাজ নেই সারা অ্যারিজোনায়। ভেবেছি এখানে এসে…থ্রী রীভারস আউটফিটকে আমাদের রেঞ্জ থেকে উৎখাত করবে তুমি।'

'বেশ,' আবেগহীন স্বরে বলল ডীন। 'তাই করব।'

'কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে! খবরটা তোমার কাছে পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছে, ডীন, এদিকে র‍্যাঞ্চ বিক্রির রসিদ দেখিয়েছে ওরা। বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন বাবা।' থামল ইভলিন, চোখে হতাশা আর বেদনা ফুটে উঠেছে। 'বুঝতে পারছ না, ডীন, এখন তোমারও কিছু করবার নেই?'

সিধে হলো ডীন, কয়েক পা এগিয়ে কামরার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। মুখে কৌতূহল মিশ্রিত সতর্কতা। 'ভাবছ তোমার দোষে ফাঁদে পড়েছি? আমাকে খবর দেওয়ার জন্য অনুতাপ হচ্ছে? ভুলে যাও সব। আমাকে ধরতে

পারবে না ওরা, আটকে রাখতে পারবে না কিংবা খুনও করতে পারবে না। সুতরাং এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার আমার।'

'কিন্তু...'

'তুমি জবাব দেবে, না কি নীচে নেমে তোমার বাবাকে পিস্তল উঁচিয়ে জবাবগুলো জেনে নেব?'

তাকিয়ে থাকল ইভলিন। বুঝতে পারছে ঠিক তাই করবে একগুঁয়ে লোকটা। 'বলো, কী জানতে চাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি করো...যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে হবে তোমার।'

ক্ষীণ হাসল ডীন। 'প্রথম প্রশ্ন: ওরা নিশ্চই দাবি করেছে বিনিময়ে তোমার বাবাকে পরিশোধ করেছে, কী সেটা?'

'ভুয়া একটা রসিদ দেখিয়েছে ওরা, এবং পরিশোধও করেছে।'

'মানে?'

'গত মাসে হঠাৎ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আমাদের ফোরম্যান। লোকটা চলে যাওয়ার পর বাবা আবিষ্কার করেন ব্যাংকে ওঁর অ্যাকাউন্টে আট হাজার টাকা জমা দিয়েছে কেউ। প্রথমে বুঝতেই পারলেন না টাকাটা কোত্থেকে এসেছে। পরে থ্রী রীভারস যখন শেরিফকে একটা রসিদ দেখাল, তাতে লেখা বাবাকে দশ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে, তখন বুঝলেন। টাকা জমা করবার জন্য রিক...মানে আমাদের ফোরম্যানকে কোনভাবে ম্যানেজ করেছিল থ্রী রীভারস। সঙ্গে বোধহয় এই শর্তও ছিল টাকা জমা দিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে। ওরা দাবি করল চুক্তি অনুযায়ী টাকা দেওয়া হয়েছে বাবাকে, সেই টাকা রিকের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করেছেন বাবা। ওরা আরও দাবি করেছে, দশ হাজারের মধ্যে দুই হাজার নিজে মেরে দিয়ে তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে রিক।'

'চুক্তিপত্র বা রসিদে নিশ্চই তোমার বাবার সই আছে। ওটা কি আসল?'

'দুই মাস আগে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বাবা, কব্জি আর হাতের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে ওঁর, তারপর থেকে কলমই ধরেন না। এখনও ঠিকমত লিখতে পারেন না। বাচ্চাদের মত হয়ে গেছে ওঁর লেখা। এটা জানত ওরা। এমন হস্তাক্ষর নকল করা কঠিন নয়, প্রমাণ করাও সহজ–তাই করেছে ওরা।'

'ফোরম্যান লোকটার খোঁজ পাওনি?'

'নাহ্। দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেছে সে।' দ্বিধা করল ইভলিন, তারপর যোগ করল: 'বুঝতে পারছ কেমন অসহায় অবস্থায় পড়েছি আমরা? পুরো র‍্যাঞ্চ হারাচ্ছি, যার মূল্য অন্তত এক লাখ ডলার। অথচ ওদের জোচ্চুরি প্রমাণ করবার উপায় নেই, বাবার লইয়ারও নাকানি-চুবানি খাচ্ছে।'

'লোকটা কে?'

'সিনেটর হিনম্যান। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। টেরিটরির সেরা লইয়ার, ডীন। কিন্তু সিনেটর বলে দিয়েছেন আধাআধি সম্ভাবনাও নেই আমাদের। উনি যখন

অসহায়. তুমি কী করতে পারবে?'

'যাও, রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

রক্তলাল হয়ে গেল ইভলিনের অপূর্ব মুখ, ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। ডীনের কর্কশ স্বরে বিব্রত এবং কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছে।

'কেউ হয়তো জানালা দিয়ে একটা পিস্তল ঢুকিয়ে গুলি করে বসতে পারে,' বলল ডীন। 'আমি চাই না অযথা খুন হও তুমি।'

'তা হলে…চলে যাচ্ছ তো, ডীন?'

'না।'

'কিন্তু…'

'বিছানায় যাও!'

এগোল ইভলিন। দরজা মেলে ধরল ডীন।

দরজার উপর দাঁড়াল মেয়েটি, ঘুরে মুখোমুখি হলো, মুখে তখন বিদগ্ধ অহঙ্কার আর বন্ধুসুলভ সহানুভূতির দ্বৈরথ চলছে। 'তুমি আসায় সত্যি খুশি হয়েছি, ডীন। তোমার উপর জোর খাটানোর অধিকার কিংবা বন্ধুত্বের দাবি করতে পারি না আমি। কারণ তোমার কাছে আমি হঠাৎ পরিচিত হওয়া একটা মেয়ে মাত্র। কি জানো, তুমিও এখন সাহায্য করতে পারবে না আমাকে। লড়াই করবার সুযোগ অনেক আগেই চলে গেছে। অযথা তোমাকে এখানে আনবার জন্য সত্যিই দুঃখিত, ওই চিঠির জন্য লজ্জিত। এটা…আসলে…তো, বিদায়।' হাত বাড়িয়ে দিল ও।

হাতটা গ্রহণ করল ডীন। 'শুভরাত্রি।'

'বিদায়।'

'আমি বলছি শুভরাত্রি!'

'কিন্তু…'

একটা হাত আলতো ভাবে ইভলিনের পিঠে রাখল ডীন, তারপর দরজার বাইরে ঠেলে দিল মেয়েটিকে। ইভলিনকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে দরজা আটকে দিল। মিনিট খানেক দরজার কবাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও, কান সজাগ। মনে হলো দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলেছে মেয়েটি, তারপর করিডরে হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল; মিলিয়ে গেল একটু পর।

দরজা থেকে সরল না ডীন, খানিকটা পাশে সরে অপেক্ষায় থাকল। যে-জন্য অপেক্ষা, মিনিট খানেক পরই করাঘাত হলো দরজায়।

'চলে এসো, হাঙ্ক,' দরজা থেকে সরে এসে মৃদু স্বরে বলল ও।

ভিতরে ঢুকল লোকটা। বিশালদেহী মানুষ সে, কালো ব্রডক্লথ সুট পরনে, চওড়া কাঁধের কারণে আঁটসাঁট লাগছে। মাথার বেশ উপরে দু'হাত তুলে রেখেছে, মাথা বা দৃষ্টি ঘুরিয়ে ডীনকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল না, সরাসরি কয়েক পা এগিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'বুঝলাম, টাকার গন্ধ পেয়ে চলে এসেছ এখানে,' বিড়বিড় করল ডীন। 'তোমার যা স্বভাব! বেশ, হাত নামাও এবার।'

হাত দুটো দেহের পাশে নামিয়ে আনল হাঙ্ক ফস্টার, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। সুদর্শন মানুষ সে, দেখতে রোমান সিনেটরদের মত—চওড়া কপাল, পরস্পরের বেশ দূরত্বে বসানো নীল চোখজোড়ায় পরিষ্কার অন্তর্ভেদী চাহনি, দৃঢ় চোয়াল, সুগঠিত নাক-মুখ, কোঁকড়ানো চুল। হাসছে সে এখন, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে—সুবিন্যস্ত এবং মজবুত ওগুলো।

ফস্টার অপেক্ষায় আছে ডীনই নীরবতা ভাঙবে, নিজের মর্যাদা আর অহঙ্কার সম্পর্কে দারুণ সচেতন মানুষ সে। তবে এ মুহূর্তে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার উপস্থিতিতে, সেটা ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ হাতের আঙুলগুলো মোটেই অভিজাত, বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত কারও নয়, বরং ওগুলো দেখে মনে হবে কসাইয়ের—পুরুষ্টু, মোটাসোটা, সবক'টা প্রায় সমান সাইজের। লালচে। হাতে দস্তানা থাকবার পরও ওগুলোর অস্বাভাবিকতা লুকাতে পারেনি সে।

'সুযোগ পেলে লুফে নিতে অভ্যস্ত তুমি, হাঙ্ক,' হালকা সুরে মন্তব্য করল ডীন। 'নেবে না কি একটা চান্স?'

'উঁহুঁ, আমাকে গুলি করবে না তুমি,' আত্মবিশ্বাসী শোনাল আউটলর কণ্ঠ। 'একে অন্যের দরকার হবে আমাদের।'

'স্রেফ একটা টার্গেট হিসেবে তোমাকে দরকার আমার, অন্য কিছুর জন্য নয়।'

'বুঝেছি, ওই কিডন্যাপিঙের ঘটনায় খেপে আছ তো? দেখো, ডীন, পেট চালাতে কত কিছুই করে লোকজন।'

'কিন্তু এর পরিণামে মেক্সিকোয় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি আমি,' ত্যক্ত স্বরে বলল ডীন। 'সেজন্য তোমার উপর খুশি হওয়ার কথা নয় আমার।'

'আমার দোষটা কোথায়? ওই...'

'মুখ সামলাও!'

মুহূর্ত খানেক পরস্পরকে মাপল ওরা, অসন্তোষ আর অপছন্দ ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে না কেউ। কুকুর নয়, যেন দুই বাঘ মুখোমুখি হয়েছে। ডীন টলিভারের মুখে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য, তবে পুরোমাত্রায় সতর্ক সে, ফস্টারকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। এদিকে হাঙ্ক ফস্টারের সুদর্শন মুখের আড়ালে চাপা শঙ্কা খেলা করছে, যেন ডিনামাইটের আঁটির উপর দিয়ে হাঁটছে সে।

'শোনাও তোমার কাসুন্দি!' বিরক্ত স্বরে বলল ডীন।

'বসতে পারি? সব বলতে সময় লাগবে।'

'না।'

'বেশ। আর্থার মেয়েটা...'

ডীন একটা হাত তুলতে থেমে গেল ফস্টার। হলওয়েতে হালকা পদশব্দ শুনতে পেল দু'জনেই। কামরার সামনে এসে থামল পদশব্দ, তারপর জোরাল করাঘাত হলো দরজায়।

সন্দিহান দৃষ্টিতে ফস্টারকে বিদ্ধ করল ডীন। মাথা নেড়ে শ্রাগ করল আউটলর, বোঝাল এ ব্যাপারে কিছু জানে না। কামরার কোণের দিকে ইঙ্গিত

করল ডীন, দরজার দিকে এগোনোর সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সেদিকে সরে যাচ্ছে ফস্টার।

নব চেপে ধরে দরজার কবাট মেলে ধরল ও। বয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, আবার নক্ করতে যাচ্ছিল—হাতটা সামনে বাড়ানো।

'শুনতে পেয়েছি,' বিরক্ত সুরে বলল ডীন।

'দেখো, মিস্টার,' বলল বুড়ো। 'নাম রেজিস্ট্রি করোনি তুমি।'

'ডেস্কে কেউ না থাকলে আমার কী করবার আছে!'

'আমি দেখতে গিয়েছিলাম…' থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল কেরানি। এক পা পিছিয়ে গেল একটু পর, জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। 'তুমি…?' শুরু করলেও কথাটা মাঝপথে গিলে ফেলল ঢোক গিলবার সময়। আবারও চেষ্টা করল সে, দুর্বল স্বরে বলল: 'তুমি কি ডীন টলিভার না?'

'হ্যাঁ।'

মুহূর্তের জন্য বিহ্বল দেখাল বুড়োকে। মুখ খুলল, হাঁ হয়ে থাকল, কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল: 'এখানে থাকতে পারবে না তুমি!'

'পারলে বের করো।'

'বেরিয়ে যাও!'

'না।'

এক পা পিছিয়ে গেল বুড়ো। 'ঈশ্বরের কিরে!' একটা আঙুল তুলে শাসাল সে। 'তোমাকে বের করে ছাড়ব আমি!' ঘুরেই দ্রুত পায়ে করিডরে হারিয়ে গেল লোকটা।

দরজা বন্ধ করল ডীন।

'তুমি বরং জলদি কেটে পড়ো, ডীন,' শুকনো স্বরে পরামর্শ দিল হাঙ্ক ফস্টার।

বিছানার কাছে চলে গেল ডীন। কম্বল তুলে নিয়ে ছিঁড়ে দুই টুকরো করে ফেলল। বিছানার কাঠামোর সঙ্গে এক টুকরো বাঁধবার সময় নির্দেশ দিল আউটলকে: 'অন্যটা ও-মাথায় গেরো দাও।'

সক্রিয় হলো ফস্টার।

'জানালা খুলে ফেলো,' কম্বলের দুই টুকরো জোড়া লাগানোর পর বলল ডীন, ফস্টার নির্দেশ তামিল করতে বিছানাটা ঠেলে জানালার কাছে নিয়ে গেল, তারপর কম্বলের প্রান্ত জানালা-পথে বাইরে ঝুলিয়ে দিল। যে-কেউ কামরায় ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে জানালা দিয়ে পালিয়েছে ও।

'তোমার কামরা কোথায়?' জানতে চাইল ডীন।

'করিডরের ওপাশে।'

বেরিয়ে এসে দরজা ভিড়িয়ে দিল ডীন, তারপর ফস্টারের কামরায় ঢুকে পড়ল। আউটলর পিছনে থাকল ও।

নীচের হলরুমে কয়েকজনের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। একটু পর সিঁড়িতে পদশব্দ হলো—ছুটে আসছে উৎসাহী লোকজন। দ্রুত ডীনের কামরার সামনে

পৌঁছে গেল তারা, থামল হঠাৎ। 'উঁহুঁ, আমি বাপু আগে ঢুকতে পারব না,' একজনের কণ্ঠ কানে এল ওদের। 'এটা তোমার কাজ, শেরিফ।'

'ডীন টলিভার, বেরিয়ে এসো!' চেঁচাল কেউ। 'তোমাকে ঘিরে ফেলেছি আমরা!'

উত্তর এল না। দীর্ঘ নীরবতা, তারপর ফের চেঁচিয়ে উঠল একজন: 'আরে, জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে হারামজাদা!' পরপর দুটো গুলির শব্দ হলো।

ছুটন্ত পদশব্দে কেঁপে উঠল করিডর, সিঁড়ি হয়ে নীচে নেমে গেল। একসময় মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

হাঙ্ক ফস্টারের দিকে তাকাল ডীন, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'শুরু করো।'

'মেয়েটা নিশ্চই তোমাকে বলেছে...'

'বলেছে। তাতে তোমার কী?'

'এত খেপে যাচ্ছ কেন? এমনিতে জানতে চাইছি। তুমি ওকে পছন্দ করো না কি? ওকে সাহায্য করতে চাও?'

কুঁচকে গেল ডীনের চোখ। 'হ্যাঁ, ওকে সাহায্য করতে চাই।'

'পঞ্চাশ হাজার। সমান-সমান ভাগ হবে। কী বলো?'

'দুর্গন্ধ ছড়াবে না তো?'

'নাহ্! জীবনে এরচেয়ে সৎভাবে টাকা কামাইনি আমি।'

'তারপরও দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে। টাকা মানেই অন্যের আগ্রহের বিষয়। যাকগে, শুনি তোমার কেচ্ছা।'

'মামলার সাক্ষীকে এখানে নিয়ে আসছে থ্রী রীভারস, ট্রেনে চড়বার জন্য স্যাবিনাল যাবে ওরা। তখন...'

'কীভাবে জানলে?'

'পত্রিকায় এসেছে খবরটা। প্রায় সবাই জানে।'

'বলে যাও।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল ফস্টার। 'বুঝতে পারছ না?'

'আলবৎ। লোকটাকে অপহরণ করতে হবে। পরে, থ্রী রীভারসের কাছে পঞ্চাশ হাজারে বেচে দেবে ওকে।'

নড করল ফস্টার। 'একেবারে সহজ, তাই না?' দু'হাত মেলে সহাস্যে বলে গেল সে। 'এবং পরিষ্কার কাজ। এরা আসলে একদল ডাকাত। বাড আর্থারকে প্যাঁচে ফেলেছে, যে-সে প্যাঁচ নয়, সর্বস্বান্ত হওয়ার মত অবস্থা। কিন্তু কোর্টে দাবি প্রমাণ করতে হলে সাক্ষী, অর্থাৎ স্যাম গ্রীয়ারকে প্রয়োজন হবে ওদের। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মেরে দেওয়ার তালে আছে থ্রী রীভারস। গ্রীয়ারের জন্য পঞ্চাশ হাজার খরচ করতে আপত্তি থাকবার কথা নয়।'

'আমাকে জড়াচ্ছ কেন এসবে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ডীন। 'পঁচিশের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার অনেক বেশি। ভাগাভাগি করবার কী দরকার?'

মাথা নেড়ে, দু'হাত তুলল আউটল। 'একা পারব না, ডীন। আমার একার পক্ষে কাজটা সম্ভব হবে না। পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকলেও পরোয়া করি না আমি, চল্লিশ ভাগ সম্ভাবনার মধ্যেও কাজ করেছি। কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা এখানে মাত্র দশভাগ। অথচ দু'জনে মিলে কাজটা করলে নিশ্চিত সফল হব।'

তাকিয়ে আছে ডীন, কিছুই বলল না অনেকক্ষণ।

'তো?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল ফস্টার।

'কোন প্ল্যান আছে তোমার?'

'দারুণ একটা মতলব ফেঁদেছি। তবে ঝুঁকিও আছে। ঘোড়ামুখো জ্যাক মেদার বা ওর ক্রুরা ছাড়াও ইউএস মার্শাল আর শেরিফ এলবার থাকবে, প্রচুর ডেপুটিও থাকবে গ্রীয়ারের পাহারায়। ট্রেনে লোক রাখবে ওরা। তুমি যেহেতু ধারে-কাছে আছ, পাহারা দ্বিগুণ করবে এখন। ঝুঁকি এটাই। এবার প্ল্যানটা শোনো।'

বলে গেল সে, নীরবে শুনল ডীন। কিছুক্ষণ মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখল। 'বেশ, আছি তোমার সঙ্গে,' শেষে বলল ও। 'কিন্তু ত্রিশ হাজার ডলার আমি নেব, বাকি বিশ হাজার তোমার।'

'আরে! এমন তো কথা...'

'তা হলে বাদ।'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ফুটে উঠল ফস্টারের চাহনিতে, শেষে শ্রাগ করল সে। 'বেশ, রাজি।'

'এবার কেটে পড়ো!'

'কী!?'

'ভাগো!'

'কিন্তু এটা তো আমার রুম! কোথায় ঘুমাব...'

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ডীন।

পুরো কামরায় চকিত দৃষ্টি চালাল ফস্টার, অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে সুদর্শন মুখ। ড্রেসার থেকে তিনটা সিগার বের করে শার্টের বুক-পকেটে রাখল সে। 'কাজটা বুঝে-শুনে করছ তো?' হুমকির মত শোনাল আউটলর কথাগুলো।

'পাছায় লাথি হাঁকিয়ে তিন সেকেন্ডের মধ্যে বের করব তোমাকে!'

দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল ফস্টার, বিড়বিড় করে শুভরাত্রি জানাল উত্তর দিল না ডীন, বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ফস্টারের প্ল্যানটা মন্দ নয়, বরং গড়পড়তার চেয়ে ভাল। কাজ হবে এতে। কিন্তু স্যাম গ্রীয়ারকে পাওয়া মাত্র আবারও বাড আর্থারের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে থ্রী রীভারস। সবচেয়ে ভাল হয়, জ্যাক মেদারের কাছ থেকে যদি গ্রীয়ারকে আজীবনের জন্য সরিয়ে রাখা যায়। তবে এতেও বিপদ রয়েছে, গ্রীয়ারের অন্তর্ধানের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলে মেদার দাবি করবে টলিভার আসলে বাড আর্থারের হয়ে কাজ করছে,

স্বভাবতই দোষী সাব্যস্ত হবে আর্থার। উঁহুঁ, আর্থারকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেটা বুঝতে দেওয়া যাবে না। এমনভাবে কাজ সারতে হবে যেন বোঝা যায় নিজের স্বার্থে কাজ করছে ও।

এবং ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে ও।

ইয়েলো জ্যাকেটে আসবার কারণটা মনে পড়তে নিজেকে বেকুব মনে হলো, ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেল ডীন। ছয়শো মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে কয়েক বছর আগে স্টেজযাত্রায় পরিচিত এক মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে, গলায় ফাঁস পড়বার ঝুঁকি রয়েছে জেনেও গ্রাহ্য করেনি। কারণটা আন্দাজ করল–ওকে দরকার ছিল মেয়েটির, জরুরি মনে করেই ছুটে এসেছে। এর আগেও মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছে ডীন, তবে ইভলিন আর্থারের মত বনেদী, শিক্ষিতা মেয়ের কাছে ওর প্রয়োজনীয়তা এই প্রথম। যদিও পিস্তলে ওর দক্ষতাই দরকার ছিল মেয়েটির, কিন্তু এটাও বিশেষ একটা কিছু। ইভলিনের সঙ্গে একটু আগে কথা বলবার সময় কিংবা আগেও প্রমাণ হয়েছে মেয়েটি ভদ্র, মিশুক, মর্যাদা-সচেতন একজন লেডি। মনের গভীরে সুপ্ত ইচ্ছে আবিষ্কার করেছে ও–মেয়েটিকে দেখাতে চেয়েছে যে কুখ্যাত ডীন টলিভারও কোন লেডির সত্যিকার এবং নিঃস্বার্থ বন্ধু হতে পারে।

ফস্টারের বিছানায় ঘুমাল ও। এদিকে বাইরে নিতান্ত সতর্কতায় শহরের সর্বত্র ঢুঁ মারছে শেরিফের লোকজন–কিন্তু ডীন টলিভারের পাত্তাও মিলছে না!

তিন

ইয়েলো জ্যাকেট থেকে দশ মাইল দূরের স্যাবিনাল শহরে রীতিমত উৎসবের আমেজ লেগেছে আজ। নবান্ন উৎসবের স্ফূর্তি নয় এটা, যখন চৌহদ্দির সব লোক ড্রিঙ্ক বা নাচের আকর্ষণে চলে আসে শহরে–পরিপাটি কালো সুট আর টাই পরা লোকের ভিড় থাকে চারপাশে, এদের বুক পকেট ভরা থাকে সিগারে, ট্রাউজারের পকেটে থাকে আধা ডলার–ড্রিঙ্ক কিনবার জন্য; বরং পুরোপুরি শহুরে উৎসব এটা, রাজনীতিবিদদের জন্য ছুটির দিন–শেরিফ জর্জ এলবার আর তার ডেপুটিরা থ্রী রীভারসের রাজসাক্ষী স্যাম গ্রীয়ারকে নিয়ে আসছে, এখান থেকে ট্রেনে চড়বে। তিনটায় আসবে ট্রেন। সকাল থেকে ট্রেনের জন্য অপেক্ষার সময়টুকু স্যাবিনাল হাউজের ডাইনিংরূম আর সামনের স্যুইটে বিশ্রামের আয়োজন করা হয়েছে, দুপুরের খাবার এখানেই খাবে। চারদিকে আলোচনার জোয়ার বইছে, দেদার হুইস্কি গিলছে লোকজন, থ্রী

রীভারসের সঙ্গে বাড আর্থারের আইনী লড়াইয়ের সম্ভাব্য রায় সম্পর্কে গুজবে ব্যস্ত সবাই। স্যাবিনালের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

বিশ বছর আগে শূন্য হাতে এলাকায় এসেছিল বাড আর্থার। সুবিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্যই নিজের যোগ্যতায়। তবে ঈর্ষাপরায়ণ কিছু শত্রুও তৈরি করেছে। শুরুতে এক পার্টনার ছিল, কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারেনি সে। এখানকার বেশিরভাগ লোক পছন্দ করে না আর্থারকে, কিন্তু প্রায় সবাই শ্রদ্ধা এবং সমীহের চোখে দেখে তাকে—র‍্যাঞ্চারের অনমনীয় দৃঢ়তা আর সাফল্যের জন্য।

জ্যাক মেদারের থ্রী রীভারস আউটফিটের হেডকোয়ার্টার বাড আর্থারের রেঞ্জের কাছাকাছি। রেঞ্জ, কাছাকাছি তিন শহর—সব জায়গায় লড়াই করেছে দুই পক্ষ, তবে এই প্রথম প্রকাশ্যে হচ্ছে লড়াইটা—জীবন-মরণ লড়াই। বাড আর্থারকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে মেদার, কিন্তু একগুঁয়ে র‍্যাঞ্চার ডীডটাকে প্রথম থেকে ভুয়া বলে দাবি করে আসছে। দু'জনের যে-কোন একজন মিথ্যুক। আর্থার জিতলে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বেশ কয়েক বছর জেলে পচতে হবে মেদারকে। বেশিরভাগ লোকের প্রত্যাশা ক্যাটল কোম্পানি জিতুক। সেক্ষেত্রে, বিশ বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য মুহূর্তে বেহাত হয়ে যাবে বাড আর্থারের।

মামলা নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে চারদিকে, দারুণ কৌতূহল আর হুজুগে মেতে উঠেছে সবাই। শহরের আনাচে-কানাচে ভিড় করেছে লোকজন, শেরিফ জর্জ এলবারের পাসি বাহিনীকে দেখবার আশায় উন্মুখ। সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য দু'জন ইউএস মার্শাল ছাড়াও বাড়তি কয়েকজন ডেপুটি নিয়োগ করা হয়েছে। লোকজনের ভিড় মূলত রাস্তায়, যেহেতু হাজারো মানুষের সামনে নিজের তৎপরতা বা দক্ষতা দেখানোর এই সুযোগ ছাড়েনি ধূর্ত শেরিফ।

মাঝ দুপুর।

রেলরোডের কাছাকাছি পিছনের রাস্তায় লোকজন নেই বলতে গেলে। ধূলিমলিন ক্ষত-বিক্ষত রাস্তা ধরে শহরের মূল অংশের দিকে এগিয়ে আসছে লক্কড়ঝক্কড় মার্কা একটা ওয়্যাগন, পিছনের পাটাতন ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে ঢাকা। রুগ্ন চেহারার দুটো মিউল টানছে ওয়্যাগনটা, চালাচ্ছে ওভারঅল পরা এক মেক্সিকান।

স্টেশনের পাশে ওয়্যাগন থামিয়ে আসন থেকে নামল মেক্সিকান। খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল সে, যেন নতুন এসেছে, স্টেশনের চারপাশে একটা চক্কর মারল। ফ্রেইট ওয়্যারহাউস খুঁজে পেয়ে ওটার পোর্চে উঠে এল সে, মাথা থেকে হ্যাট খুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

স্কেলের উপর বসে আয়েশ করে পাইপ টানছে একজন, অন্যজন একটা বড়সড় বাক্সের উপর বসে আছে। মেক্সিকানকে দেখে ভুরু কোঁচকাল পাইপঅলা। 'কী চাও, *অ্যামিগো?*' নিতান্ত অনাগ্রহের সুরে জানতে চাইল সে।

ক্ষীণ হাসল মেক্সিকান, স্প্যানিশে বলল কী যেন।

'এদিকে এসো তো, পিম,' সঙ্গীর উদ্দেশে বলল পাইপঅলা। 'ব্যাটার কথাবার্তা বুঝতে পারছি না।'

দু'জনেই মেক্সিকানের কাছাকাছি চলে এল। *'কোমো?'* জানতে চাইল পিম নামের লোকটা।

নিচু, মাপা স্বরে বলতে শুরু করল মেক্সিকান। তার কথা শেষ হওয়ার পর ফ্রেইট এজেন্টের উদ্দেশে ভাষান্তর করল পিম: 'গতরাতে ওর বাবা মারা গেছে। লাশটা ট্রেনে করে সনোরায় পাঠাতে চায় ও।'

আপাদমস্তক মেক্সিকানকে মাপল এজেন্ট। 'তাই? ওকে বলো সেজন্য বিস্তর খরচা হবে।'

বলল পিম, মেক্সিকানের জবাব শুনে ভাষান্তর করল: 'ও বলছে টাকা নিয়ে সমস্যা হবে না।'

'বাজি ধরে বলতে পারব অত টাকা নেই ব্যাটার কাছে। ওকে বলো ত্রিশ ডলার লাগবে।' আচমকা সহানুভূতি বোধ করল এজেন্ট। 'জিজ্ঞেস করো তো এখানে কেন কবর দিচ্ছে না, তা হলেই তো টাকা বেঁচে যায়।'

আবার দোভাষীর ভূমিকা নিল পিম। 'ও বলছে পঁচিশ ডলার আছে ওর কাছে,' শেষে মেক্সিকানের উত্তর জানাল এজেন্টকে। 'বলছে ডি ভার্গাসের আমল থেকে প্রায় সব ওকোয়াকে সকোরোয় কবর দেওয়ার নিয়ম, কারণ ওটাই ওদের জন্মস্থান। মাতৃভূমি। আমার তো মনে হয়, সত্যিই তাই চাইছে লোকটা।'

'বেশ, সকোরোয় পৌঁছে যাবে ওর বাবার লাশ,' অমায়িক স্বরে জানাল এজেন্ট। 'কিন্তু ওর কাছ থেকে টাকা নিতে সত্যি খারাপ লাগবে আমার।'

স্প্যানিশে কী যেন বলল মেক্সিকান, ভাষান্তর করল পিম: 'ও জানতে চাইছে ট্রেনটা দ্রুত পৌঁছবে কি না।'

'ওকে বলো এটা এক্সপ্রেস ট্রেন, এরচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেন নেই আমাদের।'

ওয়্যাগনের কাছে চলে এল ওরা। কফিনটা সাধারণ পাইন কাঠের তৈরি, উপরে একটা ক্রস খোদাই করা। কফিন দেখে মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেলল পিম আর এজেন্ট। তিনজনে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল, তারপর ধরাধরি করে ওয়্যারহাউসে নিয়ে এল কফিন, কোণের খালি জায়গায় রেখে দিল।

পাওনা মিটিয়ে বিদায় নিল মেক্সিকান। মাথা নিচু করে চলে যাওয়া মেক্সিকানের দিকে তাকিয়ে থাকল এজেন্ট, তারপর সঙ্গীর দিকে ফিরল। 'ব্যাপারটা চিন্তা করো, পিম। বেচারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে টাকা কামিয়েছে, অথচ বুড়োকে কবরস্থানে পৌঁছে দিতে খরচ হয়ে যাবে পুরোটা।'

'সত্যি দুঃখজনক,' মন্তব্য করল পিম।

দুপুরের একটু আগে শহরে পৌঁছল শেরিফ জর্জ এলবারের পাসি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর একটা দল, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল ছাড়াও কোমরে সিক্সশূটার রয়েছে। থ্রী রীভারস কোম্পানির

ম্যানেজার জ্যাক মেদার দারুণ ধূর্ত মানুষ, রাজসাক্ষীর নিরাপত্তা নিয়ে হৈচৈ করে আসলে শেরিফের অহঙ্কারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। কাউন্টিতে যে-কোন সাক্ষীই নিরাপদ–প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে জর্জ এলবার।

ইয়েলো জ্যাকেট থেকে ঘোড়ায় রাইড করে এখানে পৌঁছেছে বাড আর্থার। যাত্রার ক্লান্তি ঘুচাতে মেয়ের জন্য স্যাবিনাল হাউজের কামরা ভাড়া করেছে। উপরতলায়, কামরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেরিফকে দলবল সহ শহরে ঢুকতে দেখতে পেল র‍্যাঞ্চার।

বিছানায় বসে আছে ইভলিন, খোলা দরজা দিয়ে বাপকে দেখছে। বাড আর্থারের মুখ হঠাৎ আড়ষ্ট এবং গম্ভীর হতে দেখতে পেল। বাপকে চেনে ও, জানে আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাস আর অহঙ্কার নিয়ে চলাফেরা করে সে; সন্তুষ্ট, সফল এবং কর্মচঞ্চল একজন মানুষ–সবসময় এটাই দেখে এসেছে ইভলিন। কিন্তু চিরচেনা মুখটা বদলে গেছে গত কয়েকদিনে, বিশেষত এই ঝামেলা শুরু হওয়ার পর থেকে। তলে তলে শীতল অসন্তোষে ফুঁসছে সার্কেল-এ মালিক, রাগে শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল, তবে নিজেকে সামলে রাখতে সক্ষম হয়েছে দৃঢ়চেতা মানুষটি।

কালো সুট পরনে, পায়ে দামী বুট। ক্যাটলম্যান হিসাবে দক্ষ। নিজের ব্র্যান্ডের যে-কোন ঘোড়া, এমনকী বলদের পিঠেও চাপতে সক্ষম বাড আর্থার। অভিযোগ আছে: অধীন লোকদের প্রতিও একই মনোভাব পোষণ করে র‍্যাঞ্চার। সার্কেল-এ মালিকের নিষ্ঠুরতার নমুনা বহুবার দেখেছে লোকজন। ডীন টলিভারের ঘটনাই উৎকৃষ্ট একটা উদাহরণ হতে পারে। হাঙ্ক ফস্টারের বেপরোয়া আউটফিটের গ্রাস থেকে ইভলিনকে উদ্ধার করে এনেছিল সে, অথচ টলিভারের নামে হুলিয়া বের করেছে সার্কেল-এ মালিক।

এক সময়ের পার্টনার, লেসি থর্টনকে প্রায় জোর করেই অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে সে। শুরুতে মন্দা আর কঠিন কয়েকটা বছর কাটানোর পর সবে যখন টাকার মুখ দেখতে শুরু করেছিল, তখনই মদ্যপান শুরু করে থর্টন। খুব বেশি যে গিলত তা নয়, তবে যথেষ্ট। একদিন বিস্তর পান করল সে, বাড আর্থার তাকে সতর্ক করবার পরও গিলতে থাকল। ক্ষুব্ধ আর্থার সেদিনই অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে থর্টনকে, সামান্য কিছু টাকা ভাগে পেল মদ্যপ পার্টনার। পরে সে সরাসরি অভিযোগ করল ষড়যন্ত্র করে তাকে ঠকিয়েছে আর্থার–প্রথমে মদ খাইয়ে মাতাল করেছে, তারপর বণ্টননামায় সই করিয়েছে, যা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয়েছে আর্থার। অভিযোগ খণ্ডন দূরে থাক, এ ব্যাপারে কখনও কোন মন্তব্য করেনি র‍্যাঞ্চার। মানুষটা সে একরোখা, জেদী; অন্যদের আমল দেয় না তেমন।

আর্থারের শরীরে মেদ জমেছে ইদানীং, স্ফীত ভুঁড়ি উঁচু হয়ে আছে বেল্টের উপর। কর্তৃত্বপরায়ণ একজন মানুষ, অন্যদের উপর ছড়ি ঘোরাতে অভ্যস্ত। ডান হাত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে আছে দেহের পাশে, দুর্ঘটনার পর থেকে মোটামুটি বাম হাতেই সব কাজকর্ম চালায় সে। দুটো আঙুলে সামান্য নাচন দেখা গেল–নীচের রাস্তার দৃশ্য তাকে খেপিয়ে তুলেছে। শীতল ঘৃণা,

রাগ আর উষ্মায় আড়ষ্ট হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ।

বাপের রাগ দেখে শঙ্কিত হলো ইভলিন। 'দয়া করে মাথা গরম কোরো না, বাবা!' কোমল স্বরে বলল ও। 'তুমি জানতে শেষপর্যন্ত এমন কিছুই হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েকে দেখল সে, বাম হাত তুলে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল। 'কিন্তু এটা কী, ইভ? এমন সস্তা অপমান বা রসিকতা দেখেও কি চুপ করে থাকা যায়? হারামজাদার কাজ-কারবার দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন সুযোগ পেলে সত্যি সত্যি খুন করব গ্রীয়ারকে!'

'সত্যি কি করবে না?'

লাল হয়ে গেল সার্কেল-এ মালিকের মুখ। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। সেকেন্ড কয়েক ভাবল কী যেন, শেষে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল, সহাস্যে স্বীকার করল: 'হ্যাঁ, সুযোগ পেলে হয়তো সত্যি তাই করব, তবে তুই বলবার আগে ধারণাটা মাথায় আসেনি। ওই মিথ্যুক, জোচ্চোর লোকটাকে খুন করতে একটুও খারাপ লাগবে না আমার!'

দরজায় করাঘাত হলো।

ভিতরে এসে দরজা খুলল ইভলিন। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যানকে ঢুকবার জায়গা দিল ও। ওদের পারিবারিক বন্ধু এবং লইয়ার সে। ইভলিনের উদ্দেশে স্মিত হাসি উপহার দিল আইনজ্ঞ, র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। সুঠামদেহী মানুষ সে, মাথা প্রায় টাক, মহাব্যস্ত কাউন্টি-ডাক্তারের মতই প্রসন্ন এবং দয়ালু একটা মুখ। মিতভাষী, ধীর-স্থির, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। দেখে বুঝবার উপায় নেই মগজে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লুকিয়ে আছে। আইনী ব্যাপারে সারা কাউন্টিতে তার সমকক্ষ কেউ নেই। সাদা শার্ট, ক্লু-হ্যামার ভেস্ট, কালো স্ট্রিং টাই সিনেটরের পরনে—রাজনীতিবিদদের সাধারণ পোশাক। চলাফেরা, আচরণ বা কথাবার্তায় এক ধরনের সততা রয়েছে যা যে-কাউকে প্রভাবিত করবে। সিনেটর হিনম্যানকে মোটেও ধনী বলা যাবে না। আইন ব্যবসার চেয়ে রাজনীতিতে বেশি সময় দেয় বলেই বোধহয়।

'শেরিফ আমাদের রাজনীতি দেখাচ্ছে, বাড,' বিড়বিড় করল সিনেটর। 'প্যারেড দেখেছ?'

'শুরুতেই একটা ধাক্কা খেয়েছি। বোঝা যাচ্ছে, সুবিধা করা যাবে না।'

র‍্যাঞ্চারের তিক্ত আক্ষেপে কিছুটা বিব্রত বোধ করল সিনেটর। 'যাহ্, প্রসঙ্গটা তোলাই ঠিক হয়নি আমার!' ইভলিনের কাঁধে মৃদু চাপ দিল সে। 'তুমি কি ওর মনটা চাঙা করে তুলতে পারবে না, মেয়ে?'

বিষণ্ন হাসি ফুটল ইভলিনের মুখে। 'মনে হয় না চাঙা হওয়ার মত উপলক্ষ আছে।'

মাথা নাড়ল হিনম্যান। 'তিক্ত হলেও কথাটা সত্যি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে একমত হলো সে। 'কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি সব। কিছু আইনী মারপ্যাঁচ কষতে পারব, ঠেকাতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ওদের।' বন্ধুর

বিষণ্ন, ক্ষুব্ধ কাঠামোর দিকে তাকিয়ে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল সে। 'তুমি বরং বড়সড় আরেকটা ধাক্কার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখো, বাড।'

বিহ্বল দেখাল আর্থারকে, এদিকে বলে চলেছে সিনেটর: 'লেসি থর্টন তোমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য লবিতে অপেক্ষা করছে। ও আশ্বস্ত করতে চাইছে তোমার সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাঁটিতে যাবে না, বরং পত্রিকার জন্য ইন্টারভিউ নেবে। সঠিক তথ্য না পেলে ক্ল্যারিয়নে মিথ্যে ছাপা হবে, তাই না? ও চাইছে সত্যি ঘটনা প্রকাশ করবে তুমি, পত্রিকায়ও ছাপা হবে সেটা।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে?'

ক্ষীণ হাসল প্যাট্রিক হিনম্যান। 'ইচ্ছে না থাকলেও বলা উচিত, নইলে ঘোঁট পাকিয়ে বসবে সে।'

বেরোনোর আগে বাড আর্থারের হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে ড্রেসারের উপর রাখল ঝানু লইয়ার, তারপর তিনজনে নীচে নেমে এল।

প্রায় শূন্য লবি। শেরিফ এলবারের প্যারেড দেখবার জন্য রাস্তায় চলে গেছে সবাই। মাত্র একজন লোক আছে, ওদেরকে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল সে।

ক্ল্যারিয়নের সম্পাদক লেসি থর্টন ছোটখাট মানুষ, তবে গাট্টাগোট্টা। ছোটখাট ভালুক মনে হবে তাকে দেখলে। প্রায় সারাক্ষণ নার্ভাস থাকে, সেটা চারিত্রিক ত্রুটি না কি ক্রমাগত হুইস্কি সেবনের কারণে–বোঝা মুশকিল। হনু আর নাকের আশপাশে লালচে হয়ে ওঠা ত্বক বা চোখের নীচে সঞ্চিত চর্বির পুঁটুলি অতিরিক্ত মদ্যপানের সাক্ষ্য দেয়। এসব কারও চোখ এড়িয়ে গেলেও, হুইস্কির প্রতি থর্টনের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি টের পেতে সমস্যা হবে না, কারণ দশ হাত দূর থেকে খাঁটি বুরবনের গন্ধ পাওয়া যাবে। আজও দেদার পান করেছে সে, দূর থেকেই টের পেল ইভলিন আর্থার।

ইভলিনের উদ্দেশে হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখাল সে।

'আমার সাক্ষাৎকার নিতে চাও?' নিস্পৃহ সুরে জানতে চাইল সার্কেল-এ মালিক।

'ঠিক,' ঔদ্ধত্য ঝরে পড়ল ক্ল্যারিয়ন সম্পাদকের কণ্ঠে। 'তোমার প্রতিক্রিয়া কী, কেমন লাগছে? এক মিনিট, প্লীজ, আমার নোট-বুকটা বের করে নিই,' দ্রুত নোট-বুক আর পেন্সিল বের করল সে। 'হ্যাঁ, এবার বলো, কেমন লাগছে তোমার? মামলার ব্যাপারে কী বুঝছ?'

'আশাবাদী,' মাত্র একটা শব্দ উগরে দিল ক্ষুব্ধ র‍্যাঞ্চার।

'বাড আর্থার মামলায় জিতবার ব্যাপারে আশাবাদী,' বিড়বিড় করল সে লিখবার সময়। চোখ তুলে তাকিয়ে পরের প্রশ্ন করল: 'তোমার রক্তচাপ বেড়ে যায়নি তো?'

'ফালতু বিষয়ে আলাপ করবার সময় নেই আমার, লেসি,' শান্ত স্বরে বলল বাড আর্থার। 'সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা, কুশল জানাতে এখানে আসিনি আমি।'

চাপা আমোদ নিয়ে সিনেটরের উদ্দেশে বো করল পত্রিকা মালিক।

'আমার দায়িত্ব পালন করছি শুধু, সিনেটর, অন্য কিছু নয়।' ঘুরে আর্থারের উদ্দেশে জানতে চাইল: 'নোংরা কাঠি ধরতে কেমন লাগছে তোমার, মি. আর্থার?'

'চলো!' কাটা-কাটা স্বরে সিনেটরের উদ্দেশে বলল র‍্যাঞ্চার।

'সাক্ষাৎকারের কী হবে?' উপহাসের সুরে প্রতিবাদ করল সম্পাদক। 'ক্ল্যারিয়নের তিনশো দশজন পাঠকের কথা চিন্তা করো, মি. আর্থার। ওরা চায় কপর্দকশূন্য হও তুমি, কিন্তু মামলার ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া জানতে আরও বেশি উদ্‌গ্রীব ওরা। ওদের কী বলব আমি?'

'তোমার যা ইচ্ছে লিখো!' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'ফাঁদে আটকা পড়া মানুষের মত ব্যাপারটাকে নিয়েছে সে,' বিড়বিড় করল সে লিখবার সময়। নোট-বুক পকেটে রেখে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল। 'তো, এতেই চলবে বোধহয়...অন্তত আমি সন্তুষ্ট। শুধু ক্ল্যারিয়নের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি বাদ পড়েছে।'

'সহানুভূতি?' জানতে চাইল ইভলিন।

'হ্যাঁ, মিস্,' চালিয়াতির স্বরে বলল সে। 'সহানুভূতি। মি. আর্থারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে ক্ল্যারিয়ন।' বিদ্রূপের সুরে বলল সে। 'আমরা সবাই দুঃখিত! আন্তরিক দুঃখিত যে আমার সাবেক অংশীদার সব সম্পত্তি হারিয়ে ফকির হতে যাচ্ছে! আমরা অবশ্য আশঙ্কা করছিলাম এক্ষেত্রে হয়তো জীবনই বিপন্ন হবে ওর।'

রাগে ফেটে পড়বার অবস্থা হয়েছে বাড আর্থারের, চাপা শব্দে গরগর করে উঠল সে, দু'পা আগে বাড়ল। কিন্তু সিনেটর হিনম্যান বাহু চেপে ধরে আটকে রাখল তাকে। এদিকে একটুও নড়েনি লেসি থর্টন, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, চোখে শয়তানি ভরা চাহনি।

'বেঁচে আছি,' বিড়বিড় করল সে। 'হয়তো আগামী সপ্তাহেই মারা যাব। কিন্তু এ মুহূর্তে জীবনে একটা জিনিসই পাওয়ার আছে আমার—মাত্র একটা জিনিস!' ঠাস করে হাত চালাল সে, কেউ কিছু বুঝবার আগেই বাড আর্থারের গালে এসে পড়ল চড়টা। 'প্রার্থনা করছি, কোন একদিন সর্বস্ব হারিয়ে ক্ল্যারিয়নে আসবে তুমি! তোমাকে দু'পেগ ড্রিঙ্ক কিনে দেব। তারপর ওই পানীয় গলায় আটকে মরবে তুমি!' খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে, তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাইনিংরুমে চলে গেল, একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না।

সেই মুহূর্তে লবির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জ্যাক মেদার। বাড আর্থারকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে, জায়গায় জমে গেছে যেন।

দীর্ঘদেহী টেক্সান সে, মাথায় হালকা হয়ে এসেছে চুল, ফ্যাকাসে বাদামি ত্বক, নীলচে চোখ, মুখটা মোটেই মাংসল নয়, হাড়গোড় ঠেলে-ঠুলে বেরিয়ে আছে। কিন্তু চলাফেরা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, প্রয়োজনের মুহূর্তে যথেষ্ট ক্ষিপ্র।

দরজার উপর থমকে দাঁড়িয়েছে সে। ঝট করে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরল, জরুরি কণ্ঠে কাউকে নির্দেশ দিল: 'গ্রীয়ারকে সরিয়ে ফেলো,

বয়েজ! আর্থার আছে এখানে!'

বাইরে শোরগোল শোনা গেল। ভিতরে ঢুকল জর্জ এলবার, হাতে পিস্তল শোভা পাচ্ছে। গম্ভীর মুখ, চোখে সতর্ক চাহনি। ইভলিনকে দেখে বাম হাতে হ্যাট চেপে ধরে সামান্য তুলে নড করল, অন্য হাতের পিস্তলে তিনজনকেই কাভার করে রেখেছে।

নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে জ্যাক মেদারের দিকে থুথু ফেলল বাড আর্থার, তারপর দ্রুত পায়ে ডাইনিংরুমের দিকে এগোল, পিছু নিল সিনেটর হিনম্যান আর ইভলিন। চাপা রাগ ফুটে উঠল মেদারের চোখে, তিনজনকে চলে যেতে দেখে ঘুরে শেরিফের দিকে ফিরল সে, মুখটা শান্ত দেখাচ্ছে। 'তোমার প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ আমি, শেরিফ। মি. আর্থার দেখছি খেপে বোম হয়ে আছে।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, জ্যাক। স্যামের দিকে খেয়াল রাখব আমরা,' পেশাগত আন্তরিক সুরে বলল জর্জ এলবার।

ডাইনিংরুমে জানালার কাছাকাছি একটা টেবিলে বসেছে আর্থাররা। খাবার পরিবেশন করবার আগেই পাসির লোকজন ঢুকল ভিতরে, প্রায় ভরে গেল বিশাল কামরা। কামরার মাঝখানে বিশাল টেবিলে বসল তারা। এক পাশে স্যাম গ্রীয়ারকে রেখে, পাসির সব সদস্য একরকম ঘিরে ফেলল তাকে।

ইভলিন বা বাড আর্থার এই প্রথম দেখছে স্যাম গ্রীয়ারকে, অথচ এই লোক বহুল আলোচিত ডীডের সাক্ষী–অন্তত তাই দাবি করছে জ্যাক মেদার। এই লোকের হাতে ওদের ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। স্যাম গ্রীয়ার না থাকলে ডীডটাকে অনায়াসে জালিয়াতি বলে প্রমাণ করতে পারত প্যাট্রিক হিনম্যান।

মানুষটাকে ভাল করে দেখল ইভলিন। হালকা-পাতলা গড়ন, উঁচু হনুর হাড়, রোদপোড়া মুখ, গম্ভীর চেহারা। কপালের চামড়া অপেক্ষাকৃত ফর্সা, সম্ভবত হ্যাটের ছায়ার কারণে। না চাইলেও মুখটা পছন্দ হলো ওর–সাধারণ এবং সৎ একজন লোকের চাহনি স্যাম গ্রীয়ারের চোখে। ইভলিন এতটাই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল যে মুহূর্তের জন্য সংশয়ে পড়ে গেল ওর বাবা হয়তো সত্যিই ডীডে স্বাক্ষর করেছে, পরে ভুলে গেছে। স্যাম গ্রীয়ারকে মিথ্যুক বলে মনে হচ্ছে না।

শেরিফ জর্জ এলবার বসেছে গ্রীয়ারের ডান দিকে, সারাক্ষণ একটা চোখ রেখেছে বাড আর্থারের উপর। সে ভাল করেই জানে র‍্যাঞ্চারের পক্ষ থেকে ঝামেলা হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উল্টোটা ভাবতে অসুবিধে কী? স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর্থার আর হিনম্যানের দিকে, খেয়ালই করল না পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক লোক, একমাত্র শূন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল। লোকটা ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভে।

'জর্জ, জরুরি খবর শোনো,' বলল ম্যাকভে। 'মনে আছে, সকালে ফীড-করাল থেকে জনসনের ঘোড়াটা চুরি গিয়েছিল?'

নড করল শেরিফ, মোটামুটি অনুমান করতে পারছে কী খবর দিতে

চাইছে ডেপুটি।

'তো, একটু আগে রাস্তার ওদিকের করালে দেখলাম ঘোড়াটাকে।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দুই ল-অফিসার, কেউ কিছু বলল না। ডেপুটির কথা শুনেছে জ্যাক মেদার, সে-ই কথা বলল: 'এখানে, স্যাবিনালে?'

নড করল ম্যাকভে।

'তো, শেরিফ, এই কথাটাই বলে আসছি তোমাকে!' ক্ষোভে ফেটে পড়ল থ্রী রীভারস ম্যানেজার। 'আমার কথাই সত্যি হলো। ওয়াগন মাউন্ডের তিয়াত্তর নম্বর বক্স বাড আর্থারের। গতরাতে তার সঙ্গে দেখা করেছে টলিভার, নইলে হোটেলে উঠবে কেন? জীবনে কখনও ঘোড়ার মালিক হয়নি টলিভার, দরকার হলে চুরি করে নেয় ও। সকালে ইয়েলো জ্যাকেটে একটা ঘোড়া চুরি হয়েছে, আর এখন সেটাকে স্যাবিনালে দেখা গেল!'

'খোদা সহায়!' প্রায় আর্তনাদের সুরে বিড়বিড় করল শেরিফ।

চেয়ার পিছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক মেদার, গটগট করে হেঁটে বাড আর্থারের টেবিলে চলে এল, মুখোমুখি হলো র‍্যাঞ্চারের। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে শেরিফ।

'তুমি তা হলে জঘন্য এক আউটলর সঙ্গে হাত মিলিয়েছ এখন, আর্থার?' জানতে চাইল মেদার।

রাগের চেয়ে বিস্ময়ই প্রকাশ পেল র‍্যাঞ্চারের মুখে। 'কীসের আউটল...'

'ডীন টলিভার। এখানেই আছে ও।'

'সে এখানে থাকলে আমার কী?'

'ইয়েলো জ্যাকেটে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য লিখেছ ওকে!' তপ্ত স্বরে বলল সে। 'কাল রাতে ওর সঙ্গে কথাও বলেছ!'

'জেনে-শুনে, সাবধানে কথা বলো, মেদার!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সিনেটর হিনম্যান। 'নইলে মানহানির মামলা করব তোমার নামে!'

আইনজ্ঞের কথা কানে গেছে বলে মনে হলো না, চাপা রাগে কর্কশ হয়ে উঠল বাড আর্থারের কণ্ঠ। 'তুমি একটা মিথ্যুক! একবার নয়, দু'বার মিথ্যে অভিযোগ করেছ!' হাতের ন্যাপকিন শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল সে।

'বন্ধুরা,' শান্ত স্বরে পরামর্শ দিল সিনেটর। 'ভুলে যেয়ো না কোথায় আছি আমরা।'

'একটা কথা আগেই বলে দিচ্ছি, আর্থার,' ক্রূর হাসি ফুটে উঠল জ্যাক মেদারের ঠোঁটে। 'একই ট্রেনে চড়ব আমরা। ব্যাগেজ-কারে উঠবে গ্রীয়ার। তোমাদের কাউকে যদি ব্যাগেজ-কারে দেখি, নেড়ি কুকুরের মত গুলি করে মারব আমি!'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে আঘাত করল আর্থার। ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়েছে সে, নিজের ওজনের পুরোটা ব্যবহার করেছে ঘুসির পিছনে। ঘুসির চোটে তাল হারিয়ে পিছিয়ে গেল মেদার, এলোমেলো কয়েক পা ফেলল, শেষে একটা চেয়ারের উপর আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তে মেঝেয় পতিত হলো। আধ-

সেকেন্ড স্থির একইভাবে পড়ে থাকল সে, তারপর পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। ততক্ষণে তার পাশে এসে গেছে শেরিফ জর্জ এলবার, চেয়ারে বসা লোকটাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে মেদার, ঠিক সেই মুহূর্তে ওর হাত চেপে ধরল শেরিফ আর অন্য লোকটা। মিনিট খানেক যুঝল তিনজন, শেষে পিস্তলটা কেড়ে নিতে সক্ষম হলো শেরিফ।

দ্রুত পায়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক মেদার। রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, চোখে খুনের নেশা। আর্থারের দিকে তাকাল সে, একটু আগের মত কৌতুক বা অবজ্ঞা দেখা গেল না চাহনিতে। স্পষ্টত, দারুণ খেপে গেছে। 'এজন্য পস্তাবে, আর্থার, দেখে নেব আমি! ফতুর করে ছাড়ব তোমাকে! যদি ফতুর করতে না পারি, তবে নির্ঘাত খুন করব!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাইনিংরূম থেকে বেরিয়ে গেল সে, পিছু নিয়েছে শেরিফ। মালিকের পিছু নিল থ্রী রীভারসের অন্য সদস্যরা।

টেবিলে বসে চামচ তুলে নিল বাড আর্থার, দেখল চাপা অসন্তোষের সঙ্গে ওকে দেখছে সিনেটর আর ইভলিন। চোখের কোণ দিয়ে অন্য এক টেবিলে দেখতে পেল লেসি থর্টনকে, দ্রুত হাতে কলম চালিয়ে নোট বুকে লিখছে কী যেন। চামচ নিয়ে খাবার তুলে নিল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু খেল না, চামচ ছেড়ে দিল হাত থেকে। খুনের নেশা চেপে গেছে মাথায়, সেটা চেপে রাখবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না।

'খাও, বাবা,' দুর্বল স্বরে অনুরোধ করল ইভলিন।

'খাব, বিষ খাব!' তড়পে উঠল সার্কেল-এ মালিক। 'উঁহুঁ, খাওয়া-দাওয়া পরে হবে। আগে একটা পিস্তল সংগ্রহ করে ওই নেড়ি কুত্তাটাকে খুন করব!'

নিশ্চুপ ডাইনিংরূমের প্রতিটি মানুষ তার কথা শুনতে পেল। এত আচমকা সে উঠে দাঁড়াল যে মেঝেয় রাখা পানির কলসির সঙ্গে ঠোকর খেল, কোনরকমে সামলে নিল র‍্যাঞ্চার, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ইভলিন আর হিনম্যান, তারপর অনুসরণ করল র‍্যাঞ্চারকে।

ডাইনিংরূমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দুই ডেপুটি, কী করবে বুঝতে পারছে না। একে একে তিনজনকে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যেতে দেখতে পেল। এদিকে দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে লেসি থর্টনের হাসি।

কামরায় এসে, প্রায় জোরাজুরি করে আর্থারকে নিরস্ত করল ইভলিন। ড্রেসার আর আর্থারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হিনম্যান।

'বাবা! বাবা! তোমাকে খুন করবে ওরা!' চিৎকার করল ইভলিন। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার চেষ্টা করো! আমার কথা শোনো, বাবা!'

'ইভলিনের কী হবে, বাড?' কোমল স্বরে বলল সিনেটর। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, তা হলে কাউকে খুন করবার ইচ্ছে হবে না তোমার।'

থমথমে হয়ে গেল আর্থারের মুখ, ঘোর কেটে যাওয়া দৃষ্টিতে সিনেটরের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'নিকুচি করি ওই দস্যুর! সাহস দেখেছ ওর?' সমস্ত

অসন্তোষ আর বিদ্বেষ উগরে দিল সে। বলল, আমি না কি নচ্ছার আউটলটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, অথচ গলাকাটা ওই দস্যুর জন্য তিন হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছি!'

'জানি, জানি আমি,' একইরকম শান্ত স্বরে বলল হিনম্যান।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে এখন বাড আর্থার। ইভলিন জানে, বিপদটা কেটে গেছে; ওর বাবার স্বভাবই এমন–চিৎকার চেঁচামেচি চলবে আরও কিছুক্ষণ, তারপর সামলে নেবে নিজেকে। এখন কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ করলেই দ্রুত শান্ত হয়ে পড়বে। 'হ্যাঁ, বাবা,' বললেই সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে যাবে।

জানালার কাছে চলে গেল র‍্যাঞ্চার, এমনভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকল যেন পড়ন্ত সূর্যকে কালো করে দেবে।

ইভলিনের উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল সিনেটর হিনম্যান, মাথা নাড়ল। দুর্বল ভঙ্গিতে পাল্টা হাসল ইভলিন। মনে মনে জ্যাক মেদারের অভিযোগ নিয়ে ভাবছে। ওরা কি জানে যে ডীন টলিভারের সঙ্গে আসলে গতরাতে ও-ই কথা বলেছে? জানতে পারলে দারুণ খেপে যাবে বাড আর্থার–বাপকে সামলানো কোনভাবেই সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।

ডীন যদি এসবের বাইরে থাকত! কিন্তু থাকবে না, কাল রাতে ওর কাছ থেকে যা শুনেছে, চাইলেও এসবের বাইরে থাকতে পারবে না। ভিতরে ভিতরে দারুণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ইভলিন, অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে মোটেও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না ডীন। এখন এই শহরে আছে সে, জ্যাক মেদার ওদের টেবিলের কাছাকাছি আসবার আগেই শেরিফ এলবারের মুখে শুনেছে কথাটা।

'ওহ্, খোদা!' প্রার্থনা করল ও। 'এসব থেকে উদ্ধার করো আমাদের, কিন্তু সেজন্য ডীন টলিভারের সহায়তা দরকার নেই!'

*

আগুনে পানি পড়বার মতই নিমেষে লোকজনের উৎসাহ আর উৎসবমুখর চাঞ্চল্যে ভাটা পড়ে গেল। সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, ডীন টলিভার এখন শহরে আছে। কেউ জানে না ঠিক কোথায় আছে, কিন্তু সবাই জেনে গেছে বাড আর্থারকে সাহায্য করছে এই আউটল। আর সার্কেল-এ মালিককে সহায়তা করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে স্যাম গ্রীয়ারকে খুন করা–তাই প্রত্যেকে কমবেশি অস্বস্তি বা শঙ্কায় ভুগছে। শেরিফ জর্জ এলবারের অবস্থা সবচেয়ে করুণ, সমানে সিগার এবং ড্রিঙ্ক বিলিয়ে নিজেকে যোগ্য ও উদার অফিসার বলে প্রমাণ করছিল এতক্ষণ, অথচ ট্যাকের টাকা খরচ করেও সব জলাঞ্জলি হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলো সে। পুরো হোটেলে তল্লাশি চালানোর ব্যবস্থা করে ফেলল। বাড আর্থার এবং জ্যাক মেদারের কামরার সামনে সর্বক্ষণ পাহারার বন্দোবস্ত করল। স্যাম গ্রীয়ারের কামরার সামনে বিশ্বস্ত এক ডজন লোককে পাঠিয়ে দিল। লবিতে পাসির অন্য সদস্যদের সঙ্গে রয়েছে সে, বিক্ষিপ্ত মনে পায়চারি করছে। কেবলই ডীন টলিভার সম্পর্কে

ভাবছে–ইউএস কমিশনার তার মাথার দাম তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার বৃদ্ধি করবার পরের সকালে কমিশনারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয় টলিভার; ডাইনিংরুমে যখন সস্ত্রীক নাস্তা করছেন কমিশনার, একই সময়ে রান্নাঘরের টেবিলে বসে পেটপূজা করেছে আউটল। নাস্তা সেরে ডাইনিংরুমে ঢুকে বিহ্বল কমিশনার দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী আর দারুণ বেপরোয়া লোক। চরম বিস্ময় নিয়ে গল্পটা শোনে সবাই। দৃশ্যত, বুকের পাটা আছে টলিভারের, কোন কিছুরই পরোয়া করে না, বরং সবচেয়ে কঠিন ও অসম্ভব কাজটাই করবার জেদ ধরে বসে। এবং করেও দেখায়। সাধারণ মানুষকে হতবাক করে দিয়েই যেন যত আনন্দ তার।

ডীন টলিভারের বেপরোয়া সাহসিকতার এসব গল্প কেবলই উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তোলে মানুষকে, অন্তত যাদের সঙ্গে তার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাসির সদস্যরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। দুপুর একটা থেকে পরবর্তী দুই ঘণ্টা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল তাদের। কোনরকমে একবার ট্রেনে চড়তে পারলেই হয়, ভাবছে শেরিফ এলবার, তারপর কারও সাধ্য নেই স্যাম গ্রীয়ারের কোন ক্ষতি করে। সান্তা ফে পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে যাবে। হাজার আঁটি ডিনামাইট ফাটিয়েও গ্রীয়ারকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ, ট্রেনে এমনই নিশ্ছিদ্র আয়োজন করা হয়েছে।

আড়াইটার সময় স্টেশনে একজন লোক পাঠাল সে। খবর নেবে ট্রেন সঠিক সময়ে আসবে কি না। একটা নির্দেশও পাঠিয়েছে–পাসির সব সদস্য ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত ট্রেন স্টেশন ত্যাগ করতে পারবে না। তিনটা বাজবার দশ মিনিট আগে সিঁড়ির গোড়ায় দেখা গেল সিনেটের হিনম্যান, বাড আর্থার এবং ইভলিনকে। বিল মিটিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেল ওরা। পাঁচ মিনিট পর ট্রেনের হুইসেলের শব্দ শুনতে পেয়ে দোতলায় জ্যাক মেদার আর গ্রীয়ারের কাছে খবর পাঠাল জর্জ এলবার।

স্টেশনে হেঁটে যাওয়াই ভাল, ভাবছে সে, সবচেয়ে নিরাপদ হবে যদি গ্রীয়ারকে মাঝখানে রাখা হয়। দোতলার সব জানালা এবং বাড়ির ছাদে নজর রাখতে হবে। তিনটার সময় হোটেল ছাড়ল ওরা, তারপর রাস্তা ধরে এগোল, প্রত্যেকের হাতে নগ্ন পিস্তল বা রাইফেল, শহরের প্রতিটি বাড়ির জানালায় চোখ রেখেছে।

স্টেশনে ভিড় করা লোকজনকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একেবারে শূন্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ঢুকল ওরা। শুধু দু'জন ফ্রেইট এজেন্ট রয়েছে। আর আছে একটা ব্যাগেজ ট্রাক, কারের খোলা দরজার কাছাকাছি, মাল খালাস করা হচ্ছে ওটা থেকে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ দেখে নিল জর্জ এলবার, তারপর ছয় ফুট অন্তর অন্তর লোক দাঁড় করিয়ে পুরো প্ল্যাটফর্ম ঘিরে ফেলল। ট্রেনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাসির সদস্যরা, ভিড় করা শহরবাসীর উপর নজর রেখেছে। মাল খালাস হওয়ার পর, ট্রেনে মাল তোলা শুরু হলো।

ট্রাকের মালামালের মধ্যে কফিনটাই সবচেয়ে বড়। কালো ক্রস জ্বলজ্বল করছে, দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা কী বা ভিতরে কী রয়েছে, যদিও এ ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করছে না কেউ। প্রায় সবাই উদ্বিগ্ন, টুঁ শব্দও করছে না। এখনই সময়। স্যাম গ্রীয়ারকে হামলা করতে চাইলে এটাই মোক্ষম সময়। যে-কোন মুহূর্তে ঘটবে ঘটনা। কফিন নিয়ে সাত নম্বর বগির মেঝেয় রাখা হলো। অন্যান্য মালপত্র লোড করবার পর, ওয়্যারহাউসে ডজনখানেক ডেপুটির ভিড়ে লুকিয়ে থাকা স্যাম গ্রীয়ার বেরিয়ে এসে দ্রুত ট্রেনে চড়ল। বিশজন মানুষ সর্বক্ষণ ঘিরে রাখল তাকে, সদলে ব্যাগেজ-কারে গিয়ে উঠল সবাই। সবার শেষে উঠল ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভে। ট্রেনের ক্রুর উদ্দেশে হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল সে।

কোচের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চলতে শুরু করল ট্রেন। পিছনে, কোচে আসীন ইভলিন আর্থার গত তিন ঘণ্টায় এই প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ব্যাগেজ-কারে, ফ্রেইটের বাক্সের উপর বসল শেরিফ, রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কতটা স্বস্তি বোধ করছে সে এখন।

'দরজা বন্ধ আছে তো?' জ্যাক মেদারের উদ্দেশে জানতে চাইল সে।

স্বস্তির হাসি ফুটল মেদারের ঠোঁটে। 'দু'প্রান্তের দরজা বা পাশেরগুলোও বন্ধ করা হয়েছে। আমি নিজে পরখ করেছি। নার্ভাস বোধ করছ না কি, এলবার?'

'হ্যাঁ। চড়াই ধরে ওঠা পর্যন্ত নার্ভাসই থাকব। ইয়েলো জ্যাকেট কাউন্টি পার হওয়ার আগে স্বস্তি পাব না।'

'ডীন টলিভার বেপরোয়া হতে পারে,' স্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করল গ্রী রীভারস ম্যানেজার। 'কিন্তু এখানে কোন সুযোগ নেবে না। শুধু ট্রেন উড়িয়ে দিয়ে এখন আমাদের থামাতে পারবে ও, এছাড়া কোন পথ নেই।'

'এমন কিছু করবার সাহস হবে না ওর,' বলল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'আর্থার আছে ট্রেনে।'

সন্দিহান ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল শেরিফ, গ্রীয়ারের দিকে তাকাল। মেইল ট্র্যাকের কাছাকাছি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়েছে সে, দু'হাত দূরে চিঠিপত্র বাছাই করছে মেইলের কেরানি। কারের পিছনের দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অন্যরা, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছে যার যার অস্ত্র। দৃশ্যত, শেরিফের মত অতটা উদ্বিগ্ন নয় কেউ, এরই মধ্যে গল্প আর হাসি-তামাশা শুরু হয়ে গেছে। পাসির দুই সদস্য শেরিফের সঙ্গে আলাপ করছে।

'এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বোধহয় পড়োনি কখনও,' গ্রীয়ারের উদ্দেশে বলল শেরিফ। 'যে-কোন সময় পিঠে বুলেট বিঁধবার আশঙ্কা ছিল।'

মুখ নির্বিকার সাক্ষীর, ভয়ের কোন নমুনা দেখা গেল না। 'ডীন টলিভার কখনও কারও পিঠে গুলি করেছে বলে শুনিনি,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'বিশ্বাস করি না এমন কিছু করত ও।'

'কেউ তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছে না, স্যাম। স্রেফ শুনে যাও,' পরামর্শ দিল মেদার।

মেদারের দিকে ফিরল সে, মুহূর্ত খানেক চুপ করে থাকল, স্পষ্ট ঘৃণা ফুটে উঠল চোখে। তারপর আচমকা হারিয়ে গেল সেটা, মৃদু আপসের সুরে বলল: 'ইয়েস, স্যার, মি. মেদার।'

স্যাবিনালের উত্তরে দীর্ঘ পাহাড়সারির শুরু হয়েছে। বিস্তৃত ঢালু জমি, অর্থাৎ চড়াই ধরে কয়েক মাইল উঠবে ট্রেন–চড়াইয়ে উঠবার পর, একইরকম ঢালু উৎরাই ধরে পাঁচ মাইল দূরে সমান জমিতে নেমে যাবে। দীর্ঘ ঢাল ধরে উঠছে ট্রেন, অতিরিক্ত আয়াস লাগছে লোকোমোটিভের, ছন্দময় শব্দ বদলে গেছে এখন, গোঁ গোঁ করছে জানোয়ারের মত। চড়াইয়ের কারণে গতি কম। ব্যাগেজ-কারের ভিতরে পাসির সদস্যরা নিশ্চিন্ত হলো এতক্ষণে, ঘোরাফেরা শুরু করল তারা।

'কার্ড আছে আমার কাছে,' বলল একজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কারের মেঝেয় বসে পোকার খেলতে শুরু করল কয়েকজন। অন্যরা, বিপদ যেহেতু কেটে গেছে, শরীর ঢিলে করে ওদের খেলা দেখতে শুরু করল।

শেরিফ আর গ্রীয়ার দেখছে তাদের। মেইল ক্লার্ক নিজের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ মেরুদণ্ডে শক্ত ধাতব খোঁচা অনুভব করল শেরিফ জর্জ এলবার। 'ভুল করেছ তোমরা, বয়েজ। এবার আমার দান,' মৃদু স্বরে বিড়বিড় করল কেউ।

চার

ব্যাগেজ-কারে উপস্থিত প্রতিটি লোক ফিরে তাকাল কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। শেরিফের পিছনে, একটু ডানে দাঁড়িয়ে আছে ডীন টলিভার, জর্জ এলবারের পিঠের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে হাতের পিস্তল। শীতল বিদ্রূপ তার চোখে, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ ব্যঙ্গের হাসি। একেবারে সহজ, নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু চোখের পলকহীন সতর্ক চাহনি প্রতিটি লোককে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল।

'গ্রীয়ার, আমার পাশে চলে এসো,' বলল সে, একইসঙ্গে শেরিফের হোলস্টার থেকে আলগোছে পিস্তলটা তুলে নিল, কক্ করবার পর এক পা পিছিয়ে গেল। দু'হাত মাথার উপর তুলে টলিভারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল স্যাম গ্রীয়ার।

হাতের তালু মেঝেয় রেখে শরীরের ভর চাপিয়ে দিল এক ডেপুটি ইউএস মার্শাল, উঠে দাঁড়াবে।

'শুয়ে থাকো, মিস্টার, ছাড়পোকা কামড়াচ্ছে না তোমাকে,' ডেপুটির উদ্দেশে বলল ডীন। 'নইলে কান ফুটো করে ফেলব তোমার!'

সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় বুক ঠেকিয়ে পড়ে থাকল লোকটা।

'শেরিফ, শরীরটা খাটাও একটু, জলদি সবার অস্ত্র সংগ্রহ করে একটা মেইল ব্যাগে ভরে ফেলো। কারও অস্ত্র যেন বাদ না পড়ে! নইলে কিন্তু তোমার ভরাট পাছা ফুটো করে ফেলব।'

ছাই বর্ণ ধারণ করেছে শেরিফের মুখ, শূন্য একটা মেইলের থলে তুলে নিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করল। সমস্ত কারে চাকার ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে শুধু। এখানকার বেশিরভাগ লোক এই প্রথম সশরীরে দেখছে টলিভারকে, অভিজ্ঞতাটা কারও কাছেই সুখকর মনে হলো না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখে দাঁতাল হাসি আর চোখে উপহাসের দৃষ্টি–নিখাদ ঔদ্ধত্য ঝরে পড়ছে আচরণ এবং কথাবার্তায়।

শেষে, জ্যাক মেদারের উপর স্থির হলো আউটলর দৃষ্টি, সতর্ক চাহনিতে টলিভারকে দেখছে সে তখন। কয়েক মুহূর্ত পরস্পরকে নিরীখ করল ওরা। 'বহুদূর চলে এসেছ তুমি,' মন্তব্যের সুরে বলল ডীন। 'শেষবার অনেক দূরে দেখেছি তোমাকে।'

বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল মেদার। 'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা,' সতর্ক সুরে বলল সে।

'ঠিকই বুঝতে পারছ! সেয়ানা লোক তো, তাই স্বীকার করছ না,' ব্যঙ্গের হাসি ছুঁড়ে দিল ডীন। 'দু'বছর আগে ডজ সিটিতে মেদার জ্যাক নামে পরিচয় দিতে। সামান্য এক টিনহর্ন ছিলে তুমি। টেক্সাস থেকে পালিয়ে আসা ঝড়োকাক। তো, এখানে কী নাম ভাঁড়িয়েছ?'

গাঢ় হয়ে গেল মেদারের মুখের রঙ। 'জ্যাক মেদার,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল সে।

'মন্দ না। সবকিছু ভুলে যেতে দেখি তোমারও কষ্ট হয়!' বিদ্রূপ ডীনের স্বরে।

অন্যরা সবাই এখন মেদার আর টলিভারকে দেখছে।

'তুমিই থ্রী রীভারস চালাচ্ছ?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ডীন।

'হ্যাঁ।'

'সামান্য একজন টিনহর্নের জন্য অনেক দূরত্ব, জ্যাক, একেবারে শেষ সীমা!'

উত্তরে কিছু বলল না জ্যাক মেদার। অস্ফুট স্বরে ঘোঁৎ করে উঠল ব্রায়ান ম্যাকভে, ঝট করে তার দিকে ফিরল ডীন। 'তোমার সমস্যা কী?'

'তুমি,' উত্তর দিল ডেপুটি।

মেইল-স্যাকে পিস্তল ঢোকাতে ব্যস্ত শেরিফ থমকে দাঁড়াল, ডেপুটির উদ্দেশে ধমকে উঠল: 'সাবধানে কথা বলো, গাধা!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডেপুটিকে দেখছে ডীন। সুদর্শন যুবকের চোখে রাগ, দৃঢ় চোয়াল চেপে বসেছে জেদ আর অসন্তোষে। 'বেশ তো, মনের ইচ্ছে অপূর্ণ

রাখতে নেই,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'নিজেকে কী মনে করো তুমি?' নাছোড়বান্দা ডেপুটির কণ্ঠে প্রত্যয়। 'বাড আর্থারের সঙ্গে হাত মেলালেই কাউন্টির আইন পিছিয়ে যাবে? কক্ষনো না!'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। ঘরের অর্ধেক মানুষ আশঙ্কা করল গর্জে উঠবে টলিভারের হাতের পিস্তল, ব্রায়ান ম্যাকভের চাঁছাছোলা স্বর চিরতরে থামিয়ে দেবে আউটল।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না, নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করল ডীন। 'তুমি আসলেই মাথামোটা! যে-লোক আমার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তার সঙ্গে হাত মেলাব কেন?'

'তা হলে এখানে কী করছ?' তপ্ত স্বরে জানতে চাইল ডেপুটি।

জ্যাক মেদারের দিকে তাকাল ডীন। 'তুমিই বলো।'

'আমি কিছু জানি না,' বলল মেদার।

'গ্রীয়ারকে যদি ফিরে পেতে চাও, কিনে নিতে হবে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ডীন, তারপর ম্যাকভের দিকে ফিরল। 'সন্তুষ্ট?'

কিছুই বলল না ডেপুটি। এদিকে সবার পিস্তল স্যাকে ঢুকিয়ে ফেলেছে জর্জ এলবার। মাথা নেড়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ডীন। 'স্যাকটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলো, আর দরজাটা খোলা রেখো।'

প্রশস্ত দরজা মেলে স্যাকটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলল জর্জ এলবার, তারপর পিছিয়ে এসে অন্যদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল ডীন, কান খাড়া করল যেন কিছু শুনতে পেয়েছে। ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে এখন, চড়াই পেরিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে, শিগ্‌গিরই ঢালু জমি ধরে নামতে শুরু করবে সমতল অঞ্চলের দিকে।

'দরজায় গিয়ে দাঁড়াও,' গ্রীয়ারকে নির্দেশ দিল ডীন। 'ঘোড়া দেখতে পেলে লাফ দেবে।'

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সাক্ষী, বাইরে মাথা বের করে সামনের দিকে তাকাল।

আচমকা বিস্ফোরিত হলো ব্রায়ান ম্যাকভে। 'এখানে কীভাবে এসেছ, টলিভার?'

'চিঠির খামে ঢুকে এসেছি,' অবজ্ঞার সুরে জবাব এল।

মুহূর্ত খানেকের নীরবতা, তারপরই ঘোষণা করল গ্রীয়ার: 'ঘোড়াগুলো দেখেছি।'

দরজার কাছে চলে গেল ডীন টলিভার। এদিকে বসে থাকা বা পড়ে থাকা পাসির সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটে এসে ওকে চেপে ধরবার জন্য উসখুস করছে, জানে ডীন। 'কার খায়েশ বেশি?' উস্কানির সুরে জানতে চাইল ও।

'যদি গ্রীয়ারের কোন ক্ষতি করো,' তড়পে উঠল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'ঠিক ফাঁসিতে ঝোলাব তোমাকে, টলিভার!'

'দূর!' নাক সিটকাল ডীন, তারপর মেদারের দিকে ফিরল। 'আমার জন্য কিছু টাকা হাতে রেখো, জ্যাক।' খোলা দরজা দিয়ে লাফ দিল ও। নরম মাটিতে পা রাখল, সামনের দিকে হেলে পড়ল দেহ, কয়েক গড়ান দিয়ে সিধে হলো, ট্রেন থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে সরে যাওয়ার পর। ট্রেনটা পাশ দিয়ে ছুটছে, জানালায় ইভলিন আর্থারের অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা দেখতে পেল পলকের জন্য। ওকে দেখেছে মেয়েটা, মুহূর্তের জন্য নিদারুণ বিস্ময় আর আতঙ্ক ফুটে উঠল ইভলিনের মুখে। হাত নাড়বার তীব্র ইচ্ছে দমন করল ডীন, জানে অন্যরাও দেখতে পাচ্ছে ওকে। শুধু ক্ষীণ একটু হাসল ও, তারপরই ওকে পেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

ডান পাশে তাকাল ও, দেখল ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে স্যাম গ্রীয়ার। এদিকে ঢালু ট্র্যাক ধরে নামতে শুরু করেছে ট্রেন, প্রতি মুহূর্তে গতি বেড়ে যাচ্ছে। সমতল জমিতে পৌঁছতে প্রায় পাঁচ মাইল ঢাল পেরিয়ে যাবে, তারপর থামবার সুযোগ হবে, কিন্তু পাসির সদস্যদের হাতে অস্ত্র বা সঙ্গে ঘোড়া থাকবে না।

এগিয়ে এল স্যাম গ্রীয়ার। কোমরে দু'হাত রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ডীন, খুঁটিয়ে দেখছে লোকটিকে। এই লোকের মিথ্যে সাক্ষ্যের কারণে নিঃস্ব হতে চলেছে ইভলিন আর ওর বাবা। ট্রেনে ক্ষণিকের জন্য দেখেছিল, ভাল করে দেখবার ফুরসত মেলেনি, কিন্তু যতটুকু দেখেছে তাতেই বিস্মিত হয়েছে। এখন, স্যাম গ্রীয়ারকে খুঁটিয়ে দেখবার পর বিস্ময়টুকু বাড়ল আরও। ডীন আশা করেছিল স্বার্থপর দুর্বল চরিত্রের কাউকে দেখতে পাবে, ওর দয়া ভিক্ষা করবে সে; অথচ পোড়খাওয়া, আত্মবিশ্বাসী মানুষ মনে হচ্ছে স্যাম গ্রীয়ারকে। সরাসরি ডীনের দিকে তাকাল সে, দৃষ্টি সরিয়ে নিল না।

'ধন্যবাদ দেবে না আমাকে?' জানতে চাইল ডীন।

'না,' শান্ত, নির্লিপ্ত স্বরের জবাব এল।

'তাজ্জব ব্যাপার! ট্রেনে তোমাকে দেখে তো মনে হয়নি জ্যাক মেদারকে পছন্দ করো।'

কিছু বলল না সে।

'একা চলে যেতে চাও?' সহাস্যে জানতে চাইল ডীন।

শ্রাগ করল সে। 'তোমার যেমন ইচ্ছে।'

'ছেড়ে দিলে কোথায় যাবে?'

'মেদারের কাছে।'

সামান্য ভুরু কোঁচকাল ডীন, মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল। 'উঁহুঁ, একসঙ্গে রাইড করব আমরা।'

এগোল গ্রীয়ার।

কিছুদূর পর্যন্ত পিছু নিল ডীন, এখনও ভুরু কুঁচকে আছে ওর, লোকটাকে বুঝবার চেষ্টা করছে। হিসাব মিলছে না, কোথাও একটা ঘাপলা আছে। স্যাম গ্রীয়ারকে দেখে মনে হচ্ছে না অসৎ। মেদারের কাছ থেকে সরে আসতে পেরে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা, অথচ আদপে তা ঘটেনি. স্রেফ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে

পরাজিত একজন মানুষের মত আচরণ করছে–ব্যাপারটা ত্যক্ত এবং সন্দিহান করে তুলল ডীনকে।

সিডার সারির একেবারে কাছাকাছি ঘোড়াগুলো বাঁধা। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হাঙ্ক ফস্টার। একটা অ্যাপালুসায় চড়েছে সে। ওদেরকে দেখে দু'কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে হাসি। 'সমস্যা হয়নি তো?'

'না,' বলল ডীন। 'তুমি লুকিয়ে ছিলে তো?'

হেসে উঠল ফস্টার, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে দেখছে গ্রীয়ারকে। 'বিশ্বাস রাখো আমার উপর, দোস্ত। জ্যাক মেদারকে খুঁজে বের করে টাকা আদায় করতে হবে, তাই না? এ কাজটা আমার ভাগে পড়েছে।'

'ঝটপট কাজ সেরে ফেলো,' নির্দেশ দিল ডীন।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ফস্টার, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল। 'দু'দিনের মধ্যে লাইন ক্যাম্পে পৌঁছে যাব আমি।'

উত্তর দিল না ডীন। কাছের ঘোড়াটা নিল ও, স্যাডলে চড়ে ইঙ্গিত করল গ্রীয়ারকে। 'বুঝতে পারছি না মানুষ হিসেবে কেমন তুমি, হয়তো পিছলা ধরনের। তুমি বরং আগে আগে চলো।' পশ্চিমে কোরাজন রেঞ্জের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'ওখানে যাব আমরা। যতটা সম্ভব খোলা জায়গা এড়িয়ে চলবে, চিহ্ন লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কোরো।'

নীরবে যাত্রা করল লোকটা, পিছু নিল ডীন, এখনও দেখছে গ্রীয়ারকে। ইভলিন আর্থারের বলা গল্প নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছে ও, ধরে নিয়েছিল সত্যিই ডীডটা ভুয়া। কিন্তু এখন কিছুটা হলেও সংশয়ে ভুগছে। এই লোক অসৎ নয়, অথচ বাড আর্থারকে মিথ্যুক প্রমাণ করতে ভিতরে ভিতরে মুখিয়ে আছে, যেন সত্যিই ডীড হওয়ার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিল, নিজের চোখে বাড আর্থারকে সই করতে দেখেছে, এবং এখন ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা কামনা করছে।

ভাবনা বাদ দিয়ে স্যাম গ্রীয়ারের উপর নজর রাখল ডীন–চলাফেরা, পোশাক, আচরণ খুঁটিয়ে দেখল। যেভাবে এগোচ্ছে, ডীন বাজি রেখে বলতে পারবে হয় সে একজন ল-ম্যান, নয়তো আউটল। চিহ্ন লুকিয়ে রাখতে দক্ষ এবং চতুর, সময়ও নষ্ট করছে না। দিনের বাকি সময়টা কোরাজনের দিকে টানা এগিয়ে চলল ওরা, শেষে সন্ধ্যার উন্মেষে সরু একটা ক্রীক পেরোনোর পর থামবার নির্দেশ দিল ডীন।

স্যাডল ছাড়ল ওরা। স্যাডল-ব্রিডল খুলে ঘোড়াকে পানি পান করাল। সঙ্গে আনা জার্কি আর ঠাণ্ডা বিস্কুট দিয়ে খাওয়া সেরে নিল। স্যাডল ব্যাগে এসব রেখেছে হাঙ্ক ফস্টার। ভরপেট পানি খেয়ে কাগজ-তামাক বের করল ডীন, নিজে একটা সিগারেট রোল করে তামাকের থলে এগিয়ে দিল গ্রীয়ারের দিকে। 'ধূমপান করো না কি?'

গ্রীয়ারকে দেখে মনে হলো বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু নীরবে সিগারেট রোল করল। সিগারেট ধরিয়ে, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আয়েশের সঙ্গে এক মুখ ধোঁয়া গিলে নিল, সে-সময় আচমকা প্রশ্নটা করল ডীন: 'মিথ্যে বলবার জন্য

তোমাকে তা হলে ফুটো পয়সাও দিচ্ছে না মেদার?'

শীতল চাহনিতে ওকে বিদ্ধ করল লোকটা, কিন্তু কিছু বলবার আগেই খেই ধরল ডীন। 'মিথ্যে বলবার দরকার নেই। আমি খুব ভাল করে জানি ওই ডীডে সই করেনি বাড আর্থার। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, লাভ ছাড়া তোমার মত রক্তচোষা লোক নিজেকে এতে জড়িয়েছে কেন?'

ম্লান আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল গাঢ় হয়ে গেছে স্যাম গ্রীয়ারের মুখের রঙ। ডীন বুঝতে পারল জায়গামত টোকা দিয়েছে। কিন্তু নীরবই থাকল লোকটা।

'তোমার স্ত্রী কেমন আছে?' আচমকা জানতে চাইল ও।

সিগারেট ঠোঁটের কাছে তুলে টান দিতে যাচ্ছিল গ্রীয়ার, প্রশ্নটা শুনে বেকুব বনে গেল, আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল সিগারেট। ওটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল ডীনের দিকে। 'বিয়ে করিনি আমি।'

'মিথ্যে বলছ,' সোজাসাপ্টা বলল ডীন। 'ধূমপান করতে পছন্দ করো তুমি, অথচ সঙ্গে তামাক বা সিগার রাখো না। দু'সাইজ বড় ট্রাউজার পরনে তোমার, সম্ভবত ওরাই দিয়েছে। বুটগুলো প্রায় জীর্ণ। তুমি আসলে ব্যর্থ একজন মানুষ। পরাজিত। তা হলে কী দাঁড়াল অবস্থা? জ্যাক মেদার মিথ্যে বলবার জন্য টাকা দিচ্ছে না তোমাকে। যদি টাকাই না দিতে হয়, তা হলে নিশ্চই কোন একটা ব্যাপারে তোমার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে ওর? সেক্ষেত্রে, এবং তোমাকে যদি বন্দি করে রাখত সে, তা হলে গত কয়েক ঘণ্টায় মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করতে। কিন্তু তা করোনি। বরং জ্যাক মেদারের কাছে ফিরে যেতে চাইছ। তার মানে তোমার কোন স্বজনকে আটকে রেখেছে মেদার–বউ, মা, কিংবা বাচ্চা হতে পারে–চাইলেও যাতে পালাতে না পারো। কী বুঝলে?' শীতল সুরে শেষ প্রশ্নটা করল ডীন।

সামান্য হাত কাঁপছে গ্রীয়ারের, কিন্তু শান্ত স্বরে জবাব দিল: 'গল্পটা তোমার নিজস্ব,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সে। 'তা ছাড়া, তুমি এসবের পরোয়া করো না কি? নিজেই বলেছ আর্থারকে সাহায্য করছ না, স্রেফ টাকা কামাই করতে আমাকে নিয়ে এসেছ।'

'মেদারকে দেখতে পারি না আমি। তোমাকেও পছন্দ হচ্ছে না।'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল গ্রীয়ার। 'আমার কাছ থেকে কিছু বের করতে পারবে না।'

আবার যাত্রা করল ওরা। এবার ডীন আগে আগে চলছে। কোরাজন অঞ্চল ঠিক রেঞ্জ নয়, ঘন গাছগাছড়ায় ভরা দুটো পাহাড়ী অঞ্চল। দীর্ঘ ঢালু চড়াই, ঝোপঝাড়ে ছাওয়া বন্ধুর প্াহাড়ের পাদদেশ, অনুচ্চ পর্বতসারি–সব মিলিয়ে রেঞ্জের বিশালত্ব পেয়েছে বটে, কিন্তু অনুর্বর, বন্ধুর আর অনুপযুক্ত জমি। কয়েক রেঞ্জ সমান জমি ছড়িয়ে আছে এখানে। দুই পর্বতশ্রেণীর চূড়া গোলাকৃতির, ন্যাড়া এবং দেখতে প্রায় একই রকম–তাই স্কুঅ মাউন্টেন বা টুইন পীক্স নামে পরিচিতি পেয়েছে। বহু আগে, পশ্চিমে আসা এক ইয়াংকি দুই পর্বতশৃঙ্গ প্রথম দেখে নাম রেখেছিল সুগারলোফ (চিনির তাল বিশেষ)।

তবে এক স্পেনিয়ার্ড সর্বপ্রথম দেখেছিল এগুলোকে, পড়ন্ত বিকেলে এখানে এসে উপস্থিত হয় সে। পর্বতশৃঙ্গের আড়ালে ডুব দিচ্ছিল তখন সূর্য, তাই ক্যানিয়নের প্রতিটি আনাচ-কানাচ চোখে পড়ছিল। সমান জমি থেকে, সুদূর স্যাবিনাল থেকে জোড়া পর্বতকে দেখায় হৃৎপিণ্ডের উপরের পৃষ্ঠের মত। গিরিখাতের দীর্ঘ ঢালে সূর্যের আলো পড়লে, পাদদেশে মিলিত হয় ঢাল দুটো, ফলে হৃৎপিণ্ডের পুরো ছবিটা পূর্ণ হয়ে যায়। সেজন্যই এই পর্বতশ্রেণীর নাম কোরাজন–হৃৎপিণ্ড। হৃদয়!

কোরাজনের ঢাল পর্যন্ত এগোল ওরা, যতটা সম্ভব ঝর্না আর ক্রীকের ধারে-কাছে থাকছে। ঢালু জমি ধরে উঠতে থাকল–ঘণ্টার পর ঘণ্টা–তারপর নামতে শুরু করল ওপাশের ঢালু উৎরাই বরাবর, পাদদেশ ছাড়িয়ে ক্রমশ সমতল জমির দিকে এগোল।

শেষে, প্রায় মাঝরাতের পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। পাহাড়ী উপত্যকায় পুরানো একটা লাইন কেবিন আছে এখানে। রাউন্ড-আপের কারণে সব গরু তাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে রেঞ্জের ভিতরের দিকে, স্বভাবতই লাইন কেবিনে নেই কেউ। কয়েকদিন পর তুষার জমতে শুরু করবে আশপাশে, তবে আপাতত শুধু ঠাণ্ডার মোকাবিলা করতে হবে ওদের। এ ধরনের খুঁটিনাটি তথ্য জানা থাকতে হয়, নইলে বিপজ্জনক জীবনে আশ্রয় নেওয়ার উপায় থাকবে না। আউটল ডীন টলিভারকে নিজের বাড়িতে স্বাগত জানানোর খায়েশ নেই কারও, এই বোকামি কেউ করেও না। তাই এ ধরনের শূন্য কেবিন বা ক্যাম্প ওর জন্য চলবার পথে নিরাপদ আশ্রয়।

ঘোড়ার হাঁটু সমান ঘাস জন্মেছে উপত্যকায়। লাইন কেবিনের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল ওরা। কেবিন অন্ধকার, দরজা বন্ধ। ঘোড়া দুটোকে নিয়ে লাগোয়া করাল-শেডের দিকে এগোল স্যাম গ্রীয়ার। কেবিনের পিছনে এসে কিছু শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করল ডীন, ফিরে এসে লাথি চালিয়ে দরজা খুলে ফেলল, শেষবার থাকবার সময় দেখা স্টোভের অবস্থান মনে করে অন্ধকারে এগোল সেদিকে।

হাতড়ে স্টোভের পাশে দেয়াশলাই খুঁজে পেল। প্রায় স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে কাঠি। দেয়াশলাইয়ের বারুদের প্রান্ত ট্রাউজারের সঙ্গে ঘষল ও। কাঠি জ্বালিয়ে স্টোভের শিখার সঙ্গে স্পর্শ করল, দেখল ধীরে ধীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। পিছনে গ্রীয়ারের সাড়া পেল ডীন।

'ডীন!' চাপা স্বরে ডাকল লোকটা।

এমন কিছু ছিল স্যাম গ্রীয়ারের কণ্ঠে, চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ডীন, হোলস্টারের দিকে এগিয়ে যাওয়া হাত থেমে গেল মাঝপথে।

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাঙ্ক ফস্টার, হাতে পিস্তল। পিছনে আরও পাঁচজন। 'তো, ডীনি, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে,' আমুদে স্বরে বলল আউটল, চোখে কৌতুক আর উল্লাস। 'যত যাই হোক, আমার হয়ে কাজটা করে দিয়েছ।'

পাঁচ

পলকের জন্য আউটলকে দেখল ডীন, নির্বিকার চাহনি দেখে বোঝা গেল না কী ভাবছে, শেষে প্রায় রাগান্বিত স্বরে বলল: 'পিস্তলটা নামিয়ে রাখো।'

হেসে উঠল ফস্টার। 'মেয়েমানুষ পেয়েছ আমাকে, ডীন? সামান্য একটা আঙুল নেড়েছ কি সবাই মিলে ছেঁদা করে ফেলব তোমাকে!'

সত্যি তাই করবে, ফস্টারের চোখে-মুখে বেপরোয়া চাহনি। মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলে রাখল গ্রীয়ার, তারপর ফস্টারের নির্দেশে সরে গেল ডীনের কাছাকাছি। সতর্ক করে দিল যাতে ডীন আর তার মাঝে এসে না দাঁড়ায়।

মুহূর্তের জন্য মরিয়া একটা চেষ্টা চালানোর অদম্য ইচ্ছে চেপে বসল ডীনের মনে, শেষে নিজেকে সামলে নিল–অতিরিক্ত ঝুঁকি, টিকতেই পারবে না ও; এবং হাঙ্ক ফস্টারও জানে সেটা।

এগিয়ে এল ফস্টার, অনুচরদের লাইন-অভ-ফায়ার এড়ানোর ব্যাপারে পুরোমাত্রায় সচেতন। আলগোছে ডীনের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে দেয়ালের কাছাকাছি সরে গেল। সুদর্শন মুখে বিজয়ীর হাসি। 'তো, দেনা-পাওনা বুঝে নেওয়ার পালা এবার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সে। 'দুর্ধর্ষ ডীন টলিভার এখন আমার পিস্তলের মুখে, যাকে ধরা না কি অসম্ভব!' খরখরে স্বরে হাসল সে। 'ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে! এক্কেবারে সহজ ফাঁদ, কোন সন্দেহই করোনি তুমি!'

শীতল দৃষ্টিতে ফস্টারকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ডীন। 'মেজাজ খারাপ হওয়ার আগেই গ্রীয়ারকে নিয়ে কেটে পড়ো।'

দাঁত বের করে হাসল ফস্টার, গা জ্বালানো হাসি। 'শুধু পঞ্চাশ হাজারে সন্তুষ্ট হব কেন, যখন সাতান্ন হাজারই কামাতে পারি?'

মুহূর্তের জন্য বিহ্বল বোধ করল ডীন, তারপর বুঝতে পারল কথাটার তাৎপর্য। গ্রীয়ারের জন্য মেদারের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার আদায় করবে ফস্টার, সাত হাজার কামাই করবে ওকে ধরিয়ে দিয়ে–জীবিত বা মৃত।

ডীনকে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে দেখে মৃদু হাসল আউটল। 'গতকাল আমার কান কাটতে চেয়েছিলে, ডীন, কিন্তু আজ রাতে আমিই তোমার কান কেটে ফেলব। জানো তো, ওভাবেই বাউন্টির টাকা আদায় করি আমি?'

'পোষাবে না তোমার।'

'মানে?'

'আমাকে খুন করবার যোগ্যতা নেই তোমার। অতটা চালাক বা দক্ষ

হওনি এখনও।'

লালচে হয়ে গেল ফস্টারের মুখ, কিছুটা নিচু হয়ে যাওয়া পিস্তলের নলে নিশানা করল ডীনকে। 'শুধু ট্রিগার টানব আমি, ডীন। ব্যস, খেল খতম হয়ে যাবে তোমার!'

মাথা নাড়ল ডীন। কোমরে দু'হাত ওর, পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'ঠিক, শুধু ট্রিগার টানলেই হলো। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে ট্রিগার টানবার সাহস হবে না তোমার।'

'কেন?'

'আগে একটু কচলাকচলি না করলে তোমার মন ভরবে? তুমি চাও আমি যেন মিনতি করি, ঘাম ঝরুক আমার। খানিকটা মোচড় না দিতে পারলে শান্তি পাবে মনে? ঠিক বলেছি না?' কয়েকটা মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কেটে গেল, ডীন নিশ্চিত হতে পারল না সত্যিই ট্রিগার টানবে কি না হাঙ্ক ফস্টার।

'ঠিক বলেছ, ডীনি বয়! তুমি বরং কান্নাকাটি শুরু করো।'

স্টোভে ঠিকমত আগুন ধরেছে, সলতে কমিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে এখন। উত্তর দেওয়ার আগেই কেশে উঠল ডীন, ধীরে ধীরে পাশ ফিরল যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না হয় ফস্টারের, তারপর হাত বাড়িয়ে স্টোভের সলতে কমিয়ে দিল। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় নিল, এবং অযথা ঝুঁকে পড়ল স্টোভের উপর। ফলে সারাক্ষণই কাশতে থাকল।

কাজ শেষে ঘুরে দাঁড়াল ও, মুখোমুখি হলো আউটলর।

'কান্নাকাটির জন্য তৈরি, ডীন?' সহাস্যে জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল ডীন, দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে। 'একটা প্রস্তাব আছে আমার,' কর্কশ স্বরে বলল ও। 'তবে আগে এক গ্লাস পানি খাব।'

'পানি দাও ওকে,' গ্রীয়ারকে নির্দেশ দিল ফস্টার। 'কোণের বালতিতে পানি আছে।' গ্রীয়ারের দিকে তাকানোর গরজ অনুভব করেনি সে, ডীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে ব্যস্ত। 'আহ্, তোমার অবস্থা দেখে সত্যি খারাপ লাগছে, ডীনি বয়! শুরুতেই পানি চাইছ!'

উত্তর দিল না ডীন, খুক খুক করে কাশল কয়েকবার। একটা কাপে পানি ভরে এগিয়ে দিল স্যাম গ্রীয়ার, দরজার কাছাকাছি দাঁড়ানো ফস্টারের পাঁচ অনুচর আর ডীনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কাপ নেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বাম হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ডীন, অন্য হাত মুখের কাছে, কাশি আটকানোর চেষ্টা করছে।

কাপ চেপে ধরবে ডীন, এসময় ভোজবাজির মত পাল্টে গেল পরিস্থিতি, স্যাম গ্রীয়ারকে এক টানে নিজের কাছাকাছি নিয়ে এল ও, ঘুরিয়ে ফেলল সাক্ষীর শরীর। হাঙ্ক ফস্টারের পিস্তল উঠে এল বটে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, নিজের সামনে স্যাম গ্রীয়ারকে আড়াল হিসাবে পেয়ে গেছে ডীন। গ্রীয়ারের গলা পেঁচিয়ে ধরে চালিয়াতির সুরে বলল: 'পঞ্চাশ হাজার, হাঙ্ক, গুলি করলে পঞ্চাশ হাজার নেই হয়ে যাবে!'

দ্বিধা করছে ফস্টার, অন্যরাও। ডীনকে গুলি করলে যে গ্রীয়ারের গায়ে লাগবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই অবসরে সক্রিয় হলো ডীন। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল প্রথমে, তারপর দরজার দিকে এগোতে শুরু করল; গ্রীয়ারকে নিজের সামনে রেখেছে সারাক্ষণ। প্রায় আট ফুট সরে যাওয়ার পর সংবিৎ ফিরল ফস্টারের। 'ধরো ওকে, বয়েজ, ওর কাছে অস্ত্র নেই!' চেঁচিয়ে সতর্ক করল সঙ্গীদের, নিজেও ছুটল।

ছুটে আসা আউটলদের দিকে গ্রীয়ারকে ঠেলে দিল ডীন, একই মুহূর্তে লাথি চালাল ঘরের একমাত্র টেবিলটায়। সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পড়ল টেবিল, মোমবাতি নিভে যেতে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এল কামরায়। গ্রীয়ারের সঙ্গে ফস্টারের সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পেল ডীন, সুযোগ পেয়ে নিজেই চড়াও হলো অন্যদের উপর। অন্ধকারে একজনকে মাড়িয়ে গেল ও, ছুটে আসা একজনের চিবুকে লাগল সপাটে হাঁকানো ঘুসি। ভোঁতা শব্দের পরপরই বদ্ধ কামরায় গর্জে উঠল একটা পিস্তল। কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা! ইতোমধ্যে বাউলি কেটে সরে গেছে ডীন, আগুয়ান আউটলকে গায়ের জোরে ধাক্কা দিল, পিছনে ভোঁতা শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারল অন্ধকারে ভুল করে পরস্পরের উপর চড়াও হয়েছে দুই আউটল।

দরজার উদ্দেশে ডাইভ দিল ও। ঘাসের উপর পড়েই গড়িয়ে সরে গেল কয়েক ফুট, উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে ছুটতে শুরু করল। উদ্দেশ্য ঘোড়াটার কাছে চলে যাবে।

কেবিনের ভিতরে তুমুল শোরগোল চলছে, গুলি করতে ভয় পাচ্ছে সবাই। হাঙ্ক ফস্টারের অশ্রাব্য খিস্তি কানে এল ওর, তারপরই একটা কণ্ঠ শুনতে পেল: 'ওই যে, যাচ্ছে ও! উপত্যকায় দেখেছি ওকে!' মুহূর্ত খানেক পরই ডীনের আশপাশে গুলির তুবড়ি ছুটল, বাধ্য হয়ে উঁচু ঘাসের বুকে শরীর বিছিয়ে দিল ও, ক্রল করে এগোতে শুরু করল। কিন্তু গতি কমে গেছে, তা ছাড়া কাজটা কষ্টসাধ্য।

ওকে পেয়ে গেছে প্রতিপক্ষ। 'ঘিরে ফেলো ওকে!' চড়া স্বরে নির্দেশ দিল ফস্টার।

ঘাসের হালকা পটভূমিতে ঘাড় অবয়ব ফুটে উঠবে ওর। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল ডীন। উঠে দাঁড়ালে ছয়জনের জন্য আদর্শ টার্গেটে পরিণত হবে। ক্রলিং থামিয়ে একই জায়গায় পড়ে থাকল ও, যতটা সম্ভব ধীরে এবং নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছে; ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়: কী করে গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তি পাবে। প্রতিপক্ষ যদি ওকে ধরতে আসে, হয়তো একজনকে কাবু করে একটা অস্ত্র দখল করে নিতে পারবে।

হাঙ্ক ফস্টারও জানে সেটা, তাই আগেই সতর্ক করল অনুচরদের। 'ওর কাছাকাছি যেয়ো না! যে যেখানে আছ, সেখানেই থাকো!'

ঘাসের উপর মাথা তুলল ডীন। শত্রুদের দেখতে পাচ্ছে এখন। চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে তারা, প্রায় চল্লিশ ফুট ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত,

ক্রমশ ছোট করে আনবে।

আচমকা একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, কাছাকাছি হাঙ্ক ফস্টারের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে ডীন। নিভে গেল আগুনের শিখা, তারপর ধপ করে জ্বলে উঠল। আগুনের পরিধি ক্রমে বড় হচ্ছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

সহসা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘাসে আগুন লাগিয়েছে ফস্টার, ওকে পুড়িয়ে মারবার ইচ্ছে। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা হালকা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন, ওর দিকে চলে আসছে দ্রুত।

'নড়াচড়া দেখলেই গুলি করবে!' চিৎকার করল ফস্টার, আগুনের পিছু পিছু এগোল। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। তৃণভূমি বা বনের ক্ষতি হলো বা না-হলো তাতে কিছু এসে যায় না আউটলর, শুধু ডীনকে ধরতে পারলেই খুশি সে।

শঙ্কিত মনে ইতিকর্তব্য স্থির করবার প্রয়াস পেল ডীন। মুখ তুলে গুনল শত্রুদের, সাতজন। মোটামুটি ঘিরে ফেলেছে ওকে; অগ্নিকুণ্ডের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ল প্রতিটি লোককে। ঝট করে মাথা নিচু করল ও, তিক্ত মনে খিস্তি আওড়াল—তখনই অসঙ্গতিটা মাথায় ধরা দিল।

ফস্টার সহ ওরা ছিল ছয়জন। অথচ একটু আগে সাতজনকে দেখেছে। তার মানে গ্রীয়ারও যোগ দিয়েছে! কেবিনে ঠিক কী ঘটেছিল, মনে করবার চেষ্টা করল ডীন। গ্রীয়ারকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করবার সময় একটুও বাধা দেয়নি সে, বরং ডীন ধাক্কা দেওয়া মাত্র হাঙ্ক ফস্টারের উপর গিয়ে হামলে পড়েছিল, আউটলর নিশানা টলিয়ে দিয়েছে।

শুধু একটা উপায়ই আছে ওর। অন্তত চেষ্টা করতে দোষ নেই।

আবারও মাথা তুলল ডীন, শত্রুদের কাঠামোগুলো খুঁটিয়ে দেখল। উজ্জ্বল আলো পড়েছে লোকগুলোর চোখে, সম্ভবত সে-কারণেই ওকে দেখতে পাচ্ছে না। এক পাশে স্যাম গ্রীয়ারকে দেখতে পেল ও, উপত্যকার প্রায় মাঝামাঝি।

মাথা নিচু করল ডীন, লম্বা ঘাস হাতে-পায়ে ঠেলে এগোল গ্রীয়ারের দিকে। সন্ত্রস্ত কয়েকটা ইঁদুর ছুটে গেল ওর হাতের উপর দিয়ে। আগুনে ঘাস পুড়বার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ও, না তাকালেও জানে দ্রুত বড় হচ্ছে পুড়ে যাওয়া জায়গার পরিধি। বাতাস সাহায্য করছে আগুনকে।

থেমে মুখ তুলে তাকাল ও, বিশ ফুট দূরে দেখতে পেল গ্রীয়ারকে। ঘাসে ঢাকা পড়েছে হাঁটু পর্যন্ত। আগুনের আভায় মুখটা দেখতে পেল ডীন, নিশ্চিত হলো—কোন খুনীর মুখ নয় এটা।

ক্রল শুরু করল ডীন।

ঘাসের নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে গ্রীয়ার, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে, দেখে লাফিয়ে উঠল ডীনের কলজে। সরাসরি গ্রীয়ারের দিকে এগোল, অথচ গ্রীয়ার তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে তাকে পেরিয়ে গেল ডীন, কিন্তু ফিরেও তাকাল না সে।

'কেবিনে পিস্তল ফেলে এসেছে ওদের কেউ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডীন।

'না,' নিচু স্বরে উত্তর দিল গ্রীয়ার।

চটজলদি সরে গেল ডীন। এদিকে আগুন অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে হাঙ্ক ফস্টার, চিৎকার করে অনুচরদের নির্দেশ দিচ্ছে, সতর্ক নজর রাখতে বলছে। যতটা সম্ভব দ্রুত সরে যেতে ব্যস্ত ডীন, গাছের সারির দিকে এগোচ্ছে। উপত্যকার ঢালের শুরুতে সিডার বন।

মিনিট দুয়েক পর বনের কিনারে পৌঁছে গেল ও, তারপর ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঠে বসে পিছন ফিরে তাকাল, হাঁপাচ্ছে। উপত্যকার অর্ধেক আগুনে পুড়ে গেছে। অনুচরদের নিয়ে এখনও বৃত্তাকারে এগোচ্ছে ফস্টার, ছয়জন মানুষ পিস্তল হাতে অপেক্ষায় আছে, দেখামাত্র গুলি করবে। সাত হাজার ডলার কামাই করবে। খানিকটা ভয় জন্ম নিল ডীনের মধ্যে সেজন্যই ওকে আনাড়ী বলেছে হাঙ্ক ফস্টার। ভুল বলেনি সে।

ভুলেই গিয়েছিল ফস্টার একা নয়, বরং কয়েকজন অনুচর আছে সঙ্গে। বেপরোয়া, নিষ্ঠুর লোক এরা। নির্দ্বিধায় নেতার যে-কোন নির্দেশ তামিল করবে। তো, এখন ফস্টারকে খুন করা উচিত হবে ওর, ঝামেলা বৈ কিছু নয় লোকটা। বিপজ্জনক উপদ্রব। অবশ্য জরুরি নয়, কাজটা পরে করলেও চলবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফাঁকিটা ধরে ফেলবে ওরা, যার যার ঘোড়ার কাছে চলে যাবে; আর ওকে তার আগেই নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে।

মুহূর্ত খানেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিল ডীন। সম্ভবত বাতাসের উল্টোদিকে ঘোড়া রেখেছে ফস্টার, নইলে ওর ঘোড়াটা ঠিকই অন্য ঘোড়ার গায়ের গন্ধ থেকে উপস্থিতি টের পেয়ে যেত। নিশ্চই ঝুঁকিটা নেয়নি আউটল।

বনের আড়াআড়ি এগিয়ে রীজের কাছাকাছি পৌঁছল ও। রীজ পেরিয়ে নিচু একটা গালিতে এসে পৌঁছল। হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে গেল, কিনারে আসতে ঘোড়াগুলো চোখে পড়ল। জুনিপার ঝোপের আড়ালে বাঁধা। জায়গা নির্বাচনে দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে ফস্টার, গাছ আর পাতার গন্ধের কারণে অন্য কোন গন্ধ পাবে না ঘোড়াগুলো, তাই আশপাশ দিয়ে অন্য কোন ঘোড়া গেলেও সেটার উপস্থিতি টের পাবে না এরা।

দ্রুত স্যাডলে তালাশ করল ও, একটার স্ক্যাবার্ডে কার্বাইন পেয়ে ওটার পিঠে চেপে বসল। স্টিরাপ ঠিক করা দরকার, কিন্তু অযথা কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে ভেবে সে-ঝামেলায় গেল না ডীন, আগে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে নিক।

কিছুদূর এসে স্যাডল ছাড়ল ও, স্টিরাপ জুত মত বসিয়ে পরিস্থিতি বিচার করল। গ্রীয়ার এখনও ফস্টারের জিম্মায়। জ্যাক মেদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারবে সে।

একবার ভাবল ফিরে গিয়ে গ্রীয়ারকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে, যেহেতু এখন সঙ্গে অস্ত্র আছে; কিন্তু অন্য একটা চিন্তা মাথায় খেলে যেতে নিরস্ত হলো। যত ঝামেলা ফস্টারই পোহাক—গ্রীয়ারকে নিরাপদ জায়গায়

রাখতে হবে, জ্যাক মেদারের সঙ্গে দর কষাকষি করতে হবে···তারপর টাকা আদায় করবে। চোরের উপর বাটপারি করাই অপেক্ষাকৃত সহজ। গ্রীয়ারকে উদ্ধার করতে গেলে হাজার ঝক্কি!

তার মানে, এই ফাঁকে জ্যাক মেদারকে খুঁজে বের করতে হবে ওর, কড়া নজর রাখতে হবে থ্রী রীভারস ম্যানেজারের উপর। সম্ভবত পাসির সঙ্গে থাকবে না লোকটা, সেক্ষেত্রে ইয়েলো জ্যাকেটে ফিরে যাবে।

তৃণভূমি ধরে ইয়েলো জ্যাকেটের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ও। থাকুক ফস্টার। মরবার আগে কিছুটা কচলাকচলি করুক, মাথার ঘাম পায়ে ফেলুক না! জ্যাক মেদারের কাছ থেকে টাকা খসানো মোটেই সহজ হবে না।

ছয়

স্যাম গ্রীয়ার অপহৃত হওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর শূন্য হাতে ইয়েলো জ্যাকেটে ফিরে এল পাসি বাহিনী। শেরিফের অফিসের সামনে ক্লান্ত দেহে স্যাডল ছাড়ল জ্যাক মেদার, টাই-রেইলে ঘোড়া বেঁধে রাখল। ল-অফিস থেকে অস্ত্র ধার করেছিল পাসির অনেক সদস্য, অস্ত্র ফেরত দিয়ে যার যার ঘোড়া নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে চলে গেল ক্লান্ত লোকগুলো। বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাদের চলে যেতে দেখল মেদার, পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে সে, মুখ গম্ভীর। ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে ফেটে পড়তে বাকি সবাই চলে যাওয়ার পর, শেরিফ আর ডেপুটিকে অনুসরণ করে ল-অফিসে ঢুকল। দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র শুরু করল পুরানো কাসুন্দি, গত চব্বিশ ঘণ্টায় অভিযোগগুলো শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয় গেছে দুই ল-ম্যান।

'ব্যাপারটা মানতে পারছি না আমি,' নিরানন্দ সুরে বলল জ্যাক মেদার, কণ্ঠে অসন্তোষ। 'তুমি আসলে মাথামোটা গবেট, এলবার। কফিনটা পরখ করলে না কেন? অবশ্য তোমার তো কিছু যাবে-আসবে না, টাকা খরচা করে গ্রীয়ারকে তো আমারই কিনে নিতে হবে!'

সারা দিন পাল্টা উষ্মা বা বিরক্তি প্রকাশ করতে কসুর করেনি শেরিফ, এবারও করল না। 'নিকুচি করি তোমার, জ্যাক মেদার!' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তুমি পরখ করোনি কেন? কফিনটা তোমার চোখের সামনেই ছিল! আমি যদি মাথামোটা গবেট হয়ে থাকি, তুমি তা হলে জাত গর্দভ!'

গানবেল্ট খুলে রেখে শেরিফের দিকে ফিরল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'একটু বেরোচ্ছি আমি, জর্জ। ফিরতে দেরি হবে না।' বেরিয়ে এল ও, মেদারের অভিযোগ শুনতে শুনতে ত্যক্ত হয়ে উঠেছে, অথচ এতটাই ক্লান্ত যে রাস্তায়

ঘুমিয়ে পড়বার দশা। তিক্ত বিদ্বেষের সঙ্গে ডীন টলিভারকে অভিশাপ দিল ও, অজান্তে–পরমুহূর্তে বিস্মিত হলো নিজের আচরণে।

একটা ড্রিঙ্ক না হলে চলছে না।

বাড আর্থারকে দু'জন ইউএস ডেপুটি মার্শালের জিম্মায় রাখা হয়েছে, হোটেলেই আছে সে; তবে ইচ্ছে করলে যে-কোন সময়ে চলে যেতে পারবে। তাকে আটকে রাখবার মত অভিযোগ নেই, অধিকারও নেই, তিক্ত মনে ভাবল ম্যাকভে। ডীন টলিভারের সঙ্গে কোনরকম সংস্পর্শের কথা অস্বীকার করেছে র‍্যাঞ্চার, মনে করিয়ে দিয়েছে কুখ্যাত এই আউটলকে গ্রেফতারের জন্য সে নিজেই তিন হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ স্যাম গ্রীয়ারের অপহরণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ সার্কেল-এ মালিক। কিন্তু কোথাও একটা ঘাপলা আছে, ভাবছে ম্যাকভে। গ্রীয়ার না থাকলে কার লাভ? একজনেরই: বাড আর্থারের। গ্রীয়ারকে আর কখনও দেখতে পাবে কি না, এ নিয়ে বাজি ধরতে রাজি আছে ও। হোটেলে নিজের কামরায় বসে আয়েশ করেছে আর্থার, অথচ পাসির সদস্যরা গ্রীয়ারের খোঁজে হয়রান হতে বাকি। সবই পণ্ডশ্রম। গ্রীয়ার বা টলিভারের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পায়নি ওরা।

বোর্ডওঅক ধরে এগোল ব্রায়ান ম্যাকভে, বিতৃষ্ণায় মলিন হয়ে গেছে মুখ। কী কুক্ষণে যে এখানে এসেছিল টলিভার! আর্থার আর মেদার, দু'জনে মরলেই বোধহয় শান্তি আসবে বেসিনে!

'ল-অফিস থেকে এসেছ তুমি?' নারী কণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পেল সে।

থমকে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে ঘুরল ম্যাকভে। কালো চুলের সুশ্রী এক যুবতী, মলিন একটা ড্রেস পরনে। মেয়েটা অপরিচিতা, কিন্তু আচরণ বা কথাবার্তার ধরন ভাল লাগল ওর। হাত তুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো ও। 'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

'মি. মেদার আছে ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

'অনেকক্ষণ থাকবে ল-অফিসে?'

'বলতে পারছি না, মিস্। কেন জানতে চাইছ?'

'আসলে...ওর র‍্যাঞ্চে কাজ করি আমি,' বলল মেয়েটি। 'ভাবছি ওর সঙ্গে র‍্যাঞ্চে যাব।'

খুঁটিয়ে মেয়েটিকে দেখল ব্রায়ান ম্যাকভে। যুবতীর আঙুলে বিয়ের আঙটি চোখে পড়ল। মুহূর্তের জন্য ভাবল জ্যাক মেদার বিয়ে করেছে কি না, তারপর মনে পড়ল বিয়ে করেনি থ্রী রীভারস কোম্পানি ম্যানেজার। সম্ভবত কোন আত্মীয়া হবে মেয়েটি।

'তোমাকে দেখলে হয়তো বেরিয়ে আসবে ও,' কিছুটা কৌতুকের স্বরে বলল ডেপুটি। 'তা হলে খানিকটা হলেও শান্তি পাব আমরা।'

'দয়া করে বলবে যে ওর অপেক্ষায় আছি আমি?'

'নিশ্চই। নামটা কী বলব?'

'আমি যে অপেক্ষা করছি, জানে সে,' ধন্যবাদ জানিয়ে মৃদু হাসল

যুবতী, তারপর রাস্তা ধরে ফিরতি পথে চলে গেল।

মুহূর্ত কয়েক যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাকভে, চোখে সমীহের চাহনি, শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুনের দিকে এগোল। তিন পা এগোতে আবারও ওকে ডাকল কেউ।

'ব্রায়ান! এই ব্রায়ান!'

সধৈর্যে থামল সে, হোটেল কেরানি, বুড়ো থমসনকে দেখতে পেল। দ্রুত ছুটে আসছে। নিরানন্দ চাহনিতে তাকে দেখল ম্যাকভে, মনে মনে ভাবল: এবার কী? গত সপ্তাহে হোটেলের একটা তোয়ালে হারানো গেছে বলে ফাঁকা কাগজে ওয়ান্টেড পোস্টার লিখিয়ে নিয়েছিল থমসন, তোয়ালে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সব খদ্দেরকে পোস্টারটা দেখিয়ে বেড়িয়েছে। সম্ভবত তেমন কিছুই ঘটেছে।

'তো?' বিতৃষ্ণার সঙ্গে জানতে চাইল ও।

'একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। বুঝতে পারছি না ওটা সঙ্গে রাখব কি না।'

'কী জিনিস?'

আহত বোধ করল বুড়ো, বিব্রত হয়ে গেছে মুখ। ভাঁজ করা একটা খাম এগিয়ে দিল সে। 'এটা।'

খামের ভাঁজ খুলে লেখাটা দেখল ম্যাকভে, মুঠোয় চেপে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'আহ্, দারুণ জিনিস এনেছ, বিল!'

সহসা খামের উপর লেখা ঠিকানাটার অর্থ পরিষ্কার হলো, মুহূর্ত খানেক স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ডেপুটি, তারপর ঝাঁপ দিল খামটা উদ্ধার করবার জন্য। ওটা খুঁজে পেয়ে ভাঁজ খুলে ঠিকানাটা পড়ল আবার। ডীন টলিভারকে লেখা ইভলিন আর্থারের চিঠির খাম এটা।

'কোথায় পেলে এটা?' দ্রুত জানতে চাইল ম্যাকভে।

'সেদিন টলিভার যে-কামরায় ছিল, সকালে ঝাঁট দিতে গিয়ে পেয়েছে আমাদের এক মেইড। তোমাকে তো আগেই বলেছি, এটা…'

ফিরিস্তি শুনতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ডেপুটি, ঘুরে ল-অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ইতোমধ্যে মাথায় একটা পরিকল্পনা গজিয়েছে। আচমকা গতি শ্লথ হয়ে এল ওর, মনে পড়েছে এখনও ল-অফিসে আছে জ্যাক মেদার। অফিসের কাজকারবার সম্পর্কে লোকটাকে জানানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবে অপেক্ষা করবার ধৈর্যও নেই, তাই ধীর পায়ে ল-অফিসে ঢুকল ও। দেখল শেরিফের সঙ্গে তর্ক করছে মেদার, এদিকে এলবারের মুখ আরও লাল হয়ে গেছে।

'একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, এলবার,' বলছে মেদার। 'হয় আর্থারকে গ্রেফতার করবে, নইলে এটাই তোমার শেষ টার্ম, জীবনে আর শেরিফ হতে পারবে না!'

আপসের ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দিল শেরিফ। 'কীসের ভিত্তিতে গ্রেফতার করব? চাইলেই তো কাউকে আটক করা যায় না–খোদার নাম

নিলেও হয় না!'

'আর্থার আর ওর মেয়ে জবানবন্দীতে সই করেছে?' বাধা দিল ম্যাকভে।

বিরক্তি নিয়ে ডেপুটির দিকে তাকাল এলবার। 'কীভাবে সই করাব, হ্যাঁ? ফিরে আসবার পর থেকে এই ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছি, একটা মিনিট দম ফেলবার সুযোগ দিয়েছে ও?'

'বেশ, ওদের সই নিয়ে আসছি আমি।'

ডেস্ক হাতড়ে বাপ-মেয়ের জবানবন্দী বের করে এগিয়ে দিল এলবার। স্যাম গ্রীয়ারের অপহরণ কিংবা ডীন টলিভারের সঙ্গে নিজেদের সংস্পর্শের কথা অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে দু'জন। তবে সরাসরি কথা হয়নি, সিনেটর হিনম্যানের দেওয়া কাগজ এগুলো।

কাগজ দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকভে। জ্যাক মেদারকে মেয়েটির খবর দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। এদিকে সমানে গালাগাল করছে গ্রী রীভারস ম্যানেজার।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে, প্রায় দৌড়ে হোটেলে পৌঁছল ব্রায়ান ম্যাকভে। ডেস্কে থেমে বুড়ো থমসনের কাছ থেকে কলম আর দোয়াত নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে এল। করিডরে, আর্থারের কামরার সামনে বসে আছে এক ডেপুটি ইউএস মার্শাল, দেয়ালের সঙ্গে চেয়ার হেলিয়ে আয়েশ করে বসেছে সে। ম্যাকভের ইঙ্গিতে জানাল, ভিতরে আছে র‍্যাঞ্চার।

নক করে ঢুকে পড়ল ম্যাকভে। হোটেলের একমাত্র স্যুইটের লিভিংরুম এটা। পিছনে হাত বেঁধে পায়চারি করছে বাড আর্থার, দরজা খুলবার শব্দে ঘুরে দাঁড়াল। 'আর কতক্ষণ আটকে রাখবে আমাকে?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'বাবা,' বলল ইভলিন। 'ধৈর্য ধরো, প্লীজ!' একটা টেবিলে বসে আছে ও, সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যানের সঙ্গে রামি খেলছে।

মাথা থেকে হ্যাট সরাল ডেপুটি, বলল: 'দেরি হবে না, মি. আর্থার। তোমরা–তুমি আর মিস্ আর্থার যদি এই জবানবন্দীতে সই করো, তা হলে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারবে।'

হিনম্যান পুরোপুরি পেশাদার মানুষ। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই মাথা খাটাতে অভ্যস্ত। 'আগে আমাকে দেখাও,' গম্ভীর স্বরে অনুরোধ করল সে।

কাগজগুলো তাকে ধরিয়ে দিয়ে দোয়াত-কলম ডেস্কের উপর রাখল ম্যাকভে। বুক ধড়ফড় করছে ওর, আশা করছে ওর মুখ দেখে ভিতরকার উত্তেজনা ধরতে পারবে না কেউ। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, এদিকে কাগজের লেখা পড়ছে হিনম্যান।

'আমার তো মনে হয় স্বাক্ষর করতে অসবিধে নেই,' শেষে বলল সিনেটর। 'বরং তোমাদের জন্যই নিরাপদ। এতে বলা হয়েছে গ্রীয়ারের অপহরণের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

সামান্য বিকারও দেখা গেল না ম্যাকভের মুখে। কালিতে কলম চুবিয়ে

সেটা ইভলিনের হাতে ধরিয়ে দিল সে। স্বাক্ষর করল ইভলিন, তারপর কলমটা বাপের দিকে এগিয়ে দিল। আড়ষ্ট হাতে সই করল র‍্যাঞ্চার, স্বাক্ষরটা দেখতে বাচ্চাদের মত হলো।

কাগজ দুটো তুলে নিয়ে পিছিয়ে গেল ডেপুটি, বাড আর্থারের জবানবন্দী ফেলে দিয়ে পকেট থেকে খামটা বের করল। খামের উপরের লেখা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, ইভলিন আর্থারের হাতের লেখা।

দরজার কাছে গিয়ে গার্ডকে ডাকল সে: 'ভিতরে এসো।'

বিস্মিত গার্ড ভিতরে ঢুকতে দ্রুত নির্দেশ দিল: 'পিস্তল তাক করে রাখো ওদের দিকে, কাউকে রুম থেকে বেরোতে দিয়ো না।'

বেরিয়ে এসে দরজার বোল্ট লাগিয়ে দিল ম্যাকভে, সিঁড়ির দিকে ছুটল এরপর। গার্ডের মতই বিহ্বল হয়ে পড়েছে বাড আর্থার, বিস্ময় কাটাতে পারছে না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল বন্ধু লইয়ারের দিকে। 'কীসে সই করলাম আমরা?'

সিনেটর হিনম্যানও ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে, দু'জনের কেউই তাকাল না ইভলিনের দিকে। তাকালে দেখতে পেত পরনের ড্রেসের মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ।

ডেপুটির ফেলে যাওয়া জবানবন্দী তুলে নিতে এগোল আর্থার, কিন্তু পিস্তল নাচিয়ে সতর্ক করল গার্ড: 'যেখানে আছ, ওখানেই থাকো!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল সে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো শেরিফ জর্জ এলবার আর ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভে। এলবারের চোখে উল্লাস, দ্রুত পায়ে ইভলিনের কাছে চলে গেল সে, খামটা বাড়িয়ে ধরল। 'এটা তোমার হাতের লেখা?'

দেখল ইভলিন, এবং মুহূর্তে হতোদ্যম হয়ে পড়ল। অস্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ খামের পিছনে ওদের বক্স নম্বর লেখা রয়েছে, তা ছাড়া ওর হস্তাক্ষরের একটা নমুনা এ মুহূর্তে ম্যাকভের কাছে রয়েছে।

'হ্যাঁ,' দুর্বল স্বরে স্বীকার করল ইভলিন।

'তা হলে তুমিই লিখেছ টলিভারকে?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না শেরিফ, ঘুরে র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরল। 'ওয়াগন মাউন্ডে কোত্থেকে চিঠিপত্র সংগ্রহ করো তুমি?'

'পোস্ট অফিসে আমার বক্স থেকে। তিয়াত্তর নম্বর।'

'দেখো, ভাল করে দেখো,' খামটা আর্থারের সামনে মেলে ধরল সে। 'তুমিই আনিয়েছ ডীন টলিভারকে, প্ল্যান করে গ্রীয়ারকে অপরহণ করেছ! প্রমাণ দিতে হবে? তোমার সামনেই স্বীকার করেছে মিস্ ইভলিন, ওর মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছ টলিভারকে! তো, কী বলবার আছে তোমার?'

শূন্য দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। ছুটে এসে বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইভলিন। 'বাবা!' ফোঁপানোর ফাঁকে বলল ও। 'আমি দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত! আমি···ভেবেছি তুমি হয়তো জানতে পারবে না!'

দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল আর্থার। মাথায় হাত বুলাল।

'কী বলবার আছে তোমার, আর্থার?' জানতে চাইল শেরিফ, দারুণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মুখ, বাচ্চা একটা ছেলে যেন রাস্তায় পাঁচ ডলার কুড়িয়ে পেয়েছে।

'কিচ্ছু না,' শান্ত স্বরে বলল সার্কেল-এ মালিক। হতোদ্যম, পরাজিত এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'শিকের ভিতর ঢোকাব তোমাকে,' একইরকম নিরাবেগ স্বরে ঘোষণা করল জর্জ এলবার। 'উঁহুঁ, জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পেলেও, অঙ্কটা এত চড়া হবে যে অত টাকা জোগাড় করতে পারবে না। খুনের আসামীর জামিন চড়াই হয়, তাই না?'

'কীসের খুন?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল হিনম্যান।

'আমার ধারণা, তোমার আউটল বন্ধু এরই মধ্যে গ্রীয়ারকে খুন করে ফেলেছে, মি. আর্থার,' শ্লেষ আর বিদ্বেষ প্রকাশ পেল শেরিফের কণ্ঠে। 'খুন করবার জন্যই তো ভাড়া করেছ ওকে। কত টাকা দিয়েছ, শুনি?'

সাত

রাত নয়টা পর্যন্ত বাড আর্থারের সঙ্গে থাকল ইভলিন আর হিনম্যান। এদিকে র‍্যাঞ্চারের গ্রেফতার হওয়ার খবর চাউর হয়ে গেছে সারা শহরে, রীতিমত তোলপাড় চলছে। জজ ওয়েসলি থমাস শহরের বাইরে থাকায় জামিনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো না। দু'দিন বাইরে থাকবার কথা জজের, তাই তাকে নিয়ে আসবার জন্য খবর দিয়ে এক লোককে পাঠানো হয়েছে। এটা অবশ্য সিনেটর হিনম্যানের কাজ, পুরো সন্ধ্যা তর্ক করবার পর শেরিফকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছে।

সিনেটর যখন জর্জ এলবারকে নিয়ে ব্যস্ত, বাপের সেলে বসে শহরের সব শব্দ শুনছে ইভলিন। বাড আর্থারের বিস্ময় তখনও পুরোপুরি কাটেনি, চমকের ধাক্কা এতটাই প্রবল যে খাওয়া-দাওয়া, এমনকী কথাবার্তাও বন্ধ করে দিয়েছে র‍্যাঞ্চার। উদ্বেগ বোধ করছিল ইভলিন। একটা সপ্তাহ জেলে থাকলে শেষ হয়ে যাবে মানুষটা, জানে ও, মনোবল, জেদ বা প্রাণপ্রবাহ যা কিছু আছে, নিঃশেষ হয়ে যাবে—আজীবনের জন্য। লড়াকু মনোভাবও থাকবে না। সবচেয়ে খারাপ যেটা—ওর সঙ্গে সদয় আচরণ করছে বাবা। রাগ বা বিতৃষ্ণা প্রকাশ করবার বদলে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে মানুষটা। কৈশোর থেকে বাপ সম্পর্কে একটা বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ইভলিন: ওর ভুল বা

অপরাধের মাত্রার বিপরীতে বাড আর্থারের রাগ বা বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ হয় ঠিক উল্টো ধরনের—সামান্য কারণে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসে, অথচ সত্যিকার কোন ভুল বা অপরাধ করলে হয়তো গ্রাহ্যই করে না। ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে কাপড় নোংরা করলে প্রচণ্ড বকুনি খেত ও, বাপের সঙ্গে তুমুল তর্ক হত, এবং শেষে দু'জনেই হেসে ফেলত; অথচ ছোটখাট মিথ্যে বললে দেখা গেছে প্রায় উপেক্ষা করছে বাড আর্থার। এখনকার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই।

বাপের অজ্ঞাতে ডীন টলিভারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ও—জানত শুনলেই ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠবে র‍্যাঞ্চারের—অথচ এই গরম খবরটা শুনেও নির্বিকার রয়ে গেছে বাড আর্থার!

বাপের পাশে কটে বসে আছে ও, সামনের কামরায় শেরিফের সঙ্গে তর্ক করছে সিনেটর হিনম্যান—সবই কানে আসছে। ইয়েলো জ্যাকেট জেল-হাউস পাথরের তৈরি আনকোরা দালান, ছয়টা সেল আছে। শেরিফের অফিস ছোটখাট, ডেস্কের ডান দিকে একটা দরজা অন্ধকার করিডরে উন্মুক্ত হয়েছে। তারপর ব্রায়ান ম্যাকভের ক্ষুদে কোয়ার্টার।

করিডরের দরজা খোলা থাকায় সিনেটর হিনম্যানের সধৈর্য, বিনীত কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে ওরা। আরও একজন রয়েছে অফিসে—জ্যাক মেদার।

বাবার দিকে তাকাল ইভলিন, বুঝবার চেষ্টা করল অফিসরুমের আলাপ শুনছে কি না। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই আর্থারের। হাঁটুর উপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। অপেক্ষায় থাকল ইভলিন, ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিল মনে মনে। ক্ষমা প্রার্থনা করবে, মিনতি করবে, বাপের নিস্পৃহতা কাটাতে যে-কোন কিছু করতে প্রস্তুত।

'বাবা,' হঠাৎ বলল ও। 'আমাকে কেন গ্রেফতার করল না? চিঠিটা তুমি লেখোনি, এমনকী জানোও না যে আমি লিখেছি! ঘটনাটা ওদেরকে বিশ্বাস করাতেই হবে!'

'বোকার মত কথা বলবি না!' ত্যক্ত কণ্ঠে ধমকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'মন যা চাইছে, তাই বিশ্বাস করবে ওরা।'

'বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে, বাবা,' বিনীত স্বরে ভুল স্বীকার করল ইভলিন।

'হ্যাঁ, ভাবোনি তুমি,' নির্লিপ্ত স্বরের জবাব এল।

'কিন্তু…এতটা অসহায় বোধ করছিলাম যে-কারও কাছে সাহায্য চেয়ে বসবার মত পরিস্থিতি ছিল!'

পাশ ফিরে ওর দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, চোখে বেদনা। 'আর কাউকে চোখে পড়ল না তোর? ওই নচ্ছারটাকে ডাকলি কেন, শুধু এই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার!'

'তুমি ওকে যতটা খারাপ মনে করো, আসলে ততটা খারাপ নয় ও।'

তিক্ত হাসি ফুটল আর্থারের ঠোঁটে। 'বাছা, এই টেরিটরির সব শেরিফ ডীন টলিভারকে চেনে, জানে; ইউএস কমিশনার বা গভর্নরও জানেন সে

কেমন লোক। তুই কি মনে করিস এরা সবাই ভুল করছে, ওদের বিচক্ষণতা বা বিচারবুদ্ধি ফালতু? ইভ, সুন্দরী মেয়েদের সবাই পছন্দ করে। একটা কুকুরও সুন্দরী মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করে। এ কারণেই তোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে ডীন টলিভার। কিন্তু একটু যদি বেতাল হয়, ঠিক তোকে জবাই করে ফেলবে সে!' প্রায় অজান্তে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল তার, দৃষ্টি সরিয়ে মেঝের দিকে তাকাল সার্কেল-এ মালিক। 'ঠিক এজন্যই ওই রিওয়ার্ড পোস্টারটা ছেড়েছি। আমি চাই না ওর মত কুকুর তোর সঙ্গে কথা বলুক!'

'কিন্তু ও তোমাকেই সাহায্য করছে, বাবা!'

'সাহায্য? ফুঃ!' ঘাড় পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের, দারুণ খেপেছে। 'কেমন সাহায্য করল, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস! ওকে ভাড়া করবার অভিযোগে শিকের ভিতর পচতে শুরু করেছি, অথচ হারামজাদার চেহারাটাও কখনও দেখিনি আমি! অবশ্য দেখা হলে ওর মুখটা গুলি করে উড়িয়ে দেব।' মাথা নাড়ল আর্থার। 'উঁহুঁ, ইভ, আমাকে বা তোকে সাহায্য করছে না সে। মুক্তিপণের টাকা আদায় করতে এখানে এসেছে খুনীটা। আমাকে বা তোকে সাহায্য করবার ইচ্ছেয় গ্রীয়ারকে অপহরণ করেনি, বরং নিজের পকেট ভারী করতে কাজটা করেছে।'

চুপ করে থাকল ইভলিন। হয়তো ঠিকই বলেছে ওর বাবা। কিন্তু তারপরও কয়েকটা ব্যাপার আছে। 'ব্যাগেজ-কারে মেদারকে কী বলেছে ও, জানো তুমি? কেউ বলেছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ,' নির্বিকার জবাব এল।

'বাবা, থ্রী রীভারস কতটা জমির মালিকানা দাবি করেছে?'

'পঞ্চাশ হাজার একরের মত।'

'আর গরু?'

'দশ হাজার। কেন জানতে চাইছিস?'

'ডীন টলিভার আগে থেকে চিনত জ্যাক মেদারকে। বছর তিনেক আগে ডজ সিটিতে দেখেছে তাকে, ওখানে মেদারের নাম ছিল মেদার জ্যাক। সামান্য একজন অসৎ জুয়াড়ী, যে নিজের দেনাও শোধ করতে পারত না, আচমকা থ্রী রীভারসের মত বিশাল আউটফিটের ম্যানেজার বা মালিক বনে গেল! ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?'

'এমনও হতে পারে মেদার থ্রী রীভারসের মালিক নয়।'

'তা হলে কে? কখনও সে মালিকের পরিচয় জানিয়েছে কাউকে?'

চিন্তিত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকাল আর্থার, মাথা নাড়ল, চাহনিতে কিছুটা হলেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 'উঁহুঁ, মেদারই আছে থ্রী রীভারসের পিছনে। আমি নিশ্চিত।'

'না, বাবা, লোকটা আমাদের পরিচিত কেউ।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল বাড আর্থার। 'আমাদের কেউ? অসম্ভব!'

'তিন বছর আগে মেদার ছিল নগণ্য একজন জুয়াড়ী, ভুয়া নামে নিজের

পরিচয় দিত। বিশাল একটা ক্যাটল কোম্পানির ম্যানেজার সে হয় কী করে?'

'তাতে আমাদের সম্পর্ক কী?'

'কোম্পানি চালাচ্ছে, অথচ গরু ব্যবসার কিছুই বোঝে না সে। আসলে ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতাই নেই ওর। আমাদের পথে বসানোর জন্য তাকে বসিয়েছে কেউ।'

'টাকা-পাগল অসৎ কোন লোক!'

'ওই লোক জানত যে তুমি দুর্ঘটনায় পড়েছ এবং তোমার স্বাক্ষর বদলে গেছে! এও জানত যে আমাদের ফোরম্যানকে কেনা যাবে! আসলে আমাদের সবকিছুই জানা আছে তার, বাবা!'

'দূর! আমি...' একগুঁয়ে স্বরে ধারণাটা বাতিল করে দিতে চাইল সার্কেল-এ মালিক, শেরিফ এলবার আর সিনেটরকে ঢুকতে দেখে কথাটা শেষ করল না। সেলের দরজার একপাশে সরে গেল হিনম্যান, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'জজকে খবর দিতে লোক পাঠানো হয়েছে, বাড,' জানাল সিনেটর, তারপর ইভলিনের উদ্দেশে বলল: 'এবার চলো, ইভলিন।'

বাবাকে শুভরাত্রি জানিয়ে গালে চুমো খেল ইভলিন, সিনেটরের সঙ্গে বেরিয়ে এল। হোটেলে ফিরবার পথে হিনম্যানকে জিজ্ঞেস করল: 'বাবার আসলে কতটা সম্ভাবনা আছে, সিনেটর?'

মাথা নাড়ল প্যাট্রিক হিনম্যান। 'অবস্থা খারাপই, বাছা। খুনের সহযোগী সন্দেহে দীর্ঘদিন ওকে আটকে রাখতে পারবে ওরা।'

'দোষটা আমারই!'

'কমবয়েসী ছেলেমেয়েরা খেয়ালি কাজ করবে, এটাই তারুণ্যের ধর্ম,' মৃদু হেসে, প্রশ্রয়ের সুরে বলল সিনেটর। 'ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমার খেয়াল বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মোড় নিয়েছে, এই যা।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে নড করল ইভলিন, কিছু বলতে পারল না।

'আমার তো মনে হয় ডীন টলিভারের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখা ঠিক হবে না তোমার,' খানিকটা গম্ভীর স্বরে বলল হিনম্যান। 'মাই ডিয়ার, বেখেয়ালি হলে...ফের যদি টলিভারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারে, তা হলে তোমার বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওরা।'

'যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।'

হোটেলে, সিঁড়ির গোড়ায় আলাদা হয়ে গেল দু'জন। স্যুইটে নিজের কামরায় চলে এল ইভলিন। লণ্ঠন জ্বালানো হয়নি, অন্ধকারেই এগোল ও। ক্লান্তি লাগছে, কিন্তু দুর্ভাবনা আর উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে ভিতরটা। আজ রাতে একটুও ঘুম হবে না, তিক্ত মনে ভাবল।

টেবিলের কাছে এসে, হাতড়ে দেয়াশলাই জ্বালাল ও, তারপর লণ্ঠন ধরাল। ঘুরে দাঁড়াতে চরম বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো ওর চোখ। আঁতকে উঠে দু'পা পিছিয়ে এল।

'ডীন টলিভার!' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল ও।

'পর্দা নামিয়ে দাও,' রূঢ় স্বরে বলল ডীন। দরজার কাছাকাছি, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, কয়েকদিনের ক্ষৌরিহীন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চেহারার তীক্ষ্ণতা তাতে কোমল হয়ে এলেও, দারুণ ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'মোটেই না!' তপ্ত স্বরে বলল ইভলিন। 'বেরিয়ে যাও!'

'মেদার কোথায়?'

'বলেছি না বেরিয়ে যাও?'

'শুনেছি। মেদার কোথায়?'

'এখনই যদি না বেরোও, তা হলে চেঁচাব আমি।'

'চেঁচাও।'

গলার পেশীগুলো ফুলে উঠল ইভলিনের, মুখ খুলল চিৎকার করতে। দ্রুত কয়েক পা এগোল ডীন, একটা হাত চেপে ধরল ইভলিনের মুখে। ধস্তাধস্তি শুরু করল ইভলিন–চার হাত-পায়ে সমানে কিল, ঘুসি, চড়, খামচি, লাথি মারছে; কিন্তু তারপরও সুবিধা করতে পারল না। দৃঢ় হাতে ওকে ধরে রাখল ডীন। একসময় ইভলিন নিরস্ত হতে বলল: 'যদি চিৎকার না করো, তা হলে ছেড়ে দেব তোমাকে। ঠিক আছে?'

মাথা নাড়ল ইভলিন, রাগে চোখ জ্বলছে।

'তা হলে অপেক্ষা করব–যতক্ষণ না রাজি হও তুমি!' পিছিয়ে এল ডীন, ইভলিনকে ধরে রেখেছে এখনও। একটা চেয়ারে বসল, তারপর ইভলিনকে জোর করে বসিয়ে দিল নিজের কোলে, ধরে রাখল মেয়েটির বাধা সত্ত্বেও। পুরো এক মিনিট কেটে গেল ওভাবে, সারাক্ষণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ইভলিন, কিন্তু সফল হলো না–এক হাতে মুখ চেপে ধরে আছে ডীন, অন্য হাতে দৃঢ়ভাবে কোমর জড়িয়ে রেখেছে।

'মত বদলেছ?' জানতে চাইল ডীন।

নড করল ইভলিন, ডীন ছেড়ে দিতেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল, নাক-মুখ লাল হয়ে গেছে, চোখ বিস্ফারিত। 'তুমি…তুমি…'

'পর্দা নামিয়ে দাও,' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত স্বরে নির্দেশ দিল ডীন।

অক্ষম রাগে সজোরে মেঝেয় পদাঘাত করল ইভলিন। চাইলেই চিৎকার করতে পারে এখন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা করবে না। নির্জলা আক্রোশ নিয়ে ডীনের দিকে তাকাল ও, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল–অসন্তোষ, বিদ্বেষ এবং বিতৃষ্ণা উপচে পড়ছে চাহনিতে; অথচ নির্বিকার মুখে, নিশ্চল চাহনিতে তাকিয়ে আছে ডীন টলিভার–ধূসর চোখে কোন ভাষা নেই, তবে ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি। এখন ইভলিন বুঝতে পারছে কেন লোকজন ঘৃণা করে তাকে–এই তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্যের জন্য! ও-ও তাই বোধ করছে প্রায়।

আপদ বিদায় করতে হলে আপাতত তার কথাই শুনতে হবে, ভাবল ইভলিন। সামনের বড়সড় জানালার কাছে চলে এল, পর্দা নামিয়ে ফিরে এল ডীনের সামনে। ঔদ্ধত্য আর অসন্তোষ ঝরে পড়ছে ওর চলাফেরায়।

'মেদার কোথায়?' জানতে চাইল সে।

'ইতোমধ্যে কি যথেষ্ট ক্ষতি করোনি আমাদের?' ক্রোধে তপ্ত কণ্ঠে উপহাস করল ইভলিন। 'আরও ক্ষতি করতে চাইছ?'

শীতল চাহনিতে ওকে নিরীখ করল ডীন। 'ট্রায়াল বাতিল হয়ে গেছে, তাই না? আর কী চাও তুমি?'

'বাবাকে জেল থেকে বের করতে চাই!' এবার বেদনা প্রকাশ পেল ইভলিনের কণ্ঠে।

'জেল থেকে?' ডীন টলিভারের মুখে বিস্ময়।

'বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার লেখা চিঠির খাম তোমার কামরায় পেয়েছে ওরা, চিঠিটা তোমাকে লিখেছিলাম, আর তুমি ওটা ফেলে গেছ! এই তো যথেষ্ট, তাই না? প্রমাণ হয়ে গেল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার, এবং তোমাকে দিয়েই গ্রীয়ারকে অপহরণ করেছে বাবা!'

ভুরু কোঁচকাল ডীন, আনমনে থুতনি ঘষছে। 'কীসের অভিযোগ?'

'খুনের সহযোগী হিসেবে! শেরিফ মনে করছে বাবার হয়ে গ্রীয়ারকে খুন করেছ তুমি!' থামল ইভলিন, চোখে আগুন ঝরে পড়ছে। 'করেছ জঘন্য কাজটা?'

কঠিন হয়ে গেল ডীনের চাহনি। 'নিশ্চই! ওর একটা ড্রামস্টিক খেয়ে ফেলেছি!'

আরক্ত হয়ে গেল ইভলিনের মুখ, কিন্তু দৃষ্টি সরাল না—সরাসরি তাকিয়ে থাকল ডীনের চোখে। 'এবার নিশ্চই বুঝতে পেরেছ আমাদের কী উপকার করছ তুমি? আমার কথামত যদি তখনই চলে যেতে, তা হলে এসব ঘটত না!'

এগিয়ে এসে ইভলিনের সামনে দাঁড়াল ডীন। 'বসো!' শীতল সুরে নির্দেশ দিল।

ভড়কে গেল ইভলিন, ডীনের চোখের চাহনি দেখে ভয় পাচ্ছে। পিছিয়ে গেল ও, হাঁটুর পিছন দিকে সংঘর্ষ হলো চেয়ারের, হুড়মুড় করে চেয়ারের উপর বসে পড়ল।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকল ডীন, চিন্তিত। 'অযথা গালাগাল না করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। জামিনের ব্যবস্থা হয়নি?'

'হয়নি, কখন হবে জানিও না,' এখনও রুষ্ট কণ্ঠ ইভলিনের। 'সিনেটর হিনম্যান বলছে জামিন দিতে গড়িমসি করবে ওরা, পারলে দেবেই না। ওরা ধরেই নিয়েছে গ্রীয়ারকে অপহরণ করবার জন্য তোমাকে টাকা দিয়েছেন বাবা!'

'শুনেছি,' শুকনো স্বরে বলল ডীন, তাকিয়ে আছে ইভলিনের দিকে, কিন্তু মনে মনে অন্য কিছু ভাবছে। স্যাম গ্রীয়ার এখন ফস্টারের জিম্মায়, এদিকে খুনের অভিযোগে জেলে আটকা পড়েছে বাড আর্থার। এ অবস্থায় কী করবে জ্যাক মেদার? উত্তরটা জানা আছে ওর—অনুমান করতে পারছে। 'উঁহুঁ, জামিন হবে না তোমার বাবার। জেল থেকে বেরোতে পারবে না সে।'

'তুমি কীভাবে জানো?' অন্য কেউ হলে হয়তো মোটেই পাত্তা দিত না

ইভলিন, কিন্তু ডীন টলিভার বলছে বলেই কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি বলে মনে হলো ওর।

'জানি।' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে–ইভলিনের মাথার উপর দিয়ে পিছনে কিছু দেখছে। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দরজার দিকে এগোল ডীন।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'জেলে।'

'বাবাকে উদ্ধার করতে? পারবে না তুমি! বরং তোমাকেই...'

'পারবে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ইভলিন, তারপর দুর্বল স্বরে বলল: 'ওহ্, তুমি তা হলে নিজেই ধরা দিতে চাইছ?'

নড করল ডীন।

'কিন্তু তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে ওরা!'

'তুমি কি তার পরোয়া করো?'

'আমি? না, করি না। কিন্তু এরকম বোকামির কোন মানে হয়? কী লাভ হবে এতে?'

'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব। জেলই একমাত্র জায়গা যেখানে আমার কথা শুনবে সে, কারণ শোনা ছাড়া উপায় থাকবে না তার। আগে তাকে বোঝাব যে একটা ফাঁদে পা রেখেছে সে, মিথ্যে ষড়যন্ত্রে পড়ে জেলে পচতে হচ্ছে। তারপর দু'জনেই জেল থেকে বেরিয়ে যাব।'

'দু'জনে?'

'হ্যাঁ। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে? কোথায় নেবে? তুমি নিজেই তো জেলে থাকবে।'

'না। ঠিকই বেরিয়ে আসব আমি।'

'কিন্তু...কীভাবে বেরোবে?'

সামান্য বিরক্তির ছায়া পড়ল ডীনের মুখে। 'লেডি, এ মুহূর্তে সত্যিই জানি না কীভাবে বেরোব,' কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও। 'এসব ক্ষেত্রে আগে থেকে পরিকল্পনা করে লাভ হয় না, তাই করিও না। সময় হলে চট করে কাজ সেরে ফেলি। অবশ্য জেলে কখনও বেশিদিন থাকিনি আমি।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তার মানে...জেল ভেঙে পালাবে?'

'ভাল একটা আইডিয়া, মাথায় থাকল। হ্যাঁ, তাই করব।' দরজার দিকে এগোল সে।

বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল ইভলিনের, মুখ বন্ধ করল। ঝট করে চেয়ার ছেড়ে দু'পা এগোল ও। 'না, যেতে পারবে না তুমি। তোমাকে খুন করবে ওরা!'

ঘুরে দাঁড়াল ডীন, অধৈর্য চাহনিতে নিরীখ করল ইভলিনকে। 'লেডি, পনেরো বছর ধরে নিজের নাক নিজে পরিষ্কার করছি আমি, এখনও পারব।'

দরজা খুলে করিডরে পা রাখল ডীন, সিঁড়ির কাছে এসে থামল ক্ষণিকের জন্য। তেরছা হাসি খেলে গেল ওর মুখে, হারিয়ে গেল মুহূর্তের জন্য; দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এল।

কেরানি বিল থমসন পত্রিকা পড়ছিল। সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল, দেখল লবির দরজার দিকে চলে গেল এক লোক–শুধু পিছনটা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা প্রায় গ্রাহ্য করল না সে, পত্রিকায় মনোযোগ দিল আবার।

বোর্ডওঅকে পা রাখল ডীন, টাই রেইলের নীচ দিয়ে রাস্তায় নেমে এল, রাস্তা পেরিয়ে ল-অফিসের সামনে চলে এল। দরজা বন্ধ, একমাত্র জানালার শেড নামানো। মুহূর্ত খানেক চারপাশ নিরীখ করল, ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দুই পাঞ্চার। বোর্ডওঅকে উঠে এসে দরজার সামনে থামল ডীন। ঠেলা দিল পাল্লায়। বন্ধ।

নক্ করল ও।

'ব্যস্ত আছি আমরা,' ভিতর থেকে জবাব এল। 'পরে এসো।'

দাঁত বের করে হাসল ডীন টলিভার। একটু আগে ব্যর্থ হয়ে শহরে ফিরে এসেছে পাসি, সাত হাজার ডলার ওর মাথার দাম, নিজেকে ধরিয়ে দিতে হলে ল-অফিসের দরজা ভাঙতে হবে।

বোর্ডওঅকের কিনারায় এসে রাস্তায় চোখ চালাল ডীন। টাই-রেইলের নীচে পড়ে থাকা একটা পাথর দেখে ঝুঁকে তুলে নিল, তারপর জানালা বরাবর ছুঁড়ে মারল। সশব্দে ভাঙল কাচ, ভিতরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

ঝট করে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল ব্রায়ান ম্যাকভে, ঠিক পিছনেই শেরিফ। 'জানালার কাচ ভাঙল কে?' চড়া স্বরে জানতে চাইল ডেপুটি।

টাই-রেইলের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ডীন, পা ফাঁক হয়ে আছে, হাত দুটো কোমরের পাশে পড়ে আছে শিথিল ভঙ্গিতে। 'আমি ভেঙেছি,' জবাব দিল ও। 'আমি ডীন টলিভার।'

আধো-অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল ম্যাকভে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। 'ব্যাটা মাতাল!'

'শোনো, বাছা,' সধৈর্যে বলল এলবার। 'তুমি বরং সকালে এসে জরিমানা দিয়ে যেয়ো। এবার বাড়ি চলে যাও।'

ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকভে, বিরক্তিতে বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল, অফিসে ফিরে এল। এদিকে এখনও ডীনকে দেখছে শেরিফ। টাই-রেইলের নীচ দিয়ে বোর্ডওঅকে উঠে এল ডীন, শেরিফের দিকে এগোল। দু'হাত দূর থেকে হাত চালাল, হাতের চেটো দিয়ে শেরিফের মুখে ধাক্কা মারল দু'বার, তারপর হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিল চোখের উপর। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল জর্জ-এলবার, কী হচ্ছে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। তাকে সামলে নেওয়ার সময় দিল না ডীন। পা তুলে শেরিফের নরম পেটে বুট ঠেকিয়ে গায়ের জোরে ধাক্কা দিল। খোলা দরজা দিয়ে পিছু হটল শেরিফ, হুড়মুড় করে চিৎপটান হলো মেঝেয়। এগিয়ে গেল ডীন. টপকে গেল

শেরিফকে, বিস্মিত এবং বিমূঢ় ডেপুটির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল: 'গ্রেফতার হতে চাইলে কী করতে হবে শেরিফকে–চাঁদি ছিলে নেব?'

ছুটে এল ম্যাকভে, দু'বাহু দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ডীনকে। 'ওর পিস্তল কেড়ে নাও, জর্জ!' চেঁচিয়ে কর্তব্য বাতলে দিল শেরিফকে। 'জলদি ওর পিস্তল কেড়ে নাও!'

মিনিট দুই পর বাড আর্থারের পাশের সেলে ঢোকানো হলো ডীনকে। ইয়েলো জ্যাকেটের অর্ধেক অধিবাসী ততক্ষণে ভিড় করেছে ল-অফিসে। অবিশ্বাস্য খবরটা বিশ্বাস করতে চাইছে না কেউ। কেউ আবার দেখতে এসেছে বেপরোয়া এই আউটলকে। সমানে চিৎকার করছে ম্যাকভে, ঠেলে-ঠুলে কোনরকমে আটকে রেখেছে অতি উৎসাহী লোকজনকে। শেষে, সবাইকে খেদিয়ে দেওয়ার পর, বারের ওপাশে ডীনের মুখোমুখি হলো দুই ল-ম্যান।

কটে বসে আছে ডীন, হাই তুলল ওদের দেখে।

'বেশ, নাটক অনেক হয়েছে, টলিভার,' খাঁটি ব্যবসায়ীর মত সিরিয়াস স্বরে বলল জর্জ এলবার। 'ঝেড়ে কাশো! তোমার গল্পটা শুনে ফেলি।'

'কীসের গল্প?'

'গ্রীয়ার কোথায়, খুন করে ফেলেছ না কি? নিজেই ধরা দিলে যে?'

'আর্থারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যাকভে, পরপরই যেন কথাটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারল। রাগে লাল হয়ে গেল মুখ। 'তার মানে···বলছ ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবে?'

'তাই তো মনে হয়,' উত্তর দেওয়ার সময় হাই তুলল ডীন।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল ডেপুটি। 'ব্যাটা নচ্ছার! দরকার হলে এই সেলে তোমার ট্রায়ালের ব্যবস্থা করব আমরা, তারপর সিলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেব!'

'ফুঃ!' পলকহীন চাহনিতে তাকিয়ে থাকল ডীন, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

শক্ত মুঠিতে বার চেপে ধরল ম্যাকভে, এতটা জোরে যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল গাঁটগুলো। 'ব্যাটা হারামখোর! কোন একদিন তোর ওই বড় মুখ লাথি মেরে ভর্তা করে দেব! নালঅলা বড় সাইজের একজোড়া বুট পরব আগে, তারপর তোর মাথায় লাথি হাঁকাতে শুরু করব–চার্চের ঘণ্টার মত যখন বাজতে শুরু করবে, শুধু তখন থামব!'

'আরে, ব্রায়ান, অধীর হয়ো না! এত খেপে যাওয়ার কী আছে!' ডেপুটিকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল শেরিফ। রাগে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠা ম্যাকভের মুখ নিরীখ করল সে। মুহূর্ত কয়েক পর ম্যাকভে নিজেকে সামলে নিতে ডীনের দিকে ফিরল। 'এবার খুলে বলো সব।'

'কাল। ঘুম দরকার আমার।'

'ব্যাটা উল্লুক! তোর ইচ্ছে মত···' শুরু করল ম্যাকভে. কিন্তু আবারও

হাই তুলে কটে শুয়ে পড়ল ডীন, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

বিড়বিড় করে হুমকি দিচ্ছে ম্যাকভে, কিন্তু তাকে ঠেলে করিডর ধরে এগোল শেরিফ। ল-অফিসে ঢুকে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ডীন টলিভারকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিতে আপত্তি নেই তার। জেলটা সদ্য তৈরি--পাথরের, বারগুলো উৎকৃষ্ট ইস্পাতের তৈরি। মোটামুটি নিশ্চিন্ত সে।

দুই ল-ম্যান চলে যেতে কটে উঠে বসল ডীন, পাশের সেলের দিকে তাকাল। বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে বাড আর্থার, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ, চোখে খুনের নেশা।

'রাগটা পুষে রাখো,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ডীন। 'এখন ঘুম পাচ্ছে আমার।'

ঘুরে শুয়ে পড়ল ও, ঘুমিয়েও পড়ল একটু পর। তখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে বাড আর্থার, চোখে আগুন ঝরে পড়ছে।

আট

ডীন টলিভারের গ্রেফতার হওয়ার খবর শুনে একটুও বিশ্বাস করেনি জ্যাক মেদার, তবে সন্দেহ নিরসন করতেও দেরি করেনি সে। ভিড়ের সঙ্গে শামিল হয়ে ল-অফিসে চলে এল সঙ্গে সঙ্গে। অন্যদের সঙ্গে তাকেও খেদিয়ে দিল ব্রায়ান ম্যাকভে, কিন্তু যে-কাজে আসা, সফল হয়েছে সে--সেল-ব্লকের খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলকের জন্য সেলের ভিতর দেখতে পেয়েছে ডীন টলিভারকে, কোমরে হাত রেখে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে আসামী, মুখ নির্বিকার।

ল-অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার পর বোর্ডওঅকে ফোরম্যান রুডলফ হেনরির দেখা পেয়ে গেল মেদার। ইশারা করতে এগিয়ে এল হেনরি, ক্ষৌরিহীন মুখে চাপা বিস্ময়। ফোরম্যান কাছে আসতে অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, একসঙ্গে রাস্তা ধরে এগোল দু'জন। জ্যাক মেদারের হাঁটবার ভঙ্গি আড়ষ্ট, আলসেমির পর্যায়ে পড়ে–বোঝাই যায় জীবনের বেশিরভাগ সময় স্যাডলে কাটিয়েছে। দারুণ ক্লান্ত সে, পাশাপাশি উদ্বেগ আর অস্থিরতাও বোধ করছে। বিশ্রাম···ঘুম দরকার এখন। কিন্তু তারচেয়েও বেশি জরুরি ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবার সুযোগ।

ব্রুস কিং-এর কেনু পার্লারে ঢুকল ওরা। গলির আধ-ব্লক জুড়ে বিশাল সেলুন। দোতলা দালান। ভিড় ঠেলে জায়গা করে নিল মেদার. জুয়ার টেবিল

ছাড়িয়ে গ্যালারির দিকে এগোল। ওকে চিনতে পেরে ছুটে এল এক পার্সেন্টেজ গার্ল, ঠেলে মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথে এগোল মেদার।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল ওরা। থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানির জেনারেল বলে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করবার সুযোগ থাকলেও এ ব্যাপারে প্রায় উদাসীন জ্যাক মেদার। হোটেলের বদলে কোলাহল-মুখর সেলুনের নোংরা একটা কামরা পছন্দ করেছে, যে-কোন সেলুন-বাম বা চাক লাইনের ড্রাইভারের মত। পুরানো অভ্যাস সহজে যায় না, এটা তারই উদাহরণ।

রাস্তার লাগোয়া একটা কামরায় উঠেছে সে। রঙ করা আয়রন বেড আর ওঅশস্ট্যান্ড রয়েছে এখানে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে ইশারায় হেনরিকে বসতে বলল মেদার, নিজে বিছানায় বসল। 'কী বুঝলে, রুড?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল সে। 'টীন টলিভারের সঙ্গে মিলছে না ব্যাপারটা। এভাবে সেধে ধরা দেবে ও? অসম্ভব! আর···গ্রীয়ারই বা কোথায় গেল?'

রুডলফ হেনরি তার বসের মতই মাঝবয়সী টেক্সান। দারুণ ধূর্ত, চেহারা কর্কশ, চোখে কাঠিন্য ফুটে থাকে সারাক্ষণ। সাধারণত কাউবয়দের মতই কাপড় পরে, তবে আজ বহুল ব্যবহৃত ফ্যাকাসে রঙের কোট চাপিয়েছে নোংরা রঙজ্বলা শার্টের উপর।

তামাকের দলা এ-গাল থেকে ও-গালে চালান করল হেনরি, থোক করে থুথু ফেলল ঘরের কোণে। 'আমার কাছে তো বেখাপ্পা লাগছে না,' নির্বিকার স্বরে মন্তব্য করল সে। 'শেষপর্যন্ত শয়তানটাকে ধরতে সক্ষম হয়েছে ওরা।'

'তাই বলে···' দরজায় করাঘাতের শব্দে আচমকা থেমে গেল মেদার। ফোরম্যানের উদ্দেশে নড করল।

চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল হেনরি, আলগোছে হোলস্টারে পিস্তলের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল। দরজার কবাট কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে বাইরে দৃষ্টি চালাল।

'জ্যাক মেদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল একটা কণ্ঠ।

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল হেনরি।

মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করল লোকটা, তারপর বলল: 'গ্রীয়ারের ব্যাপারে।'

দরজা মেলে ধরল ফোরম্যান। গাট্টাগোট্টা চেহারার এক রাইডার প্রবেশ করল কামরায়। ক্ষৌরিহীন মুখ লোকটার, বহুল ব্যবহৃত নোংরা কাপড় পরনে, মাথায় তেল চিটচিটে স্টেটসন, দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। গুরুত্বহীন একজন মানুষ—নীচের সেলুনে এরকম শতজন পাওয়া যাবে।

উঠে দাঁড়াল মেদার। 'কী বললে?'

দরজা বন্ধ করে কবাটের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়াল রুডলফ হেনরি।

'গ্রীয়ারের ব্যাপারে,' বলল লোকটা।

'কোথায় ও?'

'জানোই তো, জানো না?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

ফোরম্যানের দিকে তাকাল মেদার, দেখল স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে। নীরব ভাব বিনিময় হলো দু'জনের মধ্যে, তারপর নির্লিপ্ত

ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেদার। 'টলিভার নিয়ে গেছে ওকে, তাই না?'

হলদেটে, নোংরা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'ভাঁওতায় কাজ হবে না, মেদার। সব খবরই জানি আমি। টলিভার জেলে আছে, এখানে আসবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি। কি জানো, গ্রীয়ার কার জিম্মায় আছে সেটা এখন আর কোন ব্যাপার নয়। তুমি ওকে ফেরত চাও কি না, এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

সাবধানী চাহনিতে লোকটাকে দেখল মেদার, ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়। সারাদিন ধরে এ ধরনের একটা খবর বা অফারের অপেক্ষায় ছিল সে, স্যাম গ্রীয়ারকে ওর হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তিপণের টাকা দাবি করবে কেউ। তবে গত কয়েক ঘণ্টায় পরিস্থিতি কিছুটা বদলে যাওয়ায় আশাটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। স্যাম গ্রীয়ারের খুনের দায়ে জেলে আছে ডীন টলিভার এবং বাড আর্থার। এ অবস্থায় যদি সত্যিই গ্রীয়ারকে মৃত পাওয়া যায়, নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝুলবে টলিভার আর আর্থার! ওর বিরুদ্ধে দেওয়া মামলা নাকচ হয়ে যাবে।

শয়তানি হাসি দেখা গেল জ্যাক মেদারের ঠোঁটে। 'কে বলল গ্রীয়ারকে ফেরত চাই আমি?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আগন্তুক। 'ধ্যেৎ! কোর্টে তোমার পক্ষে ও-ই তো একমাত্র সাক্ষী! গ্রীয়ার না থাকলে মামলায় জিতবে কীভাবে? সেজন্যই বলছি গ্রীয়ারকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে তোমার।'

'আমার যে দু'জন সাক্ষী আছে, শোনোনি?'

দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। আগন্তুকের নির্লিপ্ত চাহনি বিস্ময়ে রূপ নিয়েছে। 'দু'জন সাক্ষী?' হেসে উঠল সে। 'ফের ভাঁওতা মারছ, মেদার? আসলে চালবাজি করে দর কমাতে চাইছ।'

'কত দেব স্যাম গ্রীয়ারের জন্য, জিজ্ঞেস করো আমাকে!'

'কত দেবে?'

'কিছু না—ফুটো পয়সাও নয়।'

হেসে উঠল আগন্তুক। 'চালবাজি করে লাভ হবে না, মেদার, ঠকাতে পারবে না আমাদের। গ্রীয়ারকে দরকার তোমার।'

'ওটাই আমার অফার, মিস্টার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানি ম্যানেজার, ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। 'যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও ওকে, কিছু যায়-আসে না আমার।'

সতর্ক দৃষ্টিতে মেদারকে দেখছে পাঞ্চার, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রুডলফ হেনরির দিকে। 'তোমার বস্ মাতাল না কি?'

'দূর! মাতাল হবে কেন? একেবারে পরিষ্কার ওর মাথাটা। আমার তো মনে হয় তুমিই গলা পর্যন্ত গিলে এসেছ! যাক্‌গে, এবার ঝটপট বিদায় হও। বুঝতে পারোনি, তোমার সঙ্গে ব্যবসা হবে না আমাদের?' দরজার কবাট মেলে একপাশে সরে দাঁড়াল ফোরম্যান।

বিহ্বল দেখাল লোকটিকে। এ ধরনের পরিস্থিতির কথা ওকে বলেনি

হাঙ্ক ফস্টার, তাই বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত। শেষে মাথা নাড়ল সে। 'আবার আসব আমি। ততক্ষণে হয়তো কিছুটা ধাতস্থ হবে তুমি, মেদার।'

'আসবার দরকার নেই,' উত্তর এল।

লোকটা বেরিয়ে যেতে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল মেদার। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফোরম্যানের দিকে ফিরল। 'ওই ব্যাটাকে অনুসরণ করো, রুড! দেখো কোথায় থাকে সে। নির্ঘাত গ্রীয়ারের কাছে যাবে। ফিরে এসে জানিয়ো আমাকে!'

'ঠিক বুঝলাম না,' সন্দিগ্ধ স্বরে বলল হেনরি।

'বোকার হদ্দ! গ্রীয়ারকে দরকার নেই আমার! গ্রীয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকবার সন্দেহে জেলে আছে টলিভার আর আর্থার। তো, গ্রীয়ারকে শেষ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। খুনের দায় টলিভারের ঘাড়ে চাপবে, সেক্ষেত্রে ওরা দু'জনেই ফাঁসিতে ঝুলবে। পুরো সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চ আমার হয়ে যাবে তখন! এবার ভাগো!'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল হেনরি। দেখল সিঁড়ি ভেঙে নামছে পাঞ্চার, দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করল ফোরম্যান। পিছনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মেদার, ভিতরে ভিতরে সন্তুষ্ট বোধ করছে, মুখে চওড়া হাসি।

মেদার যা করেছে এইমাত্র—এটা দিব্যি অনুমান করেছে ডীন টলিভার, খবরটা যদি সে জানত, তা হলে দারুণ বিস্মিত হত থ্রী রীভারস ম্যানেজার। সময় বা স্থান ছাড়া আর সবকিছুই ঠিক ঠিক অনুমান করেছে ডীন।

নয়

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বারের ওপাশে দুই পীস অফিসারকে দেখতে পেল ডীন টলিভার। নাস্তা নিয়ে এসেছে ওরা। ব্রায়ান ম্যাকভে পিস্তল তাক করল, এই অবসরে সেলের তালা খুলে ভিতরে ট্রে-টা রাখল শেরিফ। বাড আর্থারের সেলেও একইভাবে নাস্তা পরিবেশন করা হলো। কিন্তু নাস্তার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী মনে হলো না সার্কেল-এ মালিককে।

কাজ শেষে অফিসে ফিরে গেল এলবার আর ম্যাকভে।

নীরবে খাওয়া সেরে নিল ডীন, সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টানতে শুরু করল। আড়চোখে বাড আর্থারের দিকে তাকাল, বিরস মুখে কটে বসে আছে সে।

'খেয়ে নাও,' পরামর্শ দিল ডীন। 'কাজে আসবে।'

উত্তর দিল না আর্থার, ফিরেও তাকাল না ওর দিকে।

'এখানে বেশিক্ষণ থাকব না, দু'জনেই বেরিয়ে যাব আমরা। তুমি বরং খেয়ে নাও।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল সার্কেল-এ মালিক, রাগ মেশানো তিক্ত চাহনিতে দেখল ডীনকে। 'এখান থেকে যদি বেরোতে পারি, তা হলে একটা শটগান কিনে সবার আগে তোমার পেট ফুটো করব!'

'নিশ্চিন্ত থাকো, সুযোগ পাবে। কারণ সত্যিই এখান থেকে বেরোব আমরা।'

'বেরোব?' অবিশ্বাস মেশানো বিদ্রূপ ঝরে পড়ল বাড আর্থারের কণ্ঠে। 'তা হলে অপেক্ষা করছ কেন? তোমাকে ধরে রাখেনি কেউ, বা নজরও রাখেনি তোমার উপর। যাও না, বেরিয়ে যাও!'

'অপেক্ষায় আছি, কখন তোমার বোধোদয় হবে যে ছয় মাসেও এখান থেকে বেরোতে পারবে না। তোমাকে বেরোতে দেবে না ওরা।'

হেসে উঠল আর্থার, ক্রমশ রাগ বাড়ছে তার। 'গ্রীয়ার কোথায় আছে বলে দাও, তা হলেই আমাকে ছেড়ে দেবে ওরা।'

শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল ডীন, চেঁচাল: 'শেরিফ! শেরিফ এলবার!'

মিনিট খানেকের মধ্যে উপস্থিত হলো দুই ল-ম্যান। পলকের জন্য বাড আর্থারের দিকে তাকাল ডীন, তারপর শেরিফের উদ্দেশে বলল: 'মুক্তিপণ আদায় করবার জন্য গ্রীয়ারকে অপহরণ করেছিলাম আমি। হাঙ্ক ফস্টার ছিল আমার সঙ্গে। কফিনে করে ট্রেনে উঠবার ব্যবস্থা করে হাঙ্ক। পাহাড়ের উপর ঘোড়া রাখবার ব্যবস্থাও সে করেছে। গ্রীয়ারকে নিয়ে লেযি-কের পুরানো লাইন ক্যাম্পে গেলাম আমি, ইচ্ছে ছিল জ্যাক মেদারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা পর্যন্ত ওখানেই আটকে রাখব তাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে বেঈমানি করে হাঙ্ক। লাইন ক্যাম্পে অপেক্ষায় ছিল ও। ওর প্ল্যান ছিল আমাকে খুন করে রিওয়ার্ডের টাকা আদায় করবে, আর স্যাম গ্রীয়ারের মুক্তিপণের টাকা তো ছিলই। তো, কোনরকমে পালিয়ে এসেছি আমি। ফস্টারের জিম্মায় আছে গ্রীয়ার।' প্রায় নিস্পৃহ স্বরে কথা বলছে ডীন, কিন্তু চাপা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে বলবার ভঙ্গিতে। শেষে বাড আর্থারের দিকে ফিরল ও। 'তো, এবার শোনো ওরা কী বলে!'

'তারপর রাজকন্যা তরুণ রাজাকে বিয়ে করল, আজীবন সুখে-সমৃদ্ধিতে কেটে গেল তাদের দিন,' নির্জলা অবজ্ঞা প্রকাশ পেল ডেপুটির কণ্ঠে, চোখে তীব্র ভর্ৎসনা। ছাপার অযোগ্য একটা খিস্তি আওড়াল সে।

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ডীন, আর্থারের দিকে অর্থপূর্ণ চাহনি হানল। 'শুনলে তো?'

'অনেক হয়েছে, টলিভার,' গম্ভীর হয়ে গেছে শেরিফ, দৃঢ় কণ্ঠে বলল: 'এবার আসল গল্পটা শুনি।'

'বলেছি তো।'

ক্ষীণ হেসে মাথা নাড়ল জর্জ এলবার। 'গ্রীয়ারকে অপহরণ করে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আর্থারের সঙ্গে কী রফা হয়েছিল তোমার?'

র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল ডীন। 'শুনছ তো?'

উত্তর না পেলেও হতোদ্যম হলো না শেরিফ। 'জানি সবই। মিস্ আর্থার তোমাকে চিঠি লিখেছিল না? আর্থারের নির্দেশেই লিখেছে; আর ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্য ইয়েলো জ্যাকেটে এসেছ তুমি! স্যাবিনালে গিয়েছিলে গ্রীয়ারকে অপহরণ করতে।' মাথা নাড়ল সে। 'দুয়ে দুয়ে চারই তো হয়, তাই না? এমনকী এই দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় না, টলিভার। আমাদের ধারণা, আর্থারের নির্দেশে গ্রীয়ারকে খুন করেছ তুমি। এরপরও কি অস্বীকার করবে?'

'কেউ যদি বলে আমি টলিভারকে টাকা দিয়েছি, তার মত ডাঁহা মিথ্যুক দুনিয়াতে আর একটাও নেই! ওর সঙ্গে কথা বলেছি—এমন কিছুও বলতে পারবে না কেউ!' তপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করল বাড আর্থার।

'মিথ্যুক আর যাই হই না কেন,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল ডেপুটি। 'বেঁচে আছি আমি, এবং ওভাবে থাকাই আমার পছন্দ।'

অক্ষম রাগে অসহায় দেখাচ্ছে আর্থারকে। টলিভারের দিকে তাকাল সে, দেখল বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুর্বিনীত আউটল, ওকেই দেখছে। ক্ষীণ ব্যঙ্গের এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। *সবজান্তা!* ভিতরে ভিতরে আরও খেপে গেল র‍্যাঞ্চার।

'আর্থার, কী করতে হবে এরইমধ্যে তোমার ল-ইয়ারকে বলেছি। দোষ স্বীকার করে নাও, তা হলে হয়তো সাজাটা কম হবে। টলিভার যেহেতু ধরা পড়েছে, তাই করা উচিত তোমার। রাজসাক্ষী হলে কয়েক বছর সাজা হবে। টলিভারের ব্যাপারটা অবশ্য অত সহজ হবে না, অন্যান্য মামলায় অন্তত বিশ-ত্রিশ বছরের জেল হবে ওর।

'আপাতত খুনের দায়ে বিচার হবে না তোমার, আর্থার, কারণ গ্রীয়ারের লাশ এখনও খুঁজে পাইনি আমরা। কিন্তু যখন পাওয়া যাবে, খুনের দায় আনা হবে তোমার বিরুদ্ধে। সেজন্যই বলছি, সাক্ষীকে অপহরণ করবার দায়িত্ব স্বীকার করে লঘু শাস্তির সুবিধা তোমার নেওয়া উচিত।'

দু'হাতে সেলের বার চেপে ধরেছে আর্থার, শেরিফের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত কাউকে দেখছে। 'তুমি দেখছি কাউন্টির সবচেয়ে মাথামোটা লোক, জর্জ,' খেপা স্বরে বিদ্রূপ করল সে। 'নিজের কানেই শুনেছ টলিভার বলেছে গ্রীয়ার মারা যায়নি।'

'আর্থার,' টান-টান স্বরে উত্তর দিল শেরিফ, মুখ গম্ভীর, ভিতরে ভিতরে বিব্রতবোধ করছে। 'পঞ্চাশ বছর বয়স আমার। পনেরো বছর ধরে কাউন্টির শেরিফ হিসেবে কাজ করছি। কারও সাহায্য ছাড়াই খেতে, পরতে বা চলতে শিখেছি। হয়তো দশ বছরের কোন কিশোরের মত মামুলি বিচার-বুদ্ধি আমার, কিন্তু এটা বুঝি যে ঘুণাক্ষরেও তোমাকে বা টলিভারকে বিশ্বাস করা যাবে না। দশ বা পাঁচ বছরের বাচ্চারাও করবে না। আসলে কেউই করবে না।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারকে দেখল সে। 'সমস্যা কি জানো, নিজেকে কেউকেটা ভাবছ তুমি। বহু বছর ধরে এলাকায় কর্তৃত্ব করেছ। জ্যাক

মেদারের মত কেউ আশপাশে থিতু হতে চাইলে সহ্য হয় না তোমার, তাকে খেদিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লাগো তৎক্ষণাৎ। কখনও উপলব্ধি করোনি এটা অনুচিত এবং তোমার আখেরের জন্যও বিপজ্জনক।'

বিমূঢ় বোধ করছে সার্কেল-এ মালিক। না তাকালেও ডীন টলিভারের চাপা হাসি শুনতে পাচ্ছে, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে হাসিটা। কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না ভিতরে ভিতরে কিছুটা হলেও চমৎকৃত হয়েছে সে। আউটল প্রমাণ করেছে, বিপদে পড়লে আইনের সঙ্গে তর্ক করা স্রেফ সময়ের অপচয় মাত্র। গ্রেফতার হওয়ার পর এই প্রথম শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছে পুরোপুরি। পেটে মোচড় অনুভব করল সে, মনে হলো হাঁটু দুর্বল হয়ে গেছে। 'তার মানে, আমাকে জেলেই রাখবে তোমরা?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল আর্থার।

'নিজেকে কী মনে করো তুমি?' ডেপুটি ম্যাকভের কণ্ঠে সামান্য সমীহও প্রকাশ পেল না। 'সার্কেল-এ আউটফিটে হয়তো কেউকেটা হতে পারো, কিন্তু এখানে মামুলি ড্রিফটারের মতই গুরুত্বহীন মানুষ তুমি। জেলে থাকবে কি না? অবশ্যই, গ্রীয়ারের লাশ খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত জেলেই থাকবে। ট্রায়ালে যাওয়ার সময় খোলা আকাশ দেখবার সৌভাগ্য হবে তোমার, তার আগে হচ্ছে না। আর পরেরবার যখন আকাশ দেখবে, ততদিনে কয়েক বছর পেরিয়ে যাবে!'

অসুস্থ বোধ করছে আর্থার। স্খলিত পায়ে কটের কাছে চলে গেল, বসে পড়ল ধপ করে। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে ডীন।

'এবার সবকিছু খোলসা করো তো, টলিভার,' নির্দেশ দিল শেরিফ।

'তোমাকে বলে লাভ হবে না,' বিড়বিড় করল ডীন।

হেসে উঠল শেরিফ, কিন্তু হাসিটা চোখ স্পর্শ করেনি। 'সারা দেশের অসংখ্য শেরিফ আমার জায়গায় থাকলে নিজেকে ধন্য মনে করত, টলিভার,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'এদের অন্তত একডজনকে চিনি যারা তোমাকে জেলে পাওয়ার জন্য কয়েকশো ডলার খরচ করে ফেলবে, তারপর তোমার কাছ থেকে পেটের সব খবর বের করবে। আমি ধৈর্য ধরবার পক্ষপাতি। আগে তোমার তেজ কমুক, কয়েকটা দিন থাকো গরাদের ভিতর, পরে এমনিতেই মুখ খুলবে।'

'উঁহুঁ, দেরি কোরো না। যা করবার জলদি করো।'

'কেন?' জানতে চাইল ম্যাকভে।

'দেরি করলে দেখবে খাঁচা খালি হয়ে গেছে।'

খিস্তি করতে করতে চলে গেল শেরিফ, তাকে অনুসরণ করল ডেপুটি।

সিগারেট ফেলে বারের কাছাকাছি চলে এল ডীন, আর্থারের দিকে তাকাল। দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে র‍্যাঞ্চার, একটুও নড়ছে না।

'সত্যি কথাই বলেছি আ..., বলল ও।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে তাকাল সে। 'হ্যাঁ। বিশ্বাস করেছি। কীভাবে জানি না, কিন্তু টের পাচ্ছি ...কই বলেছ।'

'এখানে পচে মরবে তুমি।'

'ধ্যেৎ!' অধৈর্য, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'তুমি যদি গ্রীয়ারকে খুন না করে থাকো, আর তোমার কাছ থেকে যদি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে থাকে ফস্টার, নির্ঘাত মেদারের কাছ থেকে টাকা আদায় করবে সে। মেদারও খুশি হয়ে কিনে নেবে গ্রীয়ারকে।'

মুহূর্ত খানেক ভাবল ডীন, তারপর করুণার দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাঞ্চারের দিকে। 'তোমার ব্যাপারে ঠিকই বলেছে শেরিফ,' মন্তব্য করল ও।

মুখ তুলে তাকাল সার্কেল-এ মালিক। 'কী ব্যাপারে?'

'পাঁচ বছরের বাচ্চার যতটা বুদ্ধি থাকে, তাও নেই তোমার।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আর্থার, এত বিস্মিত হয়েছে যে রাগতেও ভুলে গেছে।

'শোনো, আর্থার, এখন কোথায় আছ তুমি?'

'কোথায় মানে? জেলে!'

'তুমি এখানে পড়ে থাকলে কার লাভ হবে বেশি?'

মুহূর্ত কয়েক ভাবল সে, তারপর চট করে উত্তর দিল: 'মেদারের।'

'তা হলে নিশ্চিন্ত থাকো যে গ্রীয়ারকে কিনে নেবে না মেদার, কারণ তা হলে খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে তুমি।'

ঝট করে কট থেকে উঠে দাঁড়াল সে, ডীনের মুখোমুখি হলো। 'কী বললে?'

'বলিনি এখনও, তবে বলব,' ঠাণ্ডা স্বরে বিড়বিড় করল ডীন। 'মেদার চাইবে না ফিরে আসুক গ্রীয়ার। বরং সুযোগ পেলে তাকে খুন করে ফেলবে।'

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। ডীন টলিভারের মুখে এক ধরনের সতর্ক ঔদ্ধত্য, কিন্তু আর্থারের মুখে চরম হতাশা, তার মনে হচ্ছে পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। 'দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও,' প্রায় অসুস্থ স্বরে বলল সার্কেল-এ মালিক, তারপর ধীর পায়ে কটের কাছে চলে গেল।

ডীনও নিজের কটে গিয়ে বসল। দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়েছে, দৃষ্টি বাড আর্থারের উপর।

দীর্ঘ পনেরো মিনিট চলে গেল, মেঝে থেকে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরায়নি র‍্যাঞ্চার। বারবার হাত মুঠি করছে আর খুলছে। আচমকা মুখ তুলে ডীনের দিকে তাকাল—শূন্য, নিরানন্দ চাহনিতে; তিক্ত স্বরে বলল: 'তুমি এসব শুরু করেছ, টলিভার। তোমার কারণে এত কিছু!'

'আচ্ছা, মামলার শুনানি কবে হওয়ার কথা?' জানতে চাইল ডীন।

'আজ।'

'আজ আর হবে না, তাই না?'

'আমি যেহেতু জেলে আছি, হবে কী করে?'

'কিন্তু তুমি চাইলেই হতে পারে,' উঠে দাঁড়িয়ে বারের কাছে চলে এল ডীন। 'আর্থার, তুমি মোটেই লড়াকু লোক নও, অন্তত আমার মত। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। জেল আসলে কী? দুনিয়ায় এমন কোন গরাদ নেই যেখান

থেকে বেরোতে পারব না। কী মনে হয়, তোমার প্রতি সহানুভূতি হয়েছিল বলে বা ভুল বুঝতে পেরে গতরাতে ধরা দিয়েছি আমি?'

'তা হলে কেন দিয়েছ?'

'তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য, অবশ্য যদি জেল ভেঙে পালানোর সাহস থাকে তোমার!'

মুহূর্ত কয়েক কিছুই বলল না র‍্যাঞ্চার। ডীনের চোখে চ্যালেঞ্জ দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তাকে প্ররোচিত করতে শয়তানি ভরা কণ্ঠে ডীন বলল: 'তুমি একজন বুড়ো মানুষ। টানা রাইডিং, অনিদ্রা বা অনাহারে অভ্যস্ত নও। আচমকা জান নিয়ে ছুটবার মত ধকল বোধহয় সইবে না তোমার বুড়ো হাড়ে। কখনও পাল্টা লড়াই করতে হবে, কখনও লেজ তুলে পালাতে হবে।'

'তোমার মত ধাড়ি শয়তান যদি এসব সহ্য করতে পারে, তা হলে আমিও পারব!' খেপে গিয়ে ঘোষণা করল সার্কেল-এ মালিক।

'আউটল হিসেবে কুখ্যাতি পেয়ে যাবে। ভদ্রলোকেরা কথা বলবে না তোমার সঙ্গে।'

'তাতে কী? এখান থেকে বেরোতে পারলে...'

শ্রাগ করল ডীন। 'তা হলে আউটফিট, সংসার বা মেয়ের কথা ভুলে যেতে হবে...নিজের কী হলো তাতেও পরোয়া করতে পারবে না।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল বাড আর্থারের মুখ। কট থেকে উঠে দাঁড়াল সে, ধীর পায়ে এগিয়ে আসবার সময় ক্লান্ত কণ্ঠে বলল: 'টলিভার, তোমাকে এক রত্তিও পছন্দ নয় আমার। মেদারের চেয়ে তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ একটুও কম নয়, পারলে দু'জনকেই ঝুলিয়ে দিতাম একটা কটনউডের ডালে। কিন্তু স্বীকার করছি, দুর্দান্ত সাহস আছে তোমার, এবং দারুণ ধূর্ত তুমি। এজন্য তোমাকে বাহবা দিতেই হবে। অদ্ভুতভাবে ঘটে যাচ্ছে সবকিছু, কীভাবে যে এসবের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছ আমাকে! কোন একদিন এ নিয়ে মুখোমুখি হব আমরা, তোমার পাওনা সুদাসলে বুঝে পাবে তখন। কিন্তু এখন, তোমাকে দরকার আমার। যাব তোমার সঙ্গে!'

'তোমাকেও পছন্দ নয় আমার,' নিরাবেগ স্বরে বলে গেল ডীন 'তুমি আসলে মাথামোটা এক স্কচম্যান, টাকা আর মেজাজ ছাড়া কিছুই নেই তোমার। জীবনের কোন এক পর্যায়ে নিজের জন্য একটা বাইবেল লিখেছ তুমি এবং ওটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছ। তুমি আসলে রগচটা, খিটখিটে কঠিন একজন মানুষ। কিন্তু তোমার কাঠিন্য উল্টো প্রকৃতির, দুর্বলের উপর কঠিন হতে জানো তুমি, যেমন লেসি থর্টন।

'হ্যাঁ, আপাতত তোমার সঙ্গে আছি আমি। কিন্তু তোমার জন্য নয়, তোমাকে সাহায্য করব তোমার মেয়ের কারণে, কারণ মানবিক সত্তা বা যাই বলো, সত্যিই আছে ওর মধ্যে। তা ছাড়া, মহা বিপদে আছে ও। তোমার মত মাথামোটা গোঁয়ারের পক্ষে ওকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।'

'কখনও যদি আমার মেয়েকে স্পর্শ করো, তোমাকে খুন করে ফেলব!'

'চেষ্টাও করব না,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ডীন। 'আমি যে ওর যোগ্য নই,

সেটা খুব ভাল করে জানি।' বাড আর্থারের উদ্দেশে শয়তানি হাসি উপহার দিল ও, যোগ করল: 'এমনকী তুমিও ওর যোগ্য বাপ নও!'

'জানি।'

পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ, বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা উগরে দিল ওরা, তারপর বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার: 'আমরা যদি বেরিয়ে যেতে পারি...বলছি যদি...বাইরে গিয়ে কী করব? কোরাজনের গুহায় যদি থাকতে হয়, তা হলে ইভলিনকে সাহায্য করব কীভাবে?'

'বলেছি তো, তুমি আসলে আস্ত আহম্মক!'

ডীনের বিদ্রূপ গায়ে মাখল না সার্কেল-এ মালিক। 'একটা প্রশ্ন করেছি তোমাকে!'

'গ্রীয়ারের স্ত্রীকে খুঁজে বের করে নিরাপদ কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখব। তারপর মেদারের কাছ থেকে গ্রীয়ারকে ছিনিয়ে আনব।'

'কিন্তু গ্রীয়ারকে দরকার নেই আমার!' বিস্ফোরিত হলো আর্থার।

'আলবৎ দরকার! তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে ওকে খুন করোনি। তো, গ্রীয়ারকে মুঠোর ভিতর পাওয়ার পর সবকিছুর পিছনে যে-লোকটা আছে, তার মুখোশ খুলে দেব।'

বিস্মিত দেখাল আর্থারকে, ধীর কণ্ঠে বলল: 'ইভলিনের সঙ্গে কথা বলেছ না কি?'

'হ্যাঁ।' বিহ্বল দেখাল ডীনকে।

'বলছিলাম মেদারের পিছনে যে কেউ আছে, এ নিয়ে কথা বলেছ কি না। ইভেরও ধারণা পিছনে আছে কেউ।'

'তোমার কি ধারণা, নেই? তিন বছর আগে সামান্য টিনহর্ন ছিল মেদার, এত অল্প সময়ে ভাগ্য ফিরে যেতে পারে না ওর।'

'এরকম কিছু শুনিনি তো।'

'পিছনের লোকটার পরিচয় জানব যখন, দু'জনকেই সরিয়ে দেব।' ক্ষীণ হাসল ডীন। 'তারপর বাথানে ফিরে যেতে পারবে তুমি, ইচ্ছে করলে আরও তিন হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করতে পারবে আমার মাথার জন্য।'

আর্থারও হাসল। 'ঠিক তাই করব আমি,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'কিন্তু এখন বোধহয় হাত মেলানো উচিত আমাদের, তাই না?'

'না। এবার দয়া করে চুপ করে থাকো। ভাবতে দাও আমাকে।'

ফিরে গিয়ে কটে শুয়ে পড়ল ডীন, মাথার পিছনে দু'হাত রেখে হেলান দিল। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়।

আর্থারের প্রত্যাশিত সময়ের আগেই সরব হলো ও: 'সকালে ইভলিন কি দেখা করতে আসবে তোমার সঙ্গে?'

'মুখ সামলে নাও! তোমার মত নচ্ছার আউটলর কাছে ও মিস্ আর্থার!'

'তাই না কি?'

'অবশ্যই!'

'ও এখানে এলে বারের দু'পাশ থেকে ঘুসাঘুসি শুরু করব আমরা।

ব্যাপারটা নিখুঁত হতে হবে, কিন্তু আমার নাক ফাটিয়ে দিয়ো না আবার। পরেরবার কাজে লাগাতে হবে নাকটা। বুঝেছ?'

'ঘুসাঘুসি করবার দরকার আছে বলে তো মনে হয় না...'

'যা বলছি তাই করবে,' বাধা দিল ডীন। 'আমার কথা না শুনলে এখানে পচে মরতে হবে। আর বেরিয়ে যেতে হলে যা নির্দেশ দেই, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। পরিষ্কার?' ঘুরে শুয়ে পড়ল ডীন, এ সুযোগে ঘুমিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে।

নীরবে ওর চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করতে থাকল বাড আর্থার।

*

সকাল নয়টার কিছু পর সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যানের সঙ্গে সেল-ব্লকে ঢুকল ইভলিন আর্থার। দু'জনের আগে আগে এল ব্রায়ান ম্যাকভে, দু'হাতে হালকা দুটো চেয়ার নিয়ে আসছে। করিডরে চেয়ার নামিয়ে রেখে দুই দর্শনার্থীর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'সেলে ঢুকবার নিয়ম নেই,' নিস্পৃহ স্বরে ব্যাখ্যা দিল ডেপুটি। 'তা ছাড়া, করিডরের ও-প্রান্ত থেকে তোমাদের উপর নজর রাখব আমি।'

চেয়ারে বসল ইভলিন, দেখল নিজের কটে ঘুমিয়ে আছে ডীন। বাপের কুশল জানতে চাইল ও। বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে শুরু করল তিনজনে। একটু পর ডীনকে উঠে বসতে দেখে আলাপ থামিয়ে দিল ওরা। তিনজনেরই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ডীনের উপর।

বিতৃষ্ণা দেখা গেল ডীনের মুখে। 'বাজার মিলিয়েছ দেখছি! শান্তিতে এক দণ্ড থাকবার উপায় নেই। তোমরা কি চুপ করবে?'

'আমার মেয়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলে না কেউ!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল বাড আর্থার।

'আমি বলেছি, তাই না?' নিস্পৃহ স্বরে বলল ডীন, ইভলিনের দিকে ফিরল। 'চাপা বন্ধ করো, নইলে থাবড়া খাবে!' তারপর আর্থারের উদ্দেশে ভুরু নাচিয়ে বলল: 'কেমন লাগল?'

সত্যি সত্যি রেগে গেছে সার্কেল-এ মালিক। ডীনের নির্দেশ বা পরামর্শ বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে; তাতে অবশ্য আরও নিখুঁত হয়ে গেল ব্যাপারটা। দ্রুত পায়ে বারের কাছে চলে এল সে। 'এখান থেকে বেরোব যখন, লাথি মেরে তোর হোঁৎকা মুখ চটকে দেব, হারামজাদা!'

'দাদার কথা শোনো!' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ডীনের কণ্ঠে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ইভলিন, মুখ লাল হয়ে গেছে। 'বন্ধ করো এসব, ডীন!'

'দয়া করে চুপ করো সবাই!' মৃদু স্বরে বলল সিনেটর হিনম্যান। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

'অযথা লাফ-ঝাঁপ দিয়ে লাভ নেই, দাদু! ব্যাঙের ছাতাকে লাথি মেরে উপড়ানো যায় না!' র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে ব্যঙ্গ করল ডীন।

'বারের ওপাশে এসেই দেখো, পারি কি না!' হুমকি দিল র‍্যাঞ্চার।

দ্রুত এগিয়ে এল ডীন। বারের কাছে গিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়াল, বাড আর্থারের নাক চেপে ধরে মুচড়ে দিল। সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সার্কেল-এ মালিক, দু'হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল ডীনের শার্ট। ঝটিতি সরে গেল ডীন, তারপর আচমকা এগিয়ে এসে হাত চালাল, হাতের তালু দিয়ে ঠেলা দিল আর্থারের চিবুকে। ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, বসে পড়ল মেঝেয়। আঁতকে উঠল ইভলিন।

উন্মত্ত রাগে উঠে দাঁড়াল আর্থার, ছুটে গেল ডীনের দিকে। কিন্তু নাগালে পাওয়া মাত্র তাকে আঘাত করল ডীন। এবার পাল্টা আক্রমণ করল বাড আর্থার, সজোরে লাথি চালাল ডীনের পায়ে, হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল শার্ট। টান দিতে ছিঁড়ে গেল ওটা। সপাটে তার পেটে ঘুসি হাঁকাল ডীন, কিন্তু পাল্টা ওকে গরাদের সঙ্গে ঠেসে ধরল র‍্যাঞ্চার।

এর সবই ঘটল ব্রায়ান ম্যাকভে পৌঁছানোর আগে। প্রায় ছুটে এল সে, ইভলিনকে ঠেলে পথ থেকে সরিয়ে দিল, তারপর সেলের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। শার্ট খামচে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাড আর্থারকে সরিয়ে আনল ডেপুটি। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো!' চাপা উল্লাস প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। ডীন বাজি ধরতে রাজি, পুরো ব্যাপারটাই উপভোগ করছে ম্যাকভে।

'ওকে সরিয়ে নাও আমার কাছ থেকে,' ক্রোধে তপ্ত কণ্ঠে বলল ডীন। 'নইলে বুড়োর মাথার স্ক্রু ঢিলে করে দেব!'

'তুমি একটা অসভ্য!' খেপে উঠল ইভলিন। 'নিষ্ঠুর, বর্বর!'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল ডীন। 'চুপ করো, সিস্টার, নইলে সত্যিই থাবড়া খাবে!'

ইভিলিন এতটাই রেগে গেল যে কথাও বলতে পারছে না। প্রবল বিস্ময়, হতাশা আর অসন্তোষ নিয়ে তাকিয়ে থাকল ডীনের দিকে। এদিকে বিব্রত দেখাচ্ছে সিনেটরকে। 'প্লীজ, দয়া করে মানুষের মত আচরণ করো। কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করছ তোমরা!'

র‍্যাঞ্চারকে ছেড়ে দিল ডেপুটি, পরামর্শ দিল: 'ওর কাছ থেকে দূরে থেকো।'

'এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও ওকে,' পুনরাবৃত্তি করল ডীন। 'ওর চেহারাও দেখতে চাই না আমি।'

'তা হলে কপালে খারাবি আছে তোমার,' উৎসাহী সুরে বলল ম্যাকভে। 'কয়েদীদের সবসময় সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করি আমরা, তবে আমি আবার কানে কম শুনি। ওপাশে একটা কুখ্যাত সেল আছে, ফের যদি ঝামেলা করো, তা হলে ওখানে সরিয়ে নেব তোমাকে, মিস্টার!'

'তাই করা উচিত!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ইভলিন, জ্বলছে ওর চোখজোড়া। 'ওহ্, অসহ্য!'

সিনেটর সহ বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল ব্রায়ান ম্যাকভে, ক্রূর দৃষ্টিতে দেখছে ডীনকে। 'একটা কথার জবাব দাও তো, সানি,' টিটকারির সুরে জানতে চাইল সে।

'এখনও কি জেল ভেঙে পালানোর খায়েশ আছে তোমার?'

'শুধু জেলই নয়, তোমার আর আর্থারের মাথা দুটোও ভাঙব!' উদ্ধত স্বরে বলল ডীন, ডেপুটিকে পিঠ দেখাল।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠল ম্যাকভে, সন্তুষ্ট মনে চলে গেল অফিসের দিকে।

ডেপুটি চলে যেতে দ্রুত বারের কাছে চলে এল ডীন। দেখল এখনও নাক ডলছে র‍্যাঞ্চার, চোখে চাপা রাগ। 'ইভকে অপমান করবার দরকার ছিল না!' অসন্তোষ প্রকাশ করল সার্কেল-এ মালিক।

'কিন্তু তাতে নিখুঁত হয়েছে ব্যাপারটা, তাই না?' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ডীন।

'হ্যাঁ,' নিতান্ত অনিচ্ছায় স্বীকার করল র‍্যাঞ্চার। 'যদিও এখনও বুঝতে পারিনি আসলে ঠিক কী করতে চাইছ তুমি।'

কিছু না বলে কটের দিকে ফিরল ডীন। কাঠের ফ্রেমের উপর ক্যানভাসের কাভার। লাফিয়ে কটের একপাশে উঠে পড়ল ও, ককিয়ে উঠল কট, দ্বিতীয় চেষ্টায় ভেঙে গেল। ক্যানভাস সরিয়ে ভাঙা এক টুকরো কাঠ ছাড়িয়ে নিল ডীন। তিন ফুট লম্বা, দুই ইঞ্চি পুরু কাঠের টুকরোটা, গদার মত ব্যবহার করা যাবে। হাতে ওটার ওজন অনুভব করে সন্তুষ্ট হলো ও, তারপর ফিরল বাড আর্থারের দিকে।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর একসঙ্গে থাকতে হবে, নইলে ঠিক ধরা পড়ে যাবে তুমি।'

কৌতূহল ফুটে উঠল র‍্যাঞ্চারের চোখে। 'কিন্তু এখনও বেরোতে পারোনি।'

'বেরোনোর পর,' সধৈর্যে বলল ডীন। 'আলাদা না হয়ে আমার সঙ্গে থাকবে। বুঝেছ?'

নড করল আর্থার, কিছুই বুঝতে পারছে না।

কাঠের টুকরোটা র‍্যাঞ্চারের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'সঙ্কেত দিলে চিৎকার আর ঝগড়া শুরু করব আমরা। সম্ভবত দু'জনেই ছুটে আসবে। ওরা যখন আসবে, আমি তখন মেঝেয় পড়ে থাকব, নাক দিয়ে রক্ত ঝরবে এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ব। কী ঘটেছে, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ওরা। বলবে ঝগড়া করেছি আমরা, এক পর্যায়ে কট ভেঙে কাঠের চেলাটা তুলে নিয়েছি আমি, তারপর বারের এপাশ থেকে তোমাকে পেটাতে গেছি। বলবে তুমি এটা কেড়ে নিয়ে উল্টো আমার মাথায় মেরেছ। আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য বলবে ওদের। কোন সন্দেহ যেন না হয়। বুঝেছ?'

ধীরে ধীরে নড করল আর্থার, মুখে চাপা হাসি। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না...'

তাকে থামিয়ে দিল ডীন। 'আমার নাকে ঘুসি হাঁকাও।'

'কী?'

'আমার নাকে মারো।'

মুঠি পাকাল বাড আর্থার, দৃষ্টি নামিয়ে মুঠির দিকে তাকাল, তারপর ডীনকে দেখল। 'উঁহুঁ, ঠাণ্ডা মাথায় এভাবে তোমাকে মারতে পারব না…'

সপাটে র‍্যাঞ্চারের মুখে ঘুসি হাঁকাল ডীন। পিছনে হেলে পড়ল আর্থারের মাথা, মুহূর্ত কয়েক নীরব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে এগিয়ে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে সজোরে ঘুসি হাঁকাল। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেল ডীনের নাক। ব্যথায় পানি চলে এসেছে চোখে, ক্ষণিকের জন্য একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, নাক থেকে ঝরে পড়া রক্ত শার্টে পড়তে দিল। 'তোমার চুল এলোমেলো করো। শার্টটাও ছিঁড়ে ফেলো!' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল সার্কেল-এ মালিককে।

আর্থার নির্দেশ তামিল করতে লাফিয়ে কটের উপর পড়ল ডীন, ওটা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পড়ল। তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। তারপর চড়া কণ্ঠে খিস্তি আওড়াতে শুরু করল ও, র‍্যাঞ্চারকে তাল মেলাতে ইশারা করল।

তাই করল সে। পরস্পরের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করতে শুরু করল ওরা।

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই করিডরের প্রথম দরজা খুলে গেল, ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল ডীন। মেঝেয় পড়ে আছে ও, মুখ থুবড়ে পড়েছে, দৃষ্টি বাড আর্থারের দিকে। র‍্যাঞ্চার নড করতে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

একটু পর কাছাকাছি বুটের শব্দ আর ব্রায়ান ম্যাকভের কণ্ঠ শুনতে পেল: 'কাঠটা নামিয়ে রাখো, আর্থার!'

সশব্দে মেঝেয় পড়ল কাঠের চেলা। হাঁপাতে হাঁপাতে র‍্যাঞ্চার বলল: 'রাখলাম!'

'হয়েছে কী?'

'আগে হারামজাদাকে পরীক্ষা করো। প্রথমে তর্কাতর্কি হলো, সমানে আমাকে গালাগাল করছিল ও। হঠাৎ কট ভেঙে কাঠের টুকরোটা তুলে নেয় টলিভার। আমাকে দু'ঘা মেরেছেও।'

'কিন্তু ওটা তো তোমার হাতে ছিল,' বলল শেরিফ।

'হ্যাঁ, ছিল। কেড়ে নিয়েছি। তারপর আচ্ছা জোরে বসিয়ে দিয়েছি ওর মাথায়! ব্যাটা নচ্ছার জীবনে আর কখনও লাগতে আসবে না আমার সঙ্গে!'

'পিস্তল হাতে নাও, ব্রায়ান,' নির্দেশ দিল জর্জ এলবার। 'তারপর টলিভারকে পরীক্ষা করো।'

দ্বিতীয় দরজা খোলা হলো। ডীনের উপর ঝুঁকে পড়ল দুই ল-ম্যান। বুট দিয়ে ঠেলে ডীনকে চিৎ করল শেরিফ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। ঝুঁকে চোখের পাপড়ি ধরে টান দিল, বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখাল না ডীন।

'কোথায় মেরেছ ওকে?' আর্থারের উদ্দেশে জানতে চাইল শেরিফ।

'বলেছি তো, মাথায়! হারামজাদা মরলেই খুশি হব!'

'আমিও আছি তোমার দলে,' সোৎসাহে বলল ম্যাকভে। হাঁটু গেড়ে ডীনের পাশে বসে পড়ল সে, মাথায় হাত বুলাল। 'কিন্তু ব্যাটার চাঁদি তো ফাটেনি!'

দারুণ চালিয়ে যাচ্ছে র‍্যাঞ্চার, তার হাঁসফাঁস স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ডীন।

'পরেরবার আর ভুল হবে না!' আক্রোশ ঝরে পড়ল আর্থারের কণ্ঠে। 'মাথাটা ঠিক ফাটিয়ে দেব!'

'দ্বিতীয় সুযোগ তুমি পাবে না, আর্থার,' অসন্তোষ প্রকাশ করল শেরিফ। 'তুমি ওর মাথা ফাটাও বা লাথি মেরে পাশের রুমে ছিটকে ফেলো, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। আমি কেবল একটা বিষয়ে চিন্তিত—যেভাবে হোক ওর ট্রায়াল শেষ করতে হবে। তোমাদের দু'জনকে আলাদা রাখাই বোধহয় নিরাপদ।'

কিছু বলল না সার্কেল-এ মালিক।

'টলিভারের জন্য উপযুক্ত সেল বাছাই করেছি,' সোৎসাহে জানাল ডেপুটি। 'বরফের বাক্সে ঢোকাব ওকে।'

'কিন্তু ব্যাটা তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। যা ঠাণ্ডা ওখানে!'

'তাতে যদি ত্যাড়ামি একটু কমে ওর,' জবাব দিল ম্যাকভে। ডীন শুনতে পেল সেল-ব্লকের একেবারে শেষ দিকে চলে গেল সে, সশব্দে তালা খুলল "বরফের বাক্স" নামের সেলটার। তারপর ফিরে এল।

'কাজটা কি ঠিক হবে?' সন্দিহান সুরে দ্বিমত প্রকাশ করল এলবার। 'জানালার সোজাসুজি বলে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে ওখানে।'

'ধ্যেৎ! গ্রীয়ারও ঠাণ্ডায় জমে গেছে এখন—আদৌ যদি ওকে গোর দিয়ে থাকে!'

'বেশ, তাই হোক। নাও, ওর দু'হাত ধরো। আমি পা ধরছি।'

ডীনকে তুলে নিল দুই ল-ম্যান।

চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে ডীন দেখে নিল কীভাবে ওকে ধরেছে জর্জ এলবার। মুখোমুখি হয়ে দু'হাতে গোড়ালি চেপে ধরেছে। বগলের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ম্যাকভে, তাতে ওর হাত দুটো প্রায় মেঝে ছুঁইছুঁই করছে। সেল থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগোনোর সময় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকল শেরিফ। ব্যাপারটা ওর অনুকূলে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ডীন। কিন্তু ব্রায়ান ম্যাকভে দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং চিন্তা করতে বা সক্রিয়ও হতে পারবে দ্রুত; অথচ সে-ই ওর হাত ধরে আছে।

যাই হোক, ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

করিডরের শেষ প্রান্তে পৌঁছল দুই অফিসার, ভারী দেহ বয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে। মোড় নিয়ে উন্মুক্ত সেলের প্রবেশ-পথে ঢুকে পড়ল শেরিফ, সেই মুহূর্তে একইসঙ্গে দুটো কাজ করল ডীন। মুক্ত, ঝুলন্ত দু'হাত দিয়ে আচমকা ব্রায়ান ম্যাকভের বুট চেপে ধরল, আর শরীরের সমস্ত শক্তিতে লাথি হাঁকাল শেরিফের পেটে।

পা দুটো আটকানো, আবার লাথির কারণে ডীনের শরীরে টান পড়েছে; এ দুইয়ের সমন্বয়ে ভারসাম্য হারাল ডেপুটি, ডীনকে সঙ্গে নিয়ে বেমক্কাভাবে পিছন দিকে হেলে পড়ল। এদিকে শেরিফও টলমল পায়ে চিৎপটান হয়েছে।

একটা হাত বাড়িয়ে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করল ম্যাকভে, কিন্তু শরীরে মোচড় তুলল ডীন. ডেপুটির উপর পড়ল, তারপর দ্রুত গড়িয়ে সরে গেল;

উঠে দাঁড়ানোর আগে আরও একটা কাজ করল–চুল চেপে ধরে ম্যাকভের মাথা ঠুকে দিল পাথুরে মেঝের সঙ্গে। অস্ফুট স্বরে বিস্ময় বা যন্ত্রণা প্রকাশ করল ডেপুটি, তারপর জ্ঞান হারাল। তার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়েছে ডীন, উঠে দাঁড়াতে ব্যস্ত শেরিফের পেট বরাবর নিশানা করল।

হাঁপাচ্ছে জর্জ এলবার, কিন্তু গোঁয়ারের মত হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

'শুটআউট চাও, এলবার?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল ডীন, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল।

শেরিফ জর্জ এলবার এমনিতে যথেষ্ট সাহসী এবং দৃঢ়চেতা। কিন্তু এখন, বেকায়দা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসুস্থ আর নাচার বোধ করছে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ভরে নিল সে, হাতের পিস্তল ফেলে হাঁটু গেড়ে মেঝেয় বসে পড়ল। এইমাত্র যেন মনে পড়েছে পেটে জবর লাথি খেয়েছে, দু'হাতে পেট চেপে ধরল, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

এগিয়ে গেল ডীন, শেরিফের গানবেল্ট খুলে ঠেলে তাকে সেলের আরও ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর করিডরে এসে ব্রায়ান ম্যাকভের অচেতন দেহ টেনে নিয়ে এল। সেলে ঢোকাল। ডেপুটির গা থেকে শার্ট খুলতে ঘাম ঝরাতে হলো ওর, তবে সফল হলো একসময়। নিজের ছেঁড়া, রক্তাক্ত শার্ট খুলে ম্যাকভেরটা পরল।

কাজ শেষে দেখল অসুস্থ চাহনিতে ওকে দেখছে জর্জ এলবার। ছেঁড়া শার্ট দু'ভাগ করে এগিয়ে গেল ডীন। 'মাত্র একবার বলব, আপসে মুখ খুলবে না কি মাথায় একটা আলু তৈরি করব?'

মুখ হাঁ করল শেরিফ। দলা পাকানো শার্টের টুকরো তার মুখে গুঁজে দিল ডীন। লাথি খাওয়ার পর থেকে একেবারে বেকুব বনে গেছে এলবার, কী হচ্ছে যেন এখনও বুঝতে পারেনি।

ব্রায়ান ম্যাকভের মুখে শার্ট গুঁজে সেল থেকে বেরিয়ে এল ডীন, তালা আটকে দিল। চাবির ছড়া নিয়ে বাড আর্থারের সেলের সামনে চলে এল ও, তালা খুলতে বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চার।

'কাঁপছ কেন?' ধমকে উঠল ডীন। 'কাঁপুনি থামাও!'

'খোদা সহায়!' বিড়বিড় করল সার্কেল-এ মালিক। 'হাজার ডলার পেলেও অমন কাজ করবার সাহস হবে না আমার!'

'কেউ তোমাকে করতে বলেনি,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ডীন, শেরিফের গানবেল্ট আর পিস্তল চালান করে দিল আর্থারের হাতে। 'এগুলো দরকার পড়বে। জলদি পরে নাও। অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে দেখো কোথায় কোথায় ঘোড়া আছে। দ্রুত ছুটতে পারবে, এমন একটা বেছে নেবে। আমারটা আমি জোগাড় করে নেব। ঘোড়াকে ছোটাবে না, হাঁটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে। যেন মনে হয় এখানেই আছ তুমি। বুঝেছ? আতঙ্কিত হয়ো না।'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল আর্থার। 'ঠিক আছে। কিন্তু একটু সময়

দাও আমাকে…সবকিছু এত দ্রুত আর আচমকা ঘটছে!'

ডেপুটির পিস্তল ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রেখে অফিসের দিকে এগোল ডীন। ডেস্কে একটা কাগজ পড়ে আছে। সেলে হুল্লোড় শুনতে পাওয়ার আগে চিঠি লিখছিল শেরিফ। পাশে কালির দোয়াত ও কলম পড়ে আছে।

খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল ডীন, পিছনেই রয়েছে আর্থার। 'কালো ঘোড়াটা কেমন?' রাস্তার ওপাশের একটা ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'ভালই,' কাঁপা স্বরে মন্তব্য করল সার্কেল-এ মালিক।

'নিয়ে নাও ওটা। পরের টাই-রেইলের চেস্টনাটটাকে নেব আমি।' বিতৃষ্ণার সঙ্গে র‍্যাঞ্চারকে দেখছে ও। 'খোদার দোহাই, কাঁপুনি বন্ধ করো!'

'পারছি না। ধ্যেৎ, ভয় লাগছে আমার!'

বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল ডীন, রাস্তা ধরে এগোল দৃঢ় পায়ে। পিছু পিছু আসছে আর্থার। কয়েকজন পাঞ্চারকে পাশ কাটানোর সময় শুভেচ্ছা জানাল ও, প্রসন্ন স্বরের উত্তর এল।

কালো ঘোড়ার কাছাকাছি র‍্যাঞ্চারকে রেখে এগিয়ে গেল ও। দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, কাছ থেকে তত শক্তিশালী বা চৌকস মনে হলো না চেস্টনাটটাকে। সুতরাং ওটাকে বাতিল করে দিয়ে পরের রেইলে বাঁধা একটা বে ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল ডীন। স্যাডলে চাপল, একটা বাকবোর্ডকে জায়গা দিতে একপাশে সরে গেল। সবে টাই-রেইলের সামনে থেমেছে ওটা।

রাস্তায় এসে বাড আর্থারের জন্য অপেক্ষায় থাকল ডীন।

জেল পালানো যে সুখকর অভিজ্ঞতা নয়, র‍্যাঞ্চারের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েনি বটে, কিন্তু শঙ্কিত দৃষ্টিতে রাস্তার দু'ধারে চঞ্চল দৃষ্টি বুলাচ্ছে সে, মুখটা বেদান হয়ে আছে।

র‍্যাঞ্চার পাশে আসবার পর হাঁটুর খোঁচায় ঘোড়াকে আগে বাড়াল ডীন, পাশাপাশি এগোল দু'জন। কেউ কেউ দেখল ওদের, তবে কৌতূহল বোধ করল না। দু'একজন হয়তো মুহূর্তের জন্য খুঁটিয়ে দেখল, পরমুহূর্তে যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মনে করল ভুল দেখেছে।

নিরাপদে শহর থেকে বেরিয়ে এল দুই কয়েদী।

দশ

কোরাজন পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে, পাহাড়ী পাদদেশে বুড়ো এক হোমস্টীডারের পাথুরে কেবিনকে হেডকোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করে গ্রী

রীভারস ক্যাটল কোম্পানি। মূল বাড়ির তিনটে কামরার সঙ্গে একপাশে একটা লীন-টো শেড খাড়া করা হয়েছে, দক্ষিণে পুরো বাড়ির সামনে জুড়ে রয়েছে দীর্ঘ পোর্চ, পাশে নতুন গড়ে ওঠা বাঙ্কহাউস। পাহাড়ী ঢালের শুরুতে কয়েকটা পোল-করাল আর শ্যাক রয়েছে। লীন-টোর পুব দিকে ছোটখাট ফুলের বাগান, সরু কাঁটাতারে ঘেরা। পুরো জায়গায় কেবল বাগানেই কিছুটা যত্ন বা পরিচ্ছন্নতার ছাপ রয়েছে। বাড়ি বা বাঙ্কহাউসের আঙিনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বোতল, টিন-ক্যান, তামাকের কৌটা এবং অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিস।

আগের রাতে শহর থেকে ফিরতে দেরি করেছে বলে বেলা পর্যন্ত ঘুমাল জ্যাক মেদার। ভোর হওয়ার আগেই যে-কোন র‍্যাঞ্চে ব্যস্ততা শুরু হয়, তবে এখানে তেমন ব্যস্ততা নেই। বেশ বেলা করে কাজে যায় পনেরোজন ক্রু। এখন, মাঝ-সকালে করালের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে তারা, কে কোন্ কাজে যাবে নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। সাধারণত রুডলফ হেনরি এদের কাজ বাতলে দেয়, কিন্তু এখনও শহর থেকে ফিরে আসেনি সে। সেগুন্ডো নেই কেউ, যেহেতু আর কাউকে এক ফোঁটা বিশ্বাস করে না জ্যাক মেদার। নির্দেশ নেওয়ার জন্য বসের ঘুম হারাম করতে রাজি নয় কেউ, কারণ তাতে চাকুরি হারানোর সম্ভাবনা শতভাগ।

সকাল নয়টার অনেক পরে মোজা পায়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল জ্যাক মেদার। মাথার চুল এলোমেলো তার, চোখে ঘুমের রেশ লেগে আছে এখনও। ক্রুদের বার্ন বা করালের শেডে দেখতে পেয়ে মেজাজ চড়া হয়ে গেল, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল মেদার। হেনরি গতরাতে ফিরে আসেনি বলে এই বিশৃঙ্খলা।

বাড়িতে ঢুকে পড়ল সে। বুট পরে, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল একটু পর। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে, মুখটা প্রায় কুৎসিত দেখাচ্ছে। দুই ল-ম্যানকে বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে জেল থেকে পালিয়ে গেছে ডীন টলিভার আর বাড আর্থার, গতকালের ঘটনা এটা। দু'জনকেই মুঠোর ভিতর ঢুকিয়ে ফেলেছিল, অথচ শেরিফ এলবারের অদক্ষতা ও অসতর্কতার জন্য সমূহ সুযোগ হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে। খবরটা শুনে মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল মেদারের, ইচ্ছে করছিল খুন করে ফেলে হতচ্ছাড়া শেরিফকে। ইচ্ছেটা আজও আছে।

মন্দের ভাল হচ্ছে, জেল থেকে পালিয়ে নিজেদের অপরাধ প্রমাণ করেছে টলিভার আর আর্থার। আইন, পুরো শহর বা কাউন্টির তাবৎ লোকের মনে সন্দেহ নেই আর--দুই আসামী দোষী। পালিয়ে গিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছে সার্কেল-এ মালিক। এখন কেবল একটা কাজই করবার আছে, কিছুটা সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল মেদার, স্যাম গ্রীয়ারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে হবে।

হেনরি হারামজাদা কোন্ চুলোয় গেছে?

করালের কাছে এসে ক্রুদের নির্দেশ দিল সে, গালাগাল করল অযথা

ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট করছে বলে। এরা প্রায় সবাই কঠিন মানুষ, শক্তের ভক্ত, তাই গালিগালাজে অভ্যস্ত। ক্রুরা চলে যেতে বাড়িতে ঢুকল মেদার, গম্ভীর এবং ত্যক্ত দেখাচ্ছে মুখ। রান্নাঘরে চলে এল সে।

দু'জন মহিলা কাজ করছে এখানে। একজন বয়স্কা, অন্যজন কমবয়েসী আর সুন্দরী। কামরার মাঝখানে ডাইনিং টেবিলের উপর হ্যাট ছুঁড়ে ফেলল মেদার, একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। 'নাস্তা দাও আমাকে,' অধৈর্য স্বরে নির্দেশ দিল সে।

অভেন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বয়স্কা মহিলা। সে যখন ডিম ভাজছে, আগুন গরম কফিতে চুমুক দিল জ্যাক মেদার। যুবতী রুটি তৈরিতে ব্যস্ত, মেদারের ব্যাপারে উদাসীন।

মুহূর্ত কয়েক যুবতীকে দেখল মেদার–হিসেবী দৃষ্টিতে, তারপর বলল: 'ইয়েলো জ্যাকেটের লোকজন বলছে তোমার স্বামীকে না কি খুন করে ফেলেছে ডীন টলিভার।'

ঝট করে ঘুরল যুবতী, শঙ্কা আর হতাশা ফুটে উঠল চাহনিতে। মুহূর্ত কয়েক পরই নিজেকে সামলে নিল, তবে ভিতরে ভিতরে চাপা উদ্বেগ রয়ে গেল ঠিকই। 'মিথ্যে বলছ তুমি,' গম্ভীর, টান-টান সুরে মন্তব্য করল সে।

শয়তানী হাসিতে ভরে গেল থ্রী রীভারস ম্যানেজারের মুখ। 'লোকজন যা বলছে, তাই বলেছি আমি।'

'যা ইচ্ছে বলুক ওরা। টলিভার কখনও কোন অসহায় লোককে খুন করে না।'

'টলিভারের সঙ্গে ছিল না গ্রীয়ার,' যুবতীর উপর ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত দৃষ্টি রেখে বলল জ্যাক মেদার। মিসেস গ্রীয়ারের বিহ্বলতা দেখে ভিতরে ভিতরে পুলক অনুভব করল। 'ইয়েলো জ্যাকেটের জেলে ছিল টলিভার,' খেই ধরল সে। 'গতকাল জেল থেকে পালিয়েছে সে। শেরিফের কাছে দেওয়া জবানবন্দীতে দাবি করেছে গ্রীয়ার সম্পর্কে কিছুই জানে না ও। এতে বোঝা যায়, আসলে সে-ই খুন করেছে গ্রীয়ারকে।'

'না।'

'তা হলে কোথায় গেল তোমার স্বামী?'

'হয়তো কোনভাবে পালিয়ে গেছে।'

'সেক্ষেত্রে এখানে, তোমার কাছে এল না কেন?'

'আসবে,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল যুবতী।

'আমার ধারণা, মারা গেছে ও,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মেদার। যুবতী যে কথাটা বিশ্বাস করেনি, সেটা পরিষ্কার। মহিলাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে ত্যক্ত করবার আনন্দ হালকা হয়ে গেল তার, আগ্রহ হারিয়ে নাস্তার দিকে মনোযোগ দিল।

'অচেনা এক লোক এসেছে এইমাত্র,' একটু পর জানাল গ্রীয়ারের স্ত্রী।

'একা?'

'হ্যাঁ।'

নাস্তা শেষ না করেই হ্যাট তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মেদার। জানালা দিয়ে তাকে চলে যেতে দেখতে পেল ইলিয়া গ্রীয়ার, ঘৃণায় কুঁচকে গেছে মুখ। কাঁধে কারও ছোঁয়া টের পেয়ে পাশ ফিরল সে, মিসেস রবসন। মাথা নাড়ল মহিলা। উত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষীণ হাসল ইলিয়া। মহিলা বোবা, শুনতেও পায় না। জ্যাক মেদারের আরেকটা সতর্ক পদক্ষেপ–সে চায় না এখানে যা ঘটে, কখনও বাইরে ছড়িয়ে পড়ুক।

করালের দিকে এগোনোর সময় চারপাশে তাকাল জ্যাক মেদার, কামারশালায় এক ক্রুকে ঘোড়ার নাল মেরামত করতে দেখতে পেল। করালে অপেক্ষমাণ আগন্তুককে দেখল সে, নিচু স্বরে শিস দিল; না থেমে নিজের পথে এগোল থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানি ম্যানেজার। কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করছে। রুডলফ হেনরির অনুপস্থিতিতে অচেনা কারও সামনে নিজেকে সামলে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে ইদানীং।

সামনাসামনি হওয়ার পর দেখা গেল লোকটা মোটেই অপরিচিত নয়। ইয়েলো জ্যাকেটে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এই লোক। হেনরি কোথায়? আনমনে ভাবল মেদার। তলে তলে শীতল রাগ আর দুশ্চিন্তা বোধ করছে সে। করালের পিছনে লোকটার মুখোমুখি হলো।

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' কোনরকম সম্ভাষণ বা আনুষ্ঠানিকতার ধারে-কাছেও গেল না লোকটা, সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে এল। 'তোমার লোক চেষ্টা করেছে বটে, তবে জায়গামত খসিয়ে দিয়েছি ওকে।'

'কার লোক?' শীতল সুরে জানতে চাইল মেদার।

শ্রাগ করল লোকটা। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে এক ক্রু, তার উপর চোখ রেখেই বলল: 'এরকম অস্থির হওয়া ঠিক মানায় না তোমাকে।'

'অস্থির?'

'হুঁ। ডীন টলিভারের ব্যাপারে।'

'শোনো, মিস্টার, গ্রীয়ারকে তোমার কাছ থেকে কিনবার ইচ্ছে নেই আমার। সুতরাং এবার কেটে পড়ো।'

স্নবক'টা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'কিনবার কথা তুলছে কে? ওকে হয়তো দরকার নেই তোমার, কিন্তু অন্যদের দরকার থাকতে পারে, কী বলো? গ্রীয়ার যদি হঠাৎ ইয়েলো জ্যাকেটে উপস্থিত হয়, কেমন হবে? ও যাতে না আসে, সেজন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে আমাদের।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেদার। 'কথাটা আবার বলো!'

'বলেছি যে গ্রীয়ারকে লুকিয়ে রাখবার জন্য আমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার দেবে। ন্যায্য অফার, তাই না?'

'পাগল!'

শ্রাগ করল লোকটা। 'এবার তোমার চাল। গ্রীয়ারের মিথ্যে খুনের দায়ে জেলে ঢুকেছিল টলিভার আর আর্থার। কিন্তু পালিয়েছে ওরা। তার মানে, শিগ্গিরই ওদের মাথার দাম ঘোষণা করা হবে এবং কেউ না কেউ ঠিকই

নিকেশ করে ফেলবে ওদের।' ফের গা জ্বালানো হাসি উপহার দিল সে। 'গ্রীয়ারের খুনের দায়ে আউটল বনে যাবে আর্থার, হয়তো ফাঁসিতেও ঝুলবে–যদি না আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে গ্রীয়ার। কেমন হবে তখন তোমার অবস্থা? গ্রীয়ার ফিরে এলে মামলায় জিততে পারবে, কিন্তু ও যদি খুন হয়ে যায়, তা হলে কোন ঝামেলা বা ঝুঁকি থাকে না। তোমার বিজয় নিশ্চিত। আর্থার হয় ফাঁসিতে ঝুলবে নয়তো কারও হাতে খুন হয়ে যাবে। বুঝেছ নিশ্চই?'

'বুঝেছি,' ধীরে ধীরে বলল মেদার। সচেতন যে অধীন ক্রু কয়েক ফুট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং সবই শুনতে পাচ্ছে। 'আমি যদি গ্রীয়ারকে লুকিয়ে রাখবার জন্য তোমাদের টাকা না দেই, কী করবে?'

'শেরিফের হাতে তুলে দেব ওকে। তো, শেরিফ নিশ্চই ঘোষণা করবে আর্থার আর কোনভাবেই ওয়ান্টেড নয়। সেক্ষেত্রে, কোর্টে গিয়ে তাকে হারাতে হবে তোমার।'

লোকটাকে মাপছে মেদার, ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি লেপ্টে রয়েছে। 'যদি টাকা দেই, তা হলে কী করবে?'

'তুমি যা বলবে, তাই হবে। চাইলে তোমার হাতেও তুলে দিতে পারি ওকে।'

'ব্যাটাকে আজীবনের জন্য এসবের বাইরে রাখতে পারবে?'

তাকিয়ে থাকল লোকটা, মেদারকে পড়বার চেষ্টা করছে। 'উঁহুঁ, সেজন্য আরও খরচ করতে হবে। তোমার খুন তুমিই করবে, মেদার।'

'কার কাছে ও এখন?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মেদার।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'উত্তর পাবে না।'

'কোথায় আছে গ্রীয়ার?'

'এটা বলাও বারণ।'

দেহের পাশে শিথিলভাবে ঝুলছিল জ্যাক মেদারের হাত। ঝটিতি উপর দিকে উঠে গেল ডান হাতটা, কোমরের পাশে স্থির হলো যখন–মুঠিতে একটা পয়েন্ট ফোর-ফোর শোভা পেল–ভোজবাজির মত উঠে এসেছে যেন। পিস্তল কক করে আগন্তুককে কাভার করল সে, নিচু বিদ্বেষের সুরে বলল: 'তা হলে আমি নিজেই খুঁজে বের করব ওকে।'

বিন্দুমাত্র বিস্ময় দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। 'পারবে না।'

'জো, ব্যাটাকে নিরস্ত্র করবার পর বেঁধে ফেলো।'

নির্দেশ তামিল করল গ্রী রীভারস ক্রু। বন্দিকে নিয়ে কামারশালায় চলে এল ওরা, আগে আগে চলছে আগন্তুক। 'ওটার সঙ্গে বাঁধো ওকে,' বিশাল নেহাই দেখিয়ে নির্দেশ দিল মেদার।

ক্রুর নির্দেশে হাঁটু গেড়ে বসল আগন্তুক, পিঠ নেহাইয়ের দিকে। 'কী করবে আমাকে?' শঙ্কা প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে।

অধীন ক্রুকে নির্দেশ দেওয়ার সময় ক্রুর ভঙ্গিতে হাসল জ্যাক মেদার। নেহাইয়ের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রাইডার, শরীরের ওজন নেহাইয়ের উপর

থাকলেও হাঁটু মুড়ে থাকায় এবং কাঁধের নীচ থেকে পিছনে বাঁধা টান-টান রশির কারণে দারুণ কষ্টকর হয়ে উঠল অবস্থানটা। পিস্তল হোলস্টারে রেখে হাপরের কাছে চলে গেল মেদার, কয়লা নেড়ে-চেড়ে আগুন ধরাল, তারপর জ্বলন্ত কয়লার বুকে একটা ব্র্যান্ডিং আয়রন ঢুকিয়ে দিল।

এবার সত্যি সত্যি ভড়কে গেল লোকটা। 'মেদার, এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি! শুধু খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছি।'

ঘুরে তার দিকে তাকাল মেদার, ক্ষীণ হাসল। দীর্ঘ হাতল ধরে ব্র্যান্ডিং আয়রন তুলে নিয়ে লোকটার পাশে চলে এল, তারপর তার গালের কাছাকাছি নিয়ে এল। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল আগন্তুক, তবে বাঁধনের কারণে বেশিদূর যেতে পারল না। ঘামের ফোঁটা জমছে তার কপালে।

'গালে একটা ছাপ্পড় লাগিয়ে দেই?' খরখরে স্বরে জানতে চাইল মেদার। 'গাল পোড়াতে না চাইলে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে। মাত্র একবার জিজ্ঞেস করব—একবার, পরিষ্কার?'

নড করল লোকটা।

'গ্রীয়ার কার কাছে আছে?'

'মেদার, আমি একজন সামান্য নেস্টর। ব্লু ক্রীকের কাছাকাছি এক টুকরো জমি আছে আমার। হার্ভে বীল নামের এক লোক তোমার কাছে খবরটা দিতে বলল, বিনিময়ে আমাকে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছে। ব্যস, এই জানি আমি। তুমি যদি আমাকে খুনও করো, এরচেয়ে বেশি বলতে পারব না।'

'তুমি তা হলে জানো না গ্রীয়ার এখন কার আয়ত্তে আছে?'

'হার্ভে বীল যার হয়ে কাজ করে, সম্ভবত তার আয়ত্তে আছে। খোদার কসম, সত্যি বলছি!'

বিশ্বাস করবার ইচ্ছে নেই মেদারের। তপ্ত রড লোকটার গালের একেবারে কাছাকাছি নিয়ে গেল সে, কর্কশ স্বরে বলল: 'তা হলে কীভাবে টাকা ডেলিভারি দিতে হবে?'

'তোমার আগে আগে চড়াই ধরে ওয়াগন মাউন্ডে পৌঁছবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। পুরানো মিলের মোড় থেকে "সুজানা" গানটা শিস দিতে হবে বারবার, একটু এগোলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কেউ।'

তীব্র খিস্তি করল মেদার, ঝট করে রড তুলল, লোকটার মুখে ছাপ্পড় মারতে তৈরি। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল নেস্টর, মাথা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। রডটা যখন নামিয়ে আনবে মেদার, তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ থামিয়ে দিল তাকে।

'ওটা নামিয়ে রাখো, মেদার!'

থেমে গেল মেদারের হাত, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। দরজার উপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখে প্রায় ভিড়মি খাওয়ার অবস্থা হলো।

ডীন টলিভার!

ডীনের হাতে অস্ত্র নেই দেখেই সক্রিয় হলো থ্রী রীভারস ম্যানজোর।

ঝটিতি ডীনের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল রডটা, তারপর হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

মাথা নিচু করে উত্তপ্ত রডকে পিছনে চলে যেতে দিল ডীন, কোমরের কাছ থেকে কমলা আগুন ওগরাল ওর পিস্তল। মাথা থেকে উড়াল দিল জ্যাক মেদারের স্টেটসন। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল মেদার, যেন তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে।

দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল জো ক্রিট নামের ক্রু, ডীন দেখতে পায়নি তাকে। আচমকা ডীনের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল সে, হুড়মুড় করে মেঝেয় পতিত হলো দু'জন। আবারও সুযোগ নিতে ভুল করল না জ্যাক মেদার, দ্রুত পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল; এবং এবারও নিরস্ত হলো। দরজায় পিস্তল হাতে উদয় হয়েছে বাড আর্থার। 'উঁহুঁ, যেমন ছিলে তাই থাকো, মেদার!' দ্রুত, তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল সার্কেল-এ মালিক।

থমকে গেল মেদার, ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল।

এদিকে চমকের সুবিধা নিয়ে ডীনের উপর চড়াও হয়েছে জো ক্রিট। মেঝের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে ডীনকে, ওর গলা চেপে ধরেছে দু'হাতে।

গনগনে লোহার রডটা তিন ফুট দূরে ডানদিকে দেখতে পেল ডীন, সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো। বাম পায়ে মাটিতে ভর রেখে পাঞ্চারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল, পরমুহূর্তে গড়ান দিতে অবস্থা পাল্টে গেল–নীচে পড়ে গেল জো ক্রিট, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল, পিঠের একপাশে তপ্ত রডের ছ্যাঁকা খেয়েছে।

পাঞ্চারকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডীন, এদিকে গোঙাচ্ছে জো ক্রিট।

জ্যাক মেদারের দিকে ফিরল ডীন। 'ছ্যাঁকা খেতে তোমারও ভাল লাগবে না, মেদার। দেব না কি দু'একটা?' পাঞ্চারের পাঁজরে লাথি হাঁকাল ও। 'যাও, বসের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

ক্রিট বসের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে নেস্টরের দিকে ফিরল ডীন, এখনও নেহাইয়ের সঙ্গে বাঁধা লোকটা। 'ওর বাঁধন খুলে দাও,' মেদারের উদ্দেশে নির্দেশ দিল ও।

তাই করল সে।

'এবার তিনজনে মিলে এক লাইনে বসে পড়ো। নেহাইয়ের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসবে।'

বিরস মুখে নির্দেশ তামিল করল তিনজন, নিচু স্বরে এখনও গোঙাচ্ছে ক্রিট। ভারী নেহাইয়ের ভিত্তি হিসাবে রাখা পাথরের স্তম্ভের সঙ্গে তাদের বাঁধল ডীন, মোটামুটি নিশ্চিত ওটা এতই ওজনদার যে তিনজন একসঙ্গে চেষ্টা করলেও নাড়াতে পারবে না। কেউ যদি হাঁটু গেড়ে ক্রল করতে সক্ষমও হয়, অন্যদের পিঠের উপর চড়াও হতে হবে।

'তোমার মুখে কাপড় গুঁজবার দরকার হবে না বোধহয়, মেদার,' পিছিয়ে যাওয়ার সময় বলল ডীন। 'ক্রুরা নেই কেউ, সন্ধ্যার আগে ফিরবে না ওরা। ওদেরকে চলে যেতে দেখলাম। তার মানে বাড়িতে শুধু দু'জন মহিলা

আছে, তাই না? আর্থারের কাছে শুনেছি এদের একজন বোবা এবং বধির। অন্যজনকে নিয়ে যাব আমরা।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গ্রী রীভারস ম্যানেজারকে স্যালুট ঠুকল ও। 'আর্থার থাকছে এখানে, আশা করি তোমাদের চুপ রাখতে পারবে। এই ফাঁকে ছোট্ট একটা কাজ সারব আমি।'

পাশ ফিরে সার্কেল-এ মালিকের উদ্দেশে বলল: 'মেজাজ খারাপ কোরো না, নিতান্ত বাধ্য না হলে কাউকে গুলি করবার দরকার নেই।' ঘুরে মেদারের উদ্দেশে চওড়া হাসি উপহার দিল ডীন, তারপর নেস্টরের পাশে এসে দাঁড়াল। ' "সুজানা"র কথাই বলেছ, তাই না?'

নড করল লোকটা।

বাড়িতে চলে এল ডীন। দরজায় করাঘাত করে অপেক্ষায় থাকল।

সুশ্রী এক যুবতী খুলল দরজা। ওকে দেখেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ।

হ্যাট খুলে হাতে নিল ডীন। 'মিসেস গ্রীয়ার? আমি ডীন টলিভার।'

'অনুমান করেছি,' শঙ্কিত, বিস্মিত স্বরে বলল সে।

'মেদার বোধহয় বলেছে তোমার স্বামীকে খুন করেছি আমি। বিশ্বাস করেছ?'

'ওর কোন কথাই বিশ্বাস করি না আমি!' তিক্ত স্বরে বলল ইলিয়া গ্রীয়ার।

'গ্রীয়ারের কাছে যেতে চাও?'

'তোমার জিম্মায় আছে ও?'

'না। তবে তুমি আমার সঙ্গে এলে নিয়ে আসব ওকে।'

বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখল যুবতী।

'দেখো, ম্যা'ম, কেউ কিছু বলেনি আমাকে, স্রেফ আন্দাজ করেছি। তোমার স্বামী বোধহয় বড়সড় কোন সমস্যায় আছে, আর সেটার সুবিধা নিয়ে ওকে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে মেদার। স্যাম গ্রীয়ার যাতে পালাতে না পারে বা মত বদলাতে না পারে, সেজন্য এখানে তোমাকে আটকে রেখেছে। ঠিক বলেছি?'

দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল ইলিয়া, তারপর ক্ষীণ মাথা ঝাঁকাল।

'সেক্ষেত্রে, তুমি মেদারের হাত থেকে মুক্তি পেলে তোমার স্বামীও মুক্তি পাবে।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বরং আমার সঙ্গে চলে এসো।'

'কিন্তু মেদার নিশ্চই তথ্যটা শেরিফকে জানিয়ে দেবে, সেক্ষেত্রে আউটল হয়ে যাবে স্যাম।'

'আউটল হওয়ার বদলে সে মেদারের হয়ে কাজ করুক, তাই চাও তুমি, ম্যা'ম?'

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইলিয়া। 'উঁহুঁ, তা হতে দেব না আমি,' মৃদু, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল সে। ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যত হতে বাধা পেল ডীনের কাছ থেকে।

'মহিলাকে কিছু বলবার দরকার নেই। এমনিতে চলে এসো।'

দ্বিধা করল যুবতী, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডীনের দিকে। তারপর পরনের অ্যাপ্রন খুলে বেরিয়ে এল। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি,' শান্ত স্বরে বলল ইলিয়া।

নড করল ডীন।

কামারশালায় পৌঁছল ওরা। জ্যাক মেদারকে নেহাইয়ের সঙ্গে বাঁধা দেখে চোখ বড়বড় হয়ে গেল ইলিয়ার, শঙ্কিত দৃষ্টিতে ডীন আর আর্থারের দিকে তাকাল।

দ্রুত তিনটে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল ওরা। সমানে চেঁচাচ্ছে নেস্টর আর জো ক্রিট; কিন্তু জ্যাক মেদার চুপ করে আছে। কারণ সে জানে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও পরিশ্রমটা কাজে আসবে না।

এগারো

সীমাহীন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় দেড়টা দিন কাটল ইভলিন আর্থারের। দু'বার বেরিয়েছে পাসি, প্রতিবারই শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। পাসির শেষ সদস্যটি ইয়েলো জ্যাকেটে ফিরে আসবার অপেক্ষায় প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠল ও। একসময় ফিরে এল সবাই–ডীন টলিভার বা বাড আর্থারের টিকিটিরও সন্ধান পায়নি। ল-অফিস থেকে বলা হলো, সম্ভবত পুবের মরু অঞ্চলের দিকে চলে গেছে দুই আসামী, যদিও সমস্ত ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পাসি স্যাবিনালে পৌঁছেছে নির্দিষ্ট কোন চিহ্ন অনুসরণ করা ছাড়াই–স্রেফ আন্দাজের উপর।

দারুণ খেপে গেছে শেরিফ জর্জ এলবার। কাউন্টি কমিশনারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে অন্তত দশজন চৌকস্ ডেপুটির নিয়োগ সুপারিশ করেছে সে, যারা একইসঙ্গে দক্ষ ট্র্যাকার এবং অস্ত্রে নিপুণ। দুই আসামীকে ধরবার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে এদের।

বেশ দেরি করে ঘুম ভাঙল ইভলিনের। হোটেলটা ল-অফিস থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে, ওখানে বসে লোকজন ওর বাবাকে ধরবার বা খুন করবার পরিকল্পনা করছে, যেন সে পাগলা একটা কুকুর–চিন্তাটা ইভলিনের জন্য একাধারে স্পর্শকাতর আর দারুণ হতাশার।

এখানে থাকা তাই ধৈর্য এবং সহ্য ক্ষমতার বাইরে মনে হলো ওর।

সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যানকে খবর পাঠাল, সম্ভব হলে যেন সার্কেল-এ বাথানে ওকে পৌঁছে দেয় সিনেটর। হিনম্যান খবর দিল পনেরো মিনিটের মধ্যে হোটেলের সামনে বাকবোর্ড নিয়ে পৌঁছে যাবে। নিদারুণ স্বস্তি বোধ

করল ইভলিন। এ কয়েকদিনে যা ঘটেছে, প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এক রাতের ব্যবধানে ঠাণ্ডা মাথার সুবিবেচক মানুষ থেকে ম্যানিয়াকে পরিণত হয়েছে ওর বাবা। ডীন টলিভারের প্রতি তার ঘৃণা বা বিদ্বেষ এতটাই ছিল যে ডীনের নামে তিন হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে, অথচ সেই লোকের সঙ্গে জেল থেকে পালিয়েছে।

গত কয়েকদিনে, নিজের অজান্তে ডীন টলিভারের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছিল ও, কিন্তু এখন রীতিমত ঘৃণা করছে তাকে। সবকিছু এত দ্রুত, আচমকা ঘটেছে যে কাকে বিশ্বাস করবে আর কাকে করবে না, বুঝতে পারছে না ইভলিন।

মিনিট কয়েক পর লবিতে নেমে এল ও। বিল থমসন ওর ব্যাগ নিয়ে আসছে। লবিতে বসে ছিল ব্রায়ান ম্যাকভে, ইভলিনকে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। 'শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে কি একবার ল-অফিসে আসবে, ম্যা'ম?' জরুরি কণ্ঠে অনুরোধ করল ডেপুটি।

'জানলে কীভাবে যে শহর ছাড়ছি আমি?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ও।

'সিনেটরকে দেখলাম বাকবোর্ড নিয়ে আসছে। ল-অফিসে আছে সে এখন। তুমি কি আসছ?'

'যেতে ইচ্ছে করছে না, তবু যাব,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ইভলিন। 'কী জন্য, দেখাবে কীভাবে আমার বাবাকে ধরবে তোমরা?'

কিছু বলল না ডেপুটি, লবির দরজা মেলে ধরল ইভলিনের জন্য। কোন বাক্যব্যয় ছাড়াই দু'জনে ল-অফিসে পৌঁছল। ডেস্কের পিছনে ছিল জর্জ এলবার, ইভলিনকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে আছে সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যান, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে মুখ।

'বেশিক্ষণ লাগবে না, মিস্,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জর্জ এলবার। 'কয়েকটা জিনিস দেখাব তোমাকে। আশা করি বুঝতে পারবে তুমি, তোমার বাবাকেও আত্মসমর্পণ করতে রাজি করাতে পারবে।'

'কীভাবে?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল ইভলিন। 'আমি তো জানিই না বাবা কোথায় আছে।'

'ঠিকই তার দেখা পাবে তুমি।' একটা পত্রিকা মেলে ধরল শেরিফ। প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা মোটা হরফে ছাপা একটা খবর নীল কালির পেন্সিল দিয়ে ঘের দেওয়া। 'স্যাবিনাল থেকে আসা স্টেজে পেলাম এটা,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'শুনেছ বোধহয়, তোমার বাবাকে ধরবার জন্য কাউন্টি থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছি আমি?'

'শুনেছি!' নিজেকে সামলে রাখতে ব্যর্থ হলো ইভলিন, রেগে যাচ্ছে।

'যাক্‌গে, প্রয়োজনীয় টাকা পেয়ে গেছি, যদিও কাউন্টি থেকে আসেনি। এই যে, পড়ো,' কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিল শেরিফ।

স্যাবিনাল থেকে ছাপা *ক্ল্যারিয়ন*, দেখল ইভলিন। বক্স-মেসেজে একটা খবর ছাপা হয়েছে:

ক্ল্যারিয়ন কর্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার ডলার গ্রহণ করেছে। দাতার শর্ত অনুসারে এই টাকা ইয়েলো জ্যাকেট কাউন্টির সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চের মালিক বাড আর্থারকে ধরবার কাজে ব্যয় হবে। এক সাক্ষীকে খুনের দায়ে আইন খুঁজছে তাকে। জীবিত বা মৃত। প্রাপ্ত টাকা ইয়েলো জ্যাকেটের শেরিফ জর্জ এলবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে আজ। কাউন্টির সব শান্তিপ্রিয়, সৎ মানুষ চায় ধরা পড়ুক বাড আর্থার।

রাগে লাল হয়ে গেছে ইভলিনের মুখ। কাগজটা ডেস্কের উপর ছুঁড়ে ফেলল ও। 'বাবার বিরুদ্ধে লেসি থর্টনের নোংরা এবং সস্তা চাল এটা!'

একটা ব্যাংক ড্রাফট দেখাল জর্জ এলবার। 'পাঁচ হাজার ডলারকেও সস্তা বলবে?'

রাগ চেপে স্থির দৃষ্টিতে শেরিফকে দেখল ইভলিন, মুখে কথা সরছে না।

'এবার অন্য একটা জিনিস দেখাই, এটাও স্যাবিনাল থেকে এসেছে। খামটা খোলো।'

খুলল ইভলিন। একগাদা ঝকঝকে নোট পড়ল ডেস্কের উপর। ভিতরে একটা চিরকুটও রয়েছে। পড়ল ও:

এটা বাড আর্থারকে ধরবার—জীবিত বা মৃত—পুরস্কার। আইন আর সৎ শাসনের প্রতিষ্ঠায় একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর কামনা।

'তো, মোট দশ হাজার ডলার ঘোষণা করা হয়েছে তোমার বাবার জন্য,' ধীর কণ্ঠে বলল জর্জ এলবার। 'জীবিত বা মৃত। এবার নিশ্চই বুঝতে পারছ, কী বলতে চাইছি? ডীন টুলিভারের চেয়েও বেশি হবে তোমার বাবার মাথার দাম। শুধু এই কাউন্টি নয়, আশপাশের কাউন্টির লোকজনও ওকে ধরতে হন্যে হয়ে উঠবে। সব কাজকর্ম ফেলে মানুষ শিকারে নামবে ওরা। প্রয়োজনে মাসের পর মাস কাটিয়ে দেবে। যত সময়ই লাগুক, শেষপর্যন্ত ঠিকই ধরা পড়বে সে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ইভলিনের মুখ, আশঙ্কা আর হতাশায় কাঁপছে ঠোঁট। 'জঘন্য! বর্বর, অমানুষিক কৌশল! আমি বিশ্বাস করি না বাবার প্রতি এতটা বিদ্বেষ পোষণ করবে লোকজন। আইনের দোহাই দিয়ে আসলে কৌশলে ওকে খুন করতে চাইছ তোমরা। তোমার মত সস্তা বাউন্টি হান্টার মুখিয়ে আছে সুযোগটা নেওয়ার জন্য। নিরপরাধ একজন মানুষকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এটা!'

'নিরপরাধ!' প্রতিবাদ করল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষ আবার নিরপরাধ হয় কী করে?'

'এক মিনিট,' তর্কে যোগ দিল সিনেটর হিনম্যান। 'তুমি বোধহয় নিজের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছ, এলবার, এখনও প্রমাণ করতে পারোনি যে

স্যাম গ্রীয়ার খুন হয়েছে। বাড আর্থারের বিরুদ্ধে "জীবিত বা মৃত" পুরস্কার ঘোষণা করবার অধিকার নেই তোমার। অভিযোগ আনতে পারো, কিংবা বন্দিও করতে পারো, কিন্তু জীবিত বা মৃত ঘোষণা করতে পারবে না। কোর্টে এটা প্রমাণ করতে পারব আমি।' থমথমে হয়ে গেছে সিনেটরের মুখ। কখনও তাকে এত রাগতে দেখেনি ইভলিন।

'জীবিত বা মৃত ধরবার জন্য পুরস্কার, শুধু এই ব্যাপারে মিস্ আর্থারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছি আমি,' শুকনো স্বরে বলল শেরিফ। 'অন্য যে-কোন ফেরারীর চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে সে, এটা মাথায় রাখতে হবে তোমাকে, মিস্। ডীন টলিভারের সঙ্গে রাইড করছে তোমার বাবা। কেউ যদি ওদের দু'জনকে ধরবার চেষ্টা করে, গোলাগুলি বা খুনোখুনি হওয়াই স্বাভাবিক। তো, ওদের ধরতে গিয়ে কেউ যদি খুন হয়, সঙ্গে সঙ্গে "জীবিত বা মৃত" শর্ত জুড়ে দেবে কোর্ট। ওরকম কিছু ঘটবার আগেই যেন সে ধরা দেয়, তাই চাই আমি। তোমার মাধ্যমে আরও একটা খবর আর্থারকে দিতে চাই: টলিভারের সঙ্গে চলাফেরা করলে শেষপর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ওকে—এবং খুব দ্রুত!'

'বলব!' সক্ষোভে বলল ইভলিন। দুই ল-ম্যানকে আর কিছু বলবার নেই ওর, তাই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল। গম্ভীর মুখে ওকে অনুসরণ করল প্যাট্রিক হিনম্যান।

হোটেলের সামনে, বাকবোর্ডে মালপত্র তোলা হলো। নীরব হয়ে আছে দু'জনেই। শহর থেকে বের হওয়ার পর নীরবতা ভাঙল সিনেটর। অনেকক্ষণ ধরে ইভলিনকে দেখছে সে, শেষে ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল: 'দুশ্চিন্তা কোরো না, মাই ডিয়ার। সবকিছু মিটে যাবে।'

'কীভাবে, চাচা?' প্রায় চিৎকার করল ইভলিন। একেবারে ছোট থাকতে "চাচা" বলে সম্বোধন করত, তারপর এই প্রথম। ব্যাপারটা যেন স্পর্শ করল সিনেটরকে।

ওর হাতে সান্ত্বনার চাপ দিল সিনেটর। 'সবুরে মেওয়া ফলে। বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়, আর সময়ে সব বিপদই কেটে যায়।'

নিজেকে সামলে নিল ইভলিন, চারপাশে তাকাল। শহর থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমের প্রেয়ারি ধরে এগোচ্ছে ওরা, চারপাশে দীর্ঘ সেজ-ঝোপ, ঢালু জমি ওয়াগন মাউন্ডের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। কাউন্টির তৃতীয় শহর ওটা। বিশ মাইল দূরে কোরাজনের পাদদেশে শহরটার অবস্থান।

বেশ গরম পড়ছে। বছরের এ-সময়টা প্রিয় ওর, হলুদ কেমিজো ফুল ফোটে, উপত্যকা ভরে ওঠে ফুলের সুঘ্রাণে। ক্রীকের তলায় কটনউডের হলদেটে পাতায় তুষার লেপ্টে আছে, নীচে গাঢ় লাল লাইলাকের ঝাড় অপূর্ব শোভা তৈরি করেছে। আকাশ ঝকঝকে নীল, বাতাস হালকা।

'আচ্ছা, শেরিফের কাছে টাকা পাঠাল কে?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ও।

'জানি না, বাছা। সঠিক বলা মুশকিল।'

'সম্ভবত লেসি থর্টন পাঠিয়েছে প্রথম পাঁচ হাজার। বাথানের পার্টনারশীপ হারানোর পর থেকে বাবাকে ঘৃণা করছে সে। বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে টাকা খরচ করতে দ্বিধা করবে না সে।'

'সম্ভবত। বিদ্বেষ বা ঈর্ষা ওর মধ্যে অতিরিক্ত।'

'কিন্তু অন্য পাঁচ হাজার কে পাঠিয়েছে?'

'কীভাবে বলব? তোমার বাবার শত্রুদের একজন বোধহয়,' ক্ষীণ হেসে মাথা নাড়ল সিনেটর। 'কেউ যখন নিজের অবস্থার উন্নতি করে, অন্যদেরকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মাড়িয়ে যেতে হয়। তোমার বাবা হয়তো জানে না, কিন্তু একাধিক লোককে নিজের শত্রু বানিয়েছে।'

সামনের রাস্তায় ইভলিনের দৃষ্টি। 'জ্যাক মেদারের পিছনে যে-লোক আছে, সে-ই টাকাটা পাঠিয়েছে বোধহয়,' মৃদু, অন্যমনস্ক সুরে বলল ও।

ঝট করে ফিরে তাকাল সিনেটর, পুরোপুরি হতচকিত। 'মেদারের পিছনে? কীসের কথা বলছ তুমি?'

'একটু উল্টোভাবে চিন্তা করে দেখো, কখন আমাদের রেঞ্জ দাবি করল মেদার? বাবার দুর্ঘটনার পর, যখন বাবার হাতের লেখা পুরোপুরি বদলে গেছে, আগের স্বাক্ষরের সঙ্গে এখনকার স্বাক্ষরের কোন মিলই নেই। তো, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়? আগে কেন ঘটেনি এসব? উঁহুঁ, দুটো ব্যাপার কাকতালীয় হতে পারে না। তা ছাড়া, বছর দুই আগেও সামান্য জুয়াড়ী ছিল মেদার, অথচ আজ টেরিটরির সবচেয়ে বড় ক্যাটল কোম্পানিগুলোর একটার বস্ সে।'

'ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি,' চিন্তিত স্বরে বলল সিনেটর। 'ঠিকই ধরেছ, জ্যাক মেদারের দাবি অস্বাভাবিক বটে। কিন্তু কী থেকে এমন ধারণা হলো তোমার?'

'এত নিশ্ছিদ্র একটা প্ল্যান জ্যাক মেদারের মাথা থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব। আমার ধারণা, টাকা ও বুদ্ধি দিয়ে তাকে পরিচালনা করছে কেউ, এবং ওই লোক বাবার বন্ধু। বছরে দশবার কাগজে স্বাক্ষর করবার দরকার হয় না বাবার, বন্ধু ছাড়া আর কে জানবে যে ওর হাতের লেখা কাঁপা কাঁপা বা স্বাক্ষরের ধরন বদলে গেছে? আরও একটা ব্যাপার, বাবার বন্ধু বলেই সে জানে আমাদের ফোরম্যানকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া সম্ভব। শুধু কিনেই নেয়নি, কোন নোটিশ ছাড়া দেশছাড়া হতেও রাজি করিয়েছে।

'তো, এসব শুধু বাবাকে ভাল করে জানে, এমন কারও পক্ষে সম্ভব ছিল। আমার সন্দেহ শেষ পাঁচ হাজার ডলার সে-ই পাঠিয়েছে।'

মাথা নাড়ছে সিনেটর হিনম্যান। 'বড় অদ্ভুত ব্যাপার, ডিয়ার, কিছুতে মানতে পারছি না। এমন ভয়ঙ্কর চিন্তা তোমার মাথায়...'

'ভয়ঙ্কর হোক আর যাই হোক, এটাই সত্যি!'

নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ, হঠাৎ মুখ খুলল সিনেটর: 'সেক্ষেত্রে আমাকে সন্দেহ করবার অধিকার আছে তোমার।'

'ওহ্, চাচা!' সবিস্ময়ে. আহত স্বরে বলল ইভলিন। 'কীভাবে ভাবলে

তোমাকে সন্দেহ করছি আমি?'

ক্ষীণ হাসল প্যাট্রিক হিনম্যান। 'আমি বলিনি যে আমাকে সন্দেহ করছ। বলেছি সন্দেহ করবার অধিকার আছে তোমার, তার মানে ডাক্তার মুশার বা জশ কিনলের মত আমিও সন্দেহভাজন, কারণ আমরা এই তিনজন তোমার বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং পুরানো বন্ধু। তা ছাড়া…গভর্নরও সন্দেহের উর্ধ্বে নন, অন্তত যুক্তির খাতিরে হলেও তাঁকে রাখতে হবে। যাক্‌গে, ডাক্তার কি এমন কাজ করতে পারে, কী মনে হয় তোমার?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ইভলিন। 'ডাক্তার চাচা খুব বিশ্বস্ত। বাবার একগুঁয়েমি বা জেদ ক্ষমার চোখে দেখেন তিনি, বরং কখনও কখনও বাবাকে ঠাণ্ডা করতেই চেষ্টা করেন।'

'জশ কিনলে?'

হাসল ও। 'মাথা খারাপ! বাবার মতই জেদী এবং একগুঁয়ে। কাউকে ঈর্ষা করবার কারণ নেই ওঁর। তা ছাড়া, অতটা বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা নেই কিনলে চাচার।'

'সেক্ষেত্রে, আমি আর গভর্নর বাকি রয়েছি। গভর্নর এই জঘন্য কাজটা করেননি।'

'ওহ্, চাচা! আমি বোধহয় তোমাকে কষ্ট দিয়েছি!'

'দূর! তোমার যুক্তি একেবারে ফেলনা নয় বলেই নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবছিলাম। যে-কোন একদিকে তো হতে হবে, তাই না? হয় সন্দেহভাজন, নয়তো সন্দেহের উর্ধ্বে।' ভুরু কোঁচকাল সিনেটর। 'বাডের কোন বন্ধু যদি কাজটা করে থাকে, অন্তত কয়েকটা ব্যাপার থাকতে হবে লোকটার। প্রথমে: বুদ্ধি।'

'সেটা আছে তোমার,' সহাস্যে বলল ইভলিন।

'দ্বিতীয়ত: উচ্চাকাঙ্ক্ষা।'

'উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কেউ সিনেটর হতে পারে না।'

'থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানি কিনবার মত পর্যাপ্ত টাকার মালিক হতে হবে।'

'কিন্তু অত টাকা নেই তোমার, চাচা, তাই না?'

হেসে উঠল সিনেটর। 'হ্যাঁ। তবে আইন ব্যবসা চালিয়ে গেলে হয়তো টাকার মালিক হতে পারতাম। কিন্তু রাজনীতিতে বেশি আগ্রহী আমি।'

'সেক্ষেত্রে সন্দেহের উর্ধ্বে আছ তুমি।'

'শেরিফের কাছে পাঁচ হাজার ডলার পাঠানো যে আমার কাজ নয়—অন্তত এটুকু পরিষ্কার হলো। যে-ই পাঠিয়ে থাকে, লোকটা বিস্তর টাকার মালিক।'

'স্বভাবতই।'

মাথা নাড়ল হিনম্যান। 'তুমি বোধহয় ভুল করছ, ইভলিন। এমনও হতে পারে জুয়াড়ীদের একটা সিন্ডিকেট পরিচালনা করছে থ্রী রীভারসকে। মেদার যেহেতু জুয়াড়ী ছিল, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ওকে নেতা বানিয়ে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে অন্যরা। তোমার বাবা সম্পর্কে তথ্যের বিষয়টা

যদি ভাবো, ফোরম্যানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছে মেদার।'

'কিন্তু...'

'উধাও হয়ে যেতে যদি রাজি হয়ে থাকে, তা হলে তোমার বাবা সম্পর্কে তথ্য মেদারকে দিতে রাজি হবে না কেন?'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ তুমি।'

'তো, ডিয়ার, আনাড়ী এক লইয়ারের জেরায় হালকা হয়ে গেল তোমার কেস,' নির্মল তামাশার সুরে বলল সিনেটর।

'কিন্তু আমি এখনও মনে করি ঠিক এটাই ঘটেছে,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ইভলিন।

দীর্ঘক্ষণ কেউই আর কথা বলল না, যার যার নিজস্ব ভাবনায় ব্যস্ত। 'সত্যি-মিথ্যে যাই হোক,' একসময় বলল প্যাট্রিক হিনম্যান। 'ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। তোমার বাবা কি জানে এসব?'

'বলেছিলাম। কিন্তু বাবা গুরুত্ব দেয়নি।'

'আর ডীন টলিভার?'

'সেও দেয়নি,' বিড়বিড় করল ইভলিন, তারপর তিক্ত স্বরে যোগ করল: 'তাতে হয়তো ভালই হয়েছে, নইলে এ ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে উঠত ও।'

'টলিভার খুবই বিপজ্জনক মানুষ, অবাঞ্ছিতও বটে। যাক্‌গে, আশা করছি শিগ্‌গিরই ধরা পড়বে সে।'

দীর্ঘ এবং কষ্টকর যাত্রা। ওয়াগন মাউন্ডে থামল ওরা। একেবারে ছোট একটা শহর। ডজনখানেক ফল্‌স-ফ্রন্টের স্টোর আর রেলরোডের কাছাকাছি কিছু স্টক-পেন রয়েছে এখানে। সাপার সেরে বাথানের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। ছয় মাইল দূরে বাথানটা। সন্ধ্যার পর গন্তব্যে পৌঁছল দু'জন।

সান্তা ফেয় যাওয়ার সময় হাউসকীপার মহিলাকে ছুটি দিয়েছিল বাড আর্থার। নিঃসঙ্গ বাথানে কীভাবে সময় কাটাবে ভেবে আনমনা হয়ে গেল ইভলিন আর্থার।

কিন্তু উপত্যকায় ঢুকতে দূরে র‍্যাঞ্চ হাউসে বাতি জ্বলতে দেখতে পেল ওরা। 'বাবা এসেছে না কি?' দ্রুত জানতে চাইল ইভলিন, কণ্ঠে উত্তেজনা।

'মনে হয় না,' উদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিল সিনেটর। 'লুকিয়ে থাকবার জন্য এখানে এসে থাকলে বোকামিই করেছে ও।'

'জলদি, চাচা!'

ঢালের আকারে উপত্যকার দিকে নেমে গেছে রাস্তা। উত্তরের ঢালের ঠিক কিনারে, এক ঝাড় কটনউডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চ হাউস। পাথরের তৈরি বিশাল দোতলা দালান, সামনের অংশে পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে সুদৃশ্য গ্যালারি রয়েছে। করাল, বার্ন বা বাঙ্কহাউস কোনটাই লাগোয়া নয়। বাঙ্কহাউস শূন্য, অন্ধকার দেখাচ্ছে এখন—যেহেতু একজন কাউহ্যান্ডও নেই। থাকবেই বা কেন, রেঞ্জের সেরা অংশ দাবি করে বসেছে জ্যাক মেদার, বাকি যা রয়েছে—প্রায় পুরোটাই ঊষর প্রান্তর। সব কাউহ্যান্ডকে পাওনা চুকিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে কোর্টে মামলার

মীমাংসা হলে আবার কাজে বহাল হবে সবাই–যদি ইচ্ছে থাকে তাদের। দৃশ্যত, নিজের সমস্যার সঙ্গে পাঞ্চারদের জড়াতে চায়নি বাড আর্থার।

আঙিনায় ঢুকে বাকবোর্ড থামাল প্যাট্রিক হিনম্যান, আসন ছেড়ে ঘোড়াগুলোকে বাড়ির সামনের ছোট্ট টাই-রেইলের সঙ্গে বাঁধল। ইভলিন তার জন্য অপেক্ষা করেনি, দ্রুত পায়ে বারান্দায় উঠে এল। বন্ধ দরজায় ঠেলা দিল, প্রায় অধৈর্য হয়ে ডোরবেল ধরে নাড়াচাড়া শুরু করল।

গাঢ় ড্রেস আর অ্যাপ্রন পরিহিত ইলিয়া গ্রীয়ার দরজা খুলল, ততক্ষণে ইভলিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সিনেটর। যুবতীকে দেখে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল ইভলিন, মুখে কথা সরছে না।

'মিস্ আর্থার, আমি তোমাদের নতুন হাউসকীপার,' বলল ইলিয়া।

পা বাড়াল ইভলিন, চোখ সরাতে পারছে না সুশ্রী যুবতীর উপর থেকে। যুবতীর কথায় বিস্ময়টা যেন আরও বেড়ে গেছে, তবে ভাষা খুঁজে পেল ও এবার। 'কিন্তু···তোমাকে নিয়োগ দিয়েছে কে?'

'তোমার বাবা,' দরজা বন্ধ করবার সময় জবাব দিল ইলিয়া।

'বাবা! বাবা এখানে এসেছিল তা হলে!?'

নড করল যুবতী। 'সঙ্গে ডীন টলিভার ছিল। চলে যাওয়ার আগে,' অ্যাপ্রনের পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল ইলিয়া। 'এটা তোমাকে দিতে বলেছে।'

খামটা নিয়ে কিনারা ছিঁড়ে ফেলল ইভলিন, ভিতরের চিঠি বের করে ভাঁজ খুলবে, এসময় জোরাল করাঘাত হলো দরজায়।

কয়েক মুহূর্ত পুতুলের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল তিনজন, শূন্য দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর মৃদু মাথা ঝাঁকাল ইভলিন। 'প্লীজ, দেখো তো কে এল!' নতুন হাউসকীপারকে অনুরোধ করল ও।

*

ইভলিন আর্থার আর সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যান বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই করিডরের দরজা দিয়ে ল-অফিসে প্রবেশ করল লেসি থর্টন। এতক্ষণ করিডরে লুকিয়ে থেকে প্রতিটি কথাই শুনতে পেয়েছে। কিছুটা হলেও বিব্রত এবং হতচকিত দেখাচ্ছে তাকে। নিয়মিত মদ্যপানের কারণে মুখ কিছুটা লালচে হয়ে থাকে তার, অপমানের কারণে আরও লালচে দেখাচ্ছে এখন।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে তামা রঙের চুলে আঙুল চালাল সে, শেরিফের দিকে ফিরল। 'ব্যাপারটা একেবারে কেঁচে গেছে। ঠিক ধরে ফেলেছে হিনম্যান।'

'আমার তো মনে হয় সত্যি ভয় পেয়েছে মেয়েটা,' বলল ডেপুটি। তারপর মাথা নাড়ল। 'হিনম্যানকে সঙ্গে আনা উচিত হয়নি আমার। সিনেটর না থাকলে ইভলিন আর্থারকে ঠিকই বুঝ দেওয়া যেত যে পুরস্কারটা "জীবিত বা মৃত"-র পর্যায়ে চলে গেছে এখন। সেক্ষেত্রে, বাপের কাছে আমাদের নিয়ে যেত ও।'

'হয়তো এখনও নিয়ে যাবে,' বলল থর্টন।

'উঁহুঁ, অতটা ভয় পায়নি ও,' মন্তব্য করল শেরিফ। 'বরং রেগেই

গেছে।'

'আমার ধারণা, সার্কেল-এতে আছে আর্থার,' মন্তব্য করল সাংবাদিক।

'সেক্ষেত্রে নেহাত বোকা বলতে হবে ওকে!'

'কেন?'

'ওখানেই তো প্রথম খোঁজাখুঁজি করব আমরা।'

'খুঁজেছ?'

ডেপুটির দিকে তাকাল শেরিফ। গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ।

'আর্থারের সঙ্গে টলিভার আছে এখন। বেজন্মাটার দুঃসাহস কেমন, জানো নিশ্চই? কমিশনারের বাসায় যখন ওর নামে পোস্টার বের করবার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হচ্ছে, ওই মুহূর্তে রান্নাঘরে বসে খাচ্ছিল হারামজাদা! সবচেয়ে অস্বাভাবিক কাজটা করাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক, অন্যদের পক্ষে যেটা অসম্ভব, ঠিক সেটাই করতে অভ্যস্ত সে। তো, টলিভার হয়তো আর্থারকে বুঝিয়েছে যে সার্কেল-এ সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা এবং ওখানে ওদের খুঁজবে না তোমরা। তাই তো হয়েছে, তাই না?'

সাংবাদিকের কথায় উজ্জ্বল হয়ে গেল শেরিফের মুখ, দ্রুত ডেপুটির দিকে ফিরল সে। 'ঠিক বলেছে ও, ব্রায়ান। চলো, সার্কেল-এতে যাওয়া যাক। সন্ধ্যার আগেই ওখানে চলে যাব আমরা, ইভলিনের পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকব। তারপর ওরা বাড়িতে ঢুকলে তল্লাশি চালাব।'

'চেষ্টা করা যেতে পারে,' একমত হলো ডেপুটি।

অফিস বন্ধ করে বেরিয়ে এল তিনজন। ব্যাংকে টাকা জমা রাখল জর্জ এলবার, মিনিট দশেক পর শহর থেকে বেরিয়ে এল। ওয়াগন মাউন্ড আর সার্কেল-এর দিকে ঘোড়া ছোটাল তিনজন। যাত্রার প্রথম ঘণ্টায় একেবারে গম্ভীর থাকল ডেপুটি, অন্য দু'জন সমানে বকবক করছে।

'তোমার সম্পর্কে মিস্ আর্থার কী বলেছিল, শুনেছ, থর্টন?' আচমকা জানতে চাইল ব্রায়ান ম্যাকভে।

'শুনেছি। ওর ধারণা, টাকাটা আমি পাঠিয়েছি।'

'সত্যি না কি?'

'না! যদিও এরকম একটা চিন্তা মাথায় এসেছিল আমার!'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' চিন্তিত স্বরে বলল ম্যাকভে। 'আমাদের কাছে না পাঠিয়ে টাকাটা তোমার কাছে পাঠাল কেন?'

'আমি কি জানি! হয়তো ভেবেছিল খবরটা ক্ল্যারিয়নে ছাপা হোক।'

'কিন্তু ক্ল্যারিয়নকে এমনিতেও জানাতাম আমরা,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ডেপুটি।

ঝট করে তার দিকে ফিরল লেসি থর্টন, রাগে লালচে হয়ে গেছে মুখ। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? বলেছি তো, টাকাটা আমি দেইনি। তবে আইডিয়াটা দারুণ মনে হয়েছে আমার কাছে, সেজন্য তোমাদের জানাতে গেছি। শুধু এই কাজটাই করেছি আমি, আর কিছু নয়।'

'নিশ্চই,' মৃদু স্বরে তর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করল ম্যাকভে, কিন্তু

সাংবাদিকের ব্যাখ্যায় মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বাড আর্থারের প্রতি বিদ্বেষ গোপন রাখবার কোন চেষ্টাই করে না লেসি থর্টন, জনসমক্ষে হুমকি দিয়ে বেড়ায় সার্কেল-এ মালিকের সর্বনাশ করে ছাড়বে সে। অজ্ঞাতনামা এক লোকের দেওয়া টাকা নিয়ে হাজির হয়েছে সাংবাদিক, ইভলিন আর্থারকে ভয় দেখানোর প্রস্তাবটাও তার—ইভলিন যে ভড়কে গিয়ে বাপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, এমন সম্ভাবনাই বেশি; এ সুযোগটাই নিতে চাইছে থর্টন।

উঁহুঁ, কাকতালীয় হতে পারে না। ব্যাপারটা বেআইনী নয় ঠিকই, কিন্তু থর্টনের মনোভাব পুরোপুরি সন্দেহজনক। আর্থারের উপর এমন খেপে গেল কেন সে?

ঝোপ বুঝে কোপ মারছে। সার্কেল-এ মালিককে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে সে। সাংবাদিক হিসাবে কারও বিরুদ্ধে রিওয়ার্ড ঘোষণা করা তাকে মানায় না—ভদ্রতা এবং সুস্থ রুচিবোধের লঙ্ঘন সেটা; তা ছাড়া—ইভলিন আর্থার যে সন্দেহ করেছে—একজন শত্রু জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চাইছে—নিজেকে আড়ালে রাখবার জন্যই বেনামে টাকা পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে থর্টন।

ব্যক্তিগতভাবে বাড আর্থারকে পছন্দ করে বললে ভুল হবে, কিন্তু তারপরও লেসি থর্টনের কাজের যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছে না ব্রায়ান ম্যাকভে। ভিতরে ভিতরে সাংবাদিকের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করছে। ইভলিন আর্থারকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য অনুতাপ হচ্ছে ওর, তবে পরিস্থিতির বিচারে নিতান্ত অপরিহার্য ছিল বলে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। ডীন টলিভার আর বাড আর্থার যদি শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে—সব ধরনের কৌশলই আইনসিদ্ধ এবং ন্যায্য।

সন্ধ্যার আগেই সার্কেল-এ বাথানে পৌঁছল ওরা। করালের বেড়ার সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে এগোল তিনজন। র‍্যাঞ্চ হাউসে বাতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্য বাড়িগুলো পুরোপুরি অন্ধকার। বার্ন আর বাঙ্কহাউসে তল্লাশি চালাল ম্যাকভে। পানি পান করবার জন্য ওঅটর ট্রাফে এসেছে দুটো ঘোড়া, এতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। আসামীদের হতে পারে এগুলো, কিংবা সার্কেল-এর নিজস্ব ঘোড়া। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো ডেপুটি: ধারে-কাছে স্যাডল সাজানো এমন কোন ঘোড়া নেই যেটায় চড়ে চট করে পালানো সম্ভব।

বাঙ্কহাউসের পিছনে অপেক্ষায় থাকল তিনজন।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর, দূরাগত খুরের শব্দ কানে এল। একটু পর বাড়ির সামনে এসে থামল বাকবোর্ডটা। পিস্তল হাতে বাড়ির দিকে এগোল ওরা, ইভলিনকে ডোরবেলের দড়ি ধরে টানতে দেখতে পেল, পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সিনেটর হিনম্যান। বাড়িতে ঢুকে পড়ল দু'জন।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো,' নিচু স্বরে বলল শেরিফ। 'আগে বাপ-বেটির দেখা হোক।'

মিনিট পেরোনোর আগেই অধৈর্য হয়ে উঠল সে। 'এসো!' এগিয়ে গিয়ে

দরজায় লাথি চালাল শেরিফ, ভিতরে ঢুকতে অধীর হয়ে পড়েছে।

মেইড মেয়েটি দরজা খুলল। পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকে পড়ল জর্জ এলবার, পিছু নিয়েছে অন্যরা।

হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ইভলিন, হাতে একটা খাম। পাশেই সিনেটর। শেরিফকে দেখে হতচকিত হয়ে পড়ল ইভলিন। 'এখানে কী করছ তোমরা?' রাগে কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠ।

'বাড়িতে তল্লাশি চালাব আমরা,' গম্ভীর স্বরে উদ্দেশ্য জানাল শেরিফ। 'চেঁচামেচি বা ঝামেলা কোরো না, মিস্ আর্থার।'

হতাশায় অসহায় বোধ করছে ইভলিন। হাউসকীপার মেয়েটি যেন কী বলেছিল? হ্যাঁ, বলেছে ওর বাবা চলে গেছে। ইলিয়ার দিকে তাকাল ও, একেবারে নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে যুবতীর মুখ। মুহূর্তে, সমস্ত ভয় বা শঙ্কা উধাও হয়ে গেল, যুগপৎ রাগ আর বিতৃষ্ণায় অধৈর্য হয়ে উঠল ইভলিন। ওকে অনুসরণ করে বাড়ি পর্যন্ত আসবার কী অধিকার আছে এদের? সঙ্গে আবার লেসি থর্টনকে নিয়ে এসেছে!

'ওয়ারেন্ট দেখাও, এলবার,' দৃঢ় স্বরে চ্যালেঞ্জ করল সিনেটর।

জর্জ এলবারের নিরপরাধ চেহারাটা কঠিন হয়ে গেল। 'আমার মুখ বা কথাই ওয়ারেন্ট, হিনম্যান। পছন্দ না হলে পারলে খেদাও আমাকে।' হিনম্যানকে বাতিল করে দিয়ে ইভলিনের দিকে ফিরল সে। 'উপরতলায় নিয়ে চলো আমাকে, মিস্। আর তোমার মেইডকে নিয়ে নীচতলা দেখবে ব্রায়ান। আমার আগে আগে হাঁটবে।'

'তোমাকে নিয়ে কোথাও যাব না আমি!'

'গেলেই ভাল করবে,' মৃদু স্বরে বলল এলবার। 'এ পর্যন্ত কোন মহিলাকে কয়েদ করিনি আমি, কিন্তু সবকিছুরই শুরু আছে, তাই না?'

রাগের পাশাপাশি শঙ্কাও বোধ করছে ইভলিন, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না; শেষে সাহায্যের প্রত্যাশায় সিনেটরের দিকে তাকাল।

'তোমার বাবাকে খুঁজতে নয়, সম্ভবত লুটপাট যাতে না হয় সেজন্য ওর সঙ্গে থাকা উচিত তোমার, বাছা।'

জ্বলে উঠল শেরিফের চোখজোড়া। 'সামনের নির্বাচন পর্যন্ত কথাটা মনে রাখব আমি, সিনেটর!'

'একটা নির্বাচন তো তোমার সামনেও আছে, জর্জ,' স্বভাবসুলভ শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে পাল্টা খোঁচা মারল সিনেটর। 'তো, সমান সমান হয়ে গেল!'

অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল শেরিফ। ইভলিনকে ইঙ্গিত করল পথ দেখানোর জন্য। হাতের খামটা টেবিলে রেখে হাউসকীপারের দিকে ফিরল ইভলিন। 'নীচতলাটা ওদের দেখাও, ইলিয়া,' বলে সিঁড়ির দিকে এগোল ও।

'এসো, দেখাচ্ছি তোমাকে,' ডেপুটির উদ্দেশে বলল ইলিয়া।

দীর্ঘক্ষণ ধরে হাউসকীপারকে দেখছে ব্রায়ান ম্যাকভে, চেনা চেনা মনে হচ্ছে যুবতীকে, অথচ মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ল। 'আরে! তোমাকে চিনি আমি। মেদার কখন ওর বাথানে যাবে, তুমিই

জিজ্ঞেস করেছিলে।'

বিকার দেখা গেল না ইলিয়ার মুখে। 'হ্যাঁ। কিন্তু খবরটা ওকে দাওনি তুমি।'

'চাকুরি বদলেছ?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল ডেপুটি।

নড করল যুবতী। 'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না কি বাড়ি দেখবে?'

সামান্য ইঙ্গিত–নিজের সম্পর্কে আলাপ করবার ইচ্ছে নেই মেয়েটির। মাথা ঝাঁকিয়ে যুবতীকে অনুসরণ করল ম্যাকভে। যুবতীর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বা উপস্থিতি ভাল লাগছে, কিন্তু মেয়েটির হাতের বিয়ের আঙটি সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে। ওটা না থাকলেই যেন ভাল হত! প্রথমে লিভিংরুমে ঢুকল সে, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল; পিছু পিছু এসেছে সিনেটর আর লেসি থর্টন।

পুরো বাড়িতে নিপুণ তল্লাশি চালাল ওরা–বেসমেন্ট থেকে একেবারে চিলেকোঠা পর্যন্ত; থর্টন সাহায্য করছে আর ধৈর্য ধরে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে সিনেটর। সম্ভাব্য কোন জায়গাই বাদ পড়ল না–আসবাবপত্রের অবস্থান বদলানো হলো, ব্যারেল উল্টে দেওয়া হলো, বিছানার নীচে খুঁজে দেখা হলো কিংবা দেয়াল পিটিয়ে গুপ্ত কুঠুরির সন্ধান করা হলো। সবশেষে, হলওয়েতে মিলিত হলো সবাই।

'আশা করি সন্তুষ্ট হয়েছ তোমরা?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল ইভলিন।

অস্বস্তির সঙ্গে হাসল ডেপুটি, মুখ লালচে হয়ে গেছে। 'আইনের লোক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি আমরা, ম্যা'ম।'

'ফের যদি আসো,' তীক্ষ্ণ স্বরে সতর্ক করল হিনম্যান। 'সঙ্গে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসো, বন্ধুরা, নইলে শটগানের গোলার মুখোমুখি হবে। শটগান কিন্তু আইনের লোক বা আসামীর মধ্যে বাছ-বিচার করে না।'

লেসি থর্টনের দিকে ফিরল ইভলিন, স্পষ্ট অবজ্ঞা ফুটে উঠল চাহনিতে। 'কবে থেকে ল-ম্যান হয়েছ তুমি, মি. থর্টন?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল ও।

'আমি ওকে ডেপুটি বানিয়েছি,' চট করে উত্তর দিল শেরিফ, কণ্ঠে অস্বস্তি।

'আমার বাবাকে ধরবার পুরস্কারের টাকা জোগানোর বিনিময়ে এই দায়িত্ব পেয়েছে সে?'

এবার উত্তর দিল না জর্জ এলবার। 'যাক্‌গে, কাজ শেষ। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমরা।'

'তা হলে এবার বিদায় হও!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ইভলিন। 'তোমাদের কাউকে যদি ফের দেখি, সত্যি বাবার শটগানটা তুলে নেব আমি। আর তুমি, মি. লেসি থর্টন, ফের যখন বাবার সঙ্গে দেখা হবে তোমার...বাবা যেন তোমাকে জনসমক্ষে চাবুকপেটা করে, সেই ব্যবস্থা করব আমি!'

'কফিনেই যদি থাকে সে, তা হলে বেশ কঠিন হবে কাজটা,' অধৈর্য স্বরে রাগ প্রকাশ করল ব্রায়ান ম্যাকভে।

বেরিয়ে গেল তিন মানুষ শিকারী। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল ইলিয়া

গ্রীয়ার, এতক্ষণ নীরবে পুরো ঘটনাই দেখেছে।

কাছাকাছি একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল ইভলিন, দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল সিনেটরের দিকে। তারপর বিষণ্ন কণ্ঠে বলল: 'এসব বন্ধ করবার কি কোন উপায় নেই, চাচা?'

ক্লান্ত হাসি ফুটল সিনেটরের মুখে। 'এটা মাত্র শুরু, ইভলিন। মেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেই ভাল হবে।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ইভলিন, চোখ বুজে শিথিল করে দিল শরীর। *সবকিছু...সবাইকে ভুলে যাও*, মনে মনে স্বগতোক্তি করল। শেরিফরা থাকবার সময় বাবা এখানে ছিল না, এতেই কৃতজ্ঞবোধ করা উচিত। এরা আসবার আগে যেন কী করছিল? ওহ্, মনে পড়েছে, চিঠিটা পড়তে চেয়েছিল।

চোখ মেলে টেবিলের দিকে তাকাল ও। *নেই ওটা!*

স্থির দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকল ইভলিন, তারপর ঝটিতি উঠে দাঁড়াল। 'আরে, চিঠিটা গেল কোথায়!?' ইলিয়ার দিকে ফিরল ও। 'তুমি রেখেছ?'

বিস্মিত দেখাল হাউসকীপারকে। 'তুমিই তো টেবিলে রেখেছিলে, মিস্।'

'কিন্তু নেই ওটা!' ইভলিনের বিমূঢ় দৃষ্টি চলে গেল হিনম্যানের দিকে, সেও বিস্ময় নিয়ে দেখছে দু'জনকে।

'টেবিলের উপর রেখেছিলে?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল সিনেটর।

'হ্যাঁ। নিশ্চই ওরা নিয়ে গেছে!' দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল ইভলিন, বেরিয়ে এল বাইরে। খোলা তৃণভূমি চোখে পড়ল, এমনকী খুরের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে!

'তুমি জানো চিঠিতে কী লেখা ছিল?' ফিরে এসে ইলিয়ার উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'না, মিস্। মি. টলিভার নির্দেশ দিয়েছে আমার ব্যাপারে কিছু না বলতে। যা যা তোমার জানা দরকার, সবই না কি চিঠিতে লিখেছে।'

শূন্য দৃষ্টিতে সিনেটরের দিকে তাকাল ইভলিন। 'ওহ্, চাচা! কী হবে এখন? কোথায় লুকিয়ে থাকবে, বাবা যদি চিঠিতে জানিয়ে থাকে?' চোখ ছলছল করে উঠল ওর, বহু কষ্টে কান্না আটকে রেখেছে।

এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল সিনেটর। মাথায় হাত বুলাল। 'শান্ত হও, মা। এমন কিছু নাও ঘটতে পারে।'

বারো

ভোর হওয়ার প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল ডীন টলিভার এবং বাড আর্থার। ওয়াগন মাউন্ড আর স-মিলের রাস্তার সংযোগস্থল এটা। আড়ষ্ট দেহে কোনরকমে স্যাডলে টিকে আছে র‍্যাঞ্চার, ক্ষুৎপিপাসায় কাতরতার চেয়ে ক্লান্তি ও ঘুমের অভাবই বেশি বোধ করছে। সারা দিন এবং রাত দারুণ ব্যস্ততা আর উদ্বেগ-উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে ওদের—সকালে জ্যাক মেদারকে কায়দা করবার পর ইলিয়া গ্রীয়ারকে পৌঁছে দিয়েছে সার্কেল-এ বাথানে, তারপর টানা ছুটে এখানে হাজির হয়েছে। ঘুমে চোখ বুজে আসছে বাড আর্থারের, অথচ টলিভার দিব্যি নিচু স্বরে শিস বাজাচ্ছে! ব্যাটার ক্লান্তি বলে কিছু নেই যেন। এ মুহূর্তে আর্থারের চাওয়া একটা বিছানা, কিছু খাবার আর নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। টলিভারের যেন ওসবও প্রয়োজন নেই!

' "সুজানা" গানটা জানো তুমি?' হঠাৎ পাশ ফিরে জানতে চাইল ডীন। 'শিস বাজাতে বাজাতে রাস্তা ধরে উঠে যাও।' ঢালু রাস্তা দেখাল ও, বহু দূরে চড়াইয়ে উঠে গেছে ওটা।

'জানি, কিন্তু শিস বাজাতে পারব না। আমার শিস শুনতে পেলেই ফাঁকিটা ধরে ফেলবে ওরা, বোকা বানানো যাবে না।'

'কে বলল বোকা বানাতে হবে?' ঠাণ্ডা সুরে বিদ্রূপ করল ডীন।

'কিন্তু ওরা যদি টের পায় নেস্টরের বদলে আমি এসেছি, নির্ঘাত লুকিয়ে পড়বে!'

'তা হলে ওদের কাছে চলে যাবে। বলবে তুমি নিজেই কিনে নিতে চাইছ গ্রীয়ারকে, তারপর শেরিফের কাছে সোপর্দ করবে ওকে।'

'কিন্তু জানতে চাইবে এই শিসের ব্যাপারটা কীভাবে জানলাম আমি।'

'যা ইচ্ছে বলে দিয়ো। আমার ধারণা তোমাকে ফস্টারের কাছে নিয়ে যাবে ওরা।'

নীরব হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। যাওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু সরাসরি অনীহা প্রকাশ করতে পারছে না। 'তুমি কী করবে?' শেষে জানতে চাইল সে।

'তোমাকে অনুসরণ করব।'

'দেখো, টলিভার, ব্যাপারটা একটুও ভাল্লাগছে না আমার! একদল খুনীর মুখোমুখি হতে চাইছ। হয়তো গ্রীয়ারকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারব না আমরা।'

'তা হলে চলো, ওয়াগন মাউন্ডে যাই, একটা পাসি খাড়া করি!'
ডীনের বিদ্রূপে গ্রাহ্য করল না আর্থার, একগুঁয়ে স্বরে প্রতিবাদ করল: 'কিন্তু এটা তো স্রেফ আত্মহত্যা!'
অধৈর্য ভঙ্গিতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ডীন, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখল সার্কেল-এ মালিককে। 'কী জন্য তোমাকে বিরক্ত করছি, আমি নিজেও জানি না,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'যাক্‌গে, আর করব না।' লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে উদ্যত হলো ও, অন্যদিকে সরে যাবে।
'দাঁড়াও, এক মিনিট!' দ্রুত বলল আর্থার।
থামল ডীন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।
খানিকটা বিব্রত দেখাল আর্থারকে, হাতের তালুয় মুখ মুছল। 'দেখো, আমি খুব ক্লান্ত!'
'ঠিক। কি জানো, এতক্ষণে হয়তো তোমার মাথার দামও ঘোষণা করা হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে, তোমাকে শান্তিতে থাকতে বা বিশ্রাম নিতে দেবে না কেউ। ছোটাছুটির মধ্যে খেতে হবে তোমার, পিস্তলের উপর ঘুমাতে হবে; রাইড করতে করতে স্যাডলটা জীর্ণ হয়ে যাবে। বছরের পর বছর এভাবেই চলছে আমার। তো, পরেরবার আমার মাথার দাম আরও তিন হাজার বাড়ানোর সময় কথাটা মনে রেখো।'
'বাদ দাও,' ক্লান্ত স্বরে বলল আর্থার।
'তুমি আসলে ভীতু। কাপুরুষ। এক কাজ করো, ওই ব্যাংক ড্রাফটটা নিয়ে বাথান ছেড়ে চলে যাও, দেখবে সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ। আর কেউ জ্বালাবে না তোমাকে, কারণ সামান্য একজন কাউ-পোকে পরিণত হবে তুমি—মামুলি একজন মানুষ!'
চিবুক উঁচু হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের। 'তুমি একটা মিথ্যুক!'
স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা লাগাম তুলে নিল বাড আর্থার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল ডীনকে, চাহনিতে যুগপৎ অসন্তোষ আর বিদ্বেষ। 'আর একদিন, তারপরই শেষ হয়ে যাবে এসব,' টান-টান স্বরে বলল সে। 'ইভলিনকে লেখা নোটে আমি লিখেছি: আজ রাতে ইয়েলো জ্যাকেটে নিয়ে যাব স্যাম গ্রীয়ারকে। দৃশ্যটা কল্পনা করো, টলিভার। আরামদায়ক বিছানায় ঘুমাব আমি। সুস্বাদু খাবার খাব। সিগার ধরিয়ে আয়েশ করে পত্রিকা পড়ব। আর তুমি···ঝোপঝাড় ধরে ছুটতে থাকবে, একটা খরগোশ ছুটে গেলে চমকে উঠবে সামান্য শব্দে, গুলি খাওয়ার ভয়ে তটস্থ থাকবে। জার্কি এবং পানি খেয়ে পেট ভরবে তুমি, সারাদিন ধরে রাইড করবে। কখন কে অ্যাম্বুশ করবে, এই আতঙ্কে অস্থির থাকবে সারাক্ষণ। তিন হাজার ডলারের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। তুমি যাতে লেজ তুলে ছুটতে থাকো, সেজন্য তোমার মাথার দাম আরও তিন হাজার বাড়িয়ে দেব!'
ক্ষীণ হাসল ডীন। 'ভয়ে আধ-মরা হয়ে যাচ্ছি! যাক্‌গে, তুমি কি যাবে না কি নিজের পথ দেখব আমি?'
'যাব,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল আর্থার। 'সব ঝুঁকি আমি নিচ্ছি, অথচ

দুঃসাহসী গানম্যান ডীন টলিভার পিছনে থেকে যাবে!'

'ঠিক। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর যদি গ্যাঁড়াকলে পড়ো, মনে রেখো কে তোমাকে ফস্টারের থাবা থেকে ছিনিয়ে আনে।'

কিছু বলল না র‍্যাঞ্চার, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার অবয়ব। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার লাগাম একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল ডীন। অন্ধকারে হেঁটে এগোল ও, আগুয়ান বাড আর্থারের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

স-মিল পেরিয়ে নিচু স্বরে শিস বাজাতে শুরু করল বাড আর্থার। কণ্ঠটা চেনা যাচ্ছে। র‍্যাঞ্চারকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে দিল ডীন, তারপর অনুসরণ করল। রাস্তায় ধুলো থাকায় ওর বুটের শব্দ প্রায় হচ্ছেই না।

হঠাৎ একজনের কণ্ঠ কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে শিস থামাল সার্কেল-এ মালিক। স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল ডীন, কান পাতল।

'বার্ট?' প্রায় ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইল একজন।

'আমি বাড আর্থার,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'গ্রীয়ারকে কিনে নিতে চাই।'

দীর্ঘ নীরবতার পর অন্য একটা কণ্ঠ শোনা গেল, তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল কেউ: 'ওখানেই দাঁড়াও, আর্থার! চালাকি করলে পস্তাবে। আমরা তিনজন!'

'বেশ,' প্রায় অবিচল শোনাল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ, ডীনের মনে হলো শেষপর্যন্ত উতরে যাবে সে।

'কী চাও তুমি?'

'বলেছি তো, গ্রীয়ারকে কিনে নেব। তোমরা যা চেয়েছ, তাই পাবে। ওকে নিয়ে শেরিফের কাছে যাব, তা হলে খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাব আমি।'

'শিস বাজানোর কথা কে বলেছে তোমাকে?'

'তাতে কিছু যায়-আসে?'

'অনেক কিছু, মিস্টার। তোমার দোস্ত কোথায়?'

'দোস্ত?'

'টলিভার।'

'আমার দোস্ত নয় সে!' স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ পেল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠে। 'ওকে খসিয়ে দিয়েছি। উঁহুঁ, আসলে ও-ই চলে গেছে, বলল আমি যেন নিজের চেষ্টায় বিপদটা সামলে নিই।'

দীর্ঘ নীরবতা, তারপর অন্য একজনের কণ্ঠ শোনা গেল: 'আমাদের সঙ্গে এসো।'

আগুয়ান ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল ডীন, ওর দিকে এগিয়ে আসছে; চট করে রাস্তার কিনারে ঝোপের আড়ালে সরে গেল ও। সম্ভবত মিলের পুরানো রাস্তায় উঠে বাঁক নিয়েছে লোকগুলো, কিন্তু ধারণাটা ভুল প্রমাণ করে সরাসরি এগিয়ে এল তারা, ওরই দিকে। ঘোড়ার কথা মনে পড়ল ওর, অন্য ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেলে নির্ঘাত আওয়াজ করবে ওটা। সেক্ষেত্রে, বাড আর্থারের ধাপ্পা ধরা পড়ে যাবে, এবং বিপদে পড়বে মানুষটা।

আড়াআড়ি ছুটল ও। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোনোর চেষ্টা করছে।

সৌভাগ্য যে, বেশি দূরে নয় ওটা। কাছে গিয়ে ঘোড়ার মুখ চেপে ধরল ডীন। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রাইডাররা।

হাঙ্ক ফস্টার তা হলে কাছাকাছি কোথাও ঘাঁটি গাড়েনি? অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। লোকটা দারুণ ধূর্ত ও বিচক্ষণ। সাক্ষাতের জায়গা থেকে বহুদূরে রেখেছে স্যাম গ্রীয়ারকে। সম্ভবত আউটল নিজেও আসেনি এখানে। ডীন লোকটাকে যতটা চেনে, মোটামুটি নিশ্চিত যে নিরাপদ জায়গায় অপেক্ষা করছে সে-চোখের সামনে রেখেছে গ্রীয়ারকে, অনুচরদের নির্দেশ দিয়েছে মেদারের লোককে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে মাটিতে বসল ও। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে কাঁপ ধরে গেল শরীরে, মনে মনে ভাবছে ও পৌঁছানো পর্যন্ত হাঙ্ক ফস্টারের জেরার মুখে টিকতে পারবে কি না বাড আর্থার। পারবে বোধহয়, কারণ বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সার্কেল-এ মালিক।

সিগারেট রোল করে উঠে দাঁড়াল ও, সতর্ক পায়ে চলে এল রাস্তায়, কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তারপর সিগারেট ধরাল, দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি মুঠোর আড়ালে রেখে বসে পড়ল, ট্র্যাকের খোঁজে রাস্তায় দৃষ্টি চালাল। সার্কেল-এ বাথানে মিনিট বিশ কাটিয়েছিল, এক ফাঁকে আর্থারের ঘোড়ার খুরের এক নালে দুটো খাঁজ তৈরি করেছিল-কৌশলটা কাজে দিয়েছে। স্পষ্ট ছাপ পড়ে আছে ট্রেইলে। আর্থার যেহেতু এ ব্যাপারে কিছু জানে না, সেক্ষেত্রে সে কাউকে বলবে-এ ধরনের সম্ভাবনাও নেই।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে পুবাকাশে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাত্রা করল ডীন। ট্র্যাক দেখে অনায়াসে এগোতে পারছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক এগোল ও। ততক্ষণে দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। অস্বস্তি ভরে চারপাশে তাকাল ডীন, সঙ্কীর্ণ একটা ক্যানিয়নের কাছাকাছি চলে এসেছে, ট্রেইলের দু'পাশে খাড়া ঢাল। জায়গাটা পরিচিত ওর, জানে পাহাড়ের গভীরে বক্স-ক্যানিয়নে শেষ হয়েছে ট্রেইল। কাছেই সাউদার্ন বেলে খনি।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ও, হতচকিত দৃষ্টিতে তাকাল সামনের পাহাড়সারির দিকে। ট্রেইলটা সরাসরি বক্স-ক্যানিয়নে চলে গেছে, কোন শাখা বা বাঁক নেই, তার মানে সাউদার্ন বেলেই রয়েছে হাঙ্ক ফস্টার। ছোট একটা খনি, আকরিক শোধন-মিল আর কিছু শ্যাক রয়েছে উপত্যকার বুকে। খাড়া ঢালে, মিলের পিছনে মূল খনির অবস্থান, ক্যাবলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত পাত্রে করে মিলে আকরিক পাঠানো হয়।

খনিতে এখন কাজ চলবার কথা! অথচ তা হচ্ছে না। সত্যিই যদি এখানে ঠাঁই নিয়ে থাকে ফস্টার, নিরাপদ এবং উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়েছে সে, কারণ শুধু শ্রমিক বা ক্রুরাই যাতায়াত করে এখানে। উপত্যকাটা একে সঙ্কীর্ণ, তায় খুব খাড়া ঢালের কারণে কারও চোখে না পড়ে ওখানে যাওয়া সত্যি কঠিন।

স্যাম গ্রীয়ারকে নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে, তিক্ত মনে ভাবল ডীন। সেফে তালা আটকে রাখবার মতই নিরাপদ এবং দুর্ভেদ্য। রাতের বেলায়

হয়তো উন্মুক্ত ট্রেইল পেরিয়ে খনিতে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু দিনের আলোয় প্রায় অসম্ভব। মাত্র একটা লুক-আউট থেকে ট্রেইল ধরে আগুয়ান একদল আর্মিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

ট্রেইল ধরে ক্যানিয়নের দিকে তাকাল ডীন, শতভাগ নিশ্চিত যে বাড আর্থারের ঘোড়ার ট্র্যাক ভিতরে চলে গেছে। স্যাডল ত্যাগ করে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও। দু'ধারে খাড়া হয়ে গেছে পাহাড়ের শরীর–দুর্গম, দুরারোহ। খনির অবস্থান আরও দুই মাইল দূরে, ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠতে থাকা ট্রেইলের একেবারে শেষে।

দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, তাকিয়ে আছে খনির দিকে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। শেষে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল, ঘুরে ঘোড়ার কাছে চলে এল। স্যাডলের পেটি ঢিলে করল প্রথমে, স্টিরাপ তুলে দিল; ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দেওয়ার আগ মুহূর্তে ল্যারিয়েট খুলে কাঁধের সঙ্গে জড়িয়ে নিল।

রাস্তা ছেড়ে এবার পাহাড়ের দিকে এগোল ও। সবচেয়ে কঠিন কাজটাই করতে হবে, ধীর কদমে পাহাড় ধরে উঠতে শুরু করল। আয়াস এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে ধৈর্য ধরে এগিয়ে চলল ডীন। সকালের সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারপাশ, পাথরে রোদ ঠিকরে পড়ছে; একসময় তেতে উঠল পরিবেশ। ঘামে জবজব করছে ওর সারা দেহ, ক্লান্ত বোধ করছে ডীন; কিন্তু দম নেওয়ার জন্য মিনিট কয়েকের বিরতি ছাড়া টানা উঠে চলেছে। নিজেকে নিয়ে নয়, বরং বাড আর্থারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, যেহেতু জানে এ ধরনের স্নায়ু-উত্তেজক ধকল বা পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় নেই মানুষটার; তা ছাড়া, র‍্যাঞ্চারকে অনুসরণ করে বোধহয় কাজ হবে না, কারণ ফাঁকিটা ধরে ফেলবে হাঙ্ক ফস্টার। আর্থারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও আরেক বিপদ, কারণ টাকা দিতে পারবে না সে। সময় চলে যাচ্ছে টিকটিক করে, প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান আর্থারের জন্য, বেশিক্ষণ ধাপ্পা দিয়ে টিকে থাকতে পারবে না সে। ফস্টারের সব অনুচরই নৃশংস, টাফ এবং সন্দেহপ্রবণ। এরা যদি কোন সন্দেহ করে বসে, ঠিকই আর্থারের কাছ থেকে সত্য বের করে ফেলবে।

আরও ঘণ্টা খানেক পাহাড় ধরে উঠল ও, মোটামুটি নিশ্চিত যে গভীর ক্যানিয়নের দক্ষিণে এসে পৌঁছেছে। ওঠবার মধ্যে উত্তরে এগোল ও, হাতের বামে গভীর খাদ দেখতে পেল–আচমকা নেমে গেছে কয়েকশো ফুট নীচে। উল্টোদিকের দেয়াল চোখে পড়ছে এখন। আরও একশো গজ এগোলে ক্যানিয়নের ঠিক চূড়ায় পৌঁছে যাবে।

চূড়াটা দারুণ বিপজ্জনক–ঝুলন্ত একটা খাঁজ যেন। পিছনে সমতল ভূমিতে রোদ গড়াচ্ছে। দম নিয়ে সামনের দিকে তাকাল ডীন, খাঁজের ঠিক মাঝখানে বালতির ক্যাবল পুঁতে রাখা। মিনিট খানেক পর সেখানে পৌঁছল ও, নীচের দিকে তাকাল। উপত্যকার এক টুকরো চোখে পড়ছে, সকালের রোদে ঝলসাচ্ছে পাথুরে চাঙড়। কপিকলের সঙ্গে সংযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের

তার ক্যানিয়নের তলা পর্যন্ত নেমে গেছে, লোহার মজবুত খুঁটির সঙ্গে যুক্ত থাকায় পাহাড়ের ধারাল শরীরের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে থাকছে তারটা।

নীচে নামবার সবচেয়ে সহজ পথটাই বেছে নিল ডীন টলিভার। সহজ, তবে অতিমাত্রায় বিপজ্জনকও বটে। হাত বাড়িয়ে তার চেপে ধরল ও, দোল খেয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর; তারপর একটু একটু করে নামতে শুরু করল। নীচের দিকে তাকাতে গুলিয়ে উঠল পেট, মাথা ঘুরে যাওয়ার দশা হলো। বহু নীচে রিডাকশন মিলটা চোখে পড়ছে, এত নীচে যে বিশাল দালানটাকে দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা ডাকটিকেটের সমান। ক্যানিয়নের দেয়াল বরাবর পিঁপড়ে আকারের কিছু কাঠামো চোখে পড়ল—চলন্ত—ঘোড়া বোধহয়, ধারণা করল ডীন। দুই দালানে আসা-যাওয়া করতে থাকা ক্ষুদে বিন্দুগুলো নিশ্চই মানুষ।

বিপুল দৈর্ঘ্যের কারণে তারটা দারুণ বিপজ্জনক, ক্যানিয়নের তলায় নেমে গেছে, মাকড়সার সুতার মতই নড়বড়ে মনে হচ্ছে—যেন ছিঁড়ে যাবে যে-কোন সময়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর আকরিকের বালতি লাগানো, ছোট এক প্রস্থ তার দিয়ে পুলি থেকে ঝুলছে; সবগুলো বালতি স্থির হয়ে আছে, তার মানে খনিতে এ মুহূর্তে কাজ হচ্ছে না।

ক্যানিয়নের মেঝেয়, কয়েকশো ফুট নীচে নেমে যেতে হলে ঝুলন্ত তার ধরে নামতে হবে ওকে। চিন্তাটা আসা মাত্র শিউরে উঠল ডীন, ইচ্ছে হলো নামা বাদ দিয়ে উঠে যাবে চূড়ায়। পরমুহূর্তে বাড আর্থার আর ইভলিনের কথা মনে পড়ল। স্যাম গ্রীয়ারকে উদ্ধার করে ইয়েলো জ্যাকেটে পৌঁছে দিতে পারলে খুনের দায় থেকে মুক্তি পাবে র‍্যাঞ্চার, দুশ্চিন্তা থেকে নিস্তার পাবে ইভলিন। তা ছাড়া, এ পর্যন্ত ওর কারণে যে-সব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোও পুষিয়ে দেওয়া হবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে স্বস্তি বোধ করল ও। ধীর গতিতে নামতে শুরু করল, জানে তাড়াহুড়ো করলে কেঁপে উঠবে তার, তাতে ছিটকে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। খনি চালু থাকলে এত কষ্ট করতে হত না ওকে, কারণ একটা বালতিতে চেপে বসলেই চলত—চলন্ত বালতিতে করে একসময় পৌঁছে যেত ক্যানিয়নের তলায়।

সহসা ল্যারিয়েটের কথা মনে পড়ল। সরু ল্যারিয়েট অবশ্য ঘর্ষণের কারণে ছিঁড়ে যাবে, তবে তিন প্রস্থ একত্র করলে বেশ মজবুত হবে, ওর ওজনও অনায়াসে সইতে পারবে। প্রথম বালতির কাছে পৌঁছবার পর, নতুনভাবে আবার ল্যারিয়েট বেঁধে দ্বিতীয় বালতি পর্যন্ত যেতে পারবে, এভাবে চালিয়ে গেলে···

শেষপর্যন্ত যেতে পারবে কি না জানা নেই ওর, তবে একটা ব্যাপারে জানে—দড়ি ছিঁড়ে গেলে বা কোনভাবে যদি বাঁধন ফস্কে যায়, তা হলে নীচে পতিত হবে এবং একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না। ওকে কবর দেওয়ার ঝামেলায় যেতে হবে না কাউকে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ল্যারিয়েটের দিকে তাকাল ও, মাথা নাড়ল আনমনে, তারপর একই দৈর্ঘ্যের তিন প্রস্থ একত্র করল। তারের সঙ্গে জড়িয়ে

ল্যারিয়েটের দুই প্রান্ত চেপে ধরল, শেষে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর। ওজনের কারণে নিচু হয়ে গেল তার, কাঁপতে শুরু করল; সর-সর্ করে নেমে গেল শরীর—মাধ্যাকর্ষণের টানে গতি বেড়ে যাচ্ছে। তীব্র গতিতে প্রথম বালতির কাছে পৌঁছল ডীন, সামনে পা মেলে দিয়ে সংঘর্ষ ঠেকাল, বালতির সঙ্গে ঠেকাল বুটজোড়া, তারপর বালতিতে এক পা ঢুকিয়ে দিল, শরীরে মোচড় তুলে ভারী এবং বড়সড় বালতিতে ঢুকে পড়ল। হাত জোড়া থরথর করে কাঁপছে ওর।

বিশ্রাম না নিলেই নয়। উদ্বেগের কারণে হাঁপাচ্ছে।

ল্যারিয়েটের দিকে তাকাল ডীন। তিন প্রস্থই প্রায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে অবস্থা, আরেকটু হলে ছিঁড়েই যেত। অন্তত ছয় প্রস্থ লাগবে।

চারপাশে তাকাল ও। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই এখন। নেমে যেতেই হবে। ছয় প্রস্থ একত্রিত করে আবারও নামতে শুরু করল—প্রচণ্ড গতিতে। দ্বিতীয় বালতির সঙ্গে সংঘর্ষে বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল, কোনরকমে বালতিতে ঢুকে পড়ে বিশ্রাম নিল ডীন। অর্ধেকের বেশি চলে এসেছে। মাত্র একটা বালতি আছে সামনে। ওখানে পৌঁছা মানেই মিলের ঠিক উপরে হপারের কাছে পৌঁছে যাবে। হপারের পর তারটা মিলের সামনে ক্যানিয়নের মেঝের সঙ্গে সংযুক্ত।

দালানের কাঠামো তুলনামূলক বড় দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক উপরে আছে ও। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ। ছয় প্রস্থ ল্যারিয়েট একত্র করে আবারও নামতে শুরু করল ডীন।

তৃতীয় বালতিতে পৌঁছে ল্যারিয়েটের করুণ দশা দেখতে পেল ও। প্রায় ছিঁড়ে গেছে। বালতি থেকে বাকি পথটুকু হাতের উপর নির্ভর করে নামতে হবে। ছিন্নভিন্ন ল্যারিয়েট বালতিতে রেখে তার চেপে ধরল ও, তারপর একটু একটু করে নামতে শুরু করল। অনন্তকাল ধরে নামছে যেন, এমন মনে হচ্ছে ওর, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করছে; কেবলই মনে হচ্ছে কারও চোখে ধরা পড়ে যাবে। শ্রমিকরা নেই বলেই রক্ষা, নইলে অনেক আগে ধরা পড়ে যেত। একসময় আকরিকের বিশাল হপারের কাছাকাছি পৌঁছল ডীন। থেমে বিশ্রাম নিল, কান খাড়া করে চারপাশের শব্দ শুনবার প্রয়াস পেল। নীচের একটা ঘোড়া দেখতে পেয়েছে ওকে, ক্ষীণ কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

হপারের ছাদ থেকে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল ডীন, শ্যাকের উপর চোখ বুলাল। শূন্য মনে হচ্ছে, তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। পুরো দশ মিনিট অপেক্ষা করল—শ্যাকের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে, কিন্তু কোন নড়াচড়া চোখে না পড়ায় শেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো দলবল নিয়ে ওর পায়ের নীচে দালানেই অবস্থান করছে হাঙ্ক ফস্টার।

ছাদের আরও কিনারে সরে এল ও, মুখ নামিয়ে উঁকি দিল। দরজা থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক, ওর দিকে পিছন ফিরে গল্প করছে।

হাত তুলে মাথার উপর তার চেপে ধরল ডীন, ক্রল করে নেমে এল কয়েক গজ, তারপর শূন্যে ভাসিয়ে দিল শরীর। লোকগুলোর ঠিক কাঁধের উপর পড়ল। দু'পা ছড়িয়ে দু'জনকেই নির্দয়ভাবে আঘাত করল। অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করল একজন, হুড়মুড় করে পড়ে গেছে। চট করে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলল ডীন, ব্যারেল নামিয়ে আনল অন্যজনের চাঁদিতে। চুপ হয়ে গেল আউটল।

অন্যজন এমনিতে জ্ঞান হারিয়েছে, পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। দু'জনের কাছেই রাইফেল ছিল, একটা তুলে নিয়ে ত্রিশ গজ দূরের দরজার উদ্দেশে ছুটল ডীন। দেয়ালের সঙ্গে সরে এসেছে, ঠিক এসময় ভিতরের কোন কামরায় একটা টেবিল পড়ে যাওয়ার ভোঁতা শব্দ হলো, তারপরই ছুটে এল ভারী পদশব্দ। ঝট করে খুলে গেল দরজা, একই মুহূর্তে রাইফেল সামনে বাড়াল ডীন, অস্ত্রের মুখে এসে পড়ল হাঙ্ক ফস্টারের এক অনুচর। ছুরির মত রাইফেল চালাল ডীন, পেটে তীব্র খোঁচা পড়তে হুঁক করে পেটের সব বাতাস বের করে দিল লোকটা। তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে, খপ করে তার শার্ট খামচে ধরল ডীন, ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ঠেলে দিল কামরার ভিতর, তারপর নিজেও ঢুকে পড়ল।

বদ্ধ কামরায় অ্যাকশন শুরু হওয়ার আগে এক পলকের জন্য কামরাটা চোখে পড়ল ওর। উল্টে পড়া টেবিলের পিছনে একটা চেয়ারে বসে আছে স্যাম গ্রীয়ার, চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এতক্ষণ বোধহয় পাশে দাঁড়িয়ে ছিল হাঙ্ক ফস্টার, গ্রীয়ারের পিছনে সরে গেল সে, একইসঙ্গে ছোবল মেরেছে হোলস্টারে। দেয়ালের কাছাকাছি, দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছে বাড আর্থার। চোখের কোণ দিয়ে তৃতীয় লোকটাকে দরজার পাল্লার আড়ালে লুকিয়ে পড়তে দেখতে পেল ডীন, পরমুহূর্তে গর্জে উঠল লোকটার কোল্ট।

বাইরের গার্ডকে নিজের সামনে বর্ম হিসাবে ধরে রেখেছে ডীন, দুর্বৃত্তের পাঠানো গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠল তার দেহ। রাইফেল আগেই ফেলে দিয়েছে ডীন, যেহেতু অল্প রেঞ্জে পিস্তলই সুবিধাজনক। ভোজবাজির মত ওর হাতে উঠে এল কোল্ট, কিছুটা ডানে সরে গেল নিশানা, পরমুহূর্তে আগুন ওগরাল। কোথাও সশব্দে চুরমার হয়ে গেল জানালার কাচ, একইসঙ্গে ওর পিস্তলও গর্জে উঠল। পড়ে গেল দুর্বৃত্ত।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ডীন, দুটো দেহ টপকে ঢুকে পড়ল কামরায়। ঘরের দূরের কোণ থেকে গর্জে উঠল একটা অস্ত্র, ডীনের পিছনে দেয়ালে চল্টা তুলল সীসা।

'সাবধান!' চিৎকার করল আর্থার।

দরকার ছিল না অবশ্য। জায়গামত একটা বুলেট ইতোমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে ডীন। সজোরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল, গম্ভীর শব্দে মেঝেয় পতিত হলো একটা দেহ, তারপরই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'ফস্টার কোথায়?' জানতে চাইল ডীন।

'জানালা দিয়ে ভেগেছে!' জানাল সার্কেল-এ মালিক।

জানালার কাছে ছুটে গেল ডীন। বাইরে মাথা বের করে দিল। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। ঘুরেই দরজার দিকে ছুটল ও। এবার দেখতে পেল আউটলকে। ঘোড়ার পিছনে চলে গেছে ফস্টার।

ছুটল ডীন। ওকে ঠেকাতে গুলি করল আউটল। কানের পাশে গুঞ্জন তুলে চলে গেল বুলেট। বাধ্য হয়ে ঝাঁপ দিল ডীন, আঙিনায় পড়ে থাকা অজ্ঞান দুই দুর্বৃত্তের আড়ালে অবস্থান নিল।

আবারও গুলি করল ফস্টার।

পড়ে থাকা অন্য রাইফেলটা তুলে নিল ডীন। এক কনুইয়ে ভর দিয়ে খানিক উঁচু হলো, রাইফেলের বাঁট রাখল অজ্ঞান আউটলর পেটের উপর, নিশানা করল ফস্টারের অবস্থান বরাবর। 'বেরিয়ে এসো, হাঙ্ক। পালাতে পারবে না।'

'নিকুচি করি তোমার! পারলে ধরো আমাকে–এখানে এসে! প্রয়োজনে সবক'টা ঘোড়াকে মেরে ফেলব!' ফের গুলি করল সে, ডীনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা।

দীর্ঘ নীরবতা। ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগবে বলে গুলি করছে না ডীন, প্রত্যেকটা ঘোড়াই দরকার হবে ওদের। হাঙ্ক ফস্টারও জানে এটা।

'একটা রফায় আসা যাক, ডীন!' হঠাৎ চেঁচাল ফস্টার। 'একটা ঘোড়া দেবে আমাকে, বেরিয়েও যেতে দেবে। তা হলে ওগুলোকে গুলি করব না।'

'ব্যাটাকে শেষ করে দাও, ডীন!' বাড়ির ভিতর থেকে চেঁচাল আর্থার। 'ক্যানিয়নের মুখে একজন লোক আছে ওর। খালি পায়ে হেঁটে এখান থেকে বেরোতে পারব না আমরা।'

'তোমাকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস নেই, হাঙ্ক,' বলল ডীন। 'এখান থেকে বেরিয়েই ইয়েলো জ্যাকেট বা ওয়াগন মাউন্ডে খবর পাঠাবে তুমি, পাসি আসবার ব্যবস্থা করবে।' একটু থামল ও। 'আসছি আমি!'

'এক মিনিট!' নিখাদ আতঙ্ক ফুটল আউটলর কণ্ঠে। 'ঠিক আছে, একসঙ্গে বেরোব আমরা! ক্যানিয়নের ওই লোকটাকে সঙ্গে নেব আমি!'

'আসছি আমি, হাঙ্ক!'

'ডীন! ডীন! শোনো, তুমি এক পা এগোলেই সবক'টা ঘোড়াকে খুন করে ফেলব। ঘোড়া দরকার তোমাদের, তাই না? যদি কথা দাও ক্যানিয়নের মুখে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবে, তা হলে ধরা দিতে পারি। ওই লোকটাকে ডেকে সরিয়ে নেব।'

'বোকামি কোরো না, ডীন!' আবারও সতর্ক করল সার্কেল-এ মালিক। 'ব্যাটা ধাপ্পা দিচ্ছে! ধরো ওকে!'

তিক্ত মনে খিস্তি করল ডীন। পায়ে হাঁটবার ভয়ে চেঁচাচ্ছে বাড আর্থার, ঠিক হুজুগে পড়া মহিলাদের মত, তার আশঙ্কার কারণ ঘোড়া না থাকলে পাসির হাতে ধরা পড়ে যাবে। র‍্যাঞ্চারের ভীতির সুযোগে পার পেয়ে যাবে হাঙ্ক ফস্টার। মুহূর্তের জন্য জেদ চেপে বসল ডীনের মনে, ভাবছে আর্থারের দম্ভ

যা হয় হোক, ফস্টারকে ছাড়বে না; কিন্তু ঘোড়াগুলোকে খুন হতে দেওয়াও বোকামি হবে। এত ঝামেলা পোহানোর কারণ কী? স্যাম গ্রীয়ারকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া এবং বাড আর্থারকে খুনের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া।

'কথা দাও, ডীন! তা হলে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব তোমাদের!' তাগাদা দিল ফস্টার।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলল ডীন। এবার নিয়ে দু'বার হাঙ্ক ফস্টারকে কব্জা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'বেরিয়ে এসো, হাঙ্ক। তোমার কথামতই হবে সব।'

তেরো

ঘোড়ার পিছন থেকে বেরিয়ে এল হাঙ্ক ফস্টার, মুখে চওড়া হাসি। গুলি খাওয়ার ভয় নেই এখন, যেহেতু জানে ডীন টলিভারের কথার বরখেলাপ হয় না কখনও, সেটা যাকেই দেওয়া হোক—ল-ম্যান বা আউটলকে। গোলমালের কোন এক ফাঁকে হ্যাটটা হারিয়েছে সে, তবে তাতে যেন সুদর্শন মুখটা আরও প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। ফ্রক কোট আর দস্তানা পরে আছে সে এখনও।

'তো, ডীনি বাবু, সত্যিই যাদু জানো তুমি!' শুকনো স্বরে বলল সে। 'আমি তো ভেবেছি টলিভার-প্রুফ একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছি!'

'দুনিয়ায় ওরকম কোন জায়গা খুঁজে পাবে না, হাঙ্ক। হাতের ঝামেলাটা শেষ হোক, তারপর তোমার পিছনে কিছুটা সময় দেব।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ফস্টারের মুখে দুশ্চিন্তা, চাপা রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাহনিতে। ব্যর্থ জোচ্চোর জুয়াড়ীর মত দেখাচ্ছে তাকে, যেন কৌশল খাটাতে গিয়ে ব্যর্থ তো হয়েছেই, জোচ্চুরিও ধরা পড়ে গেছে। এদিকে ডীন টলিভারকে হতাশ এবং বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

গোলাগুলি শেষ, সুতরাং বেরিয়ে আসতে দেরি করেনি বাড আর্থার। পিছু পিছু স্যাম গ্রীয়ারও চলে এসেছে। সার্কেল-এ মালিকের দিকে ফিরল ডীন, মনে পড়ল একটু আগে বাড়ির ভিতরে লড়াইয়ের সময় লুকিয়ে থাকা লোকটার ব্যাপারে ওকে সতর্ক না করে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিল র‍্যাঞ্চার। 'তোমার মত লড়াকু পার্টনার না পেলে কী যে করতাম!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ও।

ইটের মত লাল হয়ে গেল আর্থারের মুখ। 'আমি গানফাইটার নই!'

'গানফাইট করতে বলল কে?' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ডীনের কণ্ঠে। 'নাও, ধরো এটা,' বলে পিস্তলটা র‍্যাঞ্চারের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'শক্ত করে চেপে

ধরো! নইলে হাঙ্ক ভেংচি কাটলে হয়তো হাত থেকে ছেড়ে দেবে!'

মিল-শেডের ভিতরে ঢুকে পড়ল ডীন। দরজার পিছনে অবস্থান নেওয়া লোকটার গুলিতে তার সঙ্গী মারা পড়েছে, আর সে মরেছে ডীনের গুলিতে; দুটো লাশ পড়ে আছে মেঝেয়। অফিস হয়ে ছোটখাট কামরায় ঢুকল ও, কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঁজে পেল। খনির প্রহরীকে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। লোকটাকে মুক্ত করল ডীন।

বেরিয়ে এসে ঘোড়ার কাছে চলে এল ও। ফস্টার আর আর্থার স্যাডলে চাপল প্রথমে, ঘোড়ায় চাপবার সময় স্যাম গ্রীয়ারের কাছাকাছি থাকল ডীন। 'তোমার স্ত্রীকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেছি,' গ্রীয়ারের উদ্দেশে বলল ও। 'মেদারের কাছে আর যেতে হবে না তোমার। প্রথমে শেরিফ এলবারের কাছে যাব আমরা, তা হলে মুক্তি পাবে আর্থার। তারপর যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে তুমি।'

ক্ষীণ আশায় উজ্জ্বল হলো গ্রীয়ারের চোখজোড়া। 'ধন্যবাদ,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'লাইন ক্যাম্পের ওই রাতে তোমার কারণেই ধরা পড়িনি আমি। ঋণটা শোধ করলাম।'

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। অধীন ক্রুকে ডাকল হাঙ্ক ফস্টার, লোকটা বেরিয়ে আসতে তাকে নিরস্ত্র করল ডীন, সঙ্গে আনা বাড়তি ঘোড়াটা দিল তাকে।

ক্যানিয়নের ট্রেইলে এসে ঘোড়া থামাল ফস্টার। 'এখানেই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি, ডীনি বাবু!' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে।

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ডীন, হিসেবী দৃষ্টিতে মাপছে আউটলকে। 'একেবারে গা ঢাকা দিচ্ছ না কি?'

'মনে হয় না,' হেসে উঠল কুখ্যাত দুর্বৃত্ত। 'কারণটা জানো? শিগ্‌গিরই দেয়ালের সঙ্গে তোমার চামড়া গাঁথবে ওরা। ওদেরকে সাহায্য করব আমি। দেখবার মত দৃশ্য হবে!'

'লেগে থাকো। তোমাকে খুঁজতে গিয়ে তা হলে অযথা হয়রানি হবে না আমার।'

সামান্য হাত নাড়ল ফস্টার, হাসি এতটুকু ম্লান হয়নি, তারপর ওয়্যাগন মাউন্ডের ট্রেইল ধরে ঘোড়া ছোটাল।

বনের আড়াআড়ি এগোল আর্থার, গ্রীয়ার আর ডীন। কোরাজনের কোল ঘেঁষে ইয়েলো জ্যাকেটের দিকে এগোচ্ছে।

*

ইয়েলো জ্যাকেট বহুদূরের এবং কষ্টকর রাইডিঙের পথ, প্রায় টানা এগিয়ে চলল ডীন। যত দ্রুত সম্ভব বাড আর্থারকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে ও। আর্থারকে মুক্ত করতে পারলে, র‍্যাঞ্চারের প্রতি ওর সদিচ্ছা প্রমাণ হবে ইভলিনের কাছে, তা হলে ইচ্ছেমত কাজ করতে পারবে ও–যেটাকে জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে, তাই করতে পারবে। আগে বা পরে যাই হোক,

স্যাম গ্রীয়ার মূলত ছোটখাট সমস্যা, আইনী লড়াইয়ের একটা উপজাত মাত্র, জ্যাক মেদারের পিছনে থাকা লোকটাকে খুঁজে বের করাই হবে আসল কাজ।

ইয়েলো জ্যাকেটের চৌহদ্দিতে যখন পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে, শীতের আগাম পূর্বাভাস। শীত শীত বোধ হওয়ায় প্রায় প্রত্যেকে স্যাডলে ঝুঁকে বসেছে। ডীনের মনে হলো ওর মত অন্য দু'জনও আলাদা হয়ে যেতে পারলে স্বস্তি বোধ করবে। একেবারে গম্ভীর ও বিষণ্ন হয়ে গেছে বাড আর্থার, আসন্ন মুক্তির অনুভূতিও স্পর্শ করছে না তাকে, অথচ আনন্দিত হওয়ার কথা। স্যাম গ্রীয়ার এমনিতে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাকে দেখে মনে হলো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

তিনজন মানুষ একই গন্তব্যের উদ্দেশে পাশাপাশি রাইড করছে–নীরবে, যেন পরস্পরের অচেনা। কেউই নীরবতা ভাঙতে রাজি নয়।

শেষপর্যন্ত দূরে ইয়েলো জ্যাকেটের হলদেটে বাতির আভা চোখে পড়তে গম্ভীর স্বরে নীরবতা ভাঙল ডীন: 'শিগ্‌গিরই যার যার পথে চলে যাব আমরা,' বলল ও। 'এরপর কী করবে তুমি, আর্থার?'

'কোর্টের লড়াই শুরু করব। তোমার কারণে যেখানে থেমেছিল, ঠিক সেখান থেকে শুরু করব,' তিক্ত স্বরে বলল সার্কেল-এ মালিক। 'অবশ্য গ্রীয়ার যদি মেদারের কাছে ফিরে যায় এবং কোর্টে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক থাকে।'

'তাই করবে না কি?' গ্রীয়ারের উদ্দেশে জানতে চাইল ডীন।

'জানি না। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

শহরের দক্ষিণের রাস্তা ধরে এগোল ওরা। আলোর আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখন। একেবারে শুরুতে দুটো বিচ্ছিন্ন বাড়ি পেরোল ওরা, আবছা অন্ধকারে স্যাম গ্রীয়ারের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল ডীন। শেরিফের সঙ্গে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাবে লোকটা? না কি মেদারের কাছে ফিরে যাবে? উত্তরটা জানা নেই ওর, পরোয়াও করে না। কিন্তু এটা জানে যে আর্থারের জায়গায় থাকলে গ্রীয়ারকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করত ও, প্রয়োজনে কিনে নিত। অথচ নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষীকে দেখছে সার্কেল-এ মালিক।

বাণিজ্যিক এলাকা পেরোল ওরা, সামনে ঝলমলে আলোয় আলোকিত কয়েকটা সেলুন। ল-অফিসেও বাতি জ্বলছে। জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ডীন। 'এর বেশি যাব না আমি,' নিচু স্বরে বলল ও। 'আশপাশে থাকব, আর্থার, তোমাকে মুক্তি দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।' কিং'স কেনু পার্লারের সামনের টাই-রেইলের দিকে তাকাল ও। বেশ কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। জানালা-পথে বারের একাংশ চোখে পড়ছে। বারের কাছাকাছি দাঁড়ানো এক লোককে দেখে চিনতে পারল–ওদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে–জ্যাক মেদার।

স্যাম গ্রীয়ারের দিকে তাকাল ডীন। সেও দেখতে পেয়েছে মেদারকে, কিছুটা হলেও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সাক্ষীর মুখ।

'চলো, গ্রীয়ার,' অধৈর্য কণ্ঠে তাগাদা দিল বাড আর্থার।

র‍্যাঞ্চারের পাশাপাশি এগোল গ্রীয়ার। এখনও সেলুনের জানালায় দৃষ্টি লেগে আছে তার, জ্যাক মেদারকে দেখছে। ল-অফিসের সামনে এসে লাগাম টেনে ধরল সে। 'যাব না আমি, আর্থার,' নিচু স্বরে ঘোষণা করল সে।

'যাবে না...' রুদ্ধ হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ, তারপর বলল: 'ধ্যেৎ! এটা কেমন কথা? অবশ্যই যাবে তুমি, যাওয়া উচিত! তুমি না গেলে খুনের দায়ে ফাঁসি হয়ে যাবে আমার!'

'উঁহুঁ, আমারই ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।'

'তুমি আবার কী করেছ যে...'

'মেদার শহরে আছে,' দ্রুত বলল গ্রীয়ার। 'আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে সে, বাধ্য হয়েই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছি। থ্রী রীভারসে আমার বউকে আটকে রেখেছিল যাতে ওর সঙ্গে বেঈমানি করতে না পারি। কিন্তু টলিভার আমার স্ত্রীকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেছে। তো, আমাকে আটকে রাখবার মত অস্ত্র যেহেতু নেই মেদারের কাছে, নির্ঘাত মুখ খুলবে সে!'

'কী ব্যাপারে মুখ খুলবে?'

'এক লোককে খুন করেছি আমি। ঘটনাটা দেখেছে ও। হ্যাঁ, সত্যিই খুন করেছি। মাতাল ছিলাম তখন, লোকটাকে সুযোগ না দিয়েই গুলি করেছি। ধরা পড়লে হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে আমার। কে জানে, মেদার এতক্ষণে শেরিফকে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে কি না!'

'কেন ভাবছ জানিয়ে দিয়েছে?'

'ফস্টারের কাছ থেকে আমাকে উদ্ধার করবার কোন চেষ্টাই করেনি ও, তাই না? ও ভাল করেই জানে ইলিয়াকে আটকে রাখতে না পারলে পালিয়ে যাব আমি। সেক্ষেত্রে, শেরিফের কাছে মুখ খুলবে ও। ওই যে, সেলুনে আছে মেদার। আমার বারোটা বাজানোর সুযোগ ছাড়বে না।' আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে। 'দুঃখিত, আর্থার, পিঠের চামড়া সবারই বাঁচানো উচিত।'

'দাঁড়াও!' খেপা স্বরে নির্দেশ দিল সার্কেল-এ মালিক। গ্রীয়ার নির্দেশটা তামিল করবে না বুঝতে পেরে হোলস্টারে হাত বাড়াল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিস্তল বের করে নিশানা করল গ্রীয়ারের পেট বরাবর। 'উঁহুঁ, বিনা দোষে ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি নই আমি। তোমাকে যদি মেদার...'

টাশ্‌শ্‌!

ধারে-কাছে কোথাও গর্জে উঠল একটা রাইফেল। বুলেটের ধাক্কায় স্যাডল হর্নের উপর হামলে পড়ল গ্রীয়ার, তারপর ধূলিমলিন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। পিঠে গুলি লেগেছে, শিরদাঁড়া বরাবর শার্টটা রক্তলাল হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

চোদ্দ

আচমকা রাইফেলের গর্জনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল বাড আর্থারের ঘোড়াটা, সমানে লাফাচ্ছে। প্রবল আতঙ্কে পিছিয়ে এল দুই পা, তারপর বৃত্তাকার পথে ঘুরতে শুরু করল। ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছে সার্কেল-এ মালিক। এদিকে কিং'স কেনু পার্লার থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে লোকজন।

'দৌড়াও, আর্থার!' কোলাহল ছাপিয়ে উঠল ডীনের কণ্ঠ।

পরমুহূর্তে উল্টোদিকের সাইডওঅকে গর্জে উঠল একটা সিক্সগান, ডীন টলিভারের কণ্ঠ শুনে আন্দাজের উপর গুলি করেছে কেউ। আরও একটা গুলি ধেয়ে এল। চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ডীন, স্যাডলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল দেহ, স্পার দাবিয়ে ছুটল–শহর থেকে বেরিয়ে যাবে।

আসলে হয়েছে কী? ভাবছে ডীন। ধাঁধার মত লাগছে ব্যাপারটা। জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের ছাদ থেকে কেউ অ্যাম্বুশ করেছে স্যাম গ্রীয়ারকে! তার মানে লোকটা আগে থেকে অবস্থান নিয়েছিল। রাইফেলের ফ্ল্যাশ দেখেছে ডীন। অ্যাম্বুশের ঠিক আগ মুহূর্তে পিস্তল তুলে গ্রীয়ারকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল বাড আর্থার, সম্ভবত মত বদলে ফেলেছিল গ্রীয়ার। যে-কেউ দেখলে মনে করবে গুলিটা র‍্যাঞ্চারই করেছে।

আর্থার পালানোর ধান্ধায় আছে এখন। ডীনও তাই করছে। ইতোমধ্যে পিছনে ধেয়ে আসা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এসেছে ওর।

শহরে, গুলির শব্দের প্রায় পরপরই ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে জর্জ এলবার আর ব্রায়ান ম্যাকভে। টাই-রেইলের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ডেপুটি, ঘটনা অনুমান করতে সমস্যা হলো না তার। প্রায় উন্মত্ত আচরণ করছে বাড আর্থারের ঘোড়াটা, সেকেন্ড কয়েক পর র‍্যাঞ্চারকে ছুঁড়ে ফেলে দিল স্যাডল থেকে। উড়ে গিয়ে, ছয় হাত দূরে ধূলিমলিন রাস্তায় ভূপতিত হলো সার্কেল-এ মালিক।

দ্রুত তৎপর হলো ব্রায়ান ম্যাকভে। র‍্যাঞ্চার সামলে নেওয়ার আগেই ঝাঁপ দিল। আর্থার সবে উঠতে যাচ্ছিল, আচমকা আক্রমণে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। হাতে যে পিস্তল রয়েছে, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। এক ঝটকায় র‍্যাঞ্চারের হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিল ডেপুটি, টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাল তাকে। দেখল স্যাম গ্রীয়ারের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ এলবার। চারদিকে ব্যস্ততা, কেউ ছুটে আসছে ওদের দিকে, কেউ স্যাডলে চেপে তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের বাইরে।

ডেপুটির দিকে ফিরল এলবার। 'মারা গেছে ও!' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়ছে। 'এবার আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, আর্থার! নির্ঘাত ফাঁসি হবে তোমার। এলাকার সবচেয়ে উঁচু গাছে লটকে দেব তোমাকে!'

'আমি গুলি করিনি ওকে!' চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল আর্থার।

'ওর পিস্তলটা দাও তো,' ডেপুটিকে নির্দেশ দিল এলবার, এগিয়ে এসে ম্যাকভের কাছ থেকে পিস্তলটা নিল সে, সিলিন্ডার খুলে দেখল—শূন্য একটা খোল রয়েছে। ব্যারেল শুঁকল। 'পাউডারের গন্ধ! তো, আর কী প্রমাণ লাগবে? একটা শূন্য খোল আর গানপাউডারের গন্ধ। এ সম্পর্কে কী বলবার আছে তোমার, আর্থার?'

উৎসুক দর্শকরা ফিসফিস করছে, সেদিকে তাকিয়ে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার: 'আমি গুলি করিনি ওকে! খোদার কসম! পিস্তল বের করেছিলাম ওকে ভয় দেখানোর জন্য, ল-অফিসে যেতে রাজি হচ্ছিল না গ্রীয়ার!'

'দেরি করবার কী দরকার, ঝুলিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!' ভিড় থেকে প্রস্তাব করল একজন।

'মুখটা বন্ধ রাখলেই ভাল করবে!' চাপা স্বরে র‍্যাঞ্চারকে পরামর্শ দিল ডেপুটি।

'ভিতরে নিয়ে যাও ওকে,' নির্দেশ দিল শেরিফ।

র‍্যাঞ্চারের বাহু ধরে রেখেছে ম্যাকভে, ভিড় ঠেলে এগোল ল-অফিসের দিকে। মিনিট কয়েকের মধ্যে সেলে ঢোকানো হলো সার্কেল-এ মালিককে। শেরিফের পিছু পিছু আধ-ডজন অতি উৎসাহী লোকও চলে এসেছে।

ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না বাড আর্থার। এত দ্রুত ঘটেছে সবকিছু! একটু আগেও ভাবছিল মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যাবে শহর থেকে, কোন অভিযোগ থাকবে না ওর বিরুদ্ধে, অথচ মিনিট কয়েকের ব্যবধানে সেলে বন্দি হতে হলো আবার! আকাশ-পাতাল ফারাক।

'কী হয়েছিল?' বারের ওপাশ থেকে জানতে চাইল জর্জ এলবার।

'গ্রীয়ারকে এখানে নিয়ে আসছিলাম, প্রমাণ হত যে ওকে খুন করিনি আমি। ডীনও ছিল আমার সঙ্গে। রাস্তার ওপাশে আলাদা হয়ে যায় সে, আমি আর গ্রীয়ার অফিসের দিকে আসছিলাম। হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে গ্রীয়ার। ওকে চাপ দেওয়ার জন্য পিস্তল বের করি আমি, বলেছি সঙ্গে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ পিস্তলের গর্জন শুনতে পেলাম, মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল আমার ঘোড়াটা। ব্যস, এই জানি আমি।'

'দারুণ!' বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করল শেরিফ। 'গল্পটা ভালই ফেঁদেছ। কিন্তু গুলিটা করল কে? ইন্ডিয়ান কোন প্রেতাত্মা?'

'আমি করিনি।'

'তা হলে কে করেছে, ডীন টলিভার? তোমাদের দু'জনের সামনে ছিল গ্রীয়ার।'

তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। চমকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে, রূঢ় বাস্তবতা

তিক্ত অনুভূতি এনে দিল তার মনে। টলিভারের উপর পড়ল সন্দেহের তীরটা, ভাবতে গিয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল সে। প্রতিশোধ নিয়েছে টলিভার! রাস্তায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না তখন, তা ছাড়া গুলিটা রাস্তার ওপাশ থেকে এসেছে। পিস্তলটা ডীনেরই দেওয়া, মাইনে মৃত এক লোকের কাছ থেকে নিয়েছিল। একসময় দু'জনের উপরই স্যাম গ্রীয়ারের খুনের অভিযোগ ছিল, কিন্তু এখন–গ্রীয়ারকে উদ্ধার করে শেরিফের কাছে নিয়ে এসেছে, তারপর ল-অফিসের সামনে খুন করে নিজের উপর থেকে সন্দেহ দূরে সরিয়ে দিয়েছে ডীন টলিভার। সবাই এখন ওকেই খুনী সাব্যস্ত করবে।

রাগ, বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষে স্বাভাবিক বিচক্ষণতা হারিয়ে ফেলল সে। পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করবার ঝামেলায় না গিয়ে ঝটপট সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। শেরিফ জর্জ এলবারের দিকে ফিরল আর্থার, অসন্তোষের সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো: 'হ্যাঁ, টলিভারই খুন করেছে গ্রীয়ারকে। ও ছাড়া রাস্তার ওপাশে আর কেউ ছিল না।'

'পার্টনারের উপর খেপে আছ দেখছি!' ব্রায়ান ম্যাকভের তির্যক মন্তব্য।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বাড আর্থার, সত্য আবিষ্কার করায় স্বস্তি বোধ করছে। 'টলিভার চালিয়াতি করেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ও, যাতে পিস্তল বের করি আমি। সুযোগটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছে। টলিভারই খুনটা করেছে!'

কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট দেখা গেল না ডেপুটিকে, রীতিমত রেগে গেছে সে। র‍্যাঞ্চারের গল্প একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দু'একটা অসঙ্গতি চোখে পড়বে। ঠিক সেগুলোই ভাবছে ম্যাকভে। ডীন টলিভারকে ঘৃণা করে সে, সেটা স্রেফ পেশাগত, কিন্তু একজন অবিশ্বস্ত লোকের প্রতি ওর ঘৃণা আরও বেশি। তবে সবকিছুর পরও, প্রায় বিহ্বল বোধ করছে সে। মিলছে না ব্যাপারটা। যদি খুনই করবে, তা হলে এত কষ্ট আর ঝামেলা সয়ে গ্রীয়ারকে ল-অফিসের দোরগোড়ায় আনবে কেন বাড আর্থার? খুন করতে চাইলে অনেক আগেই, অন্য কোথাও করতে পারত। তা ছাড়া, গ্রীয়ারকে আইনের হাতে সোপর্দ করতে পারলে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেত সে।

গ্রীয়ারকে খুন করবার কথা নয় বাড আর্থারের। সুস্থ মস্তিষ্কে কোন লোকই করবে না। ডীন টলিভারও একই কারণে খুন করবে না গ্রীয়ারকে। বোকার মত জর্জ এলবারের ফাঁদে পা দিয়েছে আর্থার।

প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে: তা হলে কে খুন করেছে স্যাম গ্রীয়ারকে?

'আমার ধারণাটা শুনবে, আর্থার?' সন্তুষ্টির সঙ্গে নিজের মতামত জাহির করল শেরিফ। 'আসলে দু'জন মিলে কাণ্ডটা ঘটিয়েছ তোমরা। পরিকল্পনা মাফিক কাজ সেরেছ, যাতে গ্রীয়ার তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারে। ঘোড়াটা গোলমাল না করলে এখন ডীন টলিভারের সঙ্গে থাকতে তুমি, নিশ্চিন্তে বাথানে ফিরে যেতে–হাসতে হাসতে!' চাপা রাগে শীতল হয়ে গেল এলবারের কণ্ঠ। 'নিকুচি করি তোমার! শেরিফ না হলে এতক্ষণে ঠিকই

ঝুলিয়ে দিতাম তোমাকে!'

ঘুরে শহরবাসীর দিকে ফিরল সে। 'দশজন লোক দরকার আমার, ডেপুটি হিসেবে ল-অফিস পাহারায় থাকবে এরা। অন্তত ছয়জন সেল-ব্লকে ঘুমাবে এবার আর ব্যাটাকে বেরোতে দিচ্ছি না।'

চারজনকে সেলের কাছাকাছি রেখে অফিসে চলে এল সে, পিছু নিল ম্যাকভে। গানর‍্যাক থেকে একটা রাইফেল তুলে নিল শেরিফ, ঘুরে ডেপুটির দিকে ফিরল, রাগ আর বিদ্বেষে এখনও লালচে দেখাচ্ছে মুখটা।

'আর্থার গুলি করেনি গ্রীয়ারকে,' মৃদু স্বরে বলল ডেপুটি।

থমকে গেল শেরিফ। মুহূর্ত কয়েক পর বলল: 'তোমার ধারণা টলিভার কাজটা করেছে?'

'না। ওদের কেউ নয়।'

নিতান্ত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল এলবার।

'জর্জ, আর্থারের কাছ থেকে যখন পিস্তলটা নিয়েছি আমি, ঠাণ্ডা ছিল ওটা।'

'মোটেই না, গরম ছিল!' তপ্ত স্বরে বলল সে।

'ব্যারেল ধরে ওটা তোমাকে দিয়েছি আমি!'

তাকিয়ে থাকল এলবার। 'বলছ টলিভারই গুলি করেছে ওকে?'

'না।'

'এবং আর্থারও খুনী নয়?'

'ওরা কেউই খুনী নয়!' একগুঁয়ে স্বরে বলল ডেপুটি।

গম্ভীর মুখে ডেস্কের দিকে চলে গেল শেরিফ। রাইফেল রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাকভের মুখোমুখি হলো। 'ব্রায়ান, তুমি যে আসলে মাথামোটা একটা গবেট, এটা কোন গোপন খবর নয়,' শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'কিন্তু যখন বলবে কেউ অন্য কারও হাত ছাড়া খুন হয়, তা হলে ছিটগ্রস্ত ছাড়া আর কী বলবার থাকে? ম্যান, এখানে বাজ পড়েনি!' হাত তুলে মাথা চুলকাল সে, তারপর অসহায় একটা ভঙ্গি করল। 'খোদা জানে, আমিও ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়ি কখন!'

করিডরের দরজা খুলে অফিসে ঢুকল চার রক্ষীদের একজন। 'আর্থার বলছে টলিভারকে ধরতে চাইলে সার্কেল-এতে চলে যেতে। ও নিশ্চিত ওখানেই যাবে টলিভার।' দ্রুত বলল লোকটা, অপেক্ষায় আছে শেরিফের নির্দেশ পাওয়ার জন্য।

'যাচ্ছি আমরা, ব্রায়ান,' সোৎসাহে ঘোষণা করল জর্জ এলবার। 'ঠিকই বলেছে আর্থার। পিছু নেওয়া লোকগুলোকে ঝেড়ে ফেলবে টলিভার, তারপর সার্কেল-এতে চলে যাবে। যাক্‌গে, ফিরে আসা লোকগুলোর সঙ্গে পথে দেখা হবে আমাদের। ওদের নিয়ে আর্থারের বাথানে চলে যাব।'

কিছু বলল না ব্রায়ান ম্যাকভে, ভিতরে ভিতরে চাপা রাগে বিতৃষ্ণা বোধ করছে।

পনেরো

পাসিকে খসানো কঠিন হলো না। শহর থেকে প্রথমে পশ্চিমে এগোল ডীন টলিভার, মাইল খানেক এগিয়ে বড়সড় বাঁক নিয়ে আবার শহরের দিকে ফিরে এল, তারপর শহরটাকে ঘিরে প্রায় পুরো একটা চক্কর মারল। পাসির এতটা কাছে পৌঁছে গেছে যে লোকজনের তর্কও স্পষ্ট শুনতে পেল। স্যাডল ছেড়ে নেমে গেছে কেউ কেউ, দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ট্র্যাক খুঁজছে।

অর্ধ-বৃত্তাকার পথে পাসিকে এড়িয়ে সামনে এগোল ও, তারপর সরাসরি পশ্চিমে ছুটল। এদিকে আসবার কারণ নিজেও সঠিক জানে না, তবে কোরাজনের অবস্থান সেদিকে, এবং কোরাজন মানেই নিরাপত্তা।

শহরের ঘটনা ওকেও বিস্মিত করেছে, এতটাই যে ভাবতে গিয়ে এখনও ধাঁধায় পড়ে গেল। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ও, ইচ্ছে করছে শহরে ফিরে যায়, অ্যাম্বুশকারীকে খুন করে। কিন্তু খুনী কে? সহজ এবং নিরাপদ উপায়ে কাজ সেরে ফেলেছে সে।

আবার ছুটল ডীন। ঘোড়ার গতি কমিয়ে রেখেছে, চিন্তা-ভাবনা করছে।

গ্রীয়ারকে যে-ই গুলি করে থাকুক, জানত যে বাড আর্থার তাকে শহরে নিয়ে আসবে। হাঙ্ক ফস্টার জানত–নিশ্চিত না জানলেও ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছে সে; আর জানত ইভলিন–বাপের নোট থেকে জেনেছে। ফস্টার খুন করে থাকতে পারে, কিন্তু লাভটা কী হবে তার? কিচ্ছু না–না টাকা, ক্ষমতা, বা সম্মান···কিছুই নয়। আর্থারের নোটে লেখা ছিল খবরটা, সেক্ষেত্রে ইভলিন যদি কাউকে বলে থাকে···কাউকে বলেছে?

স্পার দাবাল ডীন, বুঝতে পারছে প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া জরুরি। বাড আর্থারের ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে প্রশ্নটার উপর। র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে ওর জড়িত থাকবার কিংবা গ্রীয়ারকে নিয়ে ওদের পরিকল্পনার কথা ঠিকই জেনে যাবে শেরিফ, আর্থারের কাছ থেকে তথ্যটা নিংড়ে বের করবে–কতক্ষণ লাগে সেটাই হচ্ছে ব্যাপার; তারপর সরাসরি ছুটে আসবে সার্কেল-এর উদ্দেশে।

দীর্ঘ যাত্রা, অথচ ক্লান্ত বোধ করছে ও। ঘোড়াটাও ক্লান্ত। কিন্তু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাড আর্থারের কাছ থেকে তথ্যটা পেতে বেশি সময় লাগবে না শেরিফের, ডীনের ধারণা, সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব সার্কেল-এয় পৌঁছতে হবে ওকে; ইভলিনের সঙ্গে কথা বলে পাসি পৌঁছবার আগেই কেটে পড়তে হবে।

তারা দেখে দিক নির্ণয় করল ডীন, ট্রেইল এড়িয়ে সরাসরি ঘোড়া

ছোটাল। নিজেকে নিঃসঙ্গ, অসহায় এবং পরাজিত মনে হচ্ছে। অভিজ্ঞতাটা ওর জন্য নতুন। তিক্ত আরও একটা অনুভূতি হচ্ছে–এতটা জেদ বা একগুঁয়েমি আর কখনও অনুভব করেনি। যাই ঘটুক, কাজটা শেষ করতে হবে! অদম্য জেদ অনুভব করছে ডীন। জানে স্যাম গ্রীয়ারের খুনী এক খুনে থেমে থাকবে না, প্রয়োজনে আরও কয়েকটা লাশ ফেলে দেবে। সবার আগে ওকেই নিকেশ করবার কথা।

শুধু একটা ব্যাপারে বিস্ময় বোধ করছে ডীন। স্যাম গ্রীয়ার যখন খুন হয়, কিং'স কেনু পার্লারের জানালা দিয়ে জ্যাক মেদারকে ভিতরে বসে থাকতে দেখেছে ও; তার মানে গ্রীয়ারের খুনের সঙ্গে সরাসরি কোন হাত নেই লোকটার; অথচ গ্রীয়ার খুন হলে তারই সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার কথা। ব্যাপারটা প্রায় বিভ্রান্তিকর, একইসঙ্গে শঙ্কারও, কারণ বাড আর্থার যে নিখুঁত একটা ষড়যন্ত্রের শিকার–বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হলো। প্রতিপক্ষ দারুণ ধূর্ত, কৌশলী এবং একইসঙ্গে বেপরোয়াও।

সার্কেল-এ বাথানে যখন পৌঁছল ডীন, পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে আছে র‍্যাঞ্চ হাউস–তার মানে এখনও পৌঁছায়নি পাসি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। আঙিনা পেরিয়ে টাই-রেইলের কাছে চলে এল, স্যাডল ছেড়ে লাগাম বাঁধতে গিয়েও সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল। সাবধানের মার নেই। ঘোড়াটাকে নিয়ে পিছনের শেডে রাখল, তারপর বাড়ির সামনে চলে এল আবার। পোর্চে উঠে ঘণ্টার দড়ি ধরে টান দিল।

দোতলায় একটা লণ্ঠন ধরাল কেউ। উপরে, গ্যালারিতে পদশব্দ শুনতে পেল ডীন।

'কে?' ইভলিনের মৃদু স্বর ভেসে এল।

'আমি।'

'ডীন টলিভার? কী চাও তুমি?' যুগপৎ উদ্বেগ আর বিদ্বেষ প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে।

'নীচে এসো।'

গ্যালারি থেকে ভিতরে চলে গেল ইভলিন। নীচে এসে দরজা খুলল। গায়ে একটা ধূসর র‍্যাপার জড়িয়েছে ও, চুলগুলো বেণী করা, কোমর ছাড়িয়ে গেছে দুই বেণী। চোখজোড়া তন্দ্রালু। 'বাবা কোথায়?' ডীনকে দেখেই জানতে চাইল।

'জেলে।'

কিছুই বলল না মেয়েটি। চোখ তুলে তাকাল যখন, চাহনিতে ঘৃণা ফুটে উঠল। 'আর তুমি মুক্ত মানুষ হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছ,' প্রায় মিনিট খানেক পর বিস্ফোরিত হলো ইভলিন। 'এটাই বোধহয় আশা করা উচিত ছিল আমার! যাক্‌গে, বাবা ধরা পড়ল কীভাবে?'

শহরের ঘটনা ব্যাখ্যা করল ডীন। গ্রীয়ারের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে বেদনা ফুটে উঠল ইভলিনের মুখে, কিন্তু কিছু বলল না। সব বলবার পর থামল ডীন, আশা করছে প্রশ্ন করবে মেয়েটি, কিন্তু মাত্র দুটো শব্দে দুঃখপ্রকাশ

করল ইভলিন: 'বেচারী ইলিয়া!'

'খুন করবার তো প্রশ্নই আসে না, তোমার বাবা গুলিও করেনি ওকে।'

'সেটা তোমার কাছ থেকে শুনতে হবে? এমনিতে জানি আমি। তুমি ওকে খুন করোনি তো?'

'না।'

'তা হলে বলতে হয় এ সম্পর্কে কিছু বলবার নেই আমার,' তিক্ত স্বরে বলল ইভলিন, গাম্ভীর্যের পর্দা নেমে এসেছে মুখে। 'তুমি আসায় কৃতজ্ঞ বোধ করছি। একটা প্রস্তাব দেব তোমাকে।'

কিছু বলল না ডীন, তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। মুখ নির্বিকার।

'তুমি যদি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দেব তোমাকে,' নিরাবেগ স্বরে বলে গেল ইভলিন। 'তুমি আসবার আগে, কোর্টে সাধারণ একটা লড়াই ছিল আমাদের সামনে, অথচ খুনের দায়ে জেলে পচছেন বাবা,' বিতৃষ্ণায় রুদ্ধ হয়ে গেল ওর কণ্ঠ। 'বুঝতে পারছ না, তোমাকে আর দরকার নেই আমাদের? সাহায্য করতে গিয়ে শুধু ক্ষতিই করছ? এটাও কি বোঝোনি আসলে তোমাকে ঘৃণা করি আমরা? আমাদের সমস্যা আমাদেরই সামলাতে দাও! তুমি কেন ঝামেলা পোহাবে? বোকা একটা মেয়ে না হয় ভুল করে লিখে ফেলেছিল তোমাকে, সেজন্য কেন নিজে বিপদে পড়বে?'

অপমানে লালচে হয়ে গেল ডীনের মুখ। জানে কথাগুলো বলবার অধিকার আছে ইভলিনের, কিন্তু শুনতে কার ভাল লাগবে? ভিতরে ভিতরে পুরো আর্থার পরিবারের প্রতি বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা বোধ করছে ও। স্রেফ জেদ এবং একগুঁয়েমির কারণেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, ঘুরে বেরিয়ে গেল না।

দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ডীন, আঙুল চালিয়ে স্টেটসনটা পিছনে ঠেলে দিল। চাপা রাগ ফুটে উঠল চোখে। 'শোনো, আর্থারদের কাছ থেকে কিছু চাই না আমি, পাওনাও নই–এমনকী দু'একটা ভাল কথাবার্তাও নয়। কখনও কি বলেছি যে তোমাদের সাহায্য করছি বা করব আমি?'

'ন-না।'

'গ্রীয়ারকে কিডন্যাপ করেছিলাম টাকার জন্য, তোমাদের সাহায্য করতে নয়। মেদারের কাছে ওকে বেচে দিয়ে প্রচুর টাকা কামাই করতে পারতাম। তোমার বাবাকে জেল থেকে বের করে এনেছি তাকে সাহায্য করবার জন্য নয়, বরং শেরিফের ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার জন্য। তা ছাড়া, ভেবেছি একে অন্যকে সাহায্য করলে উপকৃত হব আমরা। বিনিময়ে, আমি তার বা তোমার কাছ থেকে কেবল অভিযোগ আর বিতৃষ্ণা পেয়েছি। অবশ্য এটাই আশা করেছি। তোমরা আসলে আবর্জনা, নির্জলা আবর্জনা–পচন শুরু হবে শিগ্গিরই।'

মুখ কুঁচকে গেছে ইভলিনের, অদম্য রাগে ফেটে পড়ছে ভিতরে ভিতরে। নিজেকে শুধু সামলেই রাখল না, স্থির দৃষ্টিতে ডীনের দিকে তাকিয়েও থাকল ও।

'আরেকটা কথা,' সোজাসাপ্টা সুরে বলে গেল ডীন। 'তোমাকে সাহায্য করছি, চিন্তাটাই আমার জন্য হাস্যকর। তোমাকে সাহায্য করবার চেয়ে বরং সেলুন-গার্ল বা বাজারে মেয়েদের সাহায্য করব আমি। ইলিয়া গ্রীয়ারকে সাহায্য করব, যদিও মাত্র একবার দেখেছি ওকে। কিন্তু তোমাকে নয়! সুতরাং আমার ব্যাপারে ভুল ধারণা রেখো না।'

'কখনও ছিলও না আমার,' প্রবল রোষের সঙ্গে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল ইভলিন, অজান্তে গলা চড়ে গেছে। 'তুমি আসলে নিতান্ত স্বার্থপর, নীচ একজন খুনী!'

'ঠিক,' একই সুরে জবাব দিল ডীন। 'তোমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে বলে আশা কোরো না এখন নায়ক হওয়ার চেষ্টা করব আমি। তোমার মোটা চাঁদির ভিতর কথাটা ঢুকিয়ে নাও: আমি এখনও এসবে নাক গলাচ্ছি শুধু একটা কারণে, কেউ আমাকে শুষে আখের গোছাতে চাইছে। তোমাকে সাহায্য করতে থাকছি না।'

'বুঝলাম না!'

'আর্থারদের রক্ত শরীরে আছে বলেই বুঝতে পারছ না,' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল ডীনের স্বরে। 'চাঁদির হাড় অতিরিক্ত মোটা তো, আর্থার পরিবারটা তাই নিরেট মাথামোটা আর হুজুগেদের পরিবার। দুশ্চিন্তা কমিয়ে দিচ্ছি তোমার, ব্যাখ্যা করছি। সাধারণত সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেই প্ল্যান করি আমি। তোমার বাবা এবং গ্রীয়ারকে শেরিফের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তা হলে মুক্তি পেত আর্থার। কিন্তু কেউ খুন করে ফেলে গ্রীয়ারকে। প্ল্যানটা কেঁচে গেছে। ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হয়নি আমার।'

'আচ্ছা! তা হলে দুর্ধর্ষ ডীন টলিভারের সঙ্গেও চালিয়াতি করেছে কেউ!' ইভলিন আর্থারের কণ্ঠে বিদ্রূপাত্মক উল্লাস।

'চেষ্টা করেছে, তবে পার পাবে না শেষপর্যন্ত। এবার আমার একটা প্রশ্নের সাফ সাফ জবাব দাও। খোদা জানেন, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে সত্যি খারাপ লাগছে আমার। প্রথম কথা, বোধহয় ঠিক মনে করতে পারবে না; দ্বিতীয়ত, বিনিময়ে তোমার বাবা মুক্তি পাবে জেনেও হয়তো উত্তরটা আমাকে বলবে না তুমি...'

'সত্যি তা হলে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বাবা?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল ইভলিন, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রাগ উবে গেছে।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে জিজ্ঞেস করো।'

'আর্থারের দেওয়া নোট তুমি ছাড়া আর কে পড়েছে?'

'আমি নিজেও পড়িনি। আসলে সময়ই পাইনি। তোমাদের খুঁজতে এখানে এসেছিল শেরিফরা। টেবিলে রেখে উপরে গিয়েছিলাম আমি। এসে দেখি নেই ওটা।'

'কে কে এসেছিল?'

'শেরিফ, ডেপুটি ম্যাকভে এবং লেসি থর্টন। আমাকে অনুসরণ করে

এসেছিল ওরা। সিনেটর আর ইলিয়া সহ পুরো বাড়ি ওদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছি আমি। বাড়িতে ঢুকবার পর নোটটা আমাকে দিয়েছিল ইলিয়া। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল ওরা। ওদের দেখে নোটটা টেবিলের উপর রেখেছিলাম,' সামান্য দ্বিধা করল ইভলিন। 'কিন্তু বাবার মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে এই ঘটনার কী সম্পর্ক?'

'নোটে লেখা ছিল আজ রাতে গ্রীয়ারকে নিয়ে শহরে যাব আমরা। নোটটা যে-ই চুরি করে থাকুক, সে-ই গ্রীয়ারকে খুন করেছে।'

'নির্ঘাত থর্টন!'

'সব ল-অফিসার বা লইয়ার যদি সৎ হয়।'

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে মুহূর্ত খানেক সময় নিল ইভলিন, পরমুহূর্তে অবজ্ঞায় ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল ওর। 'তোমার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে…' ডীনকে মনোযোগী হয়ে উঠতে দেখে থেমে গেল ও, খেয়াল করল কান দুটো সজাগ করে দূরাগত শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে সে। 'ব্যাপার কী?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ও।

দরজা থেকে সরে গেল ডীন। 'বেশ কয়েকজন রাইডার।'

'তোমাকে ধাওয়া করছে?'

'সম্ভবত।'

'তোমাকে জায়গা দেব না আমি!'

'সেক্ষেত্রে এক বালতি পানি আর একটা ন্যাকড়া নিয়ে আমার পায়ের চিহ্ন মুছতে শুরু করো, নইলে শেষে তুমিই বিপদে পড়বে।'

'দেখা যাবে ধুরন্ধর ডীন টলিভার কীভাবে রক্ষা পায় এবার! ওদেরকে বলে দেব এখানে এসেছ তুমি!'

'জানি তাই করবে,' পাল্টা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল ডীন। ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল, দোতলায় এসে চারপাশে তাকাল। দীর্ঘ হলওয়ের ও-মাথায় কাচের প্যানেল দিয়ে ঢাকা গ্যালারি। হলে এসে দ্রুত পা চালাল ও, প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে গ্যালারিতে ঢুকে পড়ল। কান পাতল। সদর দরজায় করাঘাত করছে কেউ। গ্যালারির কিনারে এসে ঝুঁকে পড়ল ডীন। রেলিঙের উপর পেটের ভর রেখে নীচের দিকে উঁকি দিল। কয়েকজন লোকের গাঢ় অবয়ব চোখে পড়ল। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে পাসিবাহিনী, বাড়ি ঘিরে ফেলবে।

আবারও নক্ হলো। পরপরই দরজা খুলবার শব্দ শুনতে পেল ডীন।

'ডীন টলিভার কোথায়, মিস্ আর্থার?' ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভের কণ্ঠ।

'কেন ভাবছ এখানে আছে সে?'

তা হলে ওকে ধরিয়ে দিচ্ছে না মেয়েটি! কারণটা জানা নেই ডীনের, তবে সন্তুষ্ট বোধ করছে। ইভলিনের উপর ওর সমস্ত রাগ মুহূর্তে হারিয়ে গেল।

'বাইরে ওর ঘোড়াটাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা,' ধৈর্য হারায়নি ডেপুটি, আপসহীন কণ্ঠ। 'রাত তিনটা বাজে এখন, অথচ বাড়িতে আলো জ্বলছে।

এইমাত্র যে ঘুম ভেঙেছে তোমার, তাও নয়। সুতরাং ধাপ্পা দিয়ে কাজ হবে না, মিস্ আর্থার। সঙ্গে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি আমি।'

জবাবে কিছুই বলল না ইভলিন।

'বাড়ি ঘিরে ফেলেছি আমরা, এবার আর পালাতে পারবে না সে,' আচমকা বোমা ফাটাল ডেপুটি। 'খুনের দায়ে এখন জেলে আছে তোমার বাবা।'

'অসম্ভব!' চড়া কণ্ঠে প্রতিবাদ করল মেয়েটি, শুনে মনে হলো সত্যিই বিস্মিত হয়েছে। 'বাবা তো ফেরারী, জেলে থাকবে কেন…'

'ঠিকই বলেছি, ম্যা'ম,' শহরের ঘটনা ব্যাখ্যা করল ম্যাকভে। 'শেরিফের ধারণা, ডীন টলিভারই আসল খুনী। সেক্ষেত্রে, টলিভার ধরা পড়লে মুক্তি পাবে তোমার বাবা। তুমি কি বাড়ির ভিতরটা দেখতে দেবে আমাদের?'

'তুমি কী মনে করো, মি. ম্যাকভে?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ইভলিন। 'বিশ্বাস করো টলিভারই আসল খুনী?'

জবাব দিতে খানিক দেরি করল ডেপুটি। 'না! আমার ধারণা দু'জনের কেউই খুনী নয়! কিন্তু শেরিফের ডেপুটি আমি, তাই এলবারের ইচ্ছানুযায়ী তল্লাশি করব, সেটা তোমার পছন্দ হোক বা না-হোক। তুমি কি বিনা বাধায় ঢুকতে দেবে আমাদের?'

'মনে হয় না তোমাদের ঠেকাতে কিছু করতে পারব,' তিক্ত স্বরে জবাব দিল ইভলিন।

দলবল নিয়ে বাড়িতে ঢুকল ডেপুটি, একাধিক পদশব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল ডীন। রেলিং থেকে সরে এল ও, দাঁড়িয়ে থাকল, ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়। ধরা পড়া যাবে না। আরেকবার জেলে ঢুকলে এই রহস্যের কিনারা করা যাবে না।

হলওয়েতে ফিরে এল ও। বাতির নড়াচড়া দেখে বুঝল সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে কেউ। পালানোর পথ নেই। দারুণ অসহায় বোধ করছে ডীন। সময় নেই! অগত্যা, প্রায় মরিয়া হয়ে ভাগ্যের উপর নিজেকে সঁপে দেওয়াই মনস্থ করল। ডান দিকের প্রথম কামরায় ঢুকে পড়ল, শূন্য ওটা। দ্রুত, নিঃশব্দে সরে এল জানালার কাছে, ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকাল। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা পাসির সদস্যদের গাঢ় আকৃতি চোখে পড়ল, প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। বাড়ির সর্বত্র তল্লাশি শুরু হয়েছে–দরজা বা ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ির উল্টোদিকের কামরায় তল্লাশি চালাচ্ছে একটা দল। মিনিট কয়েকের মধ্যে এখানে চলে আসবে লোকগুলো।

সামান্য অনুতাপ বোধ করছে ডীন। তিক্ত অনুভূতিটা দূরে ঠেলে দিয়ে নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল।

এবার একাই লড়তে হবে।

গ্যালারিতে উন্মুক্ত হয়েছে দুটো জানালা, তারই একটার কাছে এসে সন্তর্পণে খুলে ফেলল। ক্রল করে গ্যালারিতে বেরিয়ে এল ও, তারপর রেলিঙের কিনারে চলে এল। বিশাল একটা কটনউড রয়েছে এখানে, গাছের

শাখা-প্রশাখা রেলিং ছুঁয়েছে। গাছের নীচে দু'জন লোক আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। পিলার বেয়ে নামা যাবে না, জানে ডীন, অর্ধেক নামবার আগেই ধরা পড়ে যাবে। পনেরো ফুট উঁচু থেকে লাফ দিলে হাড়গোড় ভাঙবে, এদিকে এদেরকে গুলি করবারও উপায় নেই।

গ্যালারির লাগোয়া কামরার দরজা খুলবার শব্দে লাফিয়ে উঠল ওর কলজে। যা করবার এখুনি করতে হবে!

দ্রুত রেলিঙে চড়ে বসল ও। কটনউডের শাখাগুলোর দিকে তাকাল, তারপর দীর্ঘ একটা শ্বাসে বুক ভরে নিয়ে লাফ দিল; দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে। কটনউডের সরু ডাল চেপে ধরল, ভয় হলো ওর ওজন সইতে পারবে না ডালটা; তবে ভাঙল না, ওজনের চাপে নিচু হয়ে গেল। সড়সড় করে নেমে এল ডীনের দেহ, পাতার সঙ্গে শরীরের সংঘর্ষে খসখস শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ ডাল ভাঙবার তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল, আরও নেমে গেল ওর দেহ। এবার ডাল ছেড়ে দিল ডীন, বুঝতে পেরেছে কয়েক সেকেন্ডের বেশি টিকতে পারবে না; তারচেয়ে নীচে লাফ দেওয়াই ভাল। মাটি থেকে বড়জোর সাত-আট ফুট উঁচুতে আছে এখন।

ধুপ্ করে মাটির উপর পড়ল ও। শরীরের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি বলে এক পাশে কাত হয়ে পড়েছে। পিস্তলটা হোলস্টার থেকে খসে পড়েছে। সবে উঠে বসেছে, এ-সময় সামনে আর দোতলার গ্যালারি থেকে ওর উদ্দেশে গুলিবর্ষণ করল কেউ।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল ডীন। পিস্তলের খোঁজে চারপাশে তাকাল–দেখতে পেল না। খুঁজে বের করবার সময় নেই। করালের উদ্দেশে এঁকেবেঁকে ছুটল ও, বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা আলোর বৃত্ত ছাড়িয়ে এসে থামল। চারপাশে চিৎকার করছে পাসির সদস্যরা, বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙে নামবার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সবাই বেরিয়ে আসছে। চট করে শুয়ে পড়ল ডীন, আশা করছে ওর পিস্তলটা খুঁজে পাবে না লোকগুলো, নইলে মারমুখী হয়ে পড়বে সবচেয়ে দুর্বল লোকটিও। মরবার ভয় সবারই আছে, কিন্তু প্রতিপক্ষ নিরস্ত্র জানলে দুঃসাহসী হয়ে উঠতে বাধা নেই।

করালের দিকে ছুটে আসছে কেউ কেউ, অন্ধকারে ওর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। গুলিও করছে মাঝে মধ্যে, ছায়া দেখেই আঁতকে উঠে পিস্তল খালি করছে, প্রত্যেকের মনে সাত হাজার ডলার কামাই করবার স্বপ্ন।

লণ্ঠন হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ইভলিন, ঠিক পিছনে ব্রায়ান ম্যাকভে। ইভলিনের হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে কটনউডের নীচে চলে এল সে। থেমে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখল, পড়ে থাকা পিস্তলটা পেয়ে কুড়িয়ে নিল। তারপর সিধে হয়ে চেঁচাল: 'কয়েকটা লণ্ঠন নিয়ে এসো তো! মশাল জ্বালাও! ওর কাছে পিস্তল নেই!'

মিনিট কয়েকের মধ্যে প্রায় আধ-ডজন মশাল আর লণ্ঠন জ্বালিয়ে ফেলল পাসির সদস্যরা। নতুন উদ্যমে তল্লাশি অভিযান শুরু করল। ধীর কদমে করালের দিকে এগিয়ে আসছে সবাই।

নীরবে খিস্তি আওড়াল ডীন, ক্রল করে এগোতে শুরু করল করালের দিকে। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এবং আড়াল ব্যবহার করে এগোচ্ছে। পাসির লোকজন এখন জেনে গেছে অস্ত্র নেই ওর কাছে, তাই দেখামাত্র গুলি করবে ওকে। সাত হাজার ডলারের লোভ দুর্দমনীয়। করালের ওপাশ থেকে হঠাৎ চেঁচাল এক লোক: 'এপাশ কাভার করে রেখেছি আমি, ব্রায়ান!'

করাল-রেইলের নীচ দিয়ে গড়িয়ে ভিতরে ঢুকল ডীন। দু'জন লোক রয়েছে এখানে। বড়সড় পানির ট্যাঙ্কের ছায়ায় এসে দাঁড়াল ও, নিজের অবস্থান বিচার করল। কিছুক্ষণের মধ্যে কাছাকাছি চলে আসবে অন্যরা, এ দু'জনের সঙ্গে যোগ দেবে। নেহাত ভাগ্যই রক্ষা করতে পারে ওকে।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মাথায়, সম্ভাব্য পরিত্রাণের উপায় খুঁজে হয়রান, কিন্তু বেরোল না একটাও। শেষে তিক্ত মনে পরাজয় মেনে নিল ডীন, সিদ্ধান্ত নিল আত্মসমর্পণ করবে, বেহুদা গুলি খেয়ে মরবার চেয়ে জেলে ঢোকাই শ্রেয়; পালানোর কোন সুযোগ পেতেও পারে। দু'হাতে ওঅটর ট্রাফের কিনারা চেপে ধরল, শরীর তুলে উঠে দাঁড়াবে, তারপর সারেন্ডার করবে। গলার ভিতরটা তেতো তেতো ঠেকছে। ট্রাফের কিনারা ছাড়িয়ে গেল ওর হাত, পানির স্পর্শ পেল–বিশাল ট্রাফটা প্রায় পূর্ণ হয়ে আছে, কিনারায় বরফের মত সরু আস্তর তৈরি হয়ে গেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়।

মুহূর্তে বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়। আত্মসমর্পণের ইচ্ছে উবে গেল, ঠাণ্ডায় দুর্ভোগ পোহাতে হবে–জেনেও গ্রাহ্য করল না। একটা সম্ভাবনা তো আছে!

খানিক উঁচু হয়ে সন্তর্পণে ট্রাফের পানিতে পা রাখল ও। ছুরির কামড় অনুভব করল হিমশীতল পানির স্পর্শে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই গলা পর্যন্ত পুরো দেহ পানিতে ডুবিয়ে দিল। শীতল পানি বুকের চারপাশে ফাঁস তৈরি করেছে যেন, নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। যত ঠাণ্ডা পড়ুক বা দুর্ভোগ সহ্য করুক, স্বাভাবিক সতর্কতা বিস্মৃত হয়নি ডীন। মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাঁটুর নীচে চেপে ধরেছে, ওটা যাতে ভাসতে না পারে। আশা করল বরফের কিনারা ছাড়িয়ে পানির লেভেল উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা কারও চোখে পড়বে না। ট্রাফের তলায় একটা খাঁজ খুঁজে পেল, পিতলের ঢাকনি দ্বারা আটকানো–প্রয়োজনে যাতে ট্রাফ খালি করা যায়। গর্ত বা খাঁজের মাধ্যমে সব পানি বেরিয়ে যাবে। ঢাকনিতে হাত রেখে আরও নিমজ্জিত হলো ও, নাক থেকে মুখের উপরের অংশ পানির উপরে থাকল। দৃষ্টি চালাল আগুয়ান পাসি বাহিনীর দিকে।

লণ্ঠন হাতে কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, প্রথমজন করালের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেছে প্রায়। চিৎকার করে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সবাই। হঠাৎ, করালের ভিতর পা রাখল ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভে। তার গম্ভীর জোরাল কণ্ঠ শুনতে পেল ডীন: 'এখানে না থাকলে বার্নে আছে ও।'

ডেপুটিকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমাদ গুনল ডীন, ম্যাকভে আধাআধি দূরত্বে চলে আসতে বুক ভরে শ্বাস নিল, তারপর নিঃশব্দে পানিতে মাথা

ডুবিয়ে দিল। ডুবে থাকা সহজ হবে না, তাই তলার খাঁজ ধরে থাকল। প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে স্থির রাখতে, কিন্তু প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে সারা দেহ। কতক্ষণ ডুবে থাকতে পারবে? জানে লণ্ঠনের আলোয় দূর থেকে পানি কালো দেখাবে, খুব সতর্কতার সঙ্গে না দেখলে পানির উপর থেকে চোখে পড়বে না ওকে।

ধীরে ধীরে গুনতে শুরু করল ও। দশ পর্যন্ত গুনবার আগেই বাতাসের অভাব টের পেয়ে গেল রাক্ষুসে ফুসফুস। মুহূর্ত কয়েক পরই ব্যথা আর চাপ শুরু হলো, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ট্রাফের তলায় নিজেকে আটকে রাখল ডীন।

বেশিক্ষণ সম্ভব হলো না, একসময় মনে হলো ফুসফুস ফেটে যাবে। দম আটকে রাখা কোনভাবেই আর সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে শরীর তুলল ও, পানিতে যাতে ঢেউ না ওঠে বা শব্দ না হয়, এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন। সন্তর্পণে পানির উপর নাক-মুখ তুলল, সামনে দৃষ্টি পড়তে থমকে গেল। ট্রাফের কিনারায় বসে আছে ব্রায়ান ম্যাকভে, হাত বাড়ালেই তার পিঠে চিমটি কাটতে পারে ডীন!

যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে শ্বাস নিল ও, বুকে ভরে নিল তাজা বাতাস। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে ডেপুটি। 'এবার বার্নে খোঁজাখুঁজি করব। একবার এক ঝলকের জন্য করালে দেখেছি ওকে।'

দাঁতে-দাঁতে সংঘর্ষ ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে ডীন, বুঝতে পারছে এভাবে পানিতে থাকতে পারবে না আর। ইতোমধ্যে শরীরের সমস্ত পেশিতে খিঁচুনি শুরু হয়ে গেছে, দপদপে ব্যথা হচ্ছে সারাক্ষণ। প্রায় বোধশূন্য হয়ে পড়েছে দু'হাত, হয়তো সে-কারণেই তেমন কোন শব্দ হলো না, অনায়াসে কাজটা সেরে ফেলতে সক্ষম হলো–ডান হাত বাড়িয়ে ব্রায়ান ম্যাকভের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। বের করা মাত্র, প্রায় গায়ের জোরে নলটা ডেপুটির পিঠে ঠেসে ধরল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় অবশ হয়ে যাওয়া বাম হাতে ম্যাকভের গলা পেঁচিয়ে ধরল।

'তুমি,' ডেপুটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার উদ্দেশে বলল ও। 'জলদি পিস্তল ফেলে দাও!'

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ তামিল করল লোকটা, মাথার উপর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠেলে ট্রাফ থেকে ডেপুটিকে সরিয়ে দিল ডীন, উঠে দাঁড়াল ম্যাকভে।

'তুমি আর আমি একটা ঘোড়ার কাছে যাব, ব্রায়ান,' দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, সে-অবস্থায় কোনরকমে শব্দগুলো উচ্চারণ করল ডীন। 'তুমি নিজেই ঠিক করো কোন্ দিকে যাবে। জলদি যেতে হবে কিন্তু! একটা ঘোড়া চাই আমার!'

'মাথা খারাপ!' চাপা স্বরে অনীহা প্রকাশ করল ম্যাকভে। সাহায্যের প্রত্যাশায় চারপাশে তাকাল, দেখল প্রায় সবাই বার্নের দিকে চলে গেছে।

'জলদি,' কর্কশ স্বরে তাগাদা দিল ডীন। 'একটু আগে পিস্তল ছিল না

আমার কাছে, এখন কিন্তু পেয়েছি একটা। দেখো কী করি!' বলবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যামার টানল ও, ভঙ্গিটা এমন যে অজান্তে ভড়কে গেল ম্যাকভে।

'আরে! করো কী!'

'ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছি। এক মুহূর্তও দেরি করতে পারব না।'

'আমার পিছু পিছু এসো।'

করাল-গেটের দিকে এগোল সে। তার পিঠের সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে ডীন। করাল থেকে বেরিয়ে থামল ডেপুটি, বার্নের সামনে লণ্ঠন হাতে তল্লাশিরত একজনের উদ্দেশে বলল: 'ওদেরকে সাহায্য করো গে, রাস। এ-পাশটা দেখব আমি।'

'করালে কে থাকবে?'

'মাইকি ছাড়াও দু'জন আছে।'

বার্নে চলে গেল লোকটা।

বাড়ির দিকে এগোল ওরা। বার্নের ভিতরে লোকজনের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। বাড়ির কাছাকাছি, কটনউডের গুঁড়ির সঙ্গে একটা ঘোড়া বাঁধা দেখতে পেল ডীন। ওটায় চড়ে বসল ও, তারপর কোন বাক্যব্যয় না করে উপত্যকার দিকে ঘোড়া ছোটাল তুফান বেগে।

'ঘোড়ায় চড়ো সবাই!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'ব্যাটা পালিয়েছে!'

স্মিত হাসল ডীন। এবার আর ওকে পায় কে! ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে শরীর, কিন্তু মুক্তির আনন্দ ঠিকই উপভোগ করছে। আরও একটা তথ্য জানা হয়ে গেছে এখন।

শেরিফ এলবার, ব্রায়ান ম্যাকভে, লেসি থর্টন, সিনেটর হিনম্যান আর হাঙ্ক ফস্টার–এই পাঁচজনের একজন স্যাম গ্রীয়ারের খুনী এবং জ্যাক মেদারের বস্।

ষোলো

থ্রী রীভারস স্প্রেডের চেহারা-সুরৎ বা কাজের ধারা, কোনটাই পছন্দ হলো না হাঙ্ক ফস্টারের। নিজস্ব ধাঁচ বা রুচির সঙ্গে জাক মেদারের আউটফিটের বিশাল ফারাক লক্ষ্য করেছে। পেশা যাই হোক, ফস্টার মূলত সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ; সৌন্দর্যের সন্ধান প্রায়ই উটকো ঝামেলায় ফেলে দেয় ওকে। সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে সেটা পাওয়ার চেষ্টা করে, ব্যর্থতা বা তিক্ততা ওকে কখনও নিরুৎসাহিত করে না। থ্রী রীভারসের শ্রীহীন চেহারায় প্রতিশ্রুতি না

থাকলেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওকে, তিক্ত মনে ভাবল কুখ্যাত আউটল; জ্যাক মেদারকে বাজিয়ে দেখতে-হবে।

থ্রী রীভারস রেঞ্জের ধারে-কাছে কোন গাছ নেই, যেন খোলা প্রেয়ারিতে চৌঠা জুলাই উপলক্ষে আয়োজিত পিকনিক শেষে পরিত্যক্ত স্থানে ঠাঁই গেড়েছে মেদার। তবে অপছন্দ প্রকাশ বা সমালোচনা করবার মুডে নেই ফস্টার। না কি আছে? জ্যাক মেদারের প্রতি কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা উচিত বুঝতে পারছে না, জল যেদিকে গড়ায় সেদিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আঙিনায় পৌঁছে গতি কমাল ফস্টার, বার্ন থেকে কর্কশ চেহারার এক ক্রুকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। হাতের কাজ ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটার দুই সঙ্গী।

'কী চাও?' জানতে চাইল পাঞ্চার।

সরু চোখে নোংরা পোশাক পরা লোকটাকে মাপল হাঙ্ক ফস্টার, তারপর উপসংহারে পৌঁছল: এই চান্দুকে পাত্তা না দিলেও চলে। তবে চান্দু যে নাছোড়বান্দা টাইপের, তাতে কোন সন্দেহ নেই; সেক্ষেত্রে, শুরুতেই তাকে বাতিল করে দেওয়াই মঙ্গল। 'কী চাই না সেটা জানি আমি,' নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল ফস্টার। 'বুঝেছ, উজবুক? তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না!'

মুহূর্তে লাল হয়ে গেল পাঞ্চারের মুখ, বিদ্বেষ ফুটে উঠল চাহনিতে। কিন্তু মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না ফস্টার, জীর্ণ চেহারার থ্রী রীভারস কোয়ার্টারের দিকে তাকাল, স্পষ্ট অবজ্ঞা ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। 'মেদার কোথায়?'

'তোমার জন্য উত্তর: নেই।'

'ওকে বলো গ্রীয়ারকে আমিই বেচতে চেয়েছিলাম। ওর সঙ্গে কথা আছে।'

ফস্টারের নির্লিপ্ত দৃঢ়তায় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল কাউহ্যান্ড। বিড়বিড় করে বলল কী যেন, তারপর আড়াআড়ি পথে আঙিনা পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। তাকে অনুসরণ করল ফস্টার, পোর্চের সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল। ঘোড়ার লাগাম বেঁধে পোর্চের কিনারে বসে পড়ল। হ্যাটের সুইটব্যান্ড থেকে ঘাম ঝরাল, নিরানন্দ চাহনিতে তাকাল চারপাশে। আউটফিট হিসাবে থ্রী রীভারস একেবারে মামুলি, যাচ্ছেতাই—উপসংহারে পৌঁছল আউটল। সে যদি এ জায়গার মালিক হত, তা হলে অযথা সময় নষ্ট করত না, জায়গাটা ইঁদুর আর পোকামাকড়ের উপর ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও নতুন করে র‍্যাঞ্চ হাউস তৈরি করত।

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পরও জ্যাক মেদার বা পাঞ্চারের দেখা না পেয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল ফস্টার। ব্যাটা কোন্ চুলোয় গেছে? সিগারেটের সরঞ্জামাদি বের করতে কোটের পকেটে হাত বাড়াল সে, কনুইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো কিছু একটার। চমকে পিছনে তাকাতে একজোড়া বুট দেখতে পেল। দৃষ্টি তুলে উপরে তাকাল, দেখল ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এক লোক—ওকে নিরীখ করছে। নিশ্চই জ্যাক মেদার, ভাবল আউটল, কিন্তু এমন

চুপিসারে কীভাবে এল যে টেরই পেল না?

দৃষ্টি ফিরিয়ে সিগারেট তৈরিতে মনোযোগ দিল ফস্টার, ধীরে-সুস্থে ধরাল।

'আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার কামাই করতে চেয়েছিল, তুমি সেই বেয়াড়া লোক?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল থ্রী রীভারস ম্যানেজার।

'ঠিক ধরেছ।' ফস্টারের দৃষ্টি প্রেয়ারির দিকে।

'লাথি খেয়ে কয়েক মাইল দূরে ছিটকে যেতে কেমন লাগবে তোমার?'

'একটুও ভাল লাগবে না। কি জানো, পরিণতিতে তোমারও ভাল লাগবে না।'

'তাই না কি?' তাচ্ছিল্যের সুরে বিদ্রূপ করল জ্যাক মেদার, পোর্চ ছেড়ে বার্নের উদ্দেশে পা বাড়াল।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। আমি তোমার কাজে আসতে পারি।'

থমকে দাঁড়াল সে, ধীরে ধীরে ঘুরল; সতর্ক, সন্দিহান চাহনি ফুটে উঠল চোখে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আউটলর মুখোমুখি হলো। 'কী বললে?'

'বলেছি তোমার কাজে আসব আমি। জানো না বোধহয়, টলিভারের সঙ্গে আমিও ছিলাম? দু'জনে মিলে গ্রীয়ারকে ট্রেন থেকে অপহরণ করেছিলাম আমরা।'

'বাড়তি কয়েকটা লাথি পাওনা হলো তোমার!'

'এখনও বেকুবই রয়ে গেছ তুমি,' বিতৃষ্ণার সুরে বলল ফস্টার। 'ডীনকে চিনি আমি। তুমি তো ওকেই চাও, তাই না?'

'ডীন টলিভারকে? দূর, ওকে নিয়ে একটুও দুশ্চিন্তা করছি না।'

'দুশ্চিন্তা শুরু হতে বেশি দেরি হবে না।'

পরস্পরের দিকে ঝাড়া মিনিট কয়েক তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর এগিয়ে এসে ফস্টারের পাশে বসে পড়ল মেদার। 'ডীন টলিভার কীভাবে আমার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে?'

'আর্থারকে সাহায্য করছে ও। নিজের চোখে দেখেছি। কথাটা ওর মুখে শুনেছিও।'

হেসে উঠল থ্রী রীভারস ম্যানেজার। 'কেউই সাহায্য করতে পারবে না ওকে। ফাঁসিতে না ঝুললেও যাবজ্জীবন জেল হয়ে যাবে।'

'টলিভারের কথা আলাদা।'

'কীভাবে সাহায্য করবে সে?'

'টলিভার যেহেতু মুক্ত আছে, আর্থারকে অনায়াসে বের করে নিতে পারবে। এদিকে, তোমার সাক্ষী গ্রীয়ারও মারা গেছে।'

'ওকে আর দরকার নেই আমার। আর্থারই খুন করেছে গ্রীয়ারকে

'মোটেই না।'

তীক্ষ্ণ চাহনিতে ফস্টারকে বিদ্ধ করল মেদার। 'কে বলল?'

'আমি। ইয়েলো জ্যাকেটের লোকজনও তাই বলছে। ঘটনাটা অবশ্য

দেখিনি আমি।'

'কেউ তোমাকে বলেনি আর্থার বা টলিভার কিংবা দু'জনে মিলেই খুন করেছে গ্রীয়ারকে?'

'এটাও শুনেছি বটে। তবে আমার ধারণা, ওরা কেউই খুনী নয়।'

'বলে যাও,' ধূর্ত হাসি ফুটল মেদারের ঠোঁটে।

'আর্থার খুন করেনি গ্রীয়ারকে, কারণ তা হলে ওর একমাত্র অ্যালিবাই আর থাকে না। মুক্ত হওয়ার জন্য গ্রীয়ারকে দরকার ছিল তার। টলিভারও খুন করেনি, কারণ সে গ্রীয়ারের বন্ধু বনে গেছে। এ কারণেই আমার হাত থেকে পালাতে পেরেছিল টলিভার।'

'তা হলে খুনটা কে করেছে?'

হাসল ফস্টার; ধূর্ত, চালিয়াতির হাসি। 'ভাবছ তোমাকে দোষ দেব? উঁহুঁ, প্রশ্নই আসে না, বন্ধু। সাচ্চা অ্যালিবাই ছিল তোমার। তোমার ক্রুদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সবকিছু জেনেই এসেছি আমি।'

'তা হলে কে খুন করেছে?'

'এই আউটফিটের আসল মালিক।'

ক্ষীণ হাসিটা মুখে ধরে রাখল জ্যাক মেদার। চোখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না, অথচ ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসছে। হাঙ্ক ফস্টার ভ্রূক্ষেপই করছে না, তাকানোর গরজও অনুভব করেনি। অভিযোগের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আচমকা ত্যক্ত বোধ করল মেদার। 'অদ্ভুত!' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল সে। 'আজব এই ধারণাটা কীভাবে হলো তোমার?'

'খুবই সহজ ব্যাপার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ফস্টার। ঝুঁকে মাটি থেকে এক মুঠো বালি তুলে নিল, আঙুলের ফাঁক গলে ধীরে ধীরে পড়তে দিল, নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে নিজের ছেলেমানুষি দেখছে। 'ইভলিন আর্থারের কথাই ধরো, ডীন টলিভারের উদ্দেশে লেখা চিঠিটা আমার ঠিকানায় ভুল করে পাঠিয়ে দেয় ও। চিঠি পড়ে সন্দেহ চলে যায় আমার, নিশ্চিত হয়ে গেলাম আর্থারের কাছ থেকে পাওয়া ডীডটা আসলে ভুয়া।'

'কোর্ট কিন্তু এ কথা বলছে না।'

'ঠিক। আর্থারকে পথে বসাতে চাও তুমি। ওর জমি আর সম্পত্তি গ্রাস করতে চাও। সবকিছু নির্ভর করছিল গ্রীয়ারের উপর, ও ছিল তুরুপের তাস। তো, গ্রীয়ার অপহৃত হওয়ার পর, খুন হয়েছে ধরে নিয়ে আর্থারকে জেলে ঢোকাল আইন। এতে তোমার উপকারই হলো, কোর্টের লড়াইয়ে যা করতে পারতে না, তারচেয়েও বড় সর্বনাশ হতে পারত বাড আর্থারের। কারণ, ঘটনাচক্রে ওকেই দোষী সাব্যস্ত করবে যে-কেউ, মোটিভ হিসেবে বলবে গ্রীয়ার যাতে সাক্ষ্য দিতে না পারে সেজন্য অপহরণ করেছে তাকে; গ্রীয়ার খুন হয়ে গেলে ফাঁসি হয়ে যেত র‍্যাঞ্চারের। কোন জুরিই ওর পক্ষে মত দিত না। ঠিক বলেছি?'

'শুনে অন্তত তাই মনে হচ্ছে,' শুকনো স্বরে স্বীকার করল মেদার।

'আর্থারকে জেলে পেয়েছ আবার। একবার বেরিয়ে সাক্ষী নিয়ে ফিরে

এসেছিল সে, আরেকটু হলে গ্রীয়ারের খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছিল। ল-অফিসের সামনে গ্রীয়ার খুন না হলে ঠিকই পার পেয়ে যেত। আর্থার আর টলিভার দোষী সাব্যস্ত হলো আবার। তোমার জয়ের পাল্লাই ভারী হয়ে গেল, এমনকী স্যাম গ্রীয়ার মারা যাওয়ার পরও।'

'তা হলে ভাগ্যবান বলছ আমাকে?'

'নিশ্চই। বিশেষ করে তুমি যেহেতু খুনটা করোনি।'

'ঠিক, আমি করিনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

'জায়গামত,' নিচু, নির্বিকার স্বরে বলল হাঙ্ক ফস্টার, দৃষ্টি তুলে গ্রী রীভারস ম্যানেজারের দিকে তাকাল। 'স্যাম গ্রীয়ারকে খুনের দায়ে আর্থারের যদি ফাঁসি হয়, লাভ হবে তোমার, অন্তত লাখ খানেক টাকা হাতিয়ে নিতে পারবে। তুমি বা তোমার কোন লোক খুন করেনি গ্রীয়ারকে, কিন্তু তোমার হয়েই কাজটা করেছে কেউ।' দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিল সে। 'ঠিক এজন্যই আমি নিশ্চিত যে এই ব্যবসায় তুমি একা নও, আরও কেউ আছে।'

হেসে উঠল মেদার। 'সেক্ষেত্রে লোকটা কে?'

শ্রাগ করল আউটল। 'জানি না। জানতে চাইও না। তোমার উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, সেজন্য সাহায্য করবার ইচ্ছে আমার। ব্যস, আর কিছু না। বিনিময়ে…ধরো, পঁচিশ হাজার পেলেই চলবে।'

'কী করবে তা হলে?'

'তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেব ডীন টলিভারকে।'

আউটলর সুদর্শন মুখ খুঁটিয়ে দেখল জ্যাক মেদার। লোকটার মধ্যে অস্বাভাবিক ধূর্ততা এবং দৃঢ়তা আঁচ করতে পারল, কিন্তু নিজস্ব অহমের কারণে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না। তলে তলে খেপে উঠছে সে, অসহিষ্ণু স্বরে বলল: 'গুলি করবার ক্ষমতা নেই না কি আমার?'

'টলিভারেরও আছে। কিন্তু ওকে পাবে কোথায়?'

'কেমন করে বলব? হয়তো এ মুহূর্তে আমার বার্নে লুকিয়ে আছে। ওর ব্যাপারে কোন কিছুই আগাম বলা যায় না।'

'ঠিক। তুমি ওকে খুঁজে বের করতে পারবে না, খুঁজে পেলেও খুন করতে পারবে না।'

'ওকে খুন করবার দরকার কী? আমার অন্তত প্রয়োজন নেই। আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না সে।'

'আর্থারকে জেল থেকে কে বের করল? একবার করেছে যখন, আবারও করতে পারে।'

'তা হলে আরও বিপদে পড়বে ওই ব্যাটা।'

'এবং তোমার পিঠেও একটা বুলেট ঢুকবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।'

দীর্ঘক্ষণ কিছুই বলল না মেদার, শেষে মন্তব্যের সুরে জানতে চাইল: 'তোমার ধারণা, আর্থারকে জেল থেকে বের করে আনবে টলিভার এবং মুক্ত হয়ে আমাকে খুন করবে র‍্যাঞ্চার?'

'হয় সে তোমাকে খুন করবে, নয়তো মিথ্যুক প্রমাণ করবে।'

ঝট করে ফিরে তাকাল জ্যাক মেদার, দেখল মিটিমিটি হাসছে আউটল। চোখের তারায় চাপা উল্লাস।

উঠে দাঁড়াল ফস্টার, হাতে দস্তানা পরল। 'তো, তুমি যখন আগ্রহী নও, অযথা সময় নষ্ট করবার কী দরকার!'

'আরে, দাঁড়াও! এদিকে এসো।'

দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল ফস্টার, ফিরে এল।

'ধরো, শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য তোমার সঙ্গে একটা রফা করলাম। ডীনকে সরিয়ে দেবে তুমি। পারবে তো?'

'কাজ শেষ করবার আগে পাওনা চাইব না। পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী আমি, মাল ডেলিভারি না দিয়ে কখনও পাওনা চাই না।'

'বুঝে নাও,' সোজাসাপ্টা বলল জ্যাক মেদার। 'তোমার কোন কথাই স্বীকার করিনি আমি। এক আউটলকে খুন করবে, বিনিময়ে টাকাটা দেওয়া যেতে পারে তোমাকে।'

'নিশ্চই, নিশ্চই!' দেঁতো হাসি উপহার দিল হাঙ্ক ফস্টার। 'আমার তো ধারণা, আমাদের লেনদেনের সম্পর্ক বহুদিন টিকবে। অনেক কাজেই আমাকে দরকার হবে তোমার।'

সতেরো

পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পাসি বাহিনী নিয়ে বিকেলে সার্কেল-এ বাথানে ফিরে এল ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভে। ডীন টলিভারকে অনুসরণ করে পণ্ডশ্রম হয়েছে। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে, দূরে ছুটন্ত এক রাইডারকে পলকের জন্য দেখেছে ওরা, তারপর টানা দুই ঘণ্টা ঘোড়া দাবড়েছে, সূর্য উঠবার পরও ধাওয়া চালিয়ে গেছে। ওয়াগন মাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমের রুক্ষ প্রান্তরে গিয়ে ট্র্যাক হারিয়ে ফেলে। সেখান থেকে এক রাইডারের ট্র্যাক ধরে পিছু নেয় ওরা। মাইল দুয়েক এগিয়ে লোকটাকে পাকড়াও করে; কিন্তু দেখা যায় সে আসলে চাক লাইনের এক ড্রাইভার। আগের দিন ইয়েলো জ্যাকেটে পোকার খেলে বিস্তর জিতেছে লোকটা। ভোর হওয়ার আগেই ঘোড়া ছোটায় সে—ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে—সঙ্গে টাকা থাকায় দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়েছে, আশঙ্কায় ছিল কেউ হয়তো টাকা লুট করতে পারে।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে তখন পাসির সদস্যরা। আসল লোককে বাদ দিয়ে সামান্য এক ড্রিফটারের পিছনে ছুটেছে, অথচ ডীন টলিভার নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে। যতই অধৈর্য বা হতাশ বোধ করুক, স্বাভাবিক বিচক্ষণতা

হারায়নি ডেপুটি, টলিভারের ভেজা কাপড়ের কথা মনে পড়তে নতুন উদ্যম অনুভব করল। এমন শীতের রাতে ভেজা কাপড় নিয়ে রাইড করবার দুর্ভোগ পোহাবে না টলিভার, নির্ঘাত কোথাও থেমে কাপড় বদলাবে। হয়তো রাতটাও ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে–ঘুরপথে সার্কেল-এ বাথানে চলে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। অন্তত ওখানে তাকে খুঁজতে যাবে না পাসি।

ধারণাটা যৌক্তিক মনে হলো। ডীন টলিভারের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়। পাঁচজনকে নিয়ে তখনই সার্কেল-এর উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল সে, অন্যরা ফিরে গেল শহরে।

উত্তর দিক থেকে সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল ওরা, বার্ন আর দুটো শ্যাক র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে আড়াল করেছে ওদের। দূর থেকে নজর রাখল ব্রায়ান ম্যাকভে, বিশেষ করে বার্নে–যেহেতু ওটাই লুকিয়ে থাকবার আদর্শ জায়গা। প্রথমেই বার্ন ও শ্যাকগুলো তল্লাশি করল, তারপর পাসির সদস্যদের ছড়িয়ে পড়বার নির্দেশ দিল সে। কটনউডের আড়াল ব্যবহার করে বাড়ির দিকে এগোল ওরা।

খুব একটা আশা করছে না এখন ম্যাকভে, কিছুটা ত্যক্ত বোধ করছে। ইভলিন আর্থারের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা বোধ করল, যেহেতু আবারও মেয়েটিকে বিরক্ত করতে হবে। তবে দায়িত্ব অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই।

ঘণ্টার দড়ি টেনে অপেক্ষায় থাকল ও। ভিতরে ভিতরে প্রায় অধৈর্য বোধ করছে, ক্লান্তির কারণে একগুঁয়েমি ফুটে উঠল মুখে।

দরজা খুলল ইলিয়া গ্রীয়ার। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মেয়েটির মুখ, বিষণ্ন প্রতিমূর্তি, চোখের নীচে কালসিটে দাগ পড়েছে। মুখটা দেখেই সহানুভূতি আর করুণা বোধ করল ব্রায়ান ম্যাকভে, তবে কারণটা জানা নেই ওর।

'সুপ্রভাত,' সহাস্যে বলল ম্যাকভে। 'আবার এলাম। মিস্ আর্থার আছে তো?'

'মি. আর্থারের সঙ্গে দেখা করতে শহরে গেছে ও।'

ভুরু কোঁচকাল ডেপুটি। 'তুমি একা আছ বাড়িতে?'

'আপাতত। ফিরবার সময় লাশটা নিয়ে আসবে ও। লাশ গোর দিয়ে শহরে চলে যাব আমরা।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যাকভে। 'লাশ? আর্থার মারা গেছে না কি?'

'না। স্যাম গ্রীয়ারের লাশ।'

'ওহ্!' হঠাৎ মনে পড়ল ম্যাকভের। বলতে যাচ্ছিল: আচ্ছা! কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। 'মিস্ আর্থার তা হলে এখানে গোর দেবে স্যাম গ্রীয়ারকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...কী কারণে...গোর দেওয়ার জন্য লাশটা এখানে আনছে কেন ও?'

'ওর মনটা খুব নরম, তাই বোধহয়। তাতে কি কোন অসুবিধে আছে?'

'না, না,' দ্রুত বলল ম্যাকভে। 'মিস্ আর্থার কি আদৌ চিনত গ্রীয়ারকে? গ্রীয়ারের স্বজনরাই তো ওকে গোর দিতে পারত।'

'আমি ওর স্বজন,' শান্ত স্বরে বলল ইলিয়া। 'ওর স্ত্রী। তুমি জানো না?'

মুখে যেন সপাটে ঘুসি হাঁকিয়েছে মহিলা, এমনভাবে তাকিয়ে থাকল ব্রায়ান ম্যাকভে। বিহ্বলতা কাটিয়ে চট করে মাথা থেকে হ্যাট সরাল। রাগ, করুণা আর লজ্জা, একে একে সবই দেখা গেল মুখে। 'আমি···সত্যি দুঃখিত, ম্যা'ম! না, জানি না আমি, মিসেস গ্রীয়ার।'

কিছু বলল না ইলিয়া, ডেপুটির বিদায় হওয়ার অপেক্ষায় আছে। ম্যাকভের বুঝতে অসুবিধে হলো না মেয়েটি একা থাকতে চাইছে।

'ওকে গোর দেবে কোথায়, ম্যা'ম?'

'দক্ষিণে কটনউডের ধারে, পাহাড়ের কিনারে।'

'গুড ডে, ম্যা'ম।'

পাসির সদস্যদের জড়ো করল সে, গম্ভীর মুখে নির্দেশ দিল: 'শেডে কোদাল আর গাঁইতি থাকবার কথা। একটা কবর খুঁড়তে হবে আমাদের।'

দুই ঘণ্টায় কাজ শেষ করল ওরা। সবাই পালাক্রমে কোদাল চালিয়েছে, শুধু ম্যাকভেই ব্যতিক্রম–পুরো সময়টা হাত চালিয়েছে। তপ্ত রোদ্দুরে কাজ করবার ফাঁকে নানান চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকল ওর মন। আজকের আগ পর্যন্ত স্যাম গ্রীয়ার ছিল নেহাত দুর্ভাগা এক লোক, তার মৃত্যু একাধারে দুঃখজনক ও অস্বাভাবিক; কিন্তু ব্যাপারটা বদলে গেছে আজ। ইলিয়ার স্বামী ছিল সে, এবং অ্যাম্বুশে খুন হয়েছে। ব্রায়ান ম্যাকভে একরোখা মানুষ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন ঘটনা বিচার করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর স্পৃহা তার নেই; সহজ, সাধারণ সিদ্ধান্তটাই তার মনঃপূত হলো। অস্বাভাবিক হলেও একটা শপথ করল সে–হয় স্যাম গ্রীয়ারের খুনীকে ধরবে, নইলে ব্যাজ জমা দিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।

কাজ শেষ করতে করতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল, ইয়েলো জ্যাকেটের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা। প্রায় সবাই ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত; ডেপুটি ম্যাকভের অবস্থাই বেশি খারাপ। প্রায় মাঝরাতে শহরে পৌঁছল ওরা। শুধু সেলুনে আলো জ্বলছে, পাসির সদস্যদের কিং'স কেনু পার্লারে রেখে ল-অফিসের দিকে এগোল ম্যাকভে। ফীড করালে ঘোড়া রেখে অফিসে চলে এল।

সামনের কামরা অন্ধকার। তালা খুলে ভিতরে ঢুকল ম্যাকভে। সেল-ব্লকে চলে এল। দুই প্রহরী পোকার খেলছে। সেলের ভিতরে, বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে বাড আর্থার। নিশ্চিন্ত মনে করিডর ধরে নিজের কোয়ার্টারের দিকে এগোল সে, ভিতরে ঢুকল।

অন্ধকার কামরা। তামাকের কটু গন্ধ লাগল নাকে। ব্যাপারটা তেমন গ্রাহ্য করল না ম্যাকভে, এখানে বিশ্রাম নেওয়ার সময় হয়তো ধূমপান করেছে প্রহরীদের কেউ। দেয়াশলাই জ্বালিয়ে লণ্ঠন ধরাল ও, মাথা থেকে হ্যাট খুলে কটে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

বিছানায় বসে আছে ডীন টলিভার, ওকেই দেখছে সে।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যাকভে, বিমূঢ় বোধ করছে। হ্যাটটা ধরে রেখেছে হাতে। ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হলো ওর, যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে; ডীন টলিভারের উপস্থিতি সম্পর্কে ধাঁধা কাটছে না।

'সঙ্গে পিস্তল নেই আমার,' মৃদু স্বরে বলল ডীন। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

ডীনের কোমরের দিকে তাকাল ম্যাকভে, কোমরে বা উরুতে পিস্তল নেই ঠিকই, তবে একটা পিস্তলের উপর বসে থাকতে পারে সে। অবচেতন মনের তাগাদায় চুপ করে থাকল ডেপুটি, বুঝতে পারছে চিৎকার না করে বরং ডীনের কথা শোনাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চড়াও হতে গেলে কী ভেল্কি দেখিয়ে বসে, কে জানে! অজান্তে হাত থেকে খসে পড়ল হ্যাটটা, জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে। অস্বীকার করতে পারবে না ভিতরে ভিতরে কিছুটা ভয় পাচ্ছে; শঙ্কা বোধ করছে। 'আমরাও কথা বলতে চাইছিলাম তোমার সঙ্গে,' শুকনো স্বরে বিদ্রূপ করল ম্যাকভে। 'শোনোনি?'

'আমরা? তুমি আর এলবার? হতে পারে। তবে তোমার বসের সঙ্গে খোশগল্প করবার খায়েশ নেই আমার। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। একা। শুধু আমরা দু'জন। এখন যেমন সুযোগ পেয়েছি। কাউকে ডেকে বসো না আবার, নইলে কিন্তু পস্তাবে।'

'তুমিও পস্তাতে পারো,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল ম্যাকভে। 'জানালায় বার লাগানো। চাইলেও পালাতে পারবে না।'

'বলছিলাম আমার কথা না শুনলে পরে হয়তো অনুতাপ হবে তোমার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আউটলকে দেখল ম্যাকভে, অনুভব করল ক্রমশ সমস্ত রাগ ম্লান হয়ে যাচ্ছে ওর। শেষে মাথা নাড়ল। 'এখানে না এসে কাল রাতেই আত্মসমর্পণ করতে পারতে, তা হলে এত ঝক্কি সইতে হত না আমাদের!'

'আমার সব কথা শুনবার পর কারণটা বুঝতে পারবে।'

ধীরে ধীরে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ম্যাকভে, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ডীন টলিভারের। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ডেপুটি, দরজার মুখোমুখি, মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি ডীনের উপর থেকে। *মোক্ষম সময়ে,* ভাবল সে, *কথাবার্তার পর আদৌ ওকে শিকের ভিতর ঢোকাতে পারব কি না কে জানে!*

'জলদি বলো,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল সে, তেমন আত্মবিশ্বাসী মনে হলো না কণ্ঠ। 'যত জলদি তোমাকে জেলে ঢোকাতে পারব, তত আগে স্বস্তি!'

'কাল যখন সার্কেল-এতে গিয়েছিলে, গ্যালারিতে ছিলাম আমি,' বলল ডীন। 'মিস্ আর্থারের সঙ্গে তোমার আলাপ শুনেছি। বলছিলে তুমি বিশ্বাস করো না যে আমিই গুলি করেছি গ্রীয়ারকে।'

'ঠিকই শুনেছ।'

'কাজটা আর্থারের, তাও মনে করো না তুমি।'

'ধারণাটা আজগুবি–হালে পানি পায় না, অন্তত আমার কাছে।'

'ঠিকই অনুমান করেছ.' ডেপুটিকে দেখছে ডীন। 'আমরা কেউই গুলি

করিনি গ্রীয়ারকে। জনুসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের ছাদ থেকে গুলি করা হয়েছে, গানফ্ল্যাশ দেখেছি আমি।'

ভয় চলে গেছে ম্যাকভের। কার সঙ্গে কথা বলছে, তাও বিস্মৃত হয়েছে। 'জানি। দেখেছ না কি কে গুলি করেছে?'

'না। দেখতে পেলে লোকটাকে খুন করে ফেলতাম। পাসির তাড়া খেয়ে শহর ছেড়েছি আমি।'

'চাইছ লোকটাকে খুঁজে বের করি আমি? ধ্যেৎ! এই শহরে কয়েকশো লোক আছে, এদের যে-কেউ গ্রীয়ারের খুনী হতে পারে।'

'উঁহুঁ, পাঁচজনের যে-কোন একজন। মাত্র পাঁচজন।'

দারুণ মনোযোগী হয়ে পড়েছে ম্যাকভে, চেয়ারে পিঠ টানটান করে বসল। 'কীভাবে জানলে?'

'মিস্ আর্থারের পিছু নিয়ে সার্কেল-এতে গিয়েছিলে তোমরা, আর্থার আর আমাকে ধরতে। তোমাদের সঙ্গে থর্টন ছিল।' ম্যাকভে নড করতে খেই ধরল ডীন। 'মনে আছে, তোমরা বাড়িতে ঢুকলে যখন, একটা চিঠি খুলছিল ইভলিন?'

মাথা নাড়ল ডেপুটি।

'যা হোক, একটা চিঠি খুলছিল ও তখন, আর্থারের লেখা। তোমাদের ঢুকতে দেখে চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ও। পরে, তোমরা চলে আসবার পর চিঠিটা পড়তে যায় ইভলিন, গিয়ে দেখে নেই ওটা...চুরি হয়ে গেছে।'

'কী ছিল চিঠিতে?'

'তোমাদের বা মিস্ আর্থারের আগে ওখানে গিয়েছিলাম আমরা। চিঠিটা ইলিয়া গ্রীয়ারের কাছে রেখে এসেছিলাম।' ক্ষণিকের জন্য থামল ডীন, ডেপুটিকে দেখছে। 'চিঠিতে লেখা ছিল পরের রাতে শেরিফের কাছে গ্রীয়ারকে নিয়ে যাব। গতরাতের কথা বলা হয়েছিল। সত্যি সত্যি গিয়েছি আমরা, কিন্তু খুন হয়ে গেল গ্রীয়ার।'

অখণ্ড মনোযোগে শুনছে ব্রায়ান ম্যাকভে, প্রতিটি শব্দ গেঁথে নিচ্ছে মনে। বাম হাত তুলে তালু মেলে ধরল ডীন টলিভার, আঙুল ছড়িয়ে কনিষ্ঠ আঙুল চেপে ধরল অন্য হাতে, বলল: 'এলবার, থর্টন, হিনম্যান আর তুমি–চারজন ছিলে তোমরা। তোমাদের কেউ খুন করেছে গ্রীয়ারকে...'

'পাঁচজনের কথা বলেছ একটু আগে...'

'অন্যজন অবশ্য সেখানে ছিল না,' ব্যাখ্যা করল ডীন। 'আউটল হাঙ্ক ফস্টারের কথা বলছি। সন্দেহের তালিকায় সেও পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয় না গ্রীয়ারের খুনের ব্যাপারে হাত আছে ওর।'

'তুমি ভাবছ আমিই খুনী,' দ্রুত বলল ম্যাকভে। 'সেজন্যই এসেছ এখানে।'

'উঁহুঁ, তোমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত বলেই কথা বলতে এসেছি।'

অদ্ভুত হলেও, আচমকা প্রবল স্বস্তি বোধ করল ম্যাকভে, তবে মুখে

কিছুই প্রকাশ পেল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুক চুলকাল সে। 'সেক্ষেত্রে বলা যায় গ্রীয়ারের প্রতি কারও বিদ্বেষ ছিল। বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ওকে খুন করেছে কেউ। থ্রী রীভারস জড়িত নয়, কারণ উপযুক্ত অ্যালিবাই আছে জ্যাক মেদারের।'

ক্ষীণ হাসল ডীন। 'খুনী যেই হোক, আসলে সে থ্রী রীভারসের মালিক।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডেপুটি, শেষে মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, মেদারই আছে থ্রী রীভারসের পিছনে।'

শান্ত, নির্লিপ্ত স্বরে সব ঘটনা খুলে বলল ডীন। সবকিছু খোলসা করা দরকার। ইভলিনের সঙ্গে পরামর্শ বা ভুয়া ডীডের প্রসঙ্গ থেকে জ্যাক মেদার সম্পর্কে জানা সব তথ্যই জানাল। গ্রীয়ারকে অপহরণ করবার ঘটনা বা গ্রীয়ারকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে মেদারের অনীহার কথা বলল–আর্থার জেলে ঢোকায় সাক্ষী সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে থ্রী রীভারস ম্যানেজার।

যুক্তি আর ঘটনার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে জ্যাক মেদারের বিপক্ষে অভিযোগ দাঁড় করাল ডীন, শেষে প্রমাণ করল গ্রীয়ারের মৃত্যুতে একমাত্র মেদারই লাভবান হয়েছে। উপসংহার টানল মেদার ও থ্রী রীভারস ক্রুদের অ্যালিবাই সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে, গ্রীয়ার খুন হওয়ার রাতে সবাই জনসমক্ষে ছিল; কিন্তু আসলে থ্রী রীভারসের পিছনে, অচেনা লোকটিই খুন করেছে গ্রীয়ারকে। অন্য কারও খুনী হওয়ার কারণ নেই।

থামল ডীন, ডেপুটিকে কথাগুলো হজম করবার সময় দিল।

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' আগ্রহী স্বরে মন্তব্য করল ম্যাকভে। 'কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে?'

'পারব। কিছুটা সময় লাগবে, এই যা।'

'কীভাবে?'

'এক সপ্তাহের মধ্যে খুনীকে পাকড়াও করব। মেদারকে সে-ই পরামর্শ বা নির্দেশ দিচ্ছে। তোমার হয়ে জেলে ঢোকাব ওকে।'

ব্রায়ান ম্যাকভের কাছে বাগাড়ম্বর মনে হলো কথাটা। 'জীবনে বড়বড় বুলি কম কপচাওনি, টলিভার,' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'যার বেশিরভাগই ফালতু কথা। অন্তত এবার পারবে না।'

'পারব, যদি সাহায্য করো তুমি।'

'আমি? মাথা খারাপ! আইনের লোক হিসেবে তোমাকে শিকের ভিতর ঢোকানোর কথা আমার!'

'কিন্তু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবার শপথও নিয়েছ তুমি। না কি ভয় পাচ্ছ আমাকে?'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করছি, তাই না?' তপ্ত স্বরে বলল ম্যাকভে।

নড করল ডীন। 'হ্যাঁ। অযথা চেঁচামেচি ছাড়া, কর্তৃত্ব না ফলিয়ে, হুমকি না দিয়ে কথা বলছ; আমার দিকে পিস্তলও তাক করে রাখোনি। সম্ভবত আমরা দু'জনেই খুন-জখম ঘৃণা করি বলেই ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনছ। অবশ্য তারপরও একটা ব্যাপারে সন্দিহান আমি।'

'কী?'

'ভাবছি খুনীর প্রতি ঘৃণা না কি ব্যাজের প্রতি মোহ বেশি তোমার।'

রাগে লাল হয়ে গেল ম্যাকভের মুখ, মুহূর্তের জন্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ডীনের দিকে; তারপর নিজেকে সামলে নিল। সাবধানী চাহনি ফুটে উঠল চোখে। তলে তলে লজ্জিত বোধ করছে ম্যাকভে, ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে টলিভার। আউটলর কথাটা আপাত দৃষ্টিতে সত্যি মনে হলেও, আসলে সত্যি নয়। সেটা প্রমাণ করতে, নিজের কাছে, স্রেফ ইলিয়া গ্রীয়ারের কথা স্মরণ করতে হলো। গ্রীয়ারের খুনীকে ধরবার বিনিময়ে ব্যাজটা দু'পেগ হুইস্কির দামে বিক্রি করে দিতেও আপত্তি নেই ওর।

'কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করব আমি। প্রমাণ করব তুমি একজন মিথ্যুক!'

'আমাকে সাহায্য করবে তো, যদি তাতে আইনও ভাঙতে হয়?'

গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাকভের মুখ। 'হ্যাঁ। খুনোখুনি ছাড়া আর সবই করব।'

'সাত হাজার ডলার পুরস্কার পায়ে ঠেলে দিচ্ছ তুমি।'

'বাউন্টি হান্টার নই আমি,' থমথমে মুখে জবাব দিল ম্যাকভে। 'আর তুমি প্রমাণ করেছ, ডীন টলিভার সন্তাদরের কোন আউটল নয়। এটাও ভুলে যাব আমি।'

হাত মেলাল না ওরা, কারণ প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। ম্যাকভে সম্পর্কে ডীনের সংশয় সামান্য হ্যান্ডশেকে কেটে যাবে না, আবার ডীনের উপর ম্যাকভের আস্থাও তৈরি হবে না। দু'জনের অহঙ্কারই নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছে কারও নেই।

সৎ উদ্দেশ্য বোঝাতে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে টেবিলের উপর রাখল ব্রায়ান ম্যাকভে, চেয়ারে আয়েশ করে বসল, বলল: 'আমরা যেহেতু পার্টনার, একে অন্যকে বিশ্বাস না করলে চলবে না। যাক্‌গে, প্রথমে কী করতে চাও?'

দাঁত বের করে হাসল ডীন, কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'শুনে যাও, চিন্তা করে দেখো ঠিক অনুমান করছি কি না। আমি যেভাবে ভাবছি, তা হচ্ছে—মেদার আর ওর পিছনে যে-ই থাকুক, স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছে। আর কিছু না করলেও চলবে ওদের। কারণ আইনই বাড আর্থারের ব্যবস্থা করবে। ঠিক বলেছি?'

নড করল ডেপুটি।

'তো, ওরা যাতে চাল দিতে বাধ্য হয়, সেজন্য একটু খোঁচা দেব আমরা।'

অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল ডেপুটি। 'কীভাবে?'

'জাল ডীডটা হাতিয়ে নাও।'

ঝট করে সিধে হলো ম্যাকভে, ক্লান্ত চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে। দীর্ঘক্ষণ কিছুই বলল না, তারপর বিড়বিড় করল: 'মানছি, তা হলে চাল দেবে ওরা। কিন্তু কীভাবে...' কথাটা শেষ করল না সে. নিজে থেকে চুপ মেরে

গেছে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডীনের দিকে।

জানালার দিকে খানিক পাশ ফিরল ডীন, যেন গভীর মনোযোগে কিছু দেখছে। বাইরে ক্ষীণ খসখসে শব্দ। সহসা সক্রিয় হলো ডীন। চট করে হাত বাড়াল ও, টেবিলের উপর থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে ঝটিতি ছুঁড়ে মারল লণ্ঠনের দিকে। একইসঙ্গে কটের কিনারা ধরে টান দিল, কাত হয়ে মেঝেয় পড়ল কট। লণ্ঠন নিভে গেছে, কটের এপাশে মেঝেয় পড়ল ডীন; একই সময়ে জানালায় গর্জে উঠল একটা শটগান। কান ফাটানো শব্দের পরপরই ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল, গলির দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ শব্দের প্রভাব তখনও মিলিয়ে যায়নি, বিছানার ওপাশে দেয়াল থেকে ঝুরঝুর শব্দে পলেস্তারা খসে পড়ছে। চট করে উঠে দাঁড়াল ডীন, ম্যাকভের দিকে মনোযোগ দিল। বিস্ময়ের ধাক্কায় চেয়ারের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেছে ডেপুটি, উঠে বসল সে।

'ব্যথা পাওনি তো, ব্রায়ান?'

'ন্-না।'

'শোনো, যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে ফেলো। প্রহরীদের ধাপ্পা দিয়ে সেল-ব্লকের দিকে নিয়ে যাও, নইলে এখানে এসে পড়বে সবাই! খোঁজখবর নিয়ে দেখো ওই চারজনের কে কে শহরে আছে। ফীড করালে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

দরজার ওপাশে ছুটন্ত পদশব্দ শুনে কবাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ডীন। দ্রুত পায়ে এগোল ম্যাকভে, দরজা খুলে মুখোমুখি হলো গার্ডদের।

'বাইরে!' চেঁচাল ডেপুটি। 'এক হারামজাদা গুলি করেছে আমাকে! আলাদা হয়ে গলিতে চলে যাও সবাই!'

ম্যাকভে নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ল-অফিস থেকে। পাঁচ প্রহরী তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাল আশপাশে, এদিকে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল ডীন, রাস্তা ধরে এগোল ফীড স্টেবলের দিকে।

খোঁজাখুঁজি শেষে, ব্যর্থ হয়ে দুই দল একত্র হলো গলির মাঝখানে। সমানে খিস্তি করছে ব্রায়ান ম্যাকভে। অন্ধকার গলি ধরে সরে যেতে কোন সমস্যাই হয়নি অ্যাম্বুশকারীর।

'হয়েছে কী, ব্রায়ান?' জানতে চাইল একজন।

'কী হয়েছে?' রাগে কেঁপে গেল ডেপুটির কণ্ঠ। 'কটে শুয়ে ছিলাম, এমন ক্লান্ত লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ বাইরে হালকা শব্দ কানে এল, তারপর জানালার ওপাশে নড়াচড়া চোখে পড়ল। সময়মত হ্যাট দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে লাফ না দিলে ঠিক ফুটো হয়ে যেতাম! হারামজাদা জানালা দিয়ে শটগান হাঁকিয়েছে!'

'নির্ঘাত ডীন টলিভার,' বাতলে দিল এক প্রহরী। 'শুনে মনে হচ্ছে ওরই কাজ।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ম্যাকভে, তখনই উপলব্ধি করল সন্দেহটা ধরে রাখা উচিত। 'সম্ভবত,' প্রায় গর্জে উঠল সে। 'হারামজাদার কাজই এমন!'

যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে ডীনকে, নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য আরও পাঁচ মিনিট দলবল নিয়ে অলি-গলিতে টুঁ মারল ম্যাকভে, তারপর প্রহরীদের সেল-ব্লকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। কৌতূহলী কিছু লোক জমায়েত হয়েছে ল-অফিসের সামনে, সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে বলল ম্যাকভে। অনুমান করল শিগ্‌গিরই উপস্থিত হবে জর্জ এলবার, তবে শেরিফের বক্তব্য বা পরামর্শ শুনবার ইচ্ছে নেই ওর। ডীনের কথাগুলো মনে করতে করতে, ক্লান্ত দেহে নেমে এল রাস্তায়।

হোটেলের রেজিস্ট্রার খাতা দেখে জানা গেল শহরেই আছে সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যান। লেসি থর্টন শহরে আছে কি না, ওর প্রশ্নে নেতিবাচক উত্তর দিল বিল থমসন। এলবার তো আছেই। আর আছে সে—চতুর্থজন।

তবে কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখতে রাজি নয় ম্যাকভে। তিনটে সেলুনে টুঁ মেরে লেসি থর্টনের খোঁজ নিল। দুটোয় কোন খবর পাওয়া গেল না।

কিং'স কেনু পার্লারে ঢুকেই জ্যাক মেদারকে বারের কাছাকাছি দেখতে পেল, ফ্রককোট পরা সুদর্শন এক লোকের সঙ্গে পান করছে। লোকটার হাতে বাকস্কিনের দস্তানা।

নতুনভাবে সন্দেহের দোলা অনুভব করল ম্যাকভে, বারের কাছাকাছি চলে এসেছে। 'শুনেছ নিশ্চই, কেউ একজন গুলি করেছিল আমাকে? সবার অ্যালিবাই যাচাই করছি। শটগানের গুলির শব্দের সময় কোথায় ছিলে তুমি?'

দাঁত বের করে হাসল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, তারপর বারকীপের দিকে তাকাল। 'কোথায় ছিলাম আমি, ব্রুস?'

'এখানে,' জানাল ব্রুস কিং। 'ওর বন্ধু সহ পান করছিল।'

'একটা ড্রিঙ্ক দাও তো,' বিতৃষ্ণার সঙ্গে নির্দেশ দিল ম্যাকভে।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল মেদারের সঙ্গী। 'ডীন টলিভারই তোমার লোক, মাথায় আসেনি?' নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞেস করলেও লোকটার কণ্ঠে স্বস্তি চাপা থাকল না।

নিদারুণ বিতৃষ্ণা ফুটল ম্যাকভের মুখে। 'মনে হবে না কেন। প্রমাণ না পেলেও, ধরে নেওয়া যায় ও-ই দায়ী।' মুখে বললেও ড্রিঙ্ক গিলবার সময় আসল লোকটির পরিচয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে গেল সে।

'তো, ব্রায়ান,' মুখ খুলল মেদার। 'কাল সার্কেল-এতে উঠছি আমরা। তুমি বরং শেরিফকে কথাটা জানিয়ে দিয়ো।'

'তাই নাকি?' স্পষ্ট বিস্ময় প্রকাশ পেল ডেপুটির কণ্ঠে।

'প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে আমার,' শান্ত স্বরে ব্যাখ্যা করল মেদার। 'আরও দুই সপ্তাহ আগেই উঠবার কথা, স্রেফ ভদ্রতাবশত এতদিন অপেক্ষা করেছি। আর্থারের সঙ্গে মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে, যেহেতু আমার সাক্ষীকে একাধিকবার খুন করবার চেষ্টা করেছে সে। হয়তো এ কারণে ফাঁসিও হয়ে যাবে ওর। যাকৃগে, আর দেরি করতে রাজি নই আমি। তোমাদের পক্ষ থেকে কোন অসুবিধে নেই তো?'

'মনে হয় না।'

'ব্যাপারটা যাতে শোভন হয়, তাই করছি আমি। শেরিফকে আমার হয়ে বলে দিয়ো। আর, মিস্ আর্থারকেও জানিয়ে দিতে পারো।'

'দেব।' বিদায় জানিয়ে জুয়ার টেবিলের কাছাকাছি চলে এল ম্যাকভে, আরও কয়েকজনের অ্যালিবাই যাচাই করে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। ফীড স্টেবলের দিকে এগোল ও। জ্যাক মেদারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ডীন টলিভার জানতে পারলে কী করবে, কে জানে!

গলি ধরে ফীড করালের পিছনে এসে উপস্থিত হলো সে, ড্রাইভওয়ের দিকে এগোচ্ছে, এ-সময় পিছনে নিচু একটা কণ্ঠ শুনতে পেল: 'তো?'

ডীন টলিভার।

'এলবার শহরে ছিল,' জানাল ডেপুটি। 'হিনম্যান ছিল হোটেলে। আমি ছিলাম তোমার সঙ্গে, আর ঘটনার সময় কিং'স কেনু পার্লারে অপরিচিত এক লোকের সঙ্গে গল্প করছিল জ্যাক মেদার।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'ফিটফাট চেহারা। ফ্রক কোট, হাতে বাকস্কিনের দস্তানা। আমাকে বলল কাজটা তোমার।'

বোধহয় হাঙ্ক ফস্টার, অনুমান করল ডীন। তা হলে মেদারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সে! অন্ধকারে ক্ষীণ হাসল ও, ফস্টারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। টাকার গন্ধ পেলে জাতশত্রুর পা টিপতেও বাধবে না আউটলর।

'কী বুঝলে? চারজনের তিনজনই তো শহরে ছিল।'

'বুঝতে পারছি না!'

'অপরিচিত লোকটার ব্যাপারে কী বুঝলে? ভাল কথা, মেদার কাল সার্কেল-এর দখল নেবে।'

মুহূর্ত খানেকের নীরবতা। তারপর সঙ্গীর চাপা, প্রায় নিঃশব্দ হাসি শুনতে পেল ম্যাকভে। 'মজার কী হলো?' জানতে চাইল সে।

'মজার কিছু নয়, শুধু একটা ব্যাপার—ডীডের গুরুত্ব বেড়ে গেল আরও। ওটা চুরি না করলে আর চলছে না। শোনো,' দ্রুত বলে গেল ডীন, মনোযোগ দিয়ে শুনল ব্রায়ান ম্যাকভে—বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে গেছে চোখজোড়া।

আঠারো

পরদিন সকালে খোশমেজাজে অফিসে ঢুকল শেরিফ জর্জ এলবার। ভিতরে ঢুকে ডেপুটিকে সুইভেল চেয়ারে আয়েশ করে বসে থাকতে দেখতে পেল সে—ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়েছে. মাথার পিছনে দু'হাত বাঁধা।

'তো, শুনলাম গতরাতে না কি তোমাকে গুলি করেছে কেউ?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। তুমি কোথায় ছিলে তখন?'

'ঘুমাচ্ছিলাম।'

'শেরিফ হয়েও দেখতে আসোনি কী ঘটেছে। বোধহয় আমার লাশ পড়ে গেলে আসতে?'

সতর্ক চাহনি ফুটে উঠল শেরিফের চোখে। 'কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছে তোমার? অযথা খেপে যাচ্ছ!'

'কার মুখ দেখেছি মনে পড়ছে না, তবে দেখে যে ভাল লাগেনি সেটা বলতে পারি। এমন একটা রাত কাটানোর পর তোমারও তাই মনে হত, চোখ বুজলেই ঘটনাটা মনে পড়ছিল–অল্পের জন্য মিস্ হয়েছে!' তিক্ত স্বরে বলে গেল ম্যাকভে, শেরিফের চেয়ার ছাড়বার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী মনে হলো না, যদিও প্রায় নাখোশ হয়ে গেছে এলবার।

কোন একটা ব্যাপার আছে, টের পেয়ে ডেস্কের উপর ঝুঁকে এল শেরিফ। 'ব্যাপার কী, বলো তো!'

'অতিষ্ঠ হয়ে গেছি!' গম্ভীর মুখে বলল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'টলিভার হারামজাদাকে সারারাত ধাওয়া করলাম, চোখে-মুখে ধুলো জমানো ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আমাকে নিয়ে ইচ্ছেমত হেসেছে সবাই, সমালোচনা করেছে, কারণ গ্রীয়ারের খুন সম্পর্কে আজগুবি গল্প বিশ্বাস করিনি। তারপরই আমাকে বাকশট ছুঁড়ল কেউ। আর এখন তুমি জানতে চাইছ কী ব্যাপার! কাল রাতেই কি যথেষ্ট হয়নি?'

'আমাদের দায়িত্ব শেষ,' সহাস্যে বলল এলবার। 'হপ্তাখানেকের মধ্যে আর্থারের ট্রায়াল হয়ে যাবে, এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব সবাই।'

অসন্তোষে বিড়বিড় করল ম্যাকভে। 'মেদার তোমাকে একটা কথা জানাতে বলল। আজই সার্কেল-এতে মুভ করবে সে।'

সামান্য ভুরু কোঁচকাল শেরিফ।

'আইনের দৃষ্টিতে না কি বাধা নেই, তাই আজই মুভ করবে ওরা।'

'সম্ভবত ঠিকই বলেছে,' নড করে একমত হলো শেরিফ। খোশমেজাজে আছে সে, বোধহয় কোন কিছুতে হতোদ্যম হবে না; কিন্তু ম্যাকভেও নাছোড়বান্দা, এত অল্পে হাল ছেড়ে দিতে নারাজ।

'করোনারের কাছে গিয়েছিলাম,' বলল ডেপুটি, ড্রয়ার থেকে কয়েকটা জিনিস বের করল–কয়েন, দেয়াশলাই, ছুরি, তামাকের প্যাকেট আর জীর্ণ একটা চিঠি। 'এগুলো ছিল গ্রীয়ারের পকেটে।'

সামান্য আগ্রহও দেখা গেল এলবারের মধ্যে। জিনিসগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিস্পৃহ স্বরে বলল: 'মেদারের হাতে তুলে দিতে হবে এসব।'

'উঁহুঁ, দেব না।'

চোখ তুলে তাকাল শেরিফ। 'কেন?'

খামটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল ম্যাকভে। 'ভিতরের চিঠিটা পড়ো।'
পড়ল শেরিফ। ছোট্ট একটা চিরকুট, মলিন হয়ে গেছে। লেখাটা:

আমি ঠিকই আছি। দুশ্চিন্তা কোরো না।
শিগ্গিরই দেখা হবে।

—স্যাম

'সম্ভবত স্ত্রীকে লিখেছিল গ্রীয়ার,' মন্তব্য করল শেরিফ। 'কিন্তু আর্থার ওকে খুন করায় পাঠানোর সুযোগ পায়নি।'

'কোন কিছু অস্বাভাবিক লাগছে না তোমার?'

'কই, না তো!' চিঠিটা আবারও পড়ল সে, উল্টেপাল্টে দেখল।

'মনে আছে, মেদারের ডীডটা দেখবার জন্য থ্রী রীভারসে গিয়েছিলাম আমরা?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'গ্রীয়ারের স্বাক্ষরটা মনে আছে?'

'অবশ্যই। সাক্ষী হিসেবে ডীডে সই করেছে সে।'

ডেস্ক থেকে পা সরাল ব্রায়ান ম্যাকভে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। হাত চালিয়ে হ্যাটটা ঠেলে দিল পিছনে। তারপর নিস্পৃহ স্বরে বলল: 'ডীডের স্বাক্ষর আর এই চিঠির লেখায় মিল নেই।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জর্জ এলবার। খোশমেজাজ উবে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। কাল রাতে লেখা নোটটাকে মলিন বানাতে হয়েছে, পরিশ্রমটা বিফলে যায়নি দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল ম্যাকভে।

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল এলবার, সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল: 'তুমি নিশ্চিত?'

'তুমি নিজেও দেখেছ ডীডটা। মনে আছে, গ্রীয়ারের লেখার ধরন কেমন? গোটা গোটা হরফ, তবে খানিকটা কাঁপা কাঁপা, যেন ছবি আঁকছে। তো, চিঠির লেখাটা মোটেও সেরকম নয়।'

'ঈশ্বর!' সবিস্ময়ে চিৎকার করল শেরিফ। 'এর মানে বুঝতে পারছ?'

'বুঝব না কেন? মানে হচ্ছে, ডীডের স্বাক্ষর যে স্যাম গ্রীয়ারের, এটা প্রমাণ করতে হবে জ্যাক মেদারকে।'

'কিন্তু...দূর, ও তো সার্কেল-এতে উঠছে আজ! নির্ঘাত খেপে যাবে সে। আমরা বাধা দিতে গেলে লড়াই করবে। সেক্ষেত্রে...মহা ঝামেলায় পড়ে যাব। এখন যা অবস্থা, তারচেয়ে খারাপ হবে অবস্থা।' শঙ্কা আর বিতৃষ্ণায় করুণ হয়ে গেছে এলবারের মুখ, অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সে। 'কী করব আমরা এখন?'

শ্রাগ করল ম্যাকভে। 'আমি তো আছি,' উৎফুল্ল স্বরে বলল।

'দেখো, বাছা, কাল আর্থারকে কোর্টে উপস্থিত করা হবে। সেখানে আমার না থাকলেই নয়। তুমি বরং থ্রী রীভারসে চলে যাও, ডীডটা দেখে

এসো একবার।'

'কিচ্ছু করব না আমি!'

কঠিন হয়ে গেল শেরিফের মুখ। 'চাকুরি টিকিয়ে রাখতে চাও না, ব্রায়ান?'

'অত বিপদে পড়িনি যে চাকুরি টিকিয়ে রাখতে গিয়ে একটা রেঞ্জ ওঅর শুরু করে দেব। উঁহুঁ, তারচেয়ে বরং ইস্তফা দেব।' দাঁত বের করে হাসল ম্যাকভে। 'তখন কী হবে তোমার অবস্থা, জর্জ? মেদারকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, অথচ কোন ডেপুটি থাকবে না, পাবেও না। জেনে-শুনে আত্মহত্যা করবে না কেউ।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেরিফ, দৃষ্টিতে অসন্তোষ।

'একটা বিকল্প আছে বোধহয়,' মাথা চুলকে বলল ম্যাকভে। 'গতরাত থেকে প্ল্যানটা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়, অনেক ভেবেছি–কাজও হয়ে যাবে বোধহয়। মেদার খেপে যাবে না, আবার গ্রীয়ারের স্বাক্ষর জাল কি না তাও জানা যাবে।'

'কীভাবে?'

'খবর দিয়ে মেদারের কাছে পাঠাও একজনকে, বলতে হবে সার্কেল-এর দখল নেওয়ার আগে যেন ডীড নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে সে। মেদারকে বলবে দখল যে অবৈধ নয়, নিশ্চিত হতে হবে। সেজন্য স্রেফ একনজর দেখবে ডীডটা।'

'গ্রীয়ারের স্বাক্ষর যদি জাল হয়?'

দু'হাত ছড়িয়ে দিল ম্যাকভে। 'তা হলে ইউএস কমিশনারের অফিসে পাঠিয়ে দেবে ডীডটা। ওরাই এ নিয়ে মাথা ঘামাবে।'

মুহূর্ত খানেক ভাবল শেরিফ, তারপর বলল: 'ঠিকই বলেছ। মেদারের সন্দেহ না জাগিয়ে ডীডটা দেখতে পারব আমরা। একজন লোক পাঠাচ্ছি এখনই।'

সশব্দে খুলে গেল দরজা, ভিতরে পা রাখল মোটামুটি সৌম্য চেহারার এক লোক। ভূমি রেকর্ড অফিসের কেরানি। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রিপোর্ট করল সে: 'জর্জ, কাল রাতে আমার অফিসে ঢুকেছিল কেউ।'

ভুরু কোঁচকাল এলবার। 'কাউন্টি রেকর্ড অফিসে কেউ ঢুঁ মারবে কেন? কিছু খোয়া গেছে না কি?'

'মনে হয় না। বইপত্র সব ঠিকই আছে। দলিলপত্র ধরেনি কেউ। তবে তালাটা ভাঙা পেয়েছি।'

'দেখো এসো তো, ব্রায়ান,' ডেপুটিকে নির্দেশ দিল শেরিফ।

কেরানির পিছু পিছু ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকভে।

ইয়েলো জ্যাকেট কাউন্টি অফিসের নিজস্ব কোন ভবন নেই। জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের দোতলার কয়েকটা কামরা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একেবারে শেষে কোর্টরুম। বাইরের ঝুলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় দোতলায়। কেরানির পিছু নিয়ে উঠে এল ম্যাকভে, ভাঙা তালাটা খুঁটিয়ে দেখল। 'বেশ,

বোঝা গেল ভাঙা হয়েছে এটা,' মাথা চুলকে বলল ও। 'কিন্তু ভিতরে যেহেতু কিছু খোয়া যায়নি, সমস্যাটা কী?'

হেসে উঠল কেরানি। 'মনে হয় না কোন সমস্যা আছে।'

'নতুন একটা তালার ব্যবস্থা করছি আমি।' কেরানিকে আশ্বস্ত করে নীচে নেমে এল ম্যাকভে। চাপা হাসি ওর মুখে। যে-জন্যই এসে থাকুক, কোন চিহ্ন বা নমুনা রেখে যায়নি ডীন টলিভার, ভাঙা তালা ছাড়া কেউ যে এখানে ঢুকেছে তার কোন প্রমাণ নেই। এদিকে ও নিজেও বেশ কাজ দেখিয়েছে, ডীডের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে শেরিফ।

দু'জনে জোড়াটা ভালই মিলেছে, উপসংহারে পৌঁছল ম্যাকভে।

তবে সে আশা করছে, বিবেকের তাড়নায় শেষে কষ্ট পেতে হবে না। গতরাতে শটগানের গুলির ঘটনা মনে পড়তে বিবেকের তাড়না মুহূর্তে উবে গেল, শুধু একটা ব্যাপারই মনে থাকল—চারজনের একজন স্যাম গ্রীয়ারের সম্ভাব্য খুনী: এলবার, হিনম্যান, থর্টন···না কি মেদারের কোন ভাড়াটে লোক?

উত্তরটা জানা নেই, কিন্তু জানা থাকলে ভাল হত, স্বস্তি পেত ম্যাকভে; কারণ লোকটা যে-ই হোক, জানে ডীন টলিভারের সঙ্গে কথা বলছিল ও।

*

ভোরের উন্মেষে দূর থেকে সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চ হাউসের চিমনিতে ধোঁয়া দেখতে পেল ডীন টলিভার। ঘোড়ার গতি কমিয়ে এগোল ও, মিনিট কয়েক পর নক্ করল সদর দরজায়।

ইলিয়া গ্রীয়ার দরজা খুলল। ক্ষীণ হাসল ওকে দেখে।

'কাল রাতে বোধহয় খুব একা লেগেছে তোমার?'

'অভ্যস্ত হয়ে গেছি,' বিষণ্ন হেসে বলল ইলিয়া। 'স্যামকে নিয়ে অনেক ভাবলাম। এখন মনে হচ্ছে, মরে গিয়ে বেঁচে গেছে ও। অনেক দুর্ভোগ ছিল ওর কপালে। নিশ্চই বুঝেছ, স্যামের উপর ছড়ি ঘুরানোর মওকা পেয়ে গিয়েছিল জ্যাক মেদার?'

'অনুমান করেছি।'

'একটা খুন করেছিল ও,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ইলিয়া। 'ক্ষমাহীন খুন। রাগে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর, লোকটাকে খুন করে ফেলে। মেদার দেখে ফেলেছিল ঘটনাটা। তিনটা বছর স্যামকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়েছে সে, টেক্সাস থেকে এখানে আনিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও ওই খুনের কথা ভুলতে পারেনি স্যাম, সারাক্ষণই অনুশোচনা করত। একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছিল মানুষটা। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি আমি।' শ্রাগ করল মেয়েটি। 'এতেই বোধহয় ভাল হয়েছে, না? মেদার বা অন্য কেউ আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওর।'

নড করল ডীন, ইলিয়া গ্রীয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনাবোধের প্রতি সমীহ বোধ করছে।

'সেজন্যই ওর মৃত্যুতে ততটা কষ্ট লাগেনি। ওর অভাব বোধ করব আমি, কিন্তু বেচারা তো বেঁচে গেল—অনুতাপ, অপরাধবোধ আর টানাহেঁচড়া

থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়েছে। এখন আর ওকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করাতে পারবে না মেদার।' ক্ষীণ হাসল ইলিয়া। 'নাস্তা খাওনি নিশ্চই?'

'না, ম্যা'ম।'

'একটু অপেক্ষা করো, নাস্তা তৈরি করে ফেলব।'

'এই ফাঁকে বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখব আমি। অসুবিধে নেই তো?'

'নাহ্।'

বাড়ির সামনের অংশের দিকে চলে গেল ডীন, আর রান্নাঘরে নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইলিয়া গ্রীয়ার। রহস্যময় এই লোকটি সম্পর্কে ভাবছে ও, ইভলিন আর্থার হয়তো একবার পছন্দ করবে কিংবা পরমুহূর্তে ঘৃণা করতে পারে; কিন্তু ডীন সম্পর্কে ইলিয়ার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ডীনকে পছন্দ করে ও। আউটল আর সাধারণ মানুষই হোক, একমাত্র ডীনই স্যাম গ্রীয়ারকে সাহায্য করেছে, বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া, ডীনই গ্রী রীভারস থেকে মুক্ত করেছে ওকে, যেখানে মাতাল ক্রুরা সারাক্ষণই বিরক্ত করত ওকে, লোভী দৃষ্টিতে তাকাত; প্রতিদিনই ওকে উত্ত্যক্ত করত মেদার, দুর্বিষহ কয়েকটা দিন কেটেছে গ্রী রীভারসে, দুশ্চিন্তায় সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হত–আশঙ্কা করত কোন একদিন নেকড়ের দলের মুখে গ্রীয়ারকে ছেড়ে দেবে মেদার–বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

ওদেরকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছে ডীন। তাকে পছন্দ করবার কারণ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

নাস্তা তৈরি হওয়ার পর ডাইনিং টেবিলে বসল ডীন, মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'ম্যাকভের কাছে শুনলাম আজ নাকি ফিউনেরাল?'

নড করল ইলিয়া, খানিকটা বিস্ময়ের সুরে জানতে চাইল: 'ও কি ডেপুটি না?'

হাসল ডীন। 'ওর সঙ্গে কথা বললাম কীভাবে, এটাই ভাবছ তো? আসলে...অনেক কিছু বুঝবে না বা তোমার মাথায় ঢুকবে না এখন, ইলিয়া, দয়া করে কৌতূহলী হয়ো না। পরে বলব সব।'

'তুমি...স্যামের খুনীকে ধরবে না?'

সরাসরি তাকাল ডীন। 'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

'তা হলে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। কোন প্রশ্ন করব না আমি।'

'আমি চলে যাওয়ার পর স্রেফ ভুলে যাবে সবকিছু। মনেই রাখবে না এখানে এসেছি, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রতিদিন যা করো, তাই করবে। মেদার এখানে আসবে আজ। মিস্ আর্থারের কাছে জানতে পারবে সবকিছু। বাড়ির আসবাবপত্র বা মালপত্র হয়তো উল্টাপাল্টা দেখতে পাবে। নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। আমার খোঁজ কোরো না, মনেও করবে না। স্রেফ ভুলে যাবে।'

'তার মানে বাড়িতেই থাকবে তুমি?'

নড করে খাওয়ায় মনোযোগ দিল ডীন।

'ডীন?' হঠাৎ ডাকল ইলিয়া।

চোখ তুলে তাকাল ও।
'এই ঝামেলাটা শেষ হলে, কী করবে তুমি?'
বিহ্বল দেখাল ডীনকে। 'সবসময় যা করি, তাই করব নিশ্চই। চলে যাব অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে।'
'ইভলিনকে ফেলে যাবে?'
হাঁ হয়ে গেল ডীন। 'ওকে কোথায় নেব আমি? কেনই বা নেব?'
'স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে যায় স্বামী?'
দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডীন, টের পেল মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে ওর, সারা মুখে গরম রক্তপ্রবাহ বইছে। থালার উপর নেমে গেল ওর দৃষ্টি, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'আমি একজন আউটল, ইলিয়া। অসম্ভবের স্বপ্ন দেখা মানায় না আমাকে।'
'স্যাম তো খুনী ছিল। তারপরও সংসার করেছি আমরা।'
'আমার মত মানুষকে চাইবে ও? অসম্ভব! চাইলেও পাওয়া উচিত নয়, ওর স্বার্থেই।'
'পাসি যখন বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল, তুমি ধরা পড়ে যাবে ভেবে সেদিন কাঁদছিল ইভলিন।'
'আমার তো মনে হয় ওর বাবা জেলে আটকা পড়েছে বলে...'
'না, ডীন, আমি জানি। মেয়েমানুষ তো, তাই আরেকটা মেয়ের অনুভূতি ঠিকই ধরতে পারি। ইভলিন এমনভাবে কাঁদছিল যেন ওর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তুমি...'
'বাদ দাও, ইলিয়া। প্লীজ!'
'বেশ। কিন্তু কথাটা মনে রেখো।'
উঠে দাঁড়াল ডীন, মুখ নির্বিকার হয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল।
কিছুক্ষণ বাদে দোতলা থেকে ভারী ভোঁতা শব্দ ভেসে এল, আসবাবপত্র নাড়াচাড়া করছে ডীন। মিনিট কয়েক পর একেবারে নীরব হয়ে গেল পুরো বাড়ি। এঁটো থালাবাসন গুছিয়ে প্রতিটি কামরায় ঢুঁ মারল ইলিয়া, ডীনের খোঁজ করল। কোথাও দেখতে পেল না তাকে, তবে ও নিশ্চিত জানে এই বাড়িতেই আছে সে।

উনিশ

সন্ধ্যার আগেই শেষ ট্রাঙ্কটা তোলা হয়ে গেল বাকবোর্ডে। ডেপুটি ম্যাকভে, জর্জ এলবার আর সিনেটর হিনম্যান সাহায্য করছে। একটু আগে ইলিয়াকে

নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ইভলিন, পোর্চে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছে, মালপত্র তোলা হয়ে গেলে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করবে।

'কেউ আসছে,' উপত্যকার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল ইলিয়া গ্রীয়ার।

তাকাল ম্যাকভে। ক্যানভাসে ঢাকা একটা স্প্রিং ওয়্যাগন আসছে, সবে রীজের চূড়ায় উঠেছে, দু'পাশে কয়েকজন অশ্বারোহী। ওয়্যাগনের পিছনে আরও দশ-বারোজন রাইডার রয়েছে।

ম্যাকভের দিকে তাকাল ইভলিন। 'মি. ম্যাকভে, দয়া করে যদি শেষ ব্যাগটা নিয়ে আসো, যাত্রা করতে পারি আমরা।'

সামনের দরজার পাশে রাখা ব্যাগটা তুলে নিল ডেপুটি। ইলিয়া আর ইভলিনকে আসনে চড়তে সাহায্য করল এলবার, এদিকে পিছনের পাটাতনে ব্যাগটা লোড করল ম্যাকভে। এই ফাঁকে চালকের আসনে উঠে লাগাম হাতে তুলে নিল সিনেটর। তার হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিল ইভলিন, সেটা শেরিফকে হস্তান্তর করল হিনম্যান।

'চাবি,' শুকনো স্বরে বলল সে। 'এ ছাড়া সবকিছুই তো দিয়ে দিল মিস্ আর্থার। তাই এটা আর বাকি থাকবে কেন!'

খানিকটা লালচে হয়ে গেল শেরিফের মুখ। 'শুধু অনুমতি দিলেই হলো, মিস্, আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত মেদারকে আটকে রাখব আমি।'

'ওগুলো কোথায় রাখব আমি?' বিষণ্ন স্বরে বলল ইভলিন। 'তারচেয়ে বরং ব্যবহার করুক সে!'

'ও যাতে মালপত্রের ক্ষতি না করে, সেদিকে চোখ রাখব আমি।'

'কেন ক্ষতি করবে সে? এসব তো ওরই, তাই না?' থমথমে মুখে বলল হিনম্যান। লাগাম নাড়তে এগোল ঘোড়াগুলো, শম্বুক গতিতে যাত্রা শুরু করল বাকবোর্ড। পোর্চের কিনারে বসে পড়ল জর্জ এলবার, পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকভে। দুই ওয়্যাগন পাশ কাটাল, ইভলিন বা জ্যাক মেদারের আচরণে মনে হলো না পরস্পরের পরিচিত ওরা।

ব্যান্ডানা বের করে মুখ মুছল শেরিফ।

'এত দুশ্চিন্তার কী আছে,' মৃদু স্বরে বলল ম্যাকভে। 'মনটা চাঙা করো, জর্জ। দাঁতের ব্যথার চেয়ে বেশি কষ্টকর নয় কাজটা।'

খিস্তি করল এলবার। 'মেদার যদি ডীড না দেখায়?'

'তা হলে বলবে লাথি মারতে মারতে কাউন্টি ছাড়া করবে ওকে। ও যদি ডাঁট দেখায়, তুমিও দেখাবে। ভদ্রভাবে ডীড দেখালে নরম আচরণ করবে।'

'গ্রীয়ারের চিঠিটা আবার দেখাও তো।'

পকেট থেকে চিঠি বের করে দিল ম্যাকভে।

পড়ল এলবার, এমনভাবে যেন মনে করবার চেষ্টা করছে। শেষে ম্যাকভের হাতে ওটা ধরিয়ে দিল সে, মেদারকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেল।

রুডলফ হেলরি ওয়্যাগন চালাচ্ছে, পাশে বসে রয়েছে বেদান চেহারার এক কুক। ওয়্যাগনের দু'পাশে রাইড করছে জ্যাক মেদার আর হাঙ্ক ফস্টার।

দম্ভ,

থ্রী রীভারস ক্রুরা ওয়্যাগনের পিছনে রয়েছে।

টাই-রেইলের কাছাকাছি চলে এল জর্জ এলবার, ঠিক পিছনে রয়েছে ম্যাকভে। ওয়্যাগন ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে চেয়েছিল রুডলফ হেনরি, কিন্তু নিষেধ করল মেদার।

নিখুঁতভাবে ক্ষৌরি করেছে সে, কালো একটা সুট পরনে, বুটজোড়া পালিশ করা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে জরিপ করল ম্যাকভে, লোকটার মেজাজ বুঝবার প্রয়াস পেল।

স্যাডল ছেড়ে নামল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, দাঁত বের করে হাসল। 'ওদেরকে বাড়ি ছাড়া করতে সমস্যা হয়নি তো, শেরিফ?'

মেদারকে খোশমেজাজে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এলবার। আশা করছে ডীড দেখতে সমস্যা হবে না। 'নাহ্, ঝামেলা হয়নি,' উত্তরে বলল সে। 'তোমার জন্য ঘর ভর্তি আসবারপত্র রেখে গেছে ওরা।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, তারপর আত্মবিশ্বাসী সুরে বলল: 'আমাকে ডীডটা একবার দেখালেই সবকিছুর দখল বুঝে নিতে পারবে।'

'অসুবিধে কী,' অবহেলার সুরে বলল সে। 'তোমার পাঠানো খবর পেয়েছি। একটু অদ্ভুত মনে হলেও, ডীড দেখতে দিতে আপত্তি নেই আমার।'

'কোন ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। চাই না শেষে আর্থার দাবি করুক তোমার কথায় নেচেছি। সেজন্যই ডীডটা দেখতে চাইছি।'

'নিশ্চই, নিশ্চই! লোহার ওই বাক্সটা দাও তো, রুড।'

ওয়্যাগনের পাটাতনে চলে গেল রুডলফ হেনরি, ভারী একটা ধাতব বাক্স তুলে নিল দু'হাতে। এগিয়ে গিয়ে ওটা ধরল মেদার, মাটিতে রেখে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল। নির্দিষ্ট চাবি খুঁজে তালা খুলল। নির্বিকার মুখে তাকে দেখছে হাঙ্ক ফস্টার, দেখল শেরিফের হাতে ডীডটা ধরিয়ে দিচ্ছে সে।

ভাঁজ খুলে ডীডটা মেলে ধরল শেরিফ, পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাকভে, উঁকি দিয়ে দেখছে। ডীড পড়ল এলবার, উল্টেপাল্টে দেখল, স্বাক্ষরটা খুঁটিয়ে দেখল।

'আরে, তাজ্জব ব্যাপার!' হঠাৎ বলল ম্যাকভে।

'কী?' সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল মেদার।

পেটে শেরিফের কনুইয়ের খোঁচা অনুভব করল ম্যাকভে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে থ্রী রীভারস ম্যানেজারকে, বলল: 'একবার গ্রীয়ারের স্বাক্ষর দেখেছিলাম আমি। এটার সাথে মিল নেই।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জর্জ এলবার, ম্যাকভের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ চাহনি হানল, কিন্তু ডেপুটি তাকিয়ে আছে মেদারের কঠিন, আড়ষ্ট মুখের দিকে।

'বলতে চাইছ গ্রীয়ারের স্বাক্ষরটা জাল?'

'যা দেখেছি, তাই বললাম,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল ম্যাকভে।

শেরিফ জর্জ এলবার এতটাই বিস্মিত যে কিছুই বলতে পারল না। হঠাৎ

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক মেদার, বলল; 'রুড, বাসনকোসনের সঙ্গে একটা ব্যারেল আছে। খোলো ওটা। একেবারে উপরের দিকে এক তাড়া চিঠি পাবে।' এবার ম্যাকভের দিকে ফিরল সে। 'ইলিয়া গ্রীয়ার হঠাৎ আমার বাড়ি ছেড়ে চলে আসে, কিছু মালপত্র ফেলে এসেছিল ও। এই চিঠিগুলো ওরই-গ্রীয়ারের লেখা।'

এক তাড়া চিঠি ম্যাকভের হাতে ধরিয়ে দিল রুডলফ হেনরি। 'স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা স্যাম গ্রীয়ারের চিঠি এগুলো। নীচে স্বাক্ষরটা দেখো।'

তাড়া খুলে একটা চিঠি নিল এলবার, খুলে স্বাক্ষরটা দেখল, তারপর ডীডের স্বাক্ষরের সঙ্গে মেলাল। হুবহু মিলে যাচ্ছে। 'একবার দেখো, মাথামোটা!' প্রায় বিদ্বেষের সুরে নির্দেশ দিল ম্যাকভেকে।

তাই করল ডেপুটি। শেষে নিরপরাধ স্বরে বলল: 'হ্যাঁ, ঠিকই তো মনে হচ্ছে।'

'সন্তুষ্ট হয়েছ, শেরিফ?' তির্যক সুরে জানতে চাইল মেদার।

'আমি কখনোই সন্দেহ করিনি, ম্যাকভেই বলছিল...'

'আমিও সন্তুষ্ট। ধন্যবাদ,' দ্রুত বলল ম্যাকভে।

'এবার বাড়িতে ঢুকতে পারি?' শেরিফের উদ্দেশে জানতে চাইল থ্রী রীভারস ম্যানেজার।

'যাও। বাড়িটা এখন তোমার। চলো, ব্রায়ান!'

ঘোড়ার কাছে চলে এল দুই ল-ম্যান। আচমকা থমকে দাঁড়াল ব্রায়ান ম্যাকভে, আঙুলে চুটকি বাজিয়ে বলল: 'আমার গানবেল্ট ফেলে এসেছি!' ইচ্ছে করেই ফেলে এসেছে সে, বাকবোর্ডে মালপত্র ভরবার সময় কোমর থেকে খুলে চেয়ারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল। শিস বাজাতে বাজাতে বাড়ির দিকে এগোল সে। শিসের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এল, তারপর মিনিট কয়েক পর জোরাল হলো আবার, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ডেপুটি। হাঁটতে হাঁটতে কোমরে গানবেল্ট জড়াল।

স্যাডলে চাপল দুই ল-ম্যান। ক্রুদের উদ্দেশে হাত নাড়ল, তারপর শহরের পথ ধরল। কিছুদূর আসবার পর বিস্ফোরিত হলো শেরিফ: 'তো, এবার কী বলবে? নিজেকে বুঝ দেবে কীভাবে?'

'কিছু বলবার নেই,' নিস্পৃহ স্বরের জবাব এল।

'স্বাক্ষর যদি না মিলত?' স্পষ্ট রাগ প্রকাশ পেল শেরিফের কণ্ঠে। 'মেদারের সঙ্গে তর্ক করতে হত!'

'সত্যি। তবে তর্কই করেছে ওরা। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না!'

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ এলবার, তারপর আপনমনে মাথা নাড়ল। 'মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে নিজের মুখে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপে দেই! এমন বেকুব ডেপুটি নিয়ে অন্য কেউ কাজ করে কি না জানা নেই আমার। যত ঝামেলা সব আমার ঘাড়ে চাপে!'

কিছু বলল না ম্যাকভে। চেহারা দেখে মনে হলো শেরিফের কথায় খুব আহত হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হাসছে সে। একটু আগে এলবারকে

তার জীবনের সবচেয়ে উৎকণ্ঠার দশটা মিনিট উপহার দিয়েছে। স্রেফ আনন্দের জন্য। তবে আরও একটা কাজও করেছে। সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চে থাকবে টীডটা, জানা হয়ে গেছে এখন, আর ওই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে টীন টলিভার।

নিশ্চিত জানে না ম্যাকভে, তবে ওর অনুমান যে নির্ভুল এ ব্যাপারে বাজি ধরতে রাজি আছে।

*

দুই ল-ম্যান চলে যেতে ধাতব বাক্সটা তুলে নিল জ্যাক মেদার, ক্রুদের মালপত্র নামানোর নির্দেশ দিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। হেনরি আর ফস্টারকে অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করল। কুক সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকেছে, লিভিংরুমে চলে গেছে কৌতূহলী কয়েক ক্রু।

চারপাশে বিস্মিত দৃষ্টি চালাল জ্যাক মেদার। তার কাছে বিলাসিতা মানে টাইলের মেঝে সমৃদ্ধ কোন সেলুন, সার্কেল-এ র‍্যাঞ্চ হাউসের দেয়াল-গালিচা, হাল ফ্যাশনের সুদৃশ্য ফার্নিচার, সেন্ট লুইস থেকে আনা পিয়ানো, গোলাপি রঙের কাচের লণ্ঠন, ঝাড়বাতি বা সুদৃশ্য পর্দা···রীতিমত জাঁকাল এবং স্বপ্নময় মনে হচ্ছে। নিখাদ আনন্দে শিস বাজাল সে, পরমুহূর্তে বেদান হয়ে গেল মুখ। রুডলফ হেনরির কোন প্রতিক্রিয়া নেই, জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের গুরুত্ব নেই মানুষটার কাছে; এদিকে হাঙ্ক ফস্টার অভিভূত, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

নীচতলার সবক'টা কামরা দেখল ওরা, তারপর উপরে চলে এল। ইভলিনের কামরায় পা রাখতে থমকে দাঁড়াল মেদার। কামরাটা অনেক বেশি গোছানো—মনোরম পরিবেশ, জানালায় মখমলের পর্দা, নরম বিছানা, সারা ঘরে ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধ, বিছানায় দামী বেডকাভার।

শিস বাজাতে বাজাতে এগিয়ে গেল সে, একটানে বিছানা থেকে কাভার তুলে নিল, খুঁটিয়ে দেখবার পর দু'ভাগ করে ফেলল, তারপর মেঝেয় ফেলে রাখল। মার্বেল পাথরের তৈরি ড্রেসারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবার। ধাতব বাক্সটা মাথার উপর তুলে মার্বেলের উপর সপাটে নামিয়ে আনল। জোরাল দুই ঘায়ে ভেঙে গেল মার্বেল। শেষে ড্রেসারের আয়নার উদ্দেশে বাক্সটা ছুঁড়ে মারল। উন্মত্ত জানোয়ারের মত ঘরের সব ছবি আর পেইন্টিঙের উপর চড়াও হলো এবার। মাড়িয়ে ভেঙে ফেলল সবক'টা। কাজ শেষে মুখ তুলে তাকাল দুই দর্শকের দিকে।

সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে রুডলফ হেনরি।

'সব আবর্জনা সরিয়ে ফেলো!' নিস্পৃহ কণ্ঠে নির্দেশ দিল মেদার। 'সস্তা মেয়েছেলের কামরা পছন্দ নয় আমার। ঢং দেখে গা জ্বলে যায়!'

'সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, বস্। আচ্ছা, শহর থেকে কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে এলে কেমন হয়?'

হেসে উঠল থ্রী রীভারস ম্যানেজার। 'জায়গাটা বোধহয় মনে ধরেছে তোমার, রুড? বেশ, তুমিই না হয় এ কামরাটা নাও। সুগন্ধী-টন্ধি পছন্দ নয়

আমার। সুগন্ধ নেই এমন একটা খুঁজে নেব আমি। ছেলেদের বলো যার যার পছন্দমত কামরায় চলে যেতে।' চারপাশে দৃষ্টি চালাল সে। 'কারও যদি কিছু পছন্দ না হয়, তা হলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে বোলো।'

হাঙ্ক ফস্টারের দিকে তাকাল সে, লোকটির চোখে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা দেখতে পেল। 'ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না, ফুলবাবু?'

সময়মত নিজেকে সামলে নিল ফস্টার। 'ভাবছি,' ধূর্ত জবাব দিল সে। 'কীভাবে এত বড় বিছানাটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলব!'

হেসে উঠল মেদার। সময়টা দারুণ, মেজাজও ফুরফুরে। সার্কেল-এ এখন তার, পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে সস্তা হোটেলের লবিতে পরিণত করছে। বাড আর্থারের কামরাটা নিজের জন্য বরাদ্দ করল সে, একেবারে শেষদিকে ওটা। ছোটখাট, গ্যালারিবিহীন; বেশ পুরানো একটা বেড, ভারী ড্রেসার ও দুটো চেয়ার রয়েছে এখানে। ফোরম্যান এবং ফস্টারকে পাঠাল বাড়ির চিলেকোঠা আর অন্য কামরায় তল্লাশি চালানোর জন্য, সহসাই মনে পড়ল ধাতব বাক্সটা তার হাতে রয়ে গেছে এখনও।

ড্রেসারের কাছে এসে ড্রয়ারের হাতল ধরে টান দিল সে। ভারী বাক্সটা উপরে রেখে দু'হাতে চেষ্টা চালাল। কিন্তু এবারও খুলল না। ব্যর্থ হয়ে খেপে গেল মেদার, রাগে লাথি চালাল ড্রেসারে, তারপর অধৈর্য হয়ে হলরুমে চলে এল। 'এদিকে এসো তো!'

উত্তর এল না। রুডলফ আর ফস্টার ছাদে চলে গেছে।

খিস্তি করে বাক্সটা তুলে নিল সে, নীচতলায় নেমে এল।

চিলেকোঠায় তল্লাশি চালিয়েছে অন্যরা, শূন্য ছোটখাট কামরা। ছোট একটা মই উঠে গেছে ট্র্যাপ-ডোর পর্যন্ত, ওটা দিয়ে ছাদে যেতে হয়। মই বেয়ে উঠে গেল ফস্টার, ট্র্যাপ-ডোর সরিয়ে মাথা উঁচিয়ে ছাদে নজর চালাল। নেই কেউ।

নীচে নেমে এল ফস্টার।

আয়েশী ভঙ্গিতে তামাক চিবুনোর ফাঁকে আউটলকে দেখছে হেনরি। 'এখন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয়নি,' হঠাৎ বলল থ্রী রীভারস র‍্যামরড।

'বেশ তো, বলে ফেলো কী বলবে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল আউটল, কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন—রুডলফ হেনরির ভাবচক্কর সুবিধের ঠেকছে না।

'এখানে কী করছ তুমি?'

'জ্যাক তোমাকে বলেনি?' অবিচল কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল ফস্টার।

'এখন তা-হলে "জ্যাক" হয়ে গেছে! না, কিছু বলেনি ও।'

'তুমি বরং ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমাকে,' ধীরে ধীরে বলল হেনরি, কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্বেষ। 'সব ক্রুকে আমিই পাওনা দেই। তোমার পাওনা মেটানোর কোন নির্দেশ এখন পর্যন্ত পাইনি। স্রেফ সস্তা জোকার মনে হচ্ছে তোমাকে, মিস্টার।'

আঙুলে গানবেল্ট চেপে ধরল ফস্টার, অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাসল। 'হেনরি, তুমি শুধু নোংরা নও, মাথামোটাও। এমনও হতে পারে তোমার মত দানবকে পাশে রেখে কথা বলবার চেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলাই শ্রেয় মনে করেছে জ্যাক?'

ঝট করে সিধে হলো রুডলফ হেনরি, মুখটা গরম হয়ে গেছে। 'তা হলে তোমাকে ভাড়া করেছে ও?'

ক্ষীণ হাসল ফস্টার। 'বলেছি তো, ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ো। না কি জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছ?' তামাশা ভরা চাহনিতে হেনরিকে দেখছে ও। 'যাক্‌গে, মুফতে একটা পরামর্শ দেই, আমার পিঠে গুলি করবার আগে বরং পরিণতিটা ভেবে নিয়ো।'

থোক্ করে থুথু ফেলল হেনরি। ফস্টারের বুটে গিয়ে পড়ল তামাকের রস, কিন্তু আউটল ভান করল যেন দেখতে পায়নি। 'একটা কথা মনে রেখো,' বলল সে। 'আমি এই স্পেপ্রডের র‍্যামরড। দুটো স্পেপ্রডই আমার কথায় চলবে। কালই যাতে তোমাকে কথাটা জানিয়ে দেয় জ্যাক, সে-ব্যবস্থা করব।'

'বাড়তি দায়িত্ব পেয়ে ভড়কে গেছ না কি?' তির্যক সুরে জানতে চাইল ফস্টার।

'না। বরং তোমারই ভড়কে যাওয়ার কথা।' ঘুরে দোতলায় নেমে গেল সে।

সাবধান হওয়ার জন্য যথেষ্ট, ঠিকই বুঝতে পারছে ফস্টার। রুডলফ হেনরির পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। দৃশ্যত, ওর উপস্থিতি কারও পছন্দ হয়নি, হবেও না; স্রেফ মেনে নিয়েছে অন্যরা, যেহেতু সেরকম নির্দেশই দিয়েছে জ্যাক মেদার। এরচেয়ে বেশি কিছু করবার নেই ওর, চাওয়ারও নেই।

সাপার শেষে লিভিংরুমে পোকারের আসর বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে সিগারেটের আগুনে পুড়তে শুরু করল গালিচা, পিকদানি থাকা সত্ত্বেও সমানে মেঝেয় থুথু ফেলছে সবাই। কাচ-ঢাকা বইয়ের আলমারির সঙ্গে চেয়ার ঠেকিয়ে বসেছে একজন। বেডরুমের মেঝেয় বিছানো হয়েছে বেডরোল, বুট বা স্পার সহ বিছানায় শুয়ে পড়ল রাইডাররা; হলের হ্যাটর‍্যাকে রাখল রাইফেল এবং অস্ত্রশস্ত্র। সারা বাড়িতে মানুষের ঘাম, ঘোড়া, চামড়া, হুইস্কি আর সিগারেটের মিশ্র গন্ধ। ডাইনিংরুমটা নিজের অফিস হিসাবে বাছাই করেছে জ্যাক মেদার।

প্রায় মাঝরাতে ঘুমাতে চলে গেল ক্রুদের কেউ কেউ। বাড়ির সামনের হিচিং রেইলের কাছাকাছি প্রহরী দু'জন গল্প করছে। মাঝে মধ্যে পোকার খেলোয়াড়দের খিস্তি ভেসে আসছে—বিশাল বাড়িটায় এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বিশেষ করে দোতলা একেবারে নীরব। মেদার নিজেই খেলছে। খেলছে হাঙ্ক ফস্টারও।

জ্যাক মেদারের কামরার ভারী ড্রেসারটা দেয়াল থেকে সরে গেল, পিছন

থেকে বেরিয়ে এল ডীন টলিভার। সারা দিন এখানেই ছিল ও, আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুরো দেহ। সকালে ইলিয়া গ্রীয়ার কিছু শব্দ শুনতে পেয়েছিল—লাথি মেরে, টেনে-হিঁচড়ে ড্রেসারের ড্রয়ারের তলা আর পিছনের দেয়াল ভেঙে ফেলেছিল ডীন। সব ড্রয়ারের সামনের প্যানেলের সঙ্গে একটা কাঠি বেঁধে দিয়েছিল, আটকে গিয়েছিল ড্রয়ারগুলো। তাই সর্বশক্তিতে টেনেও খুলতে পারেনি জ্যাক মেদার। ভিতরে বসে থাকতে সমস্যা হয়নি ডীনের, সকাল থেকে শব্দ আর কথাবার্তা শুনে কী ঘটছে অনুমান করবার চেষ্টা করেছে।

শরীর টান-টান করে আড়মোড়া ভাঙল ও, তারপর খোলা দরজার কাছে এসে হলরুমে দৃষ্টি চালাল। অন্যান্য দরজা বন্ধ, নিশ্চিন্তে ঘুমানোর জন্য দরজা আটকে দিয়েছে ক্রুরা। সন্তর্পণে, প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে শুরু করল ও, আনমনে ভাবছে ব্রায়ান ম্যাকভে ঠিকমত দায়িত্ব সেরেছে কি না। সিঁড়ির ধাপ কার্পেটে মোড়া, তাই তেমন কোন শব্দই হচ্ছে না। নীচতলায় তাস খেলছে কয়েকজন, সাধারণত নীরবই থাকছে ওরা, তবে মাঝে মধ্যে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করছে। মনোযোগ দিয়ে মৃদু শব্দগুলো শুনল ডীন, একসময় হাঙ্ক ফস্টার আর জ্যাক মেদারের কণ্ঠ পরিষ্কার চিনতে পারল।

অন্ধকার হলরুম ধরে ধীর পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল ও। ভেজানো পাল্লা ধরে ঠেলা দিল। ভিতরে ঢুকে কবাট ভিড়িয়ে দিল, যতটা নিঃশব্দে সম্ভব একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরাল।

অন্য কোন দিকে মনোযোগ নেই খেলোয়াড়দের। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডীন টলিভার।

দরজার ঠিক পাশে, দেয়ালে একটা লেখা রয়েছে। কবাট খোলা থাকলে যে-কারও চোখ এড়িয়ে যাবে লেখাটা। কী বা কোথায় খুঁজতে হবে, জানে বলেই খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি ডীনের। ব্রায়ান ম্যাকভে তড়িঘড়ি করে লিখেছে:

লোহার বাক্সে আছে ডীডটা। বাক্সের সাইজ ছয় বাই নয় ইঞ্চি।
—হাঙ্ক ফস্টার

দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভিয়ে দিল ডীন। লোহার একটা বাক্স। ছয় বাই নয় ইঞ্চি। ওটার ভিতরে রয়েছে ডীড। যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে জিনিসটা, লুকানো বা অন্য কোন বাক্সে ঢুকিয়েও রাখতে পারে। তবে ডীনের অনুমান খোলা জায়গায় আছে ওটা। উপরতলায় যে-রুমে লুকিয়ে ছিল ও, শব্দ শুনে বুঝেছে সেখানে গিয়েছিল জ্যাক মেদার, ড্রেসারের ড্রয়ার খুলতে না পেরে নির্দেশ দিয়েছিল: 'ওয়ার্ডরোবটা এখানে নিয়ে এসো তো।' কথাটা শুনে ধরে নিয়েছে ওয়ার্ডরোবে রয়েছে ডীডটা।

যাই হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও। দু'জন ক্রু সন্ধ্যায় মেদারের নির্দেশে কামরায় ভারী কিছু একটা পৌঁছে দিয়েছিল। দুই ক্রুকে চলে যাওয়ার

নির্দেশ দেয় সে, তারপর ওয়ার্ডরোবে রেখেছে জিনিসটা।

সিঁড়ির কাছে চলে এল ডীন। লিভিংরুমের দরজা-পথে মৃদু স্বরের কথাবার্তা ভেসে আসছে এখনও। দোতলায় জ্যাক মেদারের কামরায় ফিরে এল ও, প্রায় নিঃশব্দে বন্ধ করল দরজা, তারপর দেয়াশলাই জ্বালাল। দেয়ালের কাছাকাছি মেঝেয় রাখা মেদারের স্যাডলব্যাগ, ঠিক পাশে বড়সড় ট্রাঙ্ক। কাঠি নিভে যেতে আরও একটা ধরাল ও, কাছ থেকে ট্রাঙ্কটা দেখবার জন্য এগিয়ে গেল। ওক কাঠের তৈরি জিনিসটা, লোহার বেড় দেওয়া, ভারী তালা ঝুলছে কড়ায়। দেখে নিরাশ হলো ডীন। দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভে যেতে ট্রাঙ্কের কোণা ধরে উপরে তুলবার চেষ্টা করল। বেশ ভারী, তবে নড়ানো যাচ্ছে।

ট্রাঙ্কের উপর বসে পড়ে ভাবতে শুরু করল ও। জানালা পর্যন্ত ট্রাঙ্কটা নিয়ে যেতে পারলে, কোনরকমে যদি বাইরে ফেলেও দেয়, এত শব্দ হবে যে বাড়ির সব ক'জন লোক জেগে উঠবে। তারপরও ভাঙবে না ওটা। সুতরাং জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়ার আইডিয়া বাদ।

পোড়ানো যাবে না, কারণ পুড়তে পুড়তে রাতের অর্ধেক কাভার হয়ে যাবে। তা ছাড়া, তাতে ধরাও পড়ে যাবে। সুতরাং পুড়িয়ে ফেলবার আইডিয়াও বাদ।

আর একটা উপায়ই আছে: গুলি করে তালা ভাঙতে হবে। তাতে বাড়ির সমস্ত লোকজন ওর ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ব্রায়ান ম্যাকভের কাছে জেনেছে মেদারের মোট ক্রুর সংখ্যা আনুমানিক বারোজন। তালা ভাঙবার পর, সিঁড়ি পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হবে না ওর; তার আগেই ওকে কয়েক টুকরো করে ফেলতে পারবে বেপরোয়া ক্রুরা। নিরাপদে পালানোর একমাত্র পথ, সিঁড়ি ধরে না গিয়ে জানালা-পথে দোতলা থেকে লাফ দিতে পারে, তাতে হয়তো নিরাপদে পালাতেও পারবে; সেক্ষেত্রে, হাঙ্ক ফস্টারকে এবারও ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু লোকটাকে ছেড়ে দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ডীনের, কড়ায়-গণ্ডায় পাওনা আদায় করে নেওয়ার ইচ্ছে।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে থাকল ও। বেদান এবং বিষণ্ন হয়ে গেছে মুখ। জীবনে প্রথমবারের মত প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হচ্ছে ওকে। ভয় পায় না ডীন, তবে সবকিছুর মীমাংসা হওয়ার আগে মরতে অনিচ্ছুক। জ্যাক মেদারের মত সামান্য টিনহর্ন আর্থারদের সম্পত্তি গ্রাস করবে, কিংবা হাঙ্ক ফস্টারের মত লম্পট আউটল বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে—কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। শেরিফ জর্জ এলবারকেও ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর।

ওকে ডাকবার জন্য ইভলিনের অনুতাপ সন্তুষ্টিতে পরিণত হওয়ার আগে ইয়েলো জ্যাকেট থেকে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

সহসাই বুদ্ধিটা এল মাথায়…

মেদারের কয়েকজন ক্রুকে লড়াই থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে ওর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সেটাও সম্ভব। মেঝেয় পড়ে থাকা জ্যাক মেদারের

স্যাডলের কথা মনে পড়তে হাতড়ে ওটা তুলে নিল ডীন। হ্যাঁ, ল্যাসো রয়েছে সঙ্গে। ল্যাসোর প্যাঁচ খুলে এক প্রান্ত হাতে দরজার কাছে চলে এল ও, কবাট সামান্য ফাঁক করে হলওয়েতে উঁকি দিল। নীরব, শান্ত সবকিছু। একটা কামরা থেকে নাক ডাকবার শব্দ ভেসে আসছে।

জ্যাক মেদারের কামরা ছাড়াও আরও দুটো বেডরুম রয়েছে। দুটোই মুখোমুখি। দরজার কবাট ভিতরের দিকে খোলে, খেয়াল করেছে ডীন। তৃতীয় একটা দরজা রয়েছে, অর্ধেক কাচের প্যানেলে তৈরি–গ্যালারিতে উন্মুক্ত হয়েছে। কবাট হলওয়ের দিকে খোলে। ওর পরিকল্পনার জন্য এটা অবশ্য দুর্বলতা, তবে ঝুঁকিটা মাথায় রেখেই এগোতে হবে। ঘুমকাতুরে মানুষ আর বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে তাদের অনভ্যস্ততার কারণে হয়তো কেউই খেয়াল করবে না ব্যাপারটা, করলেও দেরি হতে পারে।

গ্যালারির দরজার বোল্ট তুলে দিল ও, ভয়ে ভয়ে আছে শব্দ শুনে জেগে যাবে কেউ। বোল্ট আটকে যে তাদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে, তা নয়; কারণ বেডরুমের জানালা হয়ে গ্যালারিতে চলে আসতে পারবে ক্রুরা, তারপর কাচ ভেঙে হাত বাড়িয়ে বোল্ট নামিয়ে দিতে পারবে। তবে সময় লাগবে, এবং বুদ্ধিটা কারও মাথায় আসতে হবে।

এবার মুখোমুখি দুই বেডরুমের দরজার হাতল দুটো ল্যাসো দিয়ে বেঁধে ফেলল ডীন, টান-টান করে ফেলল। এক কামরার ক্রুরা যখন দরজা ধরে টানবে, অন্য কামরার দরজা আরও এঁটে বসবে। দারুণ জমবে খেলা! ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আনমনে হেসে উঠল ডীন, বার ও বোল্টের চেয়ে ঢের মজবুত তালা হবে এটা!

উল্টোদিকের কামরার দরজার সঙ্গে কান পাতল ও। ভিতরে নাক ডাকবার শব্দ, একাধিক লোক নাক ডাকাচ্ছে। ডীন আশা করল, দু'জনের বেশি নেই এখানে।

মেদারের কামরায় ফিরে এল ও। লণ্ঠন জ্বেলে ট্রাঙ্কের পাশে মেঝেয় রাখল। তারপর হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করল। অন্যটা কোমরে লেভাইসের ওয়েস্টব্যান্ডের সঙ্গে গুঁজে রেখেছে।

ট্রাঙ্কের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, মনে মনে সম্ভাবনা বিচার করল। দুটো গুলি করতে হবে। প্রথম গুলিতে ট্রাঙ্কের তালা ভাঙবে, আর দ্বিতীয়টা লাগবে ভিতরের লোহার বাক্সের তালা উড়িয়ে দিতে। ওটা না ভাঙলেও চলে, কিন্তু এত ভারী একটা বাক্স নিয়ে পালানোর ইচ্ছে নেই ওর।

সেকেন্ড কয়েকের জন্য দ্বিধায় ভুগল ডীন। ভিতরে যে লোহার বাক্সটা আছে, নিশ্চিত নয় ও। ঝুঁকি নিয়েই ট্রাঙ্কের তালা ভাঙতে হবে। হয়তো অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে। দৃষ্টি তুলে ড্রেসারের দিকে তাকাল, সামনের পাল্লায় জ্যাক মেদারের স্পারের আঘাতের দাগ স্পষ্ট ফুটে আছে, লাথি মেরেছিল থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানি মালিক।

প্রতিপক্ষের সহিংসতা, বেপরোয়া স্বভাব বা মরিয়া হয়ে উঠবার নমুনা এটা। তারচেয়েও বড় কথা, আর্থারদের প্রতি জ্যাক মেদার বা তার ক্রুদের

দৃষ্টিভঙ্গির নমুনাও এটা।

ঘড়ির উপর চোখ বুলাল ডীন। তারপর ঠাণ্ডা মাথায়, দেখে-শুনে তালায় গুলি করল। ভোঁতা শব্দে চ্যাপ্টা হয়ে গেল তালা, তবে অক্ষত রয়েছে। ফের গুলি করল ডীন, এবার তালার যন্ত্রাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

ঢাকনা তুলে ফেলল ও। উপরে একগাদা কাগজপত্র। ঝটিতি সেগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল ডীন, তলায় লোহার বাক্সটা চোখে পড়ল। নীচতলায় চেঁচামেচি আর ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে, অগ্রাহ্য করবার প্রয়াস পেল ও, মনোযোগ দিল নিজের কাজে। বাক্সের ছোট তালার সঙ্গে পিস্তলের ব্যারেল ঠেকিয়ে পরের গুলি করল। এক শটে ভেঙে গেল তালা, ছুটে চলে গেল তীক্ষ্ণ শব্দে, কোথায় গেল দেখবার সময় নেই, আগ্রহও নেই ওর। ঢাকনা খুলে বাক্সের ভিতরে নজর চালাল। ডীডটা চোখে পড়ল। একটা কাগজ মাত্র, তবে এমনভাবে রাখা যেন ভেলভেটের মোড়কে রত্ন রাখা হয়েছে। সঙ্গে টাকা প্রাপ্তির রসিদও রয়েছে।

বাতি নিভিয়ে ফেলল ডীন, কাগজ দুটো ভাঁজ করে শার্টের পকেটে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত এগোল দরজার দিকে। এক টানে খুলে ফেলল দরজা।

শেষ দিকের দুই বেডরুমে হুলস্থূল চলছে, সমানে চেঁচামেচি করছে ক্রুরা, টানাটানি করছে দরজার কবাট ধরে। সেদিকে মনোযোগ দিল না ডীন। বরং ঠিক উল্টোদিকের কামরার দিকে ওর নজর।

আচমকা হাট হয়ে খুলে গেল দরজা, দোরগোড়ায় পা রাখল এক পাঞ্চার। এক হাতে প্যান্ট ধরে রেখেছে, অন্য হাতে পিস্তল। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, পায়ে মোজা। বুট পরবার সময় পায়নি। দৌড়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল সে, চেঁচিয়ে জানতে চাইল: 'গুলি করেছে কে?'

অন্তত আরও একজন আছে কামরায়। হঠাৎ রুডলফ হেনরিকে দেখতে পেল ডীন, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। এক পায়ে বুট, হাতে একটা পিস্তল।

ঝটিতি দরজা খুলে হাত চালাল ডীন, হেনরির ঘাড় চেপে ধরল। সবুট লাথি চালাল লোকটার হাতে, উড়ে গিয়ে মেঝেয় পড়ল পিস্তল, কয়েক ড্রপ খেয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

নীচে হৈহল্লা চলছে। রুডলফ হেনরিকে ঠেলে সিঁড়ির দিকে এগোল ডীন। বজ্রমুঠিতে ধরে রেখেছে র‍্যামরডকে, বাড়তি নিশ্চয়তার জন্য পিঠের সঙ্গে চেপে ধরেছে কোল্টের নল। গলা পেঁচিয়ে ধরা ডীনের বাহুর সাঁড়াশি বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় কসুর করছে না হেনরি, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না।

সিঁড়ির মাঝপথে মোড় ঘুরল ডীন, তিন ধাপ নেমে এল, হাঙ্ক ফস্টারের চমকানো কণ্ঠে থমকে দাঁড়াল: 'সাবধান!'

মেদার, ফস্টার, তিন পাঞ্চার আর খালি পায়ের ক্রু নীচের হলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাল সবাই। উপরতলায় দুই বেডরুমের কোলাহল বাদ দিলে. কয়েকটা মুহূর্ত নিঃসীম নীরবতা নেমে এল বাড়িতে.

কেউ সামান্য টুঁ শব্দ করল না, নড়লও না।

'হাঙ্ক, মেদারকে কয়েকটা ব্যাপার জানিয়ে দেওয়া উচিত,' তীক্ষ্ণ স্বরে হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ডীন। 'বলছ না কেন?'

মেদারের চেয়ে এক পা এগিয়ে আছে ফস্টার। উত্তরে কিছুই বলল না।

থ্রী রীভারস ম্যানেজারের হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। পলকহীন দৃষ্টিতে ডীনকে দেখছে সে, বুড়ো আঙুল স্থির হয়ে আছে ট্রিগারে।

'মেদার, ডীডটা চুরি করবার ধান্ধা কিন্তু আমার একার নয়, হাঙ্কও ছিল আমার সঙ্গে,' বলল ডীন। 'তো, ওটা এখন আমার কাছে। গতকাল কাউন্টি অফিসে হানা দিয়ে রেকর্ডও সংগ্রহ করেছি। সুতরাং, সার্কেল-এর উপর এখন আর তোমার কোন ক্লেইম থাকল না।' রুডলফ হেনরির গলা চেপে ধরা হাতটা শিথিল করল ও, কিন্তু কিছুই বলল না র‍্যামরড, নড়লও না।

'এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে আরও একটা জিনিস জানিয়ে যাই তোমাকে, মেদার,' খেই ধরল ডীন। 'প্রথম থেকে তোমার সঙ্গে বেঈমানি করছে হাঙ্ক। দু-তরফা খেলা খেলছে।'

'তুমি একটা আস্ত মিথ্যুক!' তড়পে উঠল ফস্টার। ঘুরে মেদারের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু থ্রী রীভারস ম্যানেজার তার চেয়েও ক্ষিপ্র। খোলা পিস্তল আউটলর পিঠের সঙ্গে চেপে ধরল সে, রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

'প্রমাণ চাও, মেদার?' বলে গেল ডীন। 'সারাদিন এই বাড়িতে লুকিয়ে ছিলাম আমি। রান্নাঘরের দরজার ডানপাশের দেয়ালে কী লেখা আছে, দেখে এসো। আমার জন্য একটা নোট লিখেছিল হাঙ্ক, নইলে কীভাবে জানলাম ডীডটা কোথায় আছে?'

নড়ছে না কেউ। দোতলায় চিৎকার, দরজা নিয়ে টানাটানি আর ধ্বস্তাধ্বস্তি সমানে চলছে। হঠাৎ চাপা একটা শব্দ শোনা গেল।

'ফস্টার ব্যাটা বেঈমান, বস্!' মুখ খুলল রুডলফ হেনরি।

'প্রিন্স, দেখে এসো তো,' এক ক্রুকে হুকুম করল মেদার।

'আগে পিস্তলটা ফেলে দাও!' নির্দেশ দিল ডীন।

খালি পায়ের পাঞ্চার পিস্তল ফেলে করিডর ধরে এগোল। রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে, দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল, তারপর চড়া কণ্ঠে দেয়ালের লেখাটা পড়ল। এখান থেকে সবাই শুনতে পেল: 'বস্, এখানে লেখা: লোহার বাক্সে আছে ডীডটা। বাক্সের সাইজ ছয় বাই নয় ইঞ্চি। নীচে হাঙ্কের নাম লেখা।'

করিডর ধরে ফিরে এল প্রিন্স নামের পাঞ্চার।

'নিকুচি করি তোমার, ডীন!' ভাষা খুঁজে পেয়েছে দুর্ধর্ষ আউটল। 'মিথ্যে বলছ তুমি! এমন জঘন্য কাজ...'

হলরুমে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল হাঙ্ক ফস্টারের পিঠ, সুদর্শন মুখটা কুঁচকে গেছে প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। চিৎকার করবার জন্য মুখ হাঁ করল সে, কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না; এক পা আগে বাড়ল

আউটল, ডীনকে গুলি করবার জন্য পিস্তল তুলল, পরমুহূর্তে শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সঙ্গে। মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ল সে, পিস্তলটা ছুটে গেল কয়েক গজ, সিঁড়ির গোড়ার কাছে পড়ে থাকল।

'দেয়ালের সঙ্গে লাইন বেঁধে দাঁড়াও সবাই!' দ্রুত নির্দেশ দিল ডীন। 'জলদি!'

দোতলায় ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল কাচ। গ্যালারির দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে ক্রুরা। সুতরাং বেশি দেরি করা যাবে না এখানে।

দু'ধাপ নেমে এল ডীন।

সুযোগ বুঝে লিভিংরুমে সটকে পড়ল জ্যাক মেদার। দরজার ফাঁকে বেরিয়ে এল তার পিস্তল, রুডলফ হেনরির বুক বরাবর স্থির হলো।

আঁতকে উঠল র‍্যামরড। 'গুলি কোরো না, জ্যাক! আমি...'

টাশ্‌শ্‌!

স্লেজ হ্যামারের বাড়ি খেয়েছে যেন, কেঁপে উঠল হেনরির দেহ, স্পষ্ট অনুভব করল ডীন। ডীনের মনে হলো আদৌ ঘটছে না ব্যাপারটা, সত্যি বোধহয় গুলি করেনি জ্যাক মেদার। অথচ নিজের লোককে গুলি করেছে থ্রী রীভারস ম্যানেজার! এবার ডীনকে করবে।

শিথিল হয়ে পড়ল হেনরির দেহ। ডীন ছেড়ে দিল তাকে, দুড়ুম করে মেঝেয় পতিত হলো ছয়ফুটী দেহটা। এক লাফে সরে গেল ডীন, রান্নাঘরের দরজার দিকে ছুটল।

'ধরো ওকে!' চড়া স্বরে ক্রুদের নির্দেশ দিল মেদার।

দরজার ফ্রেমে আঘাত করল একটা বুলেট, ততক্ষণে অন্ধকারে মিশে গেছে ডীন। রান্নাঘরের দরজা ধরে টান দিল। খুলল না। তালা বন্ধ। করিডর থেকে ছুটে এল পরের গুলি, ডীনের নাকের সামনে দরজায় বিদ্ধ হলো।

মাথা নিচু করল ও, ডানে মোড় নিয়ে রান্নাঘরের অন্য দরজার কাছে চলে এল। করিডর থেকে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল এক লোক, অন্ধকারে গাঢ় অবয়ব ফুটে উঠল লোকটার। নির্দ্বিধায় গুলি করল ডীন। হোঁচট খেল যেন সে, সটান ভূপতিত হলো মেঝেয়।

সকালে টেবিলে বসে নাস্তা করেছে ডীন, দরজার অবস্থান মনে করে ছুটল। ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়ল। এ কামরাটাও অন্ধকার। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল ও, সামনে একটা জানালা দেখে ছুটল সেদিকে।

মাঝপথে থাকতে দরজা খুলে যাওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেল, করিডর ধরে ধেয়ে এল একরাশ আলো। বোকার মত আলোর বিপরীতে এসে দাঁড়িয়েছে সাহসী ক্রু, ডীনের পাঠানো সীসা স্বাগত জানাল তাকে। দরজার হাতলে হাত রাখা অবস্থায় ঝাঁকি খেল লোকটার দেহ, তারপর পিছন দিকে হেলে পড়ল। দেহের টানে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

একটা চেয়ার তুলে নিয়ে জানালা বরাবর ছুঁড়ে মারল ডীন। বাইরে থেকে, জানালা বরাবর গুলি করল কেউ—অন্তত তিনটে শট। চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে শত্রুরা।

করিডরের দরজার কাছে চলে এল ডীন, একটানে খুলে ফেলল; তারপর নিশানা করল। এক গুলিতে নিভিয়ে দিল করিডরের লণ্ঠন, নীচতলার অর্ধেক অন্ধকারে ডুবে গেছে এখন। খোলা দরজার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। ধুপধাপ শব্দে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে আটকে থাকা ক্রুরা, বাইরে চিৎকার করছে কয়েকজন।

'অফিসে আছে ও! ওখানে খোঁজ করো!' সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে উঠল জ্যাক মেদারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

অন্ধকার করিডরে পা রাখল ডীন। আর মাত্র একটা বাতি বাকি আছে, লিভিংরুমে। দৌড়ে লিভিংরুমে ঢুকল ও, উল্টোদিকের জানালায় দেখতে পেল এক লোককে, মাথা বের করে বাইরে তাকিয়ে আছে।

এক গুলিতে এই লণ্ঠনটাও নিভিয়ে দিল ডীন।

পুরো নীচতলা এখন অন্ধকার। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল ডীন, কান পেতে আছে, বেরিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছে মনে মনে।

পা টিপে টিপে সদর দরজার কাছে চলে এল ও, সন্তর্পণে খুলে ফেলল। তীক্ষ্ণ শব্দে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। পিছিয়ে এল ডীন, পিস্তলে টোটা ভরে কান পাতল। রান্নাঘরে নড়াচড়া করছে কেউ। অফিসে চেয়ারের সঙ্গে হোঁচট খেল একজন, খিস্তি আওড়াল বিড়বিড় করে। দোতলা একেবারে নীরব হয়ে আছে। লিভিংরুমের লোকটা হঠাৎ লাথি মেরে ভেঙে ফেলল জানালা, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল; দৌড়ে কটনউডের দিকে চলে গেল, সমানে চেঁচাচ্ছে: 'গুলি কোরো না কেউ! খোদার দোহাই!'

'কেউ এদিকে এসো তো, সাহায্য করো আমাকে!' বাড়ির পিছন দিকে চেঁচাল কেউ।

হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেল পুরো বাড়ি। বাইরে নড়াচড়া করছে লোকজন, ক্রস ফায়ারের গুলি সম্পর্কে সচেতন।

'স্টিভ?' ফিসফিস করে ডাকল কেউ।

উত্তর এল না।

'স্টিভ, কোথায় তুমি?'

'এখানে। তুমি কে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডীন।

'জেক। কোথায় তুমি?'

'এখানে। শোনো, ওই ব্যাটা উপরতলায় উঠে গেছে।'

'ওর পিছু নাওনি কেন?'

'পিস্তল নেই আমার কাছে!' কর্কশ স্বরে ফিসফিস করল ডীন। 'তোমার কাছে আছে নাকি?'

অন্ধকারে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল ডীনের, নিঃশ্বাস আটকে রাখল ও।

'নাও!' বলল লোকটা।

হাত বাড়াল ডীন, লোকটার কাঁধে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো ও। লোকটার পিছনে এসে সপাটে নিজের পিস্তলটা ঠেসে ধরল থ্রী রীভারস

ক্রুর মেরুদণ্ডে।

'নোড়ো না! চুপচাপ থাকো!'

শিউরে উঠল লোকটা, কাঁপতে কাঁপতে বলল: 'গুলি কোরো না, টলিভার।'

'সামনের দরজাটা খুলে ফেলো, চান্দু। তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে, বলবে: *মেদার, ব্যাটাকে কায়দা করে ফেলেছি! দক্ষিণের জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ও!* বুঝেছ? এবার গলা ফাটাও!'

লোকটাকে ঠেলে দরজার কাছে নিয়ে এল ডীন, তারপর অন্য হাতে এক টানে খুলে ফেলল দরজা। তীক্ষ্ণ শব্দে ছুটে এল তপ্ত সীসা, মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। পাঞ্চারের মেরুদণ্ডে পিস্তলের নলের চাপ বাড়াল ডীন। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

'ধরেছি ওকে, মেদার! দক্ষিণের জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ব্যাটা! কায়দা করে ফেলেছি ওকে!'

পাছার সঙ্গে বুট ঠেকিয়ে লাথি হাঁকাল ডীন। হুড়মুড় করে সামনে কোথাও পতিত হলো লোকটা, পোর্চে কি মাটিতে পড়ল, দেখবার গরজ অনুভব করল না ডীন। বাড়ির চারপাশে নিচু স্বরের শোরগোল উঠেছে এখন। এক ছুটে গ্যালারির নীচে চলে এল ও, তারপর করালের দিকে ছুটল।

বাড়ির কোণে চলে এসেছে প্রায়, এ-সময় সামনে ছুটন্ত এক লোকের পদশব্দ শুনতে পেল। একপাশে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল ডীন, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ভোঁতা শব্দে সংঘর্ষ হলো দুটো দেহের। দু'জনেই ভূপতিত হলো ওরা। বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে, অনুভব করল ডীন।

'বেরিয়ে গেছে হারামজাদা!' বাড়ির ভিতরে চেঁচাল জেক নামের ক্রু। 'মারা যায়নি ও! করালের দিকে যাচ্ছে টলিভার!'

হাঁপাচ্ছে ডীন, আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল গোঙাচ্ছে ওর পাশে পড়ে থাকা পাঞ্চার, ক্ষীণ নড়াচড়া করছে। পিস্তল তুলে লোকটার চাঁদিতে নামিয়ে আনল ও।

তারপর একেবারে স্থির হয়ে পড়ে থাকল। গ্যালারির নীচ দিয়ে ছুটে আসছে আধ-ডজন লোক।

মাটির সঙ্গে মুখ মিশিয়ে পড়ে থাকল ডীন, হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে, অন্ধকারের কারণে ওর মুখ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তা ছাড়া, ছুটে আসছে সবাই, তাড়াহুড়োর কারণে হয়তো খেয়ালই করবে না। পাশের লোকটির মতই, ওদের কোন সঙ্গী বলে ভুল করতে পারে।

প্রথম জন লাফিয়ে পেরিয়ে গেল ওদের, যেন হার্ডল্স পেরোল। অন্য দু'জন পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল।

এগিয়ে আসছে জ্যাক মেদার, লোকটার তীব্র খিস্তি শুনে টের পেল ডীন। কাছাকাছি এসে থামল সে, মুখের পাশে দু'হাতের তালু রেখে চেঁচাল: 'ওর সঙ্গে ঘোড়া নেই। বার্ন ঘিরে ফেলো সবাই!' তারপরই ছুটল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, এত কাছ দিয়ে ডীনকে পেরিয়ে গেল যে বুটের আগা ছুঁয়ে গেল

ডীনের পিস্তলটা।

মুহূর্ত কয়েক স্থিরভাবে পড়ে থাকল ডীন, তারপর ঝট করে হাঁটু গেড়ে বসল। দাঁড়িয়ে এক ছুটে বাড়ির ছায়ায় সরে এল, দেয়াল ধরে এগোল ও, শেষে কটনউডের সারির কাছাকাছি চলে এল। বাঁক নিয়েই ছুটল। প্রায় শ'খানেক গজ দূরে, শুকনো একটা ড্রাফ দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে সমস্যা হলো না। ধীর লয়ে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। করাল থেকে ক্রুদের শোরগোল ভেসে আসছে।

দ্রুত সরে পড়তে হবে, কারণ খুব একটা সময় পাবে না। ড্রাফ থেকে নেমে পশ্চিমে মোড় নিল ও, হালকা চালে এগোল করালের দিকে। কটনউডের সারি পেরিয়ে বেড়া টপকে ঢুকে পড়ল ভিতরে। লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে এখানে, মাঝামাঝি এসে ঘাসের গালিচায় উবু হয়ে শুয়ে পড়ল ও, একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল-দলছুট ঘোড়ার খোঁজ করছে কেউ। অপেক্ষাকৃত বেশি ঘাস আছে যেখানে, একেবারে শেষ দিকে ঘোড়াগুলোকে খুঁজে পেল লোকটা।

সব ঘোড়াকে খেদিয়ে করালের দিকে এগোল সে। কেউ একজন একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে বেড়ার সঙ্গে।

দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে মেদার। ঠিকই জানে বা অনুমান করেছে যে ডীনের সঙ্গে ঘোড়া নেই। ক্রুরা সবাই স্যাডলে চেপে বসলে, আশপাশের প্রতিটি ইঞ্চিতে তল্লাশি চালাতে পারবে সে, এবং যত সময়ই লাগুক, পায়ে হাঁটতে বাধ্য হবে বলে ধরা পড়ে যাবে ডীন।

ঘোড়াগুলো এগিয়ে আসছে। শুয়ে থেকে রাইডারকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখল ডীন। ঘোড়াগুলো পেরিয়ে গেল ওকে, করালের খোলা গেটের দিকে এগোচ্ছে। দু'জন লোক গেট খুলে রেখেছে, অন্য দু'জন ঘোড়াগুলোকে খেদিয়ে করালে ঢোকাচ্ছে।

হাঁটু গেড়ে বসল ডীন, তারপর চার হাত-পা ব্যবহার করে দ্রুত এগোল বেড়ার দিকে। শেষ ঘোড়াটা ভিতরে ঢুকতে গেট বন্ধ করে দেওয়া হলো, আরও দুটো লণ্ঠন জ্বালা হলো। ধীর কদমে কাছাকাছি এগিয়ে গেল ডীন। নিঃশ্বাস আটকে রেখে স্যাডলে আসীন লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে।

গেট বন্ধ হওয়ার পর, স্যাডল ছেড়ে নামল লোকটা। ঘোড়ার লাগাম বেঁধে, স্যাডল থেকে ল্যাসো তুলে নিল হাতে, গেটের বার পেঁচিয়ে গিঁট দিয়ে ফেলল। এদিকে করালে আটকা পড়ায় ছটফট করছে ঘোড়াগুলো, ক্রুরাও খিস্তি করছে। ওগুলোকে সামলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে রাইডাররা, তা ছাড়া বেশ তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজটা করতে হচ্ছে। অধীন ক্রুদের উদ্দেশে সমানে গালাগাল আর নির্দেশ দিচ্ছে জ্যাক মেদার।

ক্রল করে নিঃসঙ্গ ঘোড়াটার দিকে এগোল ডীন। লণ্ঠন এবং ওর মাঝখানে আছে ঘোড়াটা, তাই দীর্ঘ ছায়া পড়েছে, ছায়ার আড়ালে রয়েছে ডীন। গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। গেটের বার তুলে দেওয়া, ঘোড়াগুলো চক্কর মারছে। এক পাক ঘুরে আসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে হবে। একই জায়গায় পড়ে থাকল ডীন, ঘোড়াগুলোর উপর চোখ রেখেছে।

দড়িতে ফাঁস তৈরি করল এক পাঞ্চার, ছুঁড়ে একটা পনি ধরল। দলছুট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অন্যগুলো। কাছাকাছি আসতে ওগুলোর সঙ্গে যোগ দিল ডীন, ছুটতে শুরু করল। লণ্ঠন থাকলেও, ঘোড়ার কারণে ওকে দেখতে পেল না কেউ। গেট পেরিয়ে একটা থামের আড়ালে সরে পড়ল ও, একেবারে ঘোড়াটার পায়ের কাছে পড়ে থাকল। চিঁহি স্বরে ওর উপস্থিতির প্রতিবাদ করল নিঃসঙ্গ পনিটা, কিন্তু কেউই মনোযোগ দিল না। উঠে দাঁড়াল ডীন, লাগামের বাঁধন খুলে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল, একসময় লণ্ঠনের আলোর বৃত্তের বাইরে চলে এল।

স্যাডলে চাপল এবার, নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য আরও কয়েকশো গজ হাঁটাল ঘোড়াকে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারণভূমি পেরিয়ে, হালকা চালে ঘোড়া ছোটাল কোরাজনের উদ্দেশে। র‍্যাঞ্চ হাউসের দিক থেকে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছিন্ন চিৎকার ভেসে আসছে, লণ্ঠনের আলোর ঝলকও দেখা যাচ্ছে—এখনও ওকে খুঁজছে থ্রী রীভারস ক্রুরা।

শার্টের পকেটে হাত রাখল ডীন, ডীড আর রসিদের অস্তিত্ব অনুভব করল। তারপর গতি বাড়িয়ে দিল ঘোড়ার।

অন্ধকারে ক্ষীণ হাসল ও। এই জিনিসের জন্য এত দুর্ভোগ। এটার কারণেই শেষ হয়ে গেছে আর্থার, খুন হয়েছে স্যাম গ্রীয়ার; কিন্তু এটার মাধ্যমেই জ্যাক মেদারের পিছনের লোকটাকে খুঁজে বের করা যাবে।

বিশ

বাড আর্থারের জন্য দুপুরের খাবারের ট্রে নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ল-অফিসের দিকে এগোল ব্রায়ান ম্যাকভে। নিচু স্বরে শিস বাজাচ্ছে সে, দারুণ খোশমেজাজে আছে। প্রতি বেলার খাবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, নিজে কাজটা করে ম্যাকভে। খাবার কেটে কেটে ছোট করা হয়, পাউরুটির স্লাইস পাতলা পাতলা করে দেখা হয় ভিতরে কিছু আছে কি না, কফির তলানি পর্যন্ত দেখা হয়—জেল থেকে পালাতে কাজে লাগবে এমন কোন যন্ত্রাংশ বা হাতিয়ার সরবরাহ করা হচ্ছে কি না। কিন্তু আদপে দরকার ছিল না এই সর্তকতার, আনমনে ভাবল ডেপুটি, কারণ প্রাথমিক শুনানির পরপরই বাড আর্থারের মনোবলে চিড় ধরেছে; দুনিয়ার কোন কিছুতে আগ্রহ পাচ্ছে না সার্কেল-এ মালিক। পালানোর ধান্ধা দূরে থাক, একেবারে শান্তবাবু বনে

গেছে। যা দেওয়া হয়, তাই খেয়ে নেয়, প্রতিবাদ বা অসন্তোষ প্রকাশ করে না। বেশিরভাগ সময় নীরব থাকছে। সবচেয়ে বড় কথা, গতরাতে সার্কেল-এ বাথানে সবকিছু ঠিকঠাক ঘটে থাকলে এমনিতে কিছুদিনের মধ্যে মুক্তি পেয়ে যাবে সে, ডীন টলিভার সেই ব্যবস্থাই করছে। মনে মনে ঘটনাটা ভাবল ম্যাকভে, সন্তুষ্ট মনে আশা করল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে ডীন। তবে এও ঠিক, ওর নতুন পার্টনার এ কাজে বেশ দক্ষ।

বুট দিয়ে ঠেলে দরজা খুলল সে, ভিতরে চোখ পড়তে লেসি থর্টনকে শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে দেখতে পেল। সাংবাদিককে সম্ভাষণ জানিয়ে সেল-ব্লকে চলে এল ম্যাকভে, করিডর ধরে আর্থারের সেলের সামনে এসে থামল। উদ্বেগ আর শঙ্কায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের মুখ, দরজা খুলবার শব্দে মুখ তুলেও তাকাল না সে।

ট্রেটা সেলের ভিতর ঠেলে দিল ম্যাকভে।

অফিসে ফিরে আসবার সময় লেসি থর্টনের আসবার উদ্দেশ্য অনুমান করল ব্রায়ান ম্যাকভে। গ্রীয়ারের সম্ভাব্য খুনীদের একজন সে, মেদারের পিছনের লোকটিও হতে পারে; ব্যাপারটা জানা থাকায়–ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ এসে গেছে ওর হাতে।

'কেমন চলছে, লেসি?' আন্তরিক স্বরে জানতে চাইল ও। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'ভাল,' বলল ক্ল্যারিয়ন মালিক। বুরবন হুইস্কির ক্ষীণ গন্ধ বরাবরের মত আজও পাওয়া গেল, বানরমুখো চেহারা ইটের মত লালচে হয়ে আছে। সহসা যেন ম্যাকভের উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করল সে, তবে ভুলও হতে পারে ভেবে ব্যাপারটা তেমন পাত্তা দিল না ডেপুটি।

'খুনী কয়োটটা কোথায়?' স্পষ্ট বিদ্বেষের সুরে জানতে চাইল থর্টন।

'কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চই,' সবক'টা দাঁত বের করে উত্তর দিল ম্যাকভে।

শেরিফের দিকে ফিরল সে। 'আর্থারকে ধরবার পুরস্কারের টাকা বিলি করেছ না কি?'

মাথা নাড়ল জর্জ এলবার। 'বলা মুশকিল ঠিক কে ধরেছে ওকে। ব্রায়ান আর আমি প্রথমে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিলাম বটে, ঘোড়া থেকে যখন ছিটকে পড়ল আর্থার, ততক্ষণে অন্তত আধ-ডজন লোক জমে গিয়েছিল।'

'তা হলে টাকাটা দিয়ে কী করবে?'

'জানি না।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল লেসি থর্টন। 'ঠিক এজন্যই এসেছি। টাকার যোগানদাররা অর্ধেক ফেরত চাইছে।'

খুঁটিয়ে সাংবাদিককে দেখছে ব্রায়ান ম্যাকভে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, বাড আর্থারকে ধরবার পুরস্কারের যে-টাকা নিয়ে এসেছিল লেসি থর্টন, বলেছিল অন্য কেউ দিয়েছে, আসলে সে নিজেই দিয়েছে। আর্থার যেহেতু জেলে আছে এখন, টাকা ফেরত চাইছে।

লোকটার প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করল ডেপুটি, পরিহাসের সুরে বলল: 'ব্যাপার কী, লেসি? টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়েছ যে?'

চেয়ারে ঘুরে বসে ওর মুখোমুখি হলো সে, কিছু বলবার জন্য মুখ হাঁ করল, কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না। তারপর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো: 'নিকুচি করি তোমার, ব্রায়ান! বলতে চাইছ টাকাটা ওদের ফেরত না দিয়ে নিজেই মেরে দেব আমি?'

'ফেরত দেওয়ার কী আছে? টাকাটা তো তোমারই, তাই না?'

'ব্রায়ান!' তীক্ষ্ণ স্বরে আপত্তি জানাল শেরিফ।

'ভাল করে দেখো ওকে,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ম্যাকভে। 'মুখটা দেখো। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কী জন্য এমন খেপে গেলে, লেসি?'

'খেপে গেছি এজন্য যে তোমার মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলব!'

উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'ব্রায়ান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'বলে ফেলো।'

'তোমার রুমে চলো।'

শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল ম্যাকভে।

'বসো, লেসি,' সাংবাদিকের উদ্দেশে বলল জর্জ এলবার। 'বেশিক্ষণ লাগবে না। মিনিট কয়েকের মধ্যে ফিরে আসব।'

শেরিফের সঙ্গে নিজের কোয়ার্টারে চলে এল ম্যাকভে। দরজা আটকে স্পষ্ট বিতৃষ্ণার সঙ্গে ওকে দেখল এলবার। 'কেউ কি তোমাকে বলেনি লেসি থর্টন কাউন্টির দুটো পত্রিকার একটার মালিক?'

'জানি। তাতে কী?'

'শোনো,' রাগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে এলবারের। 'আমি এখানকার শেরিফ। নির্বাচনে জিতে এই চেয়ারে বসেছি। বুঝেছ, নির্বাচিত! গত নির্বাচনে আমাকে সমর্থন দিয়েছে লেসি থর্টন, আগামী নির্বাচনেও সমর্থন এবং সহায়তা দেবে–যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে। তুমি কি চাও সব ভেস্তে যাক? খেপে গেলে আমাকে আর সমর্থন করবে না সে। অথচ তুমি আমার ডেপুটি হয়ে ওকে মিথ্যুক বলছ!'

'যা সত্যি তাই বলেছি।'

'সব সত্যি বলতে হয় না সবসময়,' শেরিফের মুখ দেখে মনে হলো এখুনি কেঁদে ফেলবে। 'বলে লাভটা কী হবে, শুনি?'

'বেশ।'

'বেশ মানে? এরই মধ্যে মিথ্যুক বলেছ ওকে! নিশ্চই আবারও বলবে!'

কিছুটা বিরক্তি আর রাগ অনুভব করছে ম্যাকভে। 'হ্যাঁ, বলব। তুমি যেহেতু মুখ বন্ধ করে রেখেছ, আমাকে তো বলতেই হবে।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল শেরিফের। 'তোমার চাকুরি শেষ, ব্রায়ান! বাড়ি চলে যাও! এখুনি!'

'আবার!' আমোদ দেখা যাচ্ছে ডেপুটির চোখে-মুখে।

'এবার কিন্তু মন থেকে বলছি! খোদার কসম! তোমার ব্যাপারে যথেষ্ট

শিক্ষা হয়েছে আমার। আর নয়। মাস শেষ হতে আরও চারদিন বাকি। চারদিন পর যদি এখানে আসো, লাথি মারতে মারতে রাস্তায় নিয়ে ফেলব তোমাকে!'

মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল ব্রায়ান ম্যাকভে। বহুবার সকালে ওকে বরখাস্ত করেছে এলবার, সারাদিন বকাঝকা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই পরদিন অফিসে এসে দেখেছে সবকিছু ভুলে গেছে সে। এলবার জানে যে ম্যাকভে পরিশ্রমী, ক্রমাগত ঝগড়া করলেও ন্যূনতম বোঝাপড়া আছে দু'জনের মধ্যে। এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে ম্যাকভে। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি মীন করেছে শেরিফ। ভয়ের শীতল শিহরণ অনুভব করল সে। উঁহুঁ, এখন যে বরখাস্ত হওয়া চলে না! ওকে এখানে দরকার ডীনের।

'দেখো, জর্জ, মুখটা সবসময়ই বেশি চলে আমার। দুঃখিত। সম্ভবত ভুলই করেছি।'

'এবার আর কাজ হবে না!' গম্ভীর স্বরে বলল জর্জ এলবার। 'বহুবার আমার গলার চারপাশে ফাঁস পরিয়েছ। কিন্তু এবারই শেষ! যা বলেছি তাই সই। আগামী মাস থেকে তোমার চাকুরি নট।'

হতাশা ঢাকতে ব্যর্থ হলো ম্যাকভে। একগুঁয়েমি, স্পষ্টবাদিতা আর বিদ্রোহী স্বভাবের মাশুল শেষপর্যন্ত দিতেই হলো! সম্ভবত বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এখন কী করবে ডীন টলিভার?

'লেসির ধারে-কাছেও যাবে না তুমি,' তিক্ত স্বরে বলল এলবার। 'দেখি, ওকে সামাল দেওয়া যায় কি না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে, পিঠ টানটান দেখাচ্ছে।

কটে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রায়ান ম্যাকভে। মনে ক্ষীণ সন্দেহ খেলে যাচ্ছে। লেসি থর্টনই স্যাম গ্রীয়ারের আসল খুনী নয় তো, জর্জ এলবার হয়তো সহযোগিতা করছে তাকে? ধারণাটা বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করল ম্যাকভে, কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারছে না। এমনও হতে পারে বাড আর্থারকে জেলে আটকে রাখতে একসঙ্গে কাজ করছে জর্জ আর লেসি। স্যাম গ্রীয়ারের খুনের ঘটনাকে ঠিক এজন্যই সাদা চোখে দেখেছে শেরিফ। গতরাতে লেসি থর্টনই যদি ডীন টলিভারের উদ্দেশ্যে শটগান থেকে গুলি করে থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডীনকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে সে। ঘটনাটা নিশ্চই শেরিফকে জানিয়েছে সে, এবং বাধ সাধবার আগেই ওকে বরখাস্ত করতে এলবার যে মরিয়া হয়ে উঠবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পেটে অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাকভে, মনে হলো দলা পাকিয়ে যাচ্ছে নাড়ি-ভুঁড়ি। জর্জ এলবার যতই ঝগড়া বা হম্বিতম্বি করুক, কিংবা যতই মাথামোটা হোক, তারপরও তাকে পছন্দ করে ম্যাকভে। উঁহুঁ, অসৎ নয় জর্জ।

তা হলে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা কী?

ব্যাখ্যাটা জানে না সে, শুধু এটা জানে যে এবার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে জর্জ এলবারের সঙ্গে, মাশুল হিসাবে চাকুরি হারাতে হচ্ছে।

এমনিতে চাকুরির বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই ওর কাছে, শুধু একটা জায়গায় সমস্যা–ডীন টলিভারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছে না…

অফিসরুমে কয়েকজনের ক্ষুব্ধ চেঁচামেচিতে চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল ম্যাকভের। কট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, দরজা খুলে করিডরে পা রাখল। অফিসে চেঁচাচ্ছে কেউ। দ্রুত পায়ে এগোল ব্রায়ান ম্যাকভে।

জর্জ এলবারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক মেদার, পিছনে ভিড় করেছে তার কয়েকজন ক্রু। ম্যাকভের পদশব্দ পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, লোকটার মুখের অভিব্যক্তি দেখে ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করল ডেপুটি। প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে গেছে মেদারের মুখ।

'গতরাতে সার্কেল-এ থেকে ডীডটা চুরি করেছে ডীন টলিভার! বাড়িতে লুকিয়ে ছিল ও!'

'ডীড চুরি করেছে?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল ম্যাকভে, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ, চুরি করেছে! আমার চারজন লোককে খুন করে পালিয়ে গেছে!'

দেয়ালের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিল ব্রায়ান ম্যাকভে, দারুণ স্বস্তি অনুভব করছে। খবরটা শুনে বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, তবে এমন কিছু ঘটবে জানত বলেই কিংবা স্রেফ পেশাগত দক্ষতার কারণে, কিছুটা হলেও বিস্ময় ফুটল ওর মুখে। ডীন তা হলে সফল হয়েছে!

'ওর দুঃসাহসের তারিফ করতেই হয়!' মৃদু স্বরে বলল ম্যাকভে।

বিহ্বল শেরিফের দিকে ফিরল মেদার। 'আরও ব্যাপার আছে! ডীন টলিভারের কাছে শুনলাম কাউন্টি অফিস থেকে ডীডের রেকর্ড না কি আগেই চুরি করেছে সে।'

অসহায় দৃষ্টিতে ম্যাকভেকে দেখল শেরিফ। 'এজন্যই তা হলে তালা ভাঙা ছিল,' মেদারের দিকে ফিরল সে। 'কী করতে পারি আমি, বলো তো?'

'কী করবে?' রাগে চড়া হয়ে গেল থ্রী রীভারস ম্যানেজারের কণ্ঠ। 'খুঁজে বের করো হারামজাদাকে! তুমি এখানকার আইন, তাই না? দরকার হলে শহরের সব লোককে ডেপুটি করে নেবে! সারা তল্লাট চষে ফেলো! আমার ক্রুদের ডেপুটি বানিয়ে নাও। কাউকে বাদ দিয়ো না, যে-ই ডেপুটি হতে চায়, ব্যাজ দিয়ে দাও।'

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল এলবার। 'তার মানে সার্কেল-এর উপর তোমার কোন অধিকার নেই এখন? ডীড তো নেইই, ডীডের রেকর্ডও নেই।'

নড করল মেদার, তারপর বিস্ফোরিত হলো: 'ঠিকই ধরেছ, এলবার! কিন্তু সার্কেল-এ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি, কেউ বাধা দিতে এলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে! ট্যাকের পয়সা খরচা করে র‍্যাঞ্চটা কিনেছি!'

'জানি,' আপসের সুরে বলল জর্জ এলবার। 'কেউ তো বলছে না যে সার্কেল-এ কেনোনি তুমি। আমি শুধু কারণটা বুঝতে চেষ্টা করছি, কেন ডীড চুরি করেছে ডীন টলিভার।'

'যদি দশ বছরও লাগে, ঠিকই ডীডটা উদ্ধার করে ছাড়ব আমি!' সরোষে

শপথ করল জ্যাক মেদার। 'এলবার, জরুরি খবর দিয়ে গভর্নরের কাছে লোক পাঠাও, সেনাবাহিনীর সাহায্য চাও! ডীন টলিভারকে ধরতে প্রতিটি লোকের সাহায্য দরকার হতে পারে আমাদের।'

'এরচেয়ে সহজ একটা পথ আছে, মেদার,' বাতলে দিল লেসি থর্টন।

প্রথমবারের মত তার দিকে ফিরল থ্রী রীভারস ম্যানেজার। দু'জনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল ব্রায়ান ম্যাকভে, দেখতে চাইছে কোন সঙ্কেত বা ভাব বিনিময় হয় কি না। হলেও, সেটা ধরা সম্ভব হলো না ওর পক্ষে। রাগে জ্বলছে মেদারের চোখজোড়া, মুখ আড়ষ্ট। এদিকে থর্টনের মুখ অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে বরাবরের মত লালচে দেখাচ্ছে, চাপা উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে গেছে চোখজোড়া।

'এলবারের কাছে দশ হাজার ডলার জমা আছে,' বলল সাংবাদিক। 'বাড আর্থারকে ধরবার পুরস্কার হিসেবে এ টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু টাকাটা কাউকে দেওয়া হয়নি, কারণ প্রায় আপসে ধরা দিয়েছে আর্থার। ইচ্ছে করলে টাকাটা কাজে লাগাতে পারি আমরা। পুরস্কারটা ডীন টলিভারের নামে ঘোষণা দিলেই তো হয়। মেদারের চারজন লোককে খুন করেছে সে। জীবিত বা মৃত ধরতে পারলেই হলো, দশ হাজার ডলার পেয়ে যাবে। এমনিতে ওর নামে সাত হাজার পুরস্কার রয়েছে, আর এখন সতেরো হাজার হলো। সেক্ষেত্রে…'

'আরও তিন হাজার দেব আমি, তা হলে বিশ হাজার হবে,' চট করে ঘোষণা করল জ্যাক মেদার।

'দারুণ! তা হলে বিশ হাজার হলো।' কামরার চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল লেসি থর্টন। 'বাজি ধরতে রাজি আছি, কাউন্টির সব লোক কাজকর্ম বা ব্যবসা ফেলে টলিভারকে শিকার করতে বেরিয়ে পড়বে এবার। কয়েক বছরেও এত টাকা রোজগার করতে পারবে না কেউ!'

'বেশ, তাই করব আমি,' সম্মতি জানাল শেরিফ, উঠে দাঁড়িয়েছে। 'ব্রায়ান, খবরটা ছড়িয়ে দাও। বিশ হাজার ডলার পুরস্কার। যে-কেউ পেতে পারে! ধরে আনবার দরকার নেই। স্রেফ লাশটা নিয়ে এলেই চলবে।'

দারুণ চাল দিয়েছে লেসি থর্টন, ভাবছে ব্রায়ান ম্যাকভে, কাউন্টির প্রতিটি লোক বেরিয়ে পড়বে এবার। বিশ হাজার ডলারের লোভ সংবরণ করা যে-কারও জন্যই কঠিন। চিন্তাটা অসুস্থ করে তুলল ওকে, ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ল-অফিস থেকে।

এক ঘণ্টার মধ্যে, জনসন'স অ্যাম্পোরিয়াম আর কিং'স কেনু পার্লার ছাড়া শহরের সব স্টোর বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। নিঃশেষ হয়ে গেল স্টোরের তাবৎ অ্যামুনিশন, ভাড়া নেওয়ার কিংবা কিনবার মত একটা ঘোড়াও থাকল না স্টেবলে। ইয়েলো জ্যাকেটের রাস্তায় মানুষ শিকারীদের মেলা জমেছে, সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী মানুষ শিকারে নেমে যাবে একটু পর। কাউন্টির ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা এটা।

একুশ

হোটেলের লবির জানালা পথে বাইরের রাস্তায় পাসির লোকদের জমায়েত হতে দেখল ইভলিন, ইলিয়া গ্রীয়ার আর সিনেটর হিনম্যান। পুরো এক ঘণ্টা দেখল তাদের কাজকারবার। শেষে, ভাগ হয়ে শহর থেকে চারদিকে যাত্রা করল চারটা দল। 'ডীন টলিভারের জায়গায় থাকলে হয়তো মাথা খারাপ হয়ে যেত আমার!' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল সিনেটর।

'কী মনে হয় তোমার, চাচা, ওকে ধরতে পারবে এরা?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ইভলিন।

শ্রাগ করল প্যাট্রিক হিনম্যান। 'দুনিয়ায় আইন বা ন্যায় বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা হলে অবশ্যই ধরা পড়বে সে।'

'কিন্তু, চাচা, আমাদের সাহায্য করছে ও!'

গম্ভীর মুখে নড করল হিনম্যান। অন্য দিনের চেয়ে আজ ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে তাকে, মুখের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট দেখাচ্ছে, উদ্বেগ বা উত্তেজনা যেন তাকেও ছুঁয়েছে। দুই যুবতীর মাঝখানে বসেছে সে। পালাক্রমে দু'জনকে দেখল, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল: 'বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আমি যেহেতু তোমার বাবার বন্ধু এবং লইয়ার, ডীন টলিভার ডীড চুরি করায় ওর প্রতি কৃতজ্ঞই বোধ করছি। জ্যাক মেদারের দাবির কোন যৌক্তিকতা নেই এখন, স্রেফ ট্রেসপাসারে পরিণত হয়েছে সে। সার্কেল-এর উপর অধিকার বা দাবি নেই ওর। ডীড ও রেকর্ড চুরি যাওয়ায় কোর্টে ওকে হারিয়ে দিতে পারব আমরা। সার্কেল-এ এখনও আর্থারদের বাথান।' নিরানন্দ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে, তিক্ততা ফুটে উঠল কণ্ঠে। 'কিন্তু তারপরও, আমি যেহেতু একজন বিবেকবান মানুষ, এভাবে কোর্টের লড়াই জিততে চাই না।'

ক্ষীণ হাসল ইভলিন। 'আমিও চাই না, চাচা, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু অন্যরকম হলেও বিজয়টা আমাদের উপহার দিয়েছে কেউ।'

'হ্যাঁ,' জানালা পথে হারিয়ে গেল সিনেটরের বিষণ্ন, অন্যমনস্ক দৃষ্টি। 'আসলে কি বদলে গেছে সবকিছু, মাই ডিয়ার? মনে হয় না। তোমার বাবার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ রয়ে গেছে এখনও। র‍্যাঞ্চ গোল্লায় যাক! বাডকে জেল থেকে বের করতে চাই আমি—মুক্ত, বেকসুর খালাস হিসেবে! নিশ্চই তোমারও একই ইচ্ছে?'

নড করল ইভলিন।

ঘড়ি দেখল সিনেটর। 'সাক্ষাতের সময় হয়ে গেছে। চলো, বাডের সঙ্গে

দেখা করি গিয়ে।'

তিনজনই রাস্তা পেরোল। ল-অফিসে শেরিফের কাছ থেকে বাধা পেল ওরা।

'দেখা হবে না আজ,' জানিয়ে দিল জর্জ এলবার।

'কেন?' জানতে চাইল সিনেটর।

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না, হিনম্যান। নিজেই উত্তরটা ভেবে নাও। তোমার আউটল বন্ধু একদিনের জন্য যথেষ্ট খুশি করেছে তোমাদের, বাড আর্থারের সঙ্গে আজ দেখা না করলেও চলবে।'

'কীসের ইঙ্গিত করছ, এলবার?' খেপে গেল সিনেটর। 'ডীড চুরির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক রয়েছে, এটাই বলতে চাও?'

'কিছুই বলিনি বা ইঙ্গিত দেইনি,' রাগ প্রকাশ পেল শেরিফের কণ্ঠে। 'আমি শুধু বলেছি যে, কোর্টে যাওয়া ছাড়াই জিতে গেছ তোমরা। আরেকটা কথা না বললেই নয়, হাতে অনেক কাজ পড়ে আছে, একজন খুনীর আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় নেই আমার। এবার ভাগো!'

বেরিয়ে এল ওরা। অন্য কোথাও যাওয়ার নেই বলেই যেন হোটেলে ফিরে এল। সহসা দারুণ ক্লান্ত বোধ করল ইভলিন, আর ভাল্লাগছে না এসব! এই শহর, হোটেল...কোন কিছুই ভাল লাগছে না, অসহ্য মনে হচ্ছে! প্রত্যাশা নেই, কেবলই হতাশা আর অসহায়ত্ব। একটা বাচ্চাও এরচেয়ে ভাল থাকে! ইলিয়াকে রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছে, কীভাবে যে নিজেকে সামলে রাখতে জানে মেয়েটি! সবসময় নির্লিপ্ত, শান্ত থাকতে পারে। যে-কোন ঘটনা বা খবর শান্তভাবে গ্রহণ করে। ডীন টলিভার সার্কেল-এ বাথানে লুকিয়ে ছিল এবং পরে ডীড চুরি করেছে, খবরটা পেয়ে কেবল সামান্য হেসেছে ইলিয়া।

'রূমে যাচ্ছি, চাচা। ঘুমানোর চেষ্টা করব। কোন খবর এলে জানিয়ো আমাকে।'

চট করে ওর দিকে ফিরল ইলিয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি—কী ধরনের খবর, সেটা জানতে চাইল না। খবর বলতে ইভলিন কী বোঝাতে চেয়েছে, ঠিকই বুঝে নিয়েছে ইলিয়া, মেয়েটির মুখেই স্পষ্ট—ডীন ধরা পড়েছে কি না কিংবা মারা গেছে কি না।

অজান্তে লালচে হয়ে গেল ইভলিনের মুখ, দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল ও। দোতলায় উঠে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল।

দরজা আটকে ধীর পায়ে বিছানার দিকে এগোল ও। মাঝপথে থমকে দাঁড়াল, আঁতকে উঠল নিখাদ বিস্ময়ে।

ওর বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ডীন টলিভার। একটা হাত বালিশের নীচে গুঁজে দেওয়া।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ইভলিন, তারপর পা টিপে টিপে দরজার কাছে ফিরে গেল। তালা আটকে ফিরে তাকাল বিছানার দিকে। এমন বোকা, একগুঁয়ে আর মাথামোটা মানুষ হয়!

আচমকা হাঁটুয় দুর্বলতা বোধ করল ও। এই লোকের মাথার দাম বিশ

হাজার ডলার, সারা তল্লাট চষে ফেলছে লোভী কিছু মানুষ, অথচ ল-অফিস থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে হোটেলের বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সে।

তারপরই ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল ইভলিন। ওকে বিশ্বাস করে সে, এতটাই যে চরম বিপদের সময় আশ্রয় আর বিশ্রামের প্রয়োজনে এখানে চলে এসেছে।

ধীর ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও। *উঁহুঁ, ঘুমাক ও, জাগানোর দরকার নেই। কত দিন পর, কত মাইল ছোটাছুটির পর একটু শান্তিতে ঘুমানোর সুযোগ পেল?*

পুরো দুই ঘণ্টা চেয়ারে স্থিরভাবে বসে থাকল ইভলিন, ডীনের ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে একটুও নড়ল না। একসময় পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ল সূর্য, অন্ধকার হয়ে গেল কামরা।

ডীনের স্বরে চমকে উঠল ও। আনমনা হয়ে পড়েছিল কখন, নিজেও জানে না।

'কখন এসেছ তুমি?'

জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ডীনের দিকে তাকাল ইভলিন, দেখল বিছানায় বসে আছে বিশ হাজার ডলারের মাথার মালিক। মুখে চাপা হাসি।

'কয়েক ঘণ্টা হবে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'ডীন, কেন এই ঝুঁকিটা নিলে?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার ছিল,' উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল ডীন, হাই তুলল, তারপর ওঅশস্ট্যান্ডের কাছে চলে গেল। বেসিনে পানি ঢেলে মুখ ধুলো, তোয়ালেয় মুখ মুছে উস্কখুস্ক চুলে আঙুল চালিয়ে মোটামুটি পরিপাটি করে তুলল কোঁকড়ানো চুল। ফিরে এসে বিছানায়, ইভলিনের মুখোমুখি বসল। পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

'তুমি কি জানো, তোমার মাথার দাম বিশ হাজার ডলার হয়ে গেছে এখন?' যতটা সম্ভব শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল ইভলিন।

'তাই?' সিগারেট ধরাল ডীন। 'জ্যাক মেদার সত্যিই চালু লোক।'

'ওহ্, ডীন!' গুঙিয়ে উঠল ইভলিন। 'আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছ তুমি! আর নয়। বিশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, কাউন্টির সব লোক কাজকর্ম ফেলে তোমাকে খুঁজছে এখন। আর কত দুর্ভোগ পোহাবে? চলে গেলেই পারো তুমি!'

সিগারেট ঠোঁটে রেখেই হাসল ডীন। সচরাচর যে নির্লিপ্ত ঔদ্ধত্য দেখা যায় ওর মুখে, সেটা নেই এখন। একেবারে সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে ডীন টলিভারকে। শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ইভলিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'ডীডটা।'

'কাজটা করা ঠিক হয়নি তোমার।'

'খুশি হওনি তুমি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই।'

'সেদিন রাতের গালাগালির জন্য আফসোস হচ্ছে?'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল ইভলিনের মুখ। 'আমি…আমি সত্যি দুঃখিত। আন্তরিক দুঃখিত।'

হাসল ডীন, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে ডীডের দিকে তাকাল। 'এটা নিয়ে কী করবে?'

'পুড়িয়ে ফেলব।'

মাথা নেড়ে জিনিসটা বিছানার উপর রাখল ডীন। 'আগপাছ ভাবছি,' চিন্তিত স্বরে বলল ও, ইভলিনের চোখে চোখ রাখল। 'কী মনে হয়, খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে তোমার বাবা?'

একেবারে নির্লিপ্ত, প্রায় রূঢ় স্বর ডীনের। গত কয়েকদিনে এই প্রশ্নটা ঘুণাক্ষরেও নিজের মনে আনেনি ইভলিন, কিন্তু ডীনের প্রশ্নে মোটেও বিব্রত মনে হলো না ওকে, বরং উত্তরটা যেন মনের গভীরে কোথাও জমা ছিল। 'মনে হয় না,' মৃদু, আশান্বিত স্বরে উত্তর দিল ও।

'আমিও মনে করি না ছাড়া পাবে সে। সেজন্যই ভাবছি আমার পরিকল্পনা তোমাকে খুলে বলা দরকার।'

'বাবাকে জেল থেকে বের করে আনবে না কি?' দ্রুত জানতে চাইল ইভলিন, কণ্ঠে সতর্কতা। 'ডীন, দয়া করে এই কাজটা কোরো না! দোহাই তোমার! এভাবে নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, ক'বার ফাঁকি দেওয়া যায়?'

'শোনো,' ডীডটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল ডীন। 'এটাই তোমার বাবাকে জেল থেকে বের করে আনবে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ইভলিন, ডীনের কথার মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। 'কিন্তু…খুনের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে।'

'ভুলে যাও। কী বলছি, জানি আমি, কিংবা কী করব, তাও জানি। অন্য একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি। দশ হাজার ডলার আছে তোমার কাছে, ইভলিন?'

'দশ হাজার? নাহ্।'

'সিনেটরের কাছে হবে?'

'না। ওর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।'

'দশ হাজার ডলার পেলে তোমার বাবাকে জেল থেকে বের করে আনতে পারব,' ইভলিনকে দেখছে ডীন।

'কীভাবে?'

'ব্রায়ান ম্যাকভেকে কিনে ফেলব। টাকার বিনিময়ে তোমার বাবাকে জেল থেকে বের করে দেবে সে। বাড়তি হিসেবে একটা ঘোড়া দেবে। মেক্সিকোয় চলে যাবে তোমার বাবা।'

'ডীন!' গুঙিয়ে উঠল ইভলিন। তীক্ষ্ণ হয়ে গেল ওর দৃষ্টি, ডীনকে খুঁটিয়ে দেখছে, ডীনের চিন্তা-ভাবনা বুঝবার চেষ্টা করছে। 'কীভাবে জানলে যে ম্যাকভেকে কেনা সম্ভব?'

'সব মানুষেরই মূল্য রয়েছে, সেটা সস্তা আর চড়া হোক। ওর দামটা

জানি আমি। দশ হাজার ডলার।'

চিন্তিত হয়ে গেল ইভলিনের চাহনি। 'কিন্তু মেক্সিকোয় গিয়ে কী করবে বাবা? যদি সত্যিই জেল থেকে বেরোতে বা মেক্সিকো পর্যন্ত পৌঁছতে পারে!'

'মরে গেলে কোন ফায়দা হবে?'

শিউরে উঠল ইভলিন। ঠিকই বলেছে সে, হয় দড়ির ফাঁস নয়তো মেক্সিকোয় নির্বাসন—যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে বাড আর্থারকে।

'ঠিকই বলেছ,' শেষে একমত হলো ও। 'মেক্সিকোয় চলে যাওয়া উচিত বাবার। কিন্তু দশ হাজার ডলার কোথায় পাব আমরা?'

কিছু বলল না ডীন, শুধু মেলে রাখা ডীডটা নাড়ল একবার।

এবার বুঝে ফেলল ইভলিন। 'থ্রী রীভারসের কাছে ডীডটা বিক্রি করে দেবে?'

'উঁহুঁ, ঠিক মেদারের কাছে নয়। ওকে এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। ওর পিছনে যে-লোক আছে, তার কাছে বিক্রি করব।'

উত্তেজিত হয়ে পড়ল ইভলিন। তবে উত্তেজনা বা উৎসাহ মিলিয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। 'কিন্তু লোকটার পরিচয় জানবে কীভাবে?'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ডীন। 'জানি না, তবে জেনে যাব। জানবার উপায়টাও বলব তোমাকে। র‍্যাঞ্চ থেকে তোমার বাবার লেখা চিঠিটা চুরি হয়েছিল, মনে আছে?'

'হ্যাঁ!'

'এদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে চিঠি পাঠাব। হাঙ্ক ফস্টার মারা যাওয়ায় একজন বাদ। ব্রায়ান ম্যাকভের কাছে পাঠাতে হবে না, কারণ আমি নিশ্চিত জানি সে এসবে নেই। তো, বাকি রইল শেরিফ এলবার, লেসি থর্টন এবং সিনেটর হিনম্যান।'

'কিন্তু...' প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল ইভলিন, হাসল শেষে। সিনেটর হিনম্যান যদি একটা অদ্ভুত চিঠি পায়, কী অসুবিধে হবে? বিহ্বল হয়ে পড়বে চাচা, তবে ও-পর্যন্তই, এ নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেবে না।

'নোটে কী লিখবে?'

'তিনটা চিঠিতে একই কথা লিখব। লেখাটা থাকবে এরকম: "সার্কেল-এর ডীড ফেরত পেতে চাইলে আমার নির্দেশ মত কাজ করতে হবে। দশ হাজার ডলারের ব্যাংক নোট জোগাড় করে, সন্ধ্যা সাতটায় ইয়েলো জ্যাকেট থেকে দক্ষিণে তিন মাইল দূরে চলে যাবে, নদীর ফোর্ডের কাছাকাছি বড়সড় কটনউডের কাছে যেতে হবে। ওখানে আগুন জ্বলতে থাকবে। নোটের বস্তা আগুনের পাশে রাখবে, যাতে দূর থেকে দেখতে পাই আমি। তারপর বিশ পা দক্ষিণে হেঁটে যাবে, একটা পাথর পাবে, ওটা তুললেই পেয়ে যাবে ডীডটা। ব্যাংক নোটের বদলে যদি শুধু কাগজ দাও, তা হলে ডীডের বদলে কপালে একটা বুলেট পাবে। আর যদি সত্যি সত্যি টাকা দাও, নিশ্চিন্তে ডীড নিয়ে চলে আসতে পারবে।" নীচে আমার নাম লেখা থাকবে।'

'কিন্তু শেরিফ যদি সঙ্গে লোকজন নিয়ে যায়?'

'সাতটা বাজতে বাজতে পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বেশ অন্ধকার থাকবে। কটনউডের পিছনে উঁচু একটা টিলা রয়েছে। ওখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়বে। কেউ একা না কি সঙ্গী সহ আসছে, দেখতে পাব আমি। যদি একাধিক লোক হয়, ডীডটা তুলে নিয়ে ছুট দেব। আর একজন হলে থাকব ওখানে।' ইভলিনের চোখে সন্তুষ্টি দেখে হাসল ডীন। 'কাজ হবেই এতে। ব্যর্থ হব না।'

সামান্য ভাবল ইভলিন, তারপর তিক্ত স্বরে বলল: 'কিন্তু এমনও হতে পারে, পিছনের লোকটা নিজে না এসে কাউকে পাঠাতে পারে। তখন কী করবে? সেক্ষেত্রে জ্যাক মেদার বা থ্রী রীভারসের পিছনে কে আছে, কখনোই জানা হবে না আমাদের।'

নিতান্ত অবহেলায় শ্রাগ করল ডীন। 'হ্যাঁ, তেমন একটা সম্ভাবনা থাকছে বটে। তবে এ নিয়ে ভাবছি না। তোমার বাবা মুক্তি পেলেই হলো, ডীড কে নিল তাতে কিছু যাবে-আসবে না।'

'সত্যি। এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। বাবা মুক্তি পেলেই হলো। শুধু...কখনও ওই জঘন্য লোকটার পরিচয় জানা হবে না আমাদের।'

কামরা প্রায় পুরো অন্ধকার। বাইরেও সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। 'কাগজ-কলম আছে?' জানতে চাইল ডীন।

'চিঠি লিখবে?'

নড করল ডীন। 'সাপারের সময় হয়ে গেছে। তুমি বরং নীচে চলে যাও। এসে দেখবে চারটা চিঠি লেখা হয়ে গেছে। ওগুলো নিয়ে মেইল করে দেবে।'

'চারটা? চারটা কেন? কাকে দেবে শেষটা?'

ক্ষীণ হাসল ডীন। 'অন্য একজন। এসবের সঙ্গে অবশ্য সম্পর্ক নেই তার। ওর নাম হচ্ছে...' মাথা চুলকাল ও। 'অ্যান্ডি জ্যাকসন। শিগ্‌গিরই ইয়েলো জ্যাকেটে আসবে সে। ওর চিঠিতে অবশ্য বিশেষ একটা অনুরোধ লিখব: চাওয়ার আগে কাউকে দেবে না বা দেখাবে না। তো, সাপার সেরে এসে সব চিঠি মেইল করে দেবে তুমি।'

নড করল ইভলিন। 'বাবা কখন জেল থেকে বেরোবে?'

'আজ থেকে দু'রাত পর।'

লণ্ঠন ধরাল ইভলিন। কাগজ, কলম আর খাম এনে দিল ডীনকে। দেখল টেবিলে বসে পড়েছে সে। 'সাবধানে থেকো, ডীন, প্লীজ!' মৃদু স্বরে অনুরোধ করল ও। 'দোহাই তোমার!' সামান্য দ্বিধা করল, তারপর রুদ্ধ স্বরে বলল: 'ওহ্, ডীন, সত্যি কাজ হবে তো?'

'কেন হবে না?' অন্যমনস্ক স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল ডীন।

ডীনের নির্লিপ্ত, দ্বিধাহীন স্বরে আশ্বস্ত হলো ইভলিন। দরজার কাছে চলে গেল ও, তারপর জানতে চাইল: 'তুমি সতর্ক থাকবে তো?'

মুখ তুলল না ডীন। কলম চালাতে ব্যস্ত। 'কাউকে কিছু বোলো না। যদি বলো...মনে রেখো পরিণতিতে ফাঁসিতে ঝুলবে তোমার বাবা।'

'কাকে বলব?'

উত্তর দিল না ডীন। লিখতে ব্যস্ত।

দরজা ভিড়িয়ে তালা বন্ধ করল ইভলিন, সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে এল। *ডীন কী করে ভাবল কাউকে বলব?* কিছুটা অসন্তোষের সঙ্গে ভাবল ও। *ওকে দেখিয়ে দেব আমি!* তিক্ত মনে শপথ করল ইভলিন আর্থার।

বাইশ

পরদিন বিকেল ছয়টায় ডীন টলিভারের চুরি করা ঘোড়াটাকে আলামো বাটের লাগোয়া শুকনো ওঅশের পাড়ে ছোট একটা সিডারের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা দেখা গেল। সেজ-ঝোপের বুক চিরে ইয়েলো জ্যাকেটে চলে যাওয়া ট্রেইলে নেই কেউ। কটনউডের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ডীন, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে মৃদু শিউরে উঠল। সূর্যাস্তের পরপরই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নেমে আসে প্রেয়ারিতে। শীত আসতে দেরি নেই; এবং মেক্সিকোর উদ্দেশে ফের যাত্রা করবে ও। সচরাচর যা হয়–উদ্দেশ্যহীন ও ছন্নছাড়া যাত্রা হবে। চিন্তাটা কেন জানি স্বস্তিকর মনে হলো না ওর কাছে।

শুকনো ডালপালা জোগাড় করে কটনউডের নীচে জড়ো করল ও। জ্বালানি কাঠের অভাব রয়েছে এখানে। দ্রুত কাজ করল ডীন, যেহেতু ঠাণ্ডা পড়ে গেলে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়বে কাঠ, আগুন জ্বলবে না ঠিকমত। সব কাঠ জড়ো করে বড়সড় চ্যাপ্টা একটা পাথর বাছাই করল, ওটা তুলে নিয়ে আগুন থেকে দক্ষিণে আনুমানিক দশ ফুট এগোল। তারপর মাটিতে নামিয়ে রাখল পাথরটা। ডীডটা ওটার তলায় রাখেনি, আসলে পকেট থেকেই বের করেনি।

ঢালু জমি ধরে টিলার উপর উঠে এল ও। ঝাপসা হয়ে এসেছে চারদিক, তবে দু'দিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত মোটামুটি সবকিছু চোখে পড়ছে। ইয়েলো জ্যাকেটের ট্রেইলে ছোট্ট গাঢ় একটা বিন্দু দেখা গেল। কিছুক্ষণ পর বিন্দুটা একজন ঘোড়সওয়ারের রূপ পেল। পুব দিকে তৃণভূমিতে কয়েকটা গরু ছাড়া আশপাশে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

সন্তুষ্ট মনে টিলা থেকে নেমে এল ডীন। খুব দ্রুত অন্ধকার নামছে। ডালপালায় আগুন ধরিয়ে গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল তুলে নিল, তারপর শুকনো গালশ পেরিয়ে ওপারের নিচু জমিতে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ল। দীর্ঘ সেজ-ঝোপের আড়াল পাচ্ছে। সামনে টেনে নিল রাইফেলটা।

আচমকা ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এল। বাতাসে ঠাণ্ডার দাপট বেড়ে

গেছে। কান খাড়া রেখেছে ডীন, সামান্য শব্দও শুনতে উদ্‌গ্রীব। মাত্র একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ। এছাড়া আছে রাতের স্বাভাবিক শব্দ–ঝোপ মাড়িয়ে ইঁদুরের চলে যাওয়ার সড়সড় আওয়াজ, বাদুড়ের পাখা ঝাপটানি…

খুরের শব্দ জোরাল হচ্ছে। একই জায়গায় পড়ে থাকল ডীন, ট্রেইলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। একসময় ঘোড়াটার থামবার শব্দ শুনতে পেল, অনুমান করল নিজের চেহারা দেখানোর। আগে খুঁটিয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে রাইডার।

কটনউডের কাছাকাছি চলে এল জ্যাক মেদার, ঘোড়া থেকে নামল। একটুও বিস্মিত হলো না ডীন, জানত কে আসবে। ক্যানভাসের একটা থলে হাতে আগুনের কাছাকাছি চলে এল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, ঝুঁকে বসে পড়ল। থলের বাঁধন খুলে ভিতর থেকে আঁটি বাঁধা ব্যাংক নোট বের করল। একটা একটা করে সাজিয়ে রাখল পাশাপাশি, দূর থেকে অনায়াসে যে-কেউ বুঝতে পারবে খাঁটি ব্যাংক নোট এগুলো, কাগজের তাড়া নয়। কাজ শেষে মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল সে, তারপর পাথরের কাছে চলে গেল ধীর পায়ে, পাথরটা সরিয়ে ফেলল।

মেদার খিস্তি করবার আগেই নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল ডীন: 'এক মিনিট, মেদার। ডীডটা হাতে হাতে দেব তোমাকে।'

গাল্‌শের পাড় ধরে নেমে এল ডীন, তারপর অ্যারোয়ো পেরোল। মাথার উপর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক মেদার।

'সঙ্গে অস্ত্র নেই আমার,' বলল সে।

'থাকা উচিতও নয়। আগুনের কাছে চলে এসো।'

ডীনও এগোল। আগুনের কাছাকাছি চলে এল দু'জন, পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। শার্টের পকেট থেকে ডীড আর রসিদ বের করল ডীন। কাঁপা হাতে ওগুলো নিল মেদার, দ্রুত ডীডের ভাঁজ খুলে নজর চালাল। ঠিকই আছে।

'কাউন্টি রেকর্ড বুক থেকে ছিঁড়ে আনা পাতাটা ফেলে দিয়েছি,' জানাল ডীন। 'ওটা না হলেও চলবে তোমার, যেহেতু ডীড আর রসিদ রয়েছে।'

ডীড ভাঁজ করে পকেটে রাখল সে। 'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই, বরং একটা রসিদ লিখে দাও আমাকে।'

'রসিদ?' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল জ্যাক মেদার। 'কেন?'

আগুনের দিকে তাকাল ডীন, নিস্পৃহ স্বরে বলল: 'আমার ব্যবসায় যদি নাম লেখাতে, মেদার, পিছনে রেখে যাওয়া চিহ্ন তুমিও মুছে ফেলতে। চাই না ডীড চুরির মিথ্যে অভিযোগে আমার মাথার দাম আরও বাড়ুক। তো, একটা রসিদ লিখে দাও। কোন শেরিফ যদি ডীড চুরির অভিযোগে আমাকে গ্রেফতার করতে আসে, সেটা দেখাতে পারব তাকে।'

সন্দিহান চোখে ওকে মাপছে মেদার, শেষে বলল: 'বেশ চালবাজি করছ, ডীন।'

'অন্তত তুমি তো জানো কীসের বিরুদ্ধে লড়ছি আমি,' চোখ তুলে

তাকাল ডীন, আগের মতই নিস্পৃহ শোনাল কণ্ঠ। 'সাবধান না হয়ে উপায় নেই।' পকেট থেকে কাগজ আর পেন্সিলের একটা টুকরো বের করে এগিয়ে দিল ও। 'তারিখ, সময়, টাকার অঙ্ক এবং স্থানের কথা লিখবে—আলামো বাট।'

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে দ্রুত রসিদ লিখে ফেলল মেদার। ওটা নিয়ে এক নজর দেখল ডীন, সন্তুষ্ট মনে নড করল, তারপর নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে পকেটে রেখে দিল।

'টাকা গুনে দেখবে না?' জানতে চাইল মেদার।

'না। ধরে নিয়েছি ঠিকই আছে। চালাক মানুষ তুমি। আমাকে ঠকালে পরিণাম যে ভাল হবে না, জানা আছে তোমার।'

'এবার যেতে পারি আমি?'

'হ্যাঁ।'

ঘোড়ার দিকে কয়েক পা এগোল সে, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফিরল ডীনের দিকে। এখনও অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে ডীন।

'একটা প্রশ্ন করি?'

মাথা ঝাঁকাল ডীন। 'বলো।'

মেদারের লম্বাটে মুখে হাসি ফুটল। 'কোন শেরিফের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলছিলে। তার মানে চলে যাচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ। একটা কথা, মেদার, তোমার পিছনের লোকটার পরিচয় জানাতে অসুবিধে আছে?'

ক্ষীণ হেসে মাথা নাড়ল সে।

শ্রাগ করে হাই তুলল ডীন। 'জানা-অজানায় কিছু যায়-আসে না আমার, পরোয়াও করি না। কাজটা ভালই দেখিয়েছ, মেদার। ডজ সিটিতে যা ছিলে, এখানে তারচেয়েও বেশি দক্ষতা দেখিয়েছ।'

'বয়স হয়েছে না!'

'হ্যাঁ। অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই।'

'স্বীকার করতেই হবে, কিছু সময়ের জন্য আমার মাথা সত্যি খারাপ করে দিয়েছিলে তুমি।'

'টাকা ছাড়া চলে না কি কারও? আমারও চলে না। তো, যার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে, তার কাছ থেকে কিছু মেরে দেওয়ার মওকা পেলে ছাড়ব কেন?'

'তো, পেয়েছ তুমি,' শুকনো স্বরে বলল সে। 'তবে পাওয়ার উপায়টা সত্যি কঠিন হয়েছে তোমার, মিস্টার।'

হাসল ডীন। 'কিন্তু পেয়েছি শেষপর্যন্ত।'

'হ্যাঁ। সো লঙ।'

'সো লঙ।'

প্রায় একইসময়ে অন্ধকারে পা বাড়াল ওরা, কেউ কাউকে এক রত্তি

বিশ্বাস করছে না। ঘোড়ার কাছে চলে এল ডীন। মৃদু শিস বাজাচ্ছে। কাজ খতম।

এখন স্রেফ কিছু লেকচার দিতে হবে।

জ্যাক মেদারের পিছনের লোকটিই খুন করেছে স্যাম গ্রীয়ারকে, তারও আগে···জালিয়াতির মাধ্যমে ফাঁসিয়েছে আর্থারকে। লোকটার পরিচয় নিশ্চিত জানে ডীন। আপাতত শুধু ও জানে, কিন্তু কাল সারা পৃথিবী জানতে পারবে।

তেইশ

শেরিফ জর্জ এলবার বরাবর পায়ে হেঁটে অফিসে আসে, কারণ ওর ঘোড়াটা, যেটা খুব কমই ব্যবহার করা হয়, ফিড স্টেবলে থাকে। বাঁক ঘুরে মূল রাস্তায় পা রাখতে খানিকটা বিস্মিত হলো সে, সারা শহরে কোন প্রাণচাঞ্চল্য নেই। মুহূর্তের জন্য বিহ্বল বোধ করল শেরিফ, মনে পড়ল প্রায় সব স্টোরই বন্ধ, সবাই ডীন টলিভারকে শিকার করতে বেরিয়ে গেছে। সাতসকালেও সাধারণত রাস্তায় ভিড় থাকে, বাচ্চা আর মহিলাই থাকে বেশি। টাই-রেইলে বাঁধা ঘোড়া, রিগ বা স্প্রিং ওয়্যাগন গুনতে গেলে কয়েকবার দু'হাতের দশটা আঙুল ব্যবহার করতে হয়। অথচ আজ সবই ফাঁকা। দোকানের রেইলেও কোন ঘোড়া বা রিগ দেখা যাচ্ছে না।

ভোরে ক্রুদের নিয়ে শহরে ফিরে এসেছে ব্রায়ান ম্যাকভে। কোরাজনের একটা অংশে তল্লাশি চালানোই সার হয়েছে শুধু, ডীন টলিভারের টিকিটিও খুঁজে পায়নি। ক্লান্ত শরীরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শহরে ফিরে এসেছে পাসি, সামান্য কিছু মুখে পুরে যার যার বিছানায় চলে গেছে। এদের বেশিরভাগ এখনও গভীর ঘুমে অচেতন।

কিং'স কেনু পার্লার পেরোনোর সময় ঝাড়ুদারকে শুপ্রভাত জানাল সে। ইতোমধ্যে বোর্ডওঅক ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে লোকটা, সেলুনের সামনে হুইস্কির শূন্য ব্যারেল এনে সার করে রাখছে। পরে কোথাও সরিয়ে নেওয়া হবে। নিত্যদিনের দৃশ্য এটা, এবং প্রতিদিনের মত আজও দৃশ্যটা দেখে ত্যক্ত বোধ করল শেরিফ, কারণ ক্রুস কিংকে এ কাজটা করতে বারবারই নিষেধ করেছে সে। ব্যারেল নাড়াচাড়া করবার সময় বোর্ডের ক্ষতি হয়। তবে অন্যদিনের তুলনায় আজকের বিরক্তি বা অসন্তোষ কিছুটা কম, এ নিয়ে ভাববার সময় নেই। এরচেয়ে জরুরি অনেক ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে।

অফিসের কাছাকাছি এসে চাবির জন্য পকেট হাতড়াল সে, তখনই টাই-রেইলে বাঁধা একটা ঘোড়া চোখে পড়ল। ঘোড়াটার স্টিরাপ স্যাডল হর্নের

উপর তুলে দেওয়া, পেটি ঢিলে করা এবং মুখের বিট সরানো।

থমকে দাঁড়াল সে, যেন পিছন থেকে টেনে ধরেছে কেউ। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়াটাকে দেখল। ওটার উপস্থিতির তাৎপর্য এইমাত্র ধরা দিয়েছে মস্তিষ্কে।

শুধু একজন লোকই এভাবে ঘোড়া রাখে—ডীন টলিভার।

মুহূর্ত কয়েক প্রবল আতঙ্ক বোধ করল সে। শেষবার এই ঘটনা ঘটেছিল স্যাবিনালে—ওখানেই অপহৃত হয়েছিল স্যাম গ্রীয়ার।

অস্বস্তি ভরে চারপাশে দৃষ্টি চালাল শেরিফ, যেন ওর উপর নজর রাখছে ডীন টলিভার। উঁহুঁ, রাস্তায় কাকপক্ষীও নেই।

ধীর পায়ে অফিসের দিকে এগোল সে। তালা খুলে আবারও রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালাল। তারপর ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল। দ্রুত পায়ে জানালার কাছে চলে এল সে, বাইরে দৃষ্টি চালাল। দুনিয়ার সমস্ত ধৈর্য নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা—বিস্ময় আর হুমকির প্রতিমূর্তি হয়ে।

মাথা থেকে স্টেটসন সরাল সে, তারপর গলা বাড়িয়ে চারপাশে তাকাল। যা দেখল, তাতে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

ওর ডেস্কের উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে ডীন টলিভার!

শীতল ভয় গ্রাস করল শেরিফকে, ঝাড়া কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশ্বাস আটকে তাকিয়ে থাকল। ডীনের মৃদু, ধীর লয়ের গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

পা টিপে টিপে এগোল এলবার, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর তালা আটকে দিল। বিশ পা সন্তর্পণে এগিয়ে ছুটতে শুরু করল।

হন্তদন্ত হয়ে কিং'স কেনু পার্লারে ঢুকল সে, জরুরি কণ্ঠে নির্দেশ দিল সেলুন মালিককে: 'ব্রুস, ব্রায়ানকে জাগাতে কাউকে পাঠাও তো! ওকে বোলো শহরে যত লোক আছে, তাদের নিয়ে যেন অফিসে চলে আসে। আর, বারের পিছন থেকে তোমার শটগানটা দাও আমাকে!'

বিহ্বল বারটেন্ডারের কাছ থেকে শটগান নিল সে, তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল: 'জলদি করো, ম্যান!' ঘুরেই সেলুন থেকে বেরিয়ে এল শেরিফ।

রাস্তার উল্টোদিকে, জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের সামনে অবস্থান নিল সে। সামনে যাকেই পেল—স্টোর থেকে অস্ত্র আর অ্যামুনিশন নিয়ে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিল। মিনিট কয়েকের মধ্যে প্রায় আধ-ডজন লোক জমে গেল। তারও কিছুক্ষণ পর স্টোরের সামনের বোর্ডওঅকে কয়েকজনের ভিড় জমে গেল। কাউকে নিজের উদ্দেশ্য বা এমন ব্যস্ততার কারণ ব্যাখ্যা করেনি জর্জ এলবার, কিন্তু ল-অফিসের সামনের রেইলে বাঁধা ঘোড়াটা কারও নজর এড়ায়নি। এর তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে সবার কাছে।

প্রায় ডজন খানেক লোক নিয়ে পৌঁছে গেল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'ব্যাপার কী?' ডেপুটির চোখে ঘুমের রেশ লেগে আছে এখনও, চুল উষ্কখুষ্ক, শার্টের সব বোতাম লাগানোর সময়ও পায়নি। খবর পেয়েই ছুটে এসেছে।

আঙুল তুলে ঘোড়াটা দেখাল শেরিফ। 'অফিসে আমার ডেস্কের উপর

ঘুমিয়ে আছে ব্যাটা।'

নিচু স্বরে খিস্তি করল ম্যাকভে, পিস্তল পরখ করছে।

'পুরো অফিস ঘিরে ফেলো,' শান্ত স্বরে নির্দেশ দিল জর্জ এলবার। 'পিছনের গলিতে চলে যাও কয়েকজন। মহিলাদের রাস্তা থেকে দূরে থাকতে বোলো। ব্রায়ান, চারজনকে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।'

দলবল নিয়ে রাস্তা পেরোল জর্জ এলবার। দারুণ সতর্ক সবাই, যার যার অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে।

দরজার তালা খুলে কবাট ঠেলে দিল এলবার, সামান্য ফাঁক করে ভিতরে মাথা গলিয়ে দিল, তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল অন্যদের। এখনও ঘুমিয়ে আছে ডীন। সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে পড়ল অতি উৎসাহী শহরবাসী, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘুমন্ত ডীন টলিভারকে ঘিরে ফেলল ওরা, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে আউটলর উপর। ডীনের পিস্তলটা কেড়ে নেওয়ার জন্য ব্রায়ানকে ইঙ্গিত করল শেরিফ।

ঝুঁকে পড়ল ম্যাকভে, সন্তর্পণে হাত বাড়াল। রাইফেলধারীদের ইঙ্গিত করল শেরিফ, কাভার করবে ডেপুটিকে। ঘামের ছোট ছোট বিন্দু জমেছে ম্যাকভের কপালে, পিস্তল বের করে আলতোভাবে খোঁচা মারল ডীনের পাঁজরে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল ডীন। সামান্য বিস্ময়ও নেই মুখে, একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে; শীতল চাহনিতে শহরবাসীদের দেখল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। প্রবল আলসেমি আর ক্লান্তির সঙ্গে হাই তুলল ও, শেষে বাঁকা হাসি নিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল। 'অনেক দেরি করেছ,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'একচুলও নড়বে না!' নির্দেশ দিল জর্জ এলবার।

মেঝেয় পা রাখল ডীন, কোমরের বেল্ট জুত করে বাঁধল। এক পা পিছিয়ে গেল পাসির সদস্যরা।

'ব্রায়ান, করিডরের দরজাটা খোলো তো!'

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ডেপুটি। তার দিকে ফিরে ডীন বলল: 'নাস্তার জন্য চারটা ডিম চাই। কফিতে ক্রীম থাকলে তোমার মাথা ফাটাব।'

ঘুরে করিডরে চলে এল ও, সেল-ব্লকে ঢুকে পড়ল। সকালে এসে প্রহরীদের ছেড়ে দেয় শেরিফ, এ মুহূর্তে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা। আর্থারের সেলের সামনে থামল ডীন, র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল।

দশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছে সার্কেল-এ মালিক। সঙ্গে হারিয়েছে লড়াকু মনোভাব। সাধারণ একজন মানুষের মতই দেখাচ্ছে তাকে, মনে হয় না এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃত্বপরায়ণ র‍্যাঞ্চার।

'তোমার খাতির-যত্ন করছে তো ওরা, জেনারেল?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ডীন।

'করছে,' উত্তর এল। 'তো, তোমাকেও ধরে ফেলেছে ওরা?'

'আপাতত। তবে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না।' ঘুরে শেরিফের দিকে ফিরল ও, বলল: 'গাধার মত দাঁড়িয়ে থেকো না, এলবার। একটা সেল দাও আমাকে। আর নাস্তার ব্যবস্থা করো। জলদি! খিদে পেয়েছে আমার।'

ঘোঁৎ করে গুঙিয়ে উঠল জর্জ এলবার, চোখে-মুখে বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে; তার কাঁধে একটা হাত রাখল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'তুমি বরং সেলে ঢোকাও ওকে, জর্জ। আর্থারের উল্টোদিকের সেলটা হলে কেমন হয়?'

উল্টোদিকের সেলে ঢুকে পড়ল ডীন। এতক্ষণে যেন হাড়ে বাতাস লেগেছে শেরিফের, স্বস্তি ফুটল মুখে। সেলের দরজায় ভিড় করেছে লোকজন, দেখছে ডীনকে, যেন চিড়িয়াখানার পশু দেখছে। এই মানুষটার মাথার দাম বিশ হাজার ডলার। দেখবার মত লোকই বটে! সারা শহরের লোকজন ছুটে আসছে ল-অফিসের দিকে, ডীন টলিভারের গ্রেফতারের খবর চাউর হয়ে গেছে চতুর্দিকে। এদেরকে সরিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল শেরিফ, কিন্তু কৌতূহলী লোকজন সংখ্যায় এত বেশি যে তাদের সামলে রাখতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। বাচ্চা বা মহিলারাও চলে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিডর জনাকীর্ণ হয়ে গেল, হুড়োহুড়ি লেগে গেছে, ডীনকে একনজর দেখবার আশায় ধাক্কাধাক্কি করছে। কারও মুখ থেমে নেই, কুখ্যাত আউটলকে গালাগাল করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে কবে?

নীরবে সমস্ত উষ্মা, অসন্তোষ এবং গালাগাল শুনে গেল ডীন। একসময় রণেভঙ্গ দিল অতি উৎসাহী লোকজন। উপলব্ধি করতে পেরেছে ডীন টলিভার আসলে ওদের মতই রক্তমাংসের মানুষ। পরাজয় মেনে নিয়েছে সে। এখন জুরিদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে তাকে।

ভিড় সরাতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে দুই ল-ম্যানকে, প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে চেষ্টা করছে; তবে শেরিফের চেষ্টায় যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে, কারণ এরাই তার ভোটার, আগামী নির্বাচনে এদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে। শেষপর্যন্ত সফল হলো ওরা, এক লোককে পাঠানো হলো নাস্তা আনবার জন্য।

বিছানায় শুয়ে হাই তুলল ডীন। কিছুটা হলেও ঘুম পাচ্ছে ওর। মাঝে মধ্যে দেখছে আর্থারকে, তবে কথা বলবার ব্যাপারে কেউই আগ্রহী হলো না। সমস্ত জেদ, দুঃসাহস বা প্রতিরোধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে র‍্যাঞ্চার, নিতান্ত সাধারণ নিরীহ এক বুড়োয় পরিণত হয়েছে।

নাস্তা পরিবেশন করা হলো। সেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই ল-ম্যান, কয়েদীদের উপর নজর রাখছে। ডীনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে ম্যাকভে, সামান্য ইঙ্গিত পেতে চাইছে; শেষে, শেরিফ যখন আর্থারকে কিছু বলতে ঘুরে দাঁড়াল, ক্ষীণ মাথা ঝাঁকাল ডীন।

নিদারুণ স্বস্তি বোধ করল ব্রায়ান ম্যাকভে। তা হলে কাজ হয়েছে ওদের পরিকল্পনায়!

'এলবার, এদিকে এসো,' নাস্তা শেষে ডাকল ডীন।

দু'জনেই বারের কাছে চলে এল ওরা। শেরিফের লালচে মুখে দুনিয়া জয় করবার আনন্দ।

'তোমাকে একটা ফেভার করেছি আমি, তাই না?'

'ফেভার?' চোখ কপালে তুলল জর্জ এলবার। 'কীভাবে?'

'ধরা দিয়ে। সকালে যখন একা অফিসে ঢুকেছ, ইচ্ছে করলে তোমাকে গুলিও করতে পারতাম। কিন্তু করিনি।'

আরক্ত হয়ে গেল শেরিফের মুখ। 'বেশ। হয়তো সত্যি ফেভার করেছ, যাক্‌গে, যেভাবেই হোক, তোমাকে ধরেছি তো!'

'স্বীকার করো তোমাকে ফেভার করেছি।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল সে।

'তা হলে এবার আমাকে একটা ফেভার করো।'

'ভেবে দেখতে হবে সম্ভব কি না, যৌক্তিকতাও বিচার করতে হবে,' হিসেবী সুরে বলল শেরিফ। 'তোমাকে ফেভার করবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না, টলিভার। বহুদিন ধরে কাউন্টিতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছ তুমি।'

'আমি চাই আজই প্রাথমিক শুনানি হয়ে যাক।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শেরিফ। 'কেন?'

'আমি চাইছি বলে। ঝটপট সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়াই মঙ্গল।'

'ব্যাটার সাহস দেখো, জর্জ!' বিস্ফোরিত হলো ব্রায়ান ম্যাকভে। বহুদিন ধরে শেরিফের সঙ্গে কাজ করছে, জানে বরাবরই ওর মতের বিরুদ্ধে যেতে পছন্দ করে এলবার। 'তোমার মত কয়োটকে কেন ফেভার করব আমরা?' তপ্ত স্বরে বলল সে।

'আরে, দাঁড়াও! এত খেপে যাওয়ার কী আছে!' শান্ত স্বরে বলল শেরিফ। 'জজ তো শহরেই আছে। শুনানি হতে অসুবিধে কী, ব্রায়ান?'

'অসুবিধে? নেই। কিন্তু ও চাইছে বলেই রাজি হব?'

'যত তাড়াতাড়ি শুনানি শেষ হবে, তত তাড়াতাড়ি ওকে ঝুলিয়ে দিতে পারব আমরা!'

'কিন্তু...আমি অন্তত রাজি নই...' শেরিফ ওর বাহু চেপে ধরতে থেমে গেল ম্যাকভে। টেনে ওকে করিডরের এক কোণে নিয়ে এল জর্জ এলবার।

'গতকালের কথা মনে আছে, ব্রায়ান?' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল শেরিফ। 'আগামীকালই তোমার চাকুরি খতম।'

'মনে আছে।'

'কথাটা মনে রেখো। এখনও যেহেতু তুমিই ডেপুটি, আমি যা বলি তাই করবে। শোনো, কী কারণে টলিভারের কথায় সায় দিচ্ছি। ওকে এখানে রাখা মানেই ঝামেলা, যত সময় যাবে ততই জেল ভেঙে পালানোর জন্য চেষ্টা করবে হারামজাদা। ট্রায়ালের জন্য ওকে সান্তা ফেয় পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। উঁহুঁ, এত বড় ঝুঁকি নিতে পারব না আমি। এখুনি জজের সঙ্গে কথা বলব।'

'ও তোমার বন্দি,' থমথমে মুখে বলল ম্যাকভে। 'ওকে নিয়ে কী করবে সেটা তোমার ইচ্ছে। জেলে পচে মরুক আর যাই হোক, ওকে এখানে রাখতে আপত্তি নেই আমার।'

'কিন্তু আমার আপত্তি আছে!'

ম্যাকভেকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে ডীনের সেলের কাছে চলে এল শেরিফ, বলল: 'বেশ, যত দ্রুত সম্ভব শুনানির ব্যবস্থা করব আমি।'

করিডরের দরজা খানিক ফাঁক করে উঁকি দিল এক লোক, জানতে চাইল: 'মিস্ আর্থার ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। ওর সঙ্গে সিনেটর হিনম্যান আছে। আসতে বলব, শেরিফ?'

উল্লাস বোধ করল এলবার। 'পাঠিয়ে দাও।'

ভিতরে ঢুকল ইভলিন। ওর নির্বিকার মুখ দেখেই ডীন বুঝতে পারল খবরটা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছে মেয়েটি। নিখাদ বিতৃষ্ণা আর অননুমোদনের দৃষ্টিতে ডীনকে দেখল সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যান। করিডরের একেবারে শেষে, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সিগারেট ফুঁকছে ব্রায়ান ম্যাকভে।

বাবার সঙ্গে কথা বলল ইভলিন, তবে ডীনের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'কী হয়েছে, বলো তো?'

'ঘটনাটা এত সাধারণ যে বিশ্বাসই হবে না তোমার,' বলল ডীন।

'তারপরও বলো।'

'গতরাতে বাইরে ঘুমিয়েছি বলে ঠাণ্ডা লেগে গেল,' ডীনের কণ্ঠে মেকী তিক্ততা। 'হঠাৎ মনে হলো এভাবে তো অনেক হয়েছে–পিঠে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে, কখনও না খেয়ে কখনও আধ-বেলা খেয়ে ছুটছি আর ফাঁকি দিচ্ছি আইনকে। আজীবন এই দুর্ভোগ পোহানোর চেয়ে বরং ধরা দেওয়াই ভাল।'

কিছু বলল না ইভলিন, হতাশায় ছলছল করছে চোখ, কোনরকমে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছে।

'তবে আসল কাজ ঠিকই করেছি,' নিচু স্বরে বলল ডীন। 'টাকা জোগাড় হয়েছে। লুকিয়ে রেখেছি। চিন্তা কোরো না, তোমার বাবা মুক্তি পাবে।'

'ওহ্, আমি তো বাবাকে নিয়ে চিন্তা করছি না। তোমার কী হবে?' প্রায় চিৎকার করল ইভলিন।

অবহেলার সঙ্গে শ্রাগ করল ডীন। 'বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গেলে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমি।' বাঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়াল ও। 'সিনেটর?'

সেলের সামনে চলে এল হিনম্যান।

'কাল সকালে প্রাথমিক শুনানি হবে আমার। একজন লইয়ার দরকার, নইলে যা করিনি এমন এক ডজন অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনবে ওরা। কাজটা নেবে তুমি?'

প্রবল বিস্ময় ফুটে উঠল সিনেটরের নিরীহ মুখে। তারপর পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া, প্রায় রোষের সঙ্গে বলল: 'না!'

'কেন চাচা অসুবিধে কী?' মিনতি ফুটল ইভলিনের কণ্ঠে।

'এটা একটা কারণ,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল হিনম্যান। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল সে, দশ হাজার ডলারে ডীড কিনে নিতে ডীনের লেখা চিঠি ওটা। 'এই চিঠির মাধ্যমে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছে ও, ঠিক এজন্য ওর পক্ষে কোর্টে দাঁড়াব না আমি!' ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল সে চিঠিটা। 'আমার খদ্দেরের স্বার্থে হলেও নকল একটা ডীড দশ হাজার ডলারে কিনতে পারি না আমি। ব্যাপারটা ছিল সস্তা কিন্তু নোংরা ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা। নিশ্চই বেচে দিয়েছ ডীডটা?'

'মেদারের কাছে,' জানাল ডীন। 'যদি অতটা বুদ্ধি থাকত তোমার, তা হলে ঠিকই আর্থারের জন্য ডীডটা কিনে নিতে।'

'ঠিকই বলেছ,' শীতল তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল সিনেটর। 'যদি বাডের কাছে অত টাকা থাকত, কিংবা আমার কাছে থাকলেও চলত। টাকা জোগাড় করা সম্ভব হলে কিনতাম হয়তো। কিন্তু মি. টলিভার, দেখতেই পাচ্ছ, আর্থারের মধ্যে পাল্টা লড়াই করবার কোন ইচ্ছে নেই আর আমিও নেহাত গরীব। তাই ডীডটা শেষপর্যন্ত জালিয়াতদের হাতে ফিরে গেছে।'

সিনেটর হিনম্যানকে কিছু বলতে গিয়েছিল ইভলিন, কিন্তু ডীনের চোখে সতর্ক সঙ্কেত দেখতে পেয়ে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। আপসের সুরে বলল: 'চাচা, ডীন আমাদের সাহায্য করেছে। বিনিময়ে ওকে না হয় একটু ফেভার করলেই, আমার খাতিরে হলেও তো ওর লইয়ারের দায়িত্ব নিতে পারো তুমি? গত তিন বছর ধরে যত অপরাধ ঘটেছে, সবক'টার দায় বেচারার ঘাড়ে চাপাবে ওরা। লইয়ার না থাকলে কোর্টে ন্যায্য বিচার পাবে না ডীন।'

দ্বিধা ফুটে উঠল হিনম্যানের চোখে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'প্লীজ, চাচা!'

কোমল হয়ে গেল আইনজ্ঞের মুখ। 'ঠিক আছে, চেষ্টা করব। কিন্তু মনে হয় না তেমন কিছু করবার আছে। স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা হবে ব্যাপারটা।'

'ন্যায্য পারিশ্রমিক দেব,' জানাল ডীন।

'তোমার টাকা নেব না আমি!' শীতল স্বরে বলল সিনেটর। 'তোমার হয়ে কোর্টে লড়লেও, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা কখনও পাল্টাবে না। দেশের সবচেয়ে কুখ্যাত আউটল তুমি। আজই শেষ, আজকের পর আর তোমার প্রতিনিধি হতে রাজি নই আমি। মরে গেলেও না!'

'বুয়েনো,' মৃদু স্বরে বলল ডীন, এমনভাবে কথাটা বলেছে যে ঝট করে ওর দিকে ফিরে তাকাল ইভলিন।

ইভলিন আর সিনেটর চলে যেতে ডীনের সেলের সামনে চলে এল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'তো?' মাত্র একটা শব্দে জানতে চাইল সে।

'নিশ্চিন্ত থাকো, একেবারে সহজ হবে ব্যাপারটা,' সংক্ষেপে উত্তর দিল ডীন, মিটিমিটি হাসছে।

চব্বিশ

স্যাবিনাল থেকে স্টেজ পৌছবার আগেই প্রস্তুতি সেরে ফেলল শেরিফ জর্জ এলবার। পাসির সদস্যদের নিয়ে রাস্তায় জমায়েত হয়েছে সে। সকাল এগোরোটার সময় স্টেজ এসে থামতে দেখা গেল ল-অফিস থেকে জনসন'স অ্যাম্পোরিয়ামের দোতলার কোর্টরুম পর্যন্ত পুরো রাস্তার দখল নিয়ে ফেলেছে পাসির সদস্যরা, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে, মাঝখানে সাত ফুট চওড়া রাস্তা।

স্টেজ থেকে নামল বিস্মিত লেসি থর্টন। এমন সাজ-সাজ পরিবেশের কারণ জানতে চাইল এক পথচারীর কাছে।

'ডীন টলিভার ধরা পড়েছে,' উত্তেজিত স্বরে বলল লোকটা। 'একটু পরেই শুনানি হবে ওর।'

উজ্জ্বল হলো লেসি থর্টনের রক্তলাল চোখজোড়া, তবে আরও একটা ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছে। শেরিফ জর্জ এলবারকে খুঁজে বের করল, ব্যস্ততার সঙ্গে পাসির সদস্যদের নির্দেশ দিচ্ছে সে। *ক্ল্যারিয়ন* সম্পাদকের ব্যাপারে বরাবরই ছাড় দিতে অভ্যস্ত শেরিফ, দেখামাত্র দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল। ভিড় নেই এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াল দু'জন।

টলিভারকে কীভাবে ধরতে সক্ষম হয়েছে, প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করল এলবার।

কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল থর্টন। 'পড়ো এটা,' গম্ভীর স্বরে বলল সে।

পড়বার পর হাসল শেরিফ। 'আরে! এমন একটা চিঠি তো আমিও পেয়েছি।'

'ব্যাটা তা হলে তোমার কাছেও ডীড বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল?'

নড করল এলবার। ক্ষীণ সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল শেরিফ, বলল: 'এক দল লোক নিয়ে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু ব্যাটা দেখা দেয়নি।'

'আমি কিন্তু কিছুই করিনি,' জানাল থর্টন। 'গেলে হয়তো ওর দেখাই পেতাম না।'

'যাক্‌গে, ব্যাটা এখন জেলে আছে, এটাই হচ্ছে আসল কথা,' সন্তুষ্টির সুরে বলল শেরিফ। 'কোর্টে চলে এসো। দেখা যাক, কীভাবে ট্রায়ালটা হজম করে ও।'

অযথা চেঁচামেচি করে উৎসুক দর্শকদের তটস্থ রাখল শেরিফ, তারপর

জেলে চলে এল। দরজার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল জ্যাক মেদারকে। 'সাবধান, শেরিফ, খুব সাবধান,' জরুরি কণ্ঠে পরামর্শ দিল গ্রীরীভারস ম্যানেজার। 'ওই ব্যাটা আসলে ছয় ফুটী একটা ডিনামাইট!'

নড করে ভিতরে ঢুকে পড়ল এলবার। তিন মিনিট পর ডীন টলিভারকে নিয়ে বেরিয়ে এল সে, দু'জনের হাতেই হ্যান্ডকাফ শোভা পাচ্ছে। পাসির সদস্যদের দুই সারির মাঝখান দিয়ে কোর্টরুমের উদ্দেশে এগোল ওরা।

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে এগোচ্ছে ডীন। দুর্ভাবনা দূরে থাক, বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই ওর আচরণ বা চলাফেরায়। ঠোঁটে লেপ্টে রয়েছে চিরাচরিত তাচ্ছিল্য মেশানো হাসি। তবে ক্ষৌরিহীন বলে ছোট ছোট দাড়ির জঙ্গল গজিয়েছে মুখে, নিখাদ কৌতূহলের সঙ্গে ভিড়ের উপর দৃষ্টি চালাল। সত্যিকার অবস্থা যাদের জানা নেই, কেউ দেখলে মনে করবে আসলে ডীনই আত্মবিশ্বাসী ল-ম্যান, বন্দি এলবারকে নিয়ে যাচ্ছে ট্রায়ালের জন্য। সমানে চিৎকার করছে লোকজন, গাল দিচ্ছে, শিস বাজাচ্ছে কেউ কেউ; কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না ডীন।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গেল ওরা, পিছু পিছু এগোচ্ছে পাসির সদস্য আর সাধারণ লোকজন।

কোর্টরুমটা ছোট, কয়েকটা বেঞ্চ রয়েছে। কামরার শেষ দিকে খোলা জায়গায় দুটো টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ার। পিছনে উঁচু স্ট্যান্ডের উপর জজের বেঞ্চ। সৌম্য চেহারার এক লোক প্রসেকিউটিং অ্যাটর্নির দায়িত্ব পালন করছে, জজের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা।

বেঞ্চের দখল নিয়ে হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। ডীনের দু'পাশে বসেছে দুই ল-ম্যান। হাত থেকে হ্যান্ডকাফ খুলে ফেলা হয়েছে। পিছনের একটা চেয়ারে বসেছে সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যান; তারও পিছনে উৎসুক দর্শকরা।

শুনানি শুরু হবে এখুনি।

ভিড়ের উপর দৃষ্টি চালাল ডীন। জ্যাক মেদারকে দেখতে পেল, জানালার কাছাকাছি বসে আছে। ভিড়ের একেবারে শেষ দিকে রয়েছে ইভলিন আর্থার আর লেসি থর্টন।

কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে কোর্ট শুরুর ঘোষণা দিলেন জজ ওয়েসলি থমাস। বয়স্ক, সৎ এবং সৌম্য চেহারার। লোকটিকে পছন্দ হলো ডীনের। কামরায় নীরবতা নেমে আসতে একটা কাগজ তুলে নিলেন জজ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ডীন, জজের বেঞ্চের কাছাকাছি চলে এল।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলল। ডেপুটি ব্রায়ান ম্যাকভেও তৎপর হয়েছে। ঘুরে দুই ল-ম্যানের দিকে তাকাল ডীন, বলল: 'জজ, কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'পরে সুযোগ পাবে তুমি,' গম্ভীর স্বরে বললেন জজ থমাস।

'উঁহুঁ, এখনই!' ঘুরে দর্শকদের দিকে ফিরল ডীন, লোকজনের গুঞ্জন ভ্রূক্ষেপ না করে প্রসেকিউটিং অ্যাটর্নির উদ্দেশে জানতে চাইল: 'কী

অভিযোগে আমার ট্রায়াল হচ্ছে?'

'ধৈর্য ধরো,' বলল অ্যাটর্নি। 'কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী…'

'কীসের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ডীন।

'স্যাম গ্রীয়ারকে খুনের অভিযোগ।'

জজের দিকে ফিরল ডীন। 'গ্রীয়ারের খুনীর পরিচয় জানতে চান আপনি, ইয়োর অনার?'

ধৈর্য হারালেন না জজ। 'দেখো, বাছা। তুমি বরং বসে পড়ো…'

'গ্রীয়ারকে খুন করিনি আমি। খুনী এই কামরায় আছে এখন। প্রমাণও করতে পারব।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে কামরায়।

দ্রুত ওর সামনে এসে দাঁড়াল এলবার, বলল: 'ওকে বলতে দিন, জজ। পরে আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলব আমরা।'

'তুমি জানতে চাও স্যাম গ্রীয়ারের খুনীর পরিচয়…প্রমাণ চাও?' জর্জ এলবারের উদ্দেশে জানতে চাইল ডীন।

'চাই।'

'প্রমাণ করতে পারব জালিয়াতি করে ফাঁসানো হয়েছে বাড আর্থারকে, জ্যাক মেদার আসলে একজন জোচ্চোর আর ওর পিছনের লোকটি জঘন্য একজন খুনী।'

শোরগোল উঠল কোর্টরুমে।

'ব্রায়ান, পিছনের দরজা পাহারা দাও তো,' চড়া স্বরে নির্দেশ দিল ডীন।

বেঞ্চের মাঝখানের আইল বরাবর দ্রুত পায়ে এগোল ব্রায়ান ম্যাকভে, পিছনের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। ডেস্কে হাতুড়ি চালালেন অসন্তুষ্ট জজ, ধীরে ধীরে ফের নীরবতা নেমে এল কোর্টরুমে। 'হারামজাদার মাথা ফাটিয়ে দাও, জর্জ!' ভিড় থেকে চেঁচাল একজন।

'কোর্ট যদি ওকে কথা বলতে দেয়, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারব আমরা,' বলল শেরিফ।

নড করলেন জজ।

'বলে যাও,' ডীনের উদ্দেশে বলল এলবার।

'শেরিফ, সবকিছু আসলে একটা চিঠির উপর নির্ভর করছে। পোস্ট অফিসে আছে চিঠিটা। প্রাপকের নাম অ্যান্ডি জ্যাকসন। আর প্রেরক হচ্ছে: আমি। ওটা নিয়ে এলে অনেক কিছু জানতে পারবে।'

দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে জজকে দেখছে শেরিফ।

'এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে,' মৃদু স্বরে বললেন বুড়ো জজ। 'সবই নিয়ম বা রীতির ব্যতিক্রম। তো, আরও একটা ব্যতিক্রম করলে এমন কিছু যাবে-আসবে না। চিঠিটা নিয়ে এসো, শেরিফ।'

'আর্থারকেও নিয়ে এসো,' নতুন শর্ত জুড়ে দিল ডীন। 'ওকে দরকার হবে আমার।'

জজের সম্মতি পেয়ে দু'জন লোক নিয়ে বেরিয়ে গেল শেরিফ। বেঞ্চের

সামনে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ডীন, দর্শকের দেখছে নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

চিঠি আর বাড আর্থারকে নিয়ে ফিরে এল শেরিফ। চিঠিটা জজের হাতে হস্তান্তর করল।

'এবার কী?' জানতে চাইলেন জজ। পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে দর্শকদের মধ্যে।

'একটু পিছন থেকে শুরু করব,' বলল ডীন, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে এখনও। 'আমি আর আর্থার জেল থেকে পালিয়েছিলাম যে-রাতে, সেখান থেকে শুরু করি। গ্রীয়ারকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল আমাদের। আসলে তখনও খুন হয়নি গ্রীয়ার। কারণ পরে ওকে নিয়ে শহরে এসেছি আমরা।'

জজের দিকে ফিরল ও, নড করলেন ওয়েসলি থমাস।

'পাসিকে ফাঁকি দিয়ে সার্কেল-এতে গেলাম আমরা। মিস্ আর্থারকে দেওয়ার জন্য একটা চিঠি মিসেস গ্রীয়ারকে দিয়েছিল আর্থার। মিসেস গ্রীয়ার কি আছে এখানে?'

ইভলিনের পাশে বসে ছিল ইলিয়া, উঠে দাঁড়াল।

'আর্থার কি তোমাকে কোন চিঠি দিয়েছিল?' জানতে চাইল ডীন।

'দিয়েছিল।'

'ভিতরে কী লেখা ছিল, জানতে তুমি? পড়েছ?'

'না,' উত্তর দিল ইলিয়া।

ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে খেই ধরল ডীন: 'শেরিফ, মিস্ আর্থারকে অনুসরণ করে সার্কেল-এতে গেছ তুমি। তোমার সঙ্গে ছিল লেসি থর্টন আর ডেপুটি ম্যাকভে। তোমরা যখন বাড়িতে ঢুকলে, মিস্ আর্থারের হাতে একটা চিঠি দেখেছ?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এলবার, জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে—ছিল।'

থর্টনের দিকে ফিরল ডীন। 'তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দেখেছি।'

'ওর হাতে কি কোন চিঠি ছিল?' ম্যাকভের উদ্দেশে জানতে চাইল ডীন।

'আমার চোখে পড়েনি,' সত্যি কথাই বলল ডেপুটি।

এবার সিনেটরের দিকে ফিরল ডীন। 'তুমি দেখেছ, সিনেটর?'

'হ্যাঁ, ইভলিনের হাতে তখন একটা চিঠি ছিল।'

'বেশ। বাড়ি তল্লাশি করতে চাইল এলবার। চিঠি পড়বার সময় পায়নি মিস্ আর্থার, হলরুমের টেবিলের উপর ওটা রেখে শেরিফকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেল। মিস্ আর্থার, নীচে নেমে এসে কি দেখেছ তুমি, চিঠিটা পেয়েছ?'

'ছিল না, চুরি হয়ে গিয়েছিল ওটা,' বলল ইভলিন।

'এবার আসল ব্যাপার। মাত্র পাঁচজন লোক ছিল তখন, এদের যে-কেউ চুরি করেছে চিঠিটা। আসলে চারজন। ইলিয়া গ্রীয়ার চুরি করেনি চিঠিটা. চুরি

করতে চাইলে মিস্ আর্থারকে ওটা না দিলেও চলত ওর। বাকি রইল শেরিফ এলবার, লেসি থর্টন, ব্রায়ান ম্যাকভে এবং সিনেটর হিনম্যান।' ঘুরে জজের দিকে ফিরল ও। 'ঠিকমত শুনেছি তো, জজ?'

নড করলেন জজ। টেবিলের উপর কনুই রেখে ঝুঁকে এসেছেন সামনে, মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। এদিকে একেবারে বিহ্বল দেখাচ্ছে শেরিফকে।

'তো,' বলল ডীন। 'আমি চাই বাড আর্থার নিজেই বলুক চিঠিতে মেয়ের উদ্দেশে কী লিখেছিল।'

সার্কেল-এ মালিকও বিমূঢ় বোধ করছে, তবে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমি লিখেছিলাম, আপাতত নিরাপদ এবং বিপদমুক্ত আছি। লিখেছি পরদিনই দেখা হবে ওর সঙ্গে, কারণ ডীন আর আমার পরিকল্পনা ছিল পরদিন রাতে স্যাম গ্রীয়ারকে শেরিফের অফিসে নিয়ে যাব। তা হলে আমাকে মুক্ত ঘোষণা করত শেরিফ, যেহেতু গ্রীয়ারকে খুনের দায়ে গ্রেফতার হয়েছিলাম।'

ডীন নড করতে বসে পড়ল আর্থার।

'কী বোঝা গেল? এই চারজনের একজন—যে চিঠিটা চুরি করেছে—জানত যে পরদিন স্যাম গ্রীয়ারকে নিয়ে শহরে আসব আমরা, আইনের হাতে তুলে দেব ওকে।' ফের জজের দিকে ফিরল ডীন। 'ঠিক বলেছি তো?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়।'

ভিড়ের দিকে ফিরল ডীন। সোজাসাপ্টা স্বরে বলে গেল: 'এলবার দাবি করল রাস্তায় গ্রীয়ারকে খুন করেছে আর্থার। কিন্তু ও যখন আমাকে গ্রেফতার করল, বলল আমি খুন করেছি গ্রীয়ারকে। তার মানে, আসলে কে গ্রীয়ারের খুনী, শেরিফ নিজেও নিশ্চিত নয়। তবে এটা সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, ওই চারজনের একজন খুন করেছে গ্রীয়ারকে, কারণ ওই লোক জানত যে গ্রীয়ারকে সে-রাতে শেরিফের অফিসের সামনে পাওয়া যাবে।' শেরিফের দিকে ফিরল ও। 'ঠিক বলেছি?'

'হতে পারে, যদি না লোকটা তুমিই হয়ে থাকো,' বলল এলবার।

শ্রাগ করে ভিড়ের মুখোমুখি হলো ডীন। 'মেদার, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে তো?'

'না,' নির্লিপ্ত জবাব এল। অস্বস্তিতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে।

স্মিত হাসল ডীন। 'যাক্‌গে, আমিই উত্তর দিচ্ছি। তিন বছর আগে থেকে চিনি ওকে। ডজ সিটিতে সামান্য একজন টিনহর্ন ছিল ও, যে নিজের দেনাও শোধ করতে পারত না। ঠিক বলেছি না, মেদার?'

উত্তর এল না।

'এখন, দুই বছর বাদে, পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করে থ্রী রীভারস আউটফিট কিনবার ক্ষমতা হয়েছে ওর। এত টাকা কোথায় পেলে, মেদার?'

এবারও উত্তর দিল না মেদার। লোকজন এখন দেখছে তাকে, সবার কৌতূহলী দৃষ্টির আঁচে অস্বস্তি বোধ করছে থ্রী রীভারস ম্যানেজার।

'উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। বেশ, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ...মেদার যেহেতু উত্তর দিতে অনিচ্ছুক, অনুমান করে নেওয়া যাক, ধরে

নিচ্ছি আউটফিট কিনবার জন্য কেউ টাকা দিয়েছে ওকে, বুদ্ধি-পরামর্শও দিয়েছে।'

'এখন তুমি অনুমান করছ!' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন জর্জ।

'অনুমানটাকে পরে প্রমাণ করব।'

'তা হলে বলে যাও, তবে ভাঁওতা দিয়ো না। এ পর্যন্ত অবশ্য সেটা করোনি।'

'কেউ আছে জ্যাক মেদারের পিছনে, আপাতত এটা অনুমানই,' খেই ধরল ডীন। 'আর্থার মামলা ঠুকল, কারণ সে দাবি করেছে জ্যাক মেদারের সঙ্গে কোনরকম চুক্তিতে যায়নি, ডীডের ব্যাপারটা স্রেফ জালিয়াতি। এসব জানো তোমরা। মেদার দাবি করল ডীডটা খাঁটি, এবং প্রমাণ করবার জন্য একজন সাক্ষীও ছিল ওর। কিন্তু সাক্ষী অপহৃত হয়ে গেল, আর অপহরণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবার অভিযোগে গ্রেফতার হলো বাড আর্থার।' তথ্যগুলো সবাইকে হজম করবার সুযোগ দিতে থামল ও, মিনিট কয়েক পর বলল: 'এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো সবাই। সাধারণ মানুষ, তোমরাই সবচেয়ে বড় বিচারক।'

গুঞ্জন উঠল কোর্টরুমে। অখণ্ড মনোযোগে ডীনের কথা শুনছে সবাই, কেউ কেউ নিখাদ ইচ্ছে আর তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধের বিরুদ্ধে গিয়েই শুনছে।

'আর্থারের দাবি অনুযায়ী, ওই ডীডটা *যদি* ভুয়া হয়ে থাকে, প্রমাণ হয় সার্কেল-এ বাথান চায় জ্যাক মেদার।' জজের দিকে ফিরল ডীন। 'এরকমই তো ব্যাপারটা, জজ?'

'হ্যাঁ–*যদি* ডীডটা ভুয়া হয়।'

'বেশ। যদি প্রমাণ হয় যে মেদারের সাক্ষী স্যাম গ্রীয়ারকে খুন করেছে আর্থার, তা হলে ফাঁসি হয়ে যাবে তার। আর সে যদি খুন হয়ে যায়, ডীডের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করবার কেউ থাকে না, তাই না? তখন নিশ্চিন্তে সার্কেল-এর দখল নিতে পারবে মেদার। ঠিক বলেছি?'

ভিড়ের মধ্যে উচ্চস্বরে হেসে উঠল কেউ, তাচ্ছিল্যের হাসি।

'তো, শেষপর্যন্ত খুন হয়ে গেল স্যাম গ্রীয়ার এবং বাড আর্থারের ঘাড়ে পড়ল দোষটা।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জ্যাক মেদার। 'ঘাড়ে পড়ল মানে? হয় তুমি নয়তো সে-ই খুনটা করেছে! আমি ওই জঘন্য কাজ করিনি! ঘটনার সময় ক্রুদের নিয়ে কেনু পার্লারে ড্রিঙ্ক করছিলাম।'

'শুনেছ তো সবাই? গ্রীয়ারকে খুন করেনি ও। কথাটা সত্যি। হয় আমি খুন করেছি–যদিও খোদা মালুম কী কারণে সেটা ঘটতে পারে–নয়তো বাড আর্থার কাজটা করেছে, যেহেতু স্বেচ্ছায় ফাঁসিতে ঝুলতে চেয়েছে সে...'

হাসির রোল পড়ল সারা ঘরে। থেমে গেল ডীন। নীরবতা নেমে আসতে খেই ধরল ও: 'অথবা...বিশাল একটা অথবা...ওই চারজনের একজন খুনটা করেছে–এলবার, থর্টন, ম্যাকভে কিংবা হিনম্যান–কারণ এদের অন্তত একজন জানত রাতে শহরে আসবে স্যাম গ্রীয়ার।' থেমে জজের দিকে

ফিরল ডীন। 'কী মনে হচ্ছে, মাননীয়?'

'শুনছি, তবে বুঝতে পারছি না আসলে কী প্রমাণ করতে চাইছ।'

'গ্রীয়ার খুন হওয়ায় কে সবচেয়ে লাভবান হলো, জজ?'

'মেদার,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন বিজ্ঞ বিচারক। 'যদি প্রমাণ করা যায় যে আর্থারই খুন করেছে গ্রীয়ারকে। আর্থারের ফাঁসি হয়ে গেলে ডীডের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না কেউ।'

'তা হলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? মেদার বা ওর পিছনের লোকটা বাড আর্থারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে লাভবান হতে চাইছে। মেদার যেহেতু নিজে খুন করেনি, সেক্ষেত্রে এমন হতে পারে না যে পিছনের লোকটাই খুন করেছে গ্রীয়ারকে?'

'*যদি* সত্যিই মেদারের পিছনে থেকে থাকে কেউ।'

'আছে। সত্যি আছে। এ মুহূর্তে আমাদের সবার সঙ্গে, এই কামরায় আছে সে।'

আগ্রহে নড়েচড়ে বসল দর্শকরা, কেউ চিৎকার করল সন্দেহ প্রকাশ করে, পরমুহূর্তে প্রতিবাদ করল অন্যরা: 'ওর কথা শেষ হোক!'...'সবটা তো শুনি আগে!'...'বলে যাও!'

আবার নীরবতা নেমে আসতে জজ বললেন: 'অনেক কিছু প্রমাণ করতে হবে তোমার, টলিভার। এসব অনুমান মাত্র। এবার প্রমাণ দাও।'

নড করে কোমরে দু'হাত রেখে সিধে হলো ডীন। 'মেদারের কাছ থেকে ডীডটা চুরি করলাম আমি। তোমরা সবাই এ ঘটনা জানো। সার্কেল-এ বাথানের উপর থেকে সমস্ত অধিকার বা বৈধতা হারিয়ে ফেলল মেদার।'

সম্মতি না চাইলেও জানাল সবাই।

'আমি জানতাম সার্কেল-এ বাথানে থাকতে হলে ডীড ফিরে পেতে চাইবে মেদার, তাই ওটা বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে শুধু বিক্রি করে সন্তুষ্ট নই আমি, একইসঙ্গে পিছনের লোকটার উপস্থিতি ও পরিচয় সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়ার ফন্দি করলাম।'

টুঁ শব্দ করছে না কেউ।

'প্রমাণ পেয়েছ?' শেষে জানতে চাইলেন জজ।

'পেয়েছি। মহামান্য, আপনার হাতে একটা চিঠি আছে। দয়া করে চিঠি পোস্ট করবার তারিখ দেখুন।'

চিঠি তুলে নিলেন ওয়েসলি থমাস। 'চোদ্দ তারিখ।'

'দু'দিন আগের। তারিখটা মনে রাখুন সবাই। তিনদিন আগে পোস্ট করা হয়েছে। এবার চিঠিটা খুলুন, জজ। জোরে জোরে পড়ুন, যাতে সবাই শুনতে পায়।'

জজ চিঠির ভাঁজ খুলতে হাত তুলল ডীন। 'সবাই শুনুন! আসছে আমাদের প্রমাণ!'

দৃঢ় স্বরে পড়লেন জজ:

'স্যাম গ্রীয়ারকে আমি খুন করিনি। এও জানি বাড আর্থারও করেনি, কারণ পরিণতিতে ফাঁসি হবে তার। তা হলে কে খুনটা করেছে? চারজনের একজনঃ এলবার, ম্যাকভে, থর্টন অথবা হিনম্যান, কারণ এদের অন্তত একজন জানত যে সেই রাতে শহরে আসবে স্যাম গ্রীয়ার। গ্রীয়ারের খুনের কারণে জ্যাক মেদার যদি লাভবান হয়, এদের যে-কোন একজন আছে মেদারের পিছনে, ওই লোকই থ্রী রীভারস ক্যাটল কোম্পানির আসল মালিক।

লোকটার পরিচয় জানতে এই চালটা দিচ্ছি আমি। চারজনের প্রত্যেকের কাছে একটা করে চিঠি পাঠাব। দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে ডীড বিক্রির প্রস্তাব দিচ্ছি। ডীড কিনতে সে যে সশরীরে আসবে না, এটাই স্বাভাবিক, কারণ তা হলে মেদারের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রমাণ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে, অবশ্যই মেদারকে পাঠাবে লোকটা।

তো, চারজনের প্রত্যেককে নোট পাঠালাম–কিন্তু একটু চালাকি করে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা জায়গা নির্ধারণ করেছি। জর্জ এলবারের নোটে লিখেছি মঙ্গলবার রাত দুটোয় ওয়াগন মাউন্ডের পোস্ট অফিসে আসতে, মঙ্গলবার রাত দশটায় মাইনার'স স্টেজ স্টেশনে দেখা করতে বলেছি লেসি থর্টনকে। সিনেটর হিনম্যানের নোটে লিখেছি আলামো বাটে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় দেখা করতে।

প্রথমে আলামো বাটে যাব। কেউ যদি টাকা নিয়ে না আসে, তা হলে মাইনার'স স্টেজ স্টেশনে যাব। ওখানেও যদি কেউ না আসে, তবে ওয়াগন মাউন্ডে যাব।

কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার। ডীড কিনতে যদি জ্যাক মেদারই আসে, তা হলে সময় আর স্থানের বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যাবে কে তাকে পাঠিয়েছে।

–ডীন টলিভার

চোখ তুলে তাকালেন জজ, চোখে উত্তেজনা। 'মেদারের দেখা পেয়েছ?'

নড করল ডীন।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল থ্রী রীভারস ম্যানেজার। 'উঁহুঁ, ডীডটা তোমার কাছ থেকে কিনিনি আমি!' গলা ফাটিয়ে প্রতিবাদ করল সে।

শার্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে জজের হাতে ধরিয়ে দিল ডীন। 'জোরে জোরে পড়ুন, জজ।'

পড়লেন থমাসঃ 'আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, সার্কেল-এর ডীড দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ সন্ধ্যা সাতটায় আলামো বাটে গ্রহণ করেছি। স্বাক্ষর–জ্যাক মেদার।'

নোট থেকে দৃষ্টি তুলে এক লোকের দিকে তাকালেন জজ, দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করলেন: 'সিনেটর হিনম্যান, তুমিই ডীডের আসল ক্রেতা।'

পঁচিশ

পিনপতন নীরবতা নেমে এল সারা কামরায়, সবার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিনেটর প্যাট্রিক হিনম্যানের উপর। টেবিলের পিছনে বসে আছে সে, শান্ত মুখের আদল বদলে গিয়ে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখের চাহনিতে ফুটে উঠেছে ক্রোধ এবং তীব্র বিদ্বেষ।

প্রথমে জ্যাক মেদারই সক্রিয় হলো। লাফিয়ে চেয়ার ছাড়ল, কোর্টরুম আর শেরিফের দিকে ফিরেছে, দু'হাতে জোড়া পিস্তল। 'হিনম্যান,' উত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'মনে হচ্ছে এই পার্টিতে আর থাকা চলে না আমাদের।'

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে সিনেটর। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল সে, একবারের জন্যও তাকাল না প্রিয় বন্ধু বাড আর্থারের দিকে; নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বো করল ডীনকে, তারপর ম্যানেজারের উদ্দেশে বলল: 'কিছু দেনা-পাওনা রয়ে গেছে, জ্যাক। শোধ-বোধ হয়ে যাক। একটা পিস্তল দাও তো।'

'উতলা হয়ো না, বস্, আমি নিজেই ওর ব্যবস্থা করব,' কর্কশ স্বরে বলল জ্যাক মেদার। 'আমার পিছনে চলে এসো, জানালা খুলে ফেলো!'

দ্রুত পায়ে মেদারের পিছনে চলে গেল হিনম্যান, এক ধাক্কায় খুলে ফেলল জানালা। কোর্টহাউসের লাগোয়া বাড়ির ছাদ দেখা গেল বাইরে, ঢালু ছাদ ধরে অনায়াসে নেমে যেতে পারবে।

'লাফ দাও,' নির্দেশ দিল মেদার।

'উঁহুঁ, আগে ওই ব্যাটাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করো, তারপর এখান থেকে যাব!' একগুঁয়ে স্বরে নির্দেশ দিল সিনেটর।

ঠিক সে-মুহূর্তে সক্রিয় হলো ডীন। সক্রিয় না হয়ে বলা উচিত বিস্ফোরিত হলো। কাভার নিতে জজের বেঞ্চের উদ্দেশে ডাইভ দিল ও, একই সময়ে গর্জে উঠল মেদারের পিস্তল। বেঞ্চে আঘাত করল বুলেট।

অস্ফুট স্বরে চিৎকার করল এক মহিলা। মাটিতে শুয়ে পড়েছে শেরিফ জর্জ এলবার, মেঝেয় মুখ ঠেকিয়ে পড়ে আছে। টেবিলের নীচে অবস্থান নিয়েছে প্রসেকিউটর, আর চেয়ার ছেড়ে বেঞ্চের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছেন জজ ওয়েসলি থমাস।

'ব্যাটাকে মেরে ফেলো!' বিষোদ্গার করল প্যাট্রিক হিনম্যান।

জজের বেঞ্চের দিকে এগোল মেদার।

ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ স্বরে ডীনকে ডাকল ব্রায়ান ম্যাকভে: 'ডীন, ধরো!'

কামরার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্রায়ান ম্যাকভে। দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল পিস্তলটা, ওপাশের দেয়ালে বাড়ি খেল, তারপর ক্যারমের গুটির মত বেঞ্চের পিছনে পতিত হলো।

বোর্ডের তৈরি মেঝেয় পড়েছে পিস্তল, শব্দটা শুনতে পেল সবাই। দর্শকদের মত জ্যাক মেদারও আঁচ করতে পেরেছে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে পিস্তলটা। ডীন টলিভার এখন সশস্ত্র!

সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করল না মেদার। ঘুরেই জানালার দিকে ছুটল। এদিকে জানালা-পথে লাফ দিয়েছে হিনম্যান। পিছনের দরজা দিয়ে মুহূর্ত খানেক আগে বেরিয়ে গেছে ব্রায়ান ম্যাকভে। জানালার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মেদার, এ-সময় পিছনে গমগম করে উঠল ডীনের কণ্ঠ: 'উল্টো ঘুরো, মেদার, গুলিটা কপালে নেওয়াই উচিত তোমার!'

চরকির মত আধ-পাক ঘুরল থ্রী রীভারস ম্যানেজার, মুখোমুখি হলো ডীনের; জানালার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দেওয়ার আগে একটা গুলি করবে ডীনের উদ্দেশে।

টাশ্‌শ!

কেঁপে উঠল মেদারের দেহ, অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠে জানালার ফ্রেম ধরতে হাত বাড়াল সে। কিন্তু একটা নয়, পিস্তলের সবক'টা গুলি খরচ করে ফেলেছে ডীন, একটাও মিস্ হলো না। জ্যাক মেদারের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহ গড়িয়ে পড়ল, তারপর ঢালু ছাদ ধরে গড়াল কয়েক সেকেন্ড, শেষে ওপাশের গলির রাস্তায় আছড়ে পড়ল ভোঁতা শব্দে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেছে ব্রায়ান ম্যাকভে। রেলিং চেপে ধরে শরীর শূন্যে তুলে ফেলল ও, মোচড় খেয়ে নেমে এল ছাদে। হিনম্যানের কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে, ডান পাশের বাড়ির ছাদে রয়েছে। টালির পৃষ্ঠে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে সিনেটর, ছাদ থেকে পতিত হলো তার দেহ, দুই দালানের মাঝখানের প্যাসেজে ল্যান্ড করল। উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল গলির উদ্দেশে।

ঢালু ছাদে গড়াচ্ছে ম্যাকভের দেহ। গলিতে এসে বামে মোড় নিল সিনেটর, ম্যাকভে যে-বাড়ির ছাদে আছে সেটার পিছনে পৌঁছে গেল। ছাদের কিনারায় থামল ম্যাকভে, নীচে সিনেটরকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল ও। এদিকে কোর্টরুমে পরপর পাঁচটা গুলি হলো তীক্ষ্ণ শব্দে।

চার পা দৌড়ে এসেছে সিনেটর, এক টন পাথরের মত ভারী ওজন নিয়ে ঠিক তার পিঠের উপর পড়ল ব্রায়ান ম্যাকভে।

গুঙিয়ে উঠবার সময়ও পেল না হিনম্যান, দুই মণ ওজনের চাপে মুহূর্তে ধরাশায়ী হয়ে গেছে। তার পিঠের উপর বসে থাকল ডেপুটি, চেঁচিয়ে ডাকল পাসির সদস্যদের: 'ধরেছি ওকে! কেউ একটা হ্যান্ডকাফ নিয়ে এসো!'

ছুটে বেরিয়ে গেল লোকজন, ফাঁকা হয়ে গেল কোর্টরুম। নীচে গিয়ে দেখতে পেল সিনেটরের পিঠের উপর বসে আছে ব্রায়ান ম্যাকভে, সমানে চেঁচাচ্ছে সাহায্যের জন্য।

সিনেটরকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলে। সবার সামনে শেরিফ জর্জ এলবার, তার দু'পাশে ডীন আর আর্থার, এবং পিছনে জজ ওয়েসলি থমাস; আরও পিছনের ভিড়ে শামিল হয়েছে ইভলিন ও ইলিয়া। সমানে চেঁচামেচি করছে লোকজন, উত্তেজিত স্বরে কোর্টরুমের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে। কেউ কেউ বাহবা দিচ্ছে ডীন আর দুই ল-ম্যানকে, মেদার বা হিনম্যানের উদ্দেশে কটূক্তি করতেও ছাড়ছে না। কাঁধের উপর হিনম্যানের অজ্ঞান দেহ বয়ে নিয়ে চলেছে ব্রায়ান ম্যাকভে, ল-অফিসে ঢুকে করিডরে চলে এল, একটা সেলের কটে আছড়ে ফেলল সিনেটরকে।

কৌতূহলী লোকজনকে ঠেকাতে সত্যিই গলদ্‌ঘর্ম হতে হলো দুই ল-ম্যানকে। তবে এবার সিরিয়াস শেরিফ, তাই তেমন সময় লাগল না।

লোকজনকে খেদিয়ে দেওয়ার পর সেল-ব্লকে চলে এল শেরিফ, দেখল অজ্ঞান সিনেটরের শুশ্রূষা করছে ম্যাকভে, পানি ছিটাচ্ছে মুখে।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে আর্থার এবং ডীন।

সপাটে সিনেটরের গালে চড় মারল ডেপুটি।

চোখ মেলে তাকাল হিনম্যান, চারজনকে দেখল গম্ভীর মুখে; বাড আর্থারের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, শেষে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'দুঃখিত, বাড,' বিড়বিড় করল সে। 'আরেকটু হলে তোমাকে শেষ করে দিয়েছিলাম! অল্পের জন্য রক্ষা হলো না!'

'কিন্তু কেন?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সার্কেল-এ মালিক। 'কেন এ কাজটা করলে?'

চোখ বুজল হিনম্যান, মৃদু স্বরে বলল: 'টাকার জন্য। টাকা থাকলে সবই পাওয়া যায়—ক্ষমতা…সমৃদ্ধি…সবকিছু। জীবনে মানুষের চাহিদা না থাকলেই বোধহয় ভাল হত।' হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল সে, দৃষ্টি স্থির হলো ডীনের উপর। 'তোমাকেও ছোট করে দেখেছি। অনেক আগেই তোমাকে খুন করা উচিত ছিল। আরেকটু হলে সফলও হয়েছিলাম, সেদিন রাতে যখন ম্যাকভের সঙ্গে কথা বলছিলে, অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলিটা! তখনই বোঝা উচিত ছিল ডেপুটির সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে তোমার।'

'ডাক্তার লাগবে তোমার?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল শেরিফ।

করুণ হয়ে গেল হিনম্যানের মুখ, ফিসফিস করে বলল: 'অনেক দেরি হয়ে গেছে—কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই এখন!'

আচমকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, মাথা হেলে পড়ল এক পাশে; দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু দুনিয়ার যে-কোন অশান্তির ঊর্ধ্বে চলে গেছে অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনেটর।

শিউরে উঠল ম্যাকভে। উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সেল থেকে বেরিয়ে গেল। অনুসরণ করল আর্থার আর শেরিফ। করিডরে বেরিয়ে এসে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা চারজন।

'আগে কে?' জানতে চাইল শেরিফ, লালচে মুখে এই প্রথম স্মিত হাসি দেখা গেল। ডীনকে বলল: 'তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যদি আমার দিকে না তাকাও,

তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে আপত্তি নেই আমার।'

দাঁত বের করে হাসল ডীন, শেরিফের বাড়ানো হাতটা ধরল।

'তোমার ব্যাপারে শুরু থেকে ভুল করেছি,' কাঁচুমাচু স্বরে বলল জর্জ এলবার। 'সম্ভবত সারাটা জীবন এমন ভুলের মধ্যেই কেটেছে আমার। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, টলিভার, তোমার নামে সবক'টা রিওয়ার্ড পোস্টার তুলে নেব আমি, দরকার হলে গভর্নরকে আটকে রাখব!'

'শেষ পোস্টারটা এমনিতে বাদ হয়ে যাবে,' মৃদু স্বরে বলল বাড আর্থার। 'সাত হাজারের মধ্যে তিন হাজার আমি ঘোষণা করেছিলাম,' ডীনের উদ্দেশে মৃদু হাসল সে। 'ওটা বাতিল হয়ে গেছে এখন। আর আমি যদি রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করে থাকি, তা হলে বলা যায় ওটাও বাতিল হয়ে যাবে।'

'রাজনীতি?' জানতে চাইল ব্রায়ান ম্যাকভে।

সহাস্যে নড করল আর্থার। 'গভর্নর আর সিনেটর হিনম্যান একে অন্যকে দু'চোখে দেখতে পারত না। হিনম্যান যেহেতু নেই, এখন পুরো টেরিটরিতে একাই কর্তৃত্ব করবার সুযোগ পাবে গভর্নর। আমার তো মনে হয় যে-লোক হিনম্যানের মুখোশ উন্মোচন করেছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে গভর্নর।'

ডীনের উদ্দেশে হাসল ম্যাকভে। 'শুনে কেমন মনে হচ্ছে, ডীন? এখন দেখছি তুমিই মহা সম্মানিত লোক বনে গেছ।'

উত্তর দেওয়া হলো না ডীনের। প্রচণ্ড জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে কেউ। করিডর ধরে এগিয়ে গেল ম্যাকভে, জেল হাউসের পিছনের দরজা খুলল।

ইভলিন আর ইলিয়া ঢুকল ভিতরে। কুঁচকে আছে ওদের পোশাক, উত্তেজনায় লালচে দেখাচ্ছে ইভলিনের দুই গাল। অতি উৎসাহী লোকজন ওদের পিছু পিছু ঢুকতে চেষ্টা করল বটে, তবে সুবিধে করতে পারল না ম্যাকভের সক্রিয়তায়।

'বাবা!' চিৎকার করল ইভলিন, খুশি উপচে পড়ছে চোখে। ছুটে এসে আছড়ে পড়ল বাপের বুকে। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল বাপ-মেয়ে।

কিছুক্ষণ পর বাপকে ছেড়ে দিয়ে ডীনের দিকে ফিরল ইভলিন।

'এখন পর্যন্ত ওর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিনি আমি,' মেয়ের উদ্দেশে বলল সার্কেল-এ মালিক। 'তবে দেরি করাও বোধহয় ঠিক হবে না।' ডীনের দিকে ফিরল সে, মুখে স্মিত হাসি। 'তো, বাছা, আমাকে মাথামোটা, গোঁয়ার, দাদা, গোবর গনেশ, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, কৃপণ...বহুভাবে গালাগাল করেছ। জালিয়াত বা প্রতারকও বলেছ। তারপরও তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে সত্যি ভাল লাগবে আমার।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

বাড়ানো হাতটার দিকে তাকাল ডীন, দৃষ্টি তুলে র‍্যাঞ্চারকে দেখল এরপর। 'হাত মেলাবে? কেন?'

'কারণ ওই বিশেষণগুলো হয়তো সত্যিই প্রযোজ্য আমার ক্ষেত্রে, কিংবা কমই বলেছ। লোকজন আরও কী ভাবে আমার সম্পর্কে, কে জানে! ঠিক

করেছি বাকি জীবনটা সব দুর্নাম ঘুচিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় কাটিয়ে দেব। সবার আগে লেসি থর্টনকে খুঁজে বের করব, আবার পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব দেব ওকে। তারপর নতুন একজন ফোরম্যান নিয়োগ করব।' স্থির দৃষ্টিতে ডীনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'কাজ খুঁজছ না কি তুমি?'

'একটা কথা, ডীন,' দ্রুত বলল শেরিফ। 'রিওয়ার্ড পোস্টারগুলো উঠে যাওয়া পর্যন্ত কাউন্টি ত্যাগ করতে পারবে না তুমি। আগামী কয়েকদিন জেলে কাটাতে হবে।'

'কিন্তু...'

'পারবে না,' বলল ইলিয়া, মুখে স্মিত সবজান্তার হাসি। 'উঁহুঁ, এখন আর ভবঘুরের মত চলে যেতে পারবে না তুমি, তাই না, ডীন?'

রোষ মাখানো দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকল ডীন।

'আর্থার মত বদলে ফেলবার আগেই অফারটা লুফে নাও,' পরামর্শ দিল ব্রায়ান ম্যাকভে। 'আমরা যখন কাউকে কিছু করতে বলি, চাই সেটা করুক সে, তাই না, জর্জ?'

ডেপুটির দিকে ফিরল শেরিফ। 'আমরাই তো বলেছ, তাই না?'

চুপসে গেল ডেপুটির মুখ। ভুলেই গিয়েছিল আজ রাতে শেষ ডিউটি করছে, কাল থেকে আর চাকুরি থাকবে না। 'অন্তত মাঝরাত পর্যন্ত এ কথাটা বলতেই পারি আমি,' বেদান মুখে বলল সে।

হেসে উঠল এলবার। 'ব্রায়ান, কথাটা আগামী বছর বা তার পরেও বলতে পারো, যদ্দিন আমি আছি এখানে।'

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ব্রায়ান ম্যাকভের মুখে। ঘুরে ইলিয়া গ্রীয়ারের দিকে ফিরল, ইভলিন আর ডীনকে দেখিয়ে ভ্রূকুটি করল।

'এখানে একটুও ভাল লাগছে না আমার,' হঠাৎ বলে উঠল ইলিয়া।

'এখানে তো গরম নেই তেমন, ম্যা'ম,' জবাবে বলল ম্যাকভে। 'বাইরে ভিড় বা গরম, দুটোই অতিরিক্ত। যাক্‌গে, তোমার যখন ভাল লাগছে না, চলো, কেটে পড়ি!' দু'হাতে ইলিয়া আর বাড আর্থারের বাহু চেপে ধরে দরজার দিকে এগোল সে। 'তোমাকেও খুব একটা সুস্থির মনে হচ্ছে না, বাড। একটা ড্রিঙ্ক হলে কেমন হয়?'

একা হয়ে গেল ডীন আর ইভলিন। আর্থার বা শেরিফ কিছু টের না পেলেও ঠিকই বুঝতে পেরেছে দু'জনকে কিছুটা সময় দেওয়া দরকার।

দরজার কাছে গিয়েও থমকে দাঁড়াল এলবার, ঘুরে ডীনের উদ্দেশে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক টানে তাকে বাইরে নিয়ে গেল ব্রায়ান ম্যাকভে, পিছনে সশব্দে আটকে দিল দরজাটা। 'রাতটা ফুর্তি করে কাটাব আমরা, পার্টনার। বহুদিন পর সুযোগ পেয়েছি। কী বোকার পাল্লায় পড়েছি রে, বাবা! এমন বেকুব বসের অধীনে কাজ করবার জ্বালা কাকে বোঝাব!'

উত্তরে হাসল এলবার। এতক্ষণে ম্যাকভের অতি আগ্রহের কারণ বুঝতে পেরেছে।

সেল ব্লকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ইভলিন।

'চলো, আমাদেরও যাওয়া উচিত।'

কিছু বলল না ডীন, স্রেফ তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। তারপর হঠাৎ বলল: 'সব মেয়েই কি একরকম, ইভলিন, কী মনে হয় তোমার?'

'কী অদ্ভুত প্রশ্ন!' বিহ্বল দৃষ্টিতে ওকে দেখল ইভলিন। 'উত্তরটা জানি না আমি। কেন জানতে চাইছ?'

'ইলিয়ার ধারণা সব মেয়েই একরকম,' জবাব দিল ডীন। মুখটা শুকনো লাগছে ওর, জিভ ভারী ঠেকছে। ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয় করল।

'তাই বলেছে ও?'

'হ্যাঁ। ওর কথাই ধরো। একজন খুনীকে বিয়ে করেছিল ইলিয়া। স্যাম যে খুন করেছে, বিয়ের আগেই জানত ও। ব্যাপারটা কি পাগলামি নয়?'

'কেন পাগলামি হবে? ও যদি সত্যিই গ্রীয়ারকে ভালবেসে থাকে, বিয়ে করতে অসুবিধে কী?'

ফের ঢোক গিলল ডীন, হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে। এত জোরে যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গাঁট। 'তুমি কি মনে করো বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার ছিল স্যাম গ্রীয়ারের?'

'আসলে কী বলতে চাইছ, বলো তো?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল ইভলিন।

'নাহ্, কিছু না!' হতাশ স্বরে বলল ডীন। 'আমি নিজেও জানি না আসলে কী বলতে চাই।'

'কিন্তু চেষ্টা তো করছিলে, ডীন?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ভরে নিল ও, তারপর এক টানে বলে গেল কথাগুলো: 'জেনেশুনে একজন খুনীকে বিয়ে করেছিল ইলিয়া। তুমি কি...তোমার কি সাহস...কোন মেয়ে বা মহিলা কি...'

তাকিয়ে থাকল ইভলিন, কিন্তু কথাগুলো শেষ করল না ডীন। 'বলতে চাইছ,' শেষে বলল ইভলিন। 'ইলিয়া যদি একজন খুনীকে বিয়ে করে থাকে, জানতে চাইছ আমি একজন আউটলকে বিয়ে করব কি না?'

'কীভাবে জানলে?' বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল ডীনের কাঁধ।

'ওহ্, ডীন!' অধৈর্য স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল ইভলিন। 'গত দশটা মিনিট বাচ্চা ছেলের মত দোনমনা করেছ! সরাসরি বলতে পারো না?'

'বিয়ে করবে আমাকে, ইভ?'

'একশোবার! কেন করব না...'

বাকিটুকু শুনবার অপেক্ষায় নেই ডীন। জেলে থাকা অবস্থায় জীবনে অনেক অদ্ভুত কাজই করেছে ও, কিন্তু এই প্রথম কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে; এবং সেটা কবুলও হয়েছে।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

এম জসীমউদ্দিন,

পাবিজুরী পার, মৌলভীবাজার।

প্রথমেই সেবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তাই বেশ কয়েকটা বই জমে গেছে। জমায় ভালই হয়েছে, পরীক্ষার পর অবসর সময়টা ভাল কাটবে। যাই হোক, 'খুনে শহর' পেয়েছি। প্রচ্ছদ দেখেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। এতো সুন্দর হয়েছে যে ভাষায় বোঝাতে পারব না। এজন্য বিপ্লব ভাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। ভবিষ্যতে এরকম আরও প্রচ্ছদ চাই। আমি দোয়াপ্রার্থী।

★ পরীক্ষার ফল তো বেরিয়ে গেল, কেমন রেযাল্ট হলো?

রাইয়ান মাহমুদ মুন,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লিখতে একটু দেরি হলো, তবে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছি কাজি মাহবুব হোসেনের 'হার্ডি স্লোন'। সেরা লেখকের বই, ভাল হবে না এমন সন্দেহ ছিল না। পড়ে দেখলাম, আসলেই চমৎকার বইটি। গত কয়েক বছরের সেরা ওয়েস্টার্ন। ধন্যবাদ মাহবুব ভাইকে, আর নিয়মিত হওয়ার অনুরোধ রইল।

★ হার্ডি স্লোন ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

মুতসাইন্না মাহমুদ,

উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে সেবার ওয়েস্টার্ন পড়লেও সেবার কাছে এটাই প্রথম চিঠি। কাজি মাহবুব হোসেন, কাজী মায়মুর হোসেন এবং গোলাম

মাওলা নঈমই আমার প্রিয় লেখক। হার্ডি স্লোন অসাধারণ লেগেছে। কাজী মায়মুর হোসেনের পরবর্তী ওয়েস্টার্ন বইয়ের নাম কী?

* খলনায়ক।

আমেনা মাহমুদ,
উত্তরা মডেল টাউন।

আমি একজন সত্যিকার ওয়েস্টার্ন লেখক কাজি মাহবুব হোসেনের ভক্ত। গোলাম মাওলা নঈমের লেখাও আমার অসাধারণ লাগে। তাঁর সব বই-ই পড়েছি। তারমধ্যে 'ক্রোধ', 'ত্রাস', 'অপঘাত' বইগুলোই সেরা। আচ্ছা, এরফানের মতো ওসমানদের নিয়ে কোন ভলিউম বের করছেন না? 'তালাশ' ও 'খুনে শহর' বই দুটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

★আপনার ধন্যবাদ পৌঁছে গেল লেখকের কাছে।...ভলিউম হবে।

মোঃ আফজাল হোসেন,
সিলেট।

আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন। আমি সেবা প্রকাশনীর একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। ওয়েস্টার্ন বেশি ভাল লাগে। প্রায় সব বই-ই পড়েছি। সেবা প্রকাশনীর পাঠকদের মতোই কাজী মায়মুর হোসেন আমার দেখা শ্রেষ্ঠ লেখক, যিনি রক বেননের মতো একটি সুন্দর, উজ্জ্বল, মহিমান্বিত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। খুব তাড়াতাড়িই রক বেননের বই চাই।

এবার অভিযোগ। আমি সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত পাঠক, কিন্তু লেখক নই। যদিও বাধ্য হয়েই আজকে জীবনের প্রথম চিঠি লিখতে হলো। পাঠকদের কথায় আপনি ওয়েস্টার্নের ভলিউম বের করছেন। কিন্তু আমি রিপ্রিন্ট কিনতে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। যেমন আমি কাজি মাহবুব হোসেনের এরফান ভলিউম তিন কিনার পরই লাইব্রেরিয়ান ভলিউম দুই আনেন। তার মধ্যে ছিল ভলিউম তিনের দুটি কাহিনী। আবার শওকত হোসেনের ওয়েস্টার্ন ভলিউম চার-এর একটি গল্প নীল নক্সা, যা কিনা লেখকের নতুন রিপ্রিন্ট ঘেরাওয়ে বের হয়েছে। যার ফলে এই বইগুলো আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পাঠকদের একাধিক বার কিনতে হচ্ছে, যা আমাদের সাধ্যের বাইরে। আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, এর একটা প্রতিকার করবেন।

★অনেকদিন আগে ৫টি করে বই একসঙ্গে ছেপে কয়েকটি ওয়েস্টার্ন ভলিউম করা হয়েছিল। সে অনেক আগের কথা। সেসব বই শেষ হয়ে যাওয়ারও অনেকদিন পর পাঠকের অনুরোধে আমরা ইদানীং আবার দুটি করে বই একত্রে ছাপতে শুরু করেছি। এক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদাকেই প্রাধান্য দিয়ে বই বাছাই করা হয়। আপনার অসুবিধে হয়ে থাকলে আমরা দুঃখিত। তবে লাইব্রেরিয়ান এতদিন পর ওয়েস্টার্ন ভলিউম কোথা থেকে বের করলেন বুঝতে পারছি না। পুরানো বই না তো?

সোহেল,
চুয়াডাঙ্গা।

প্রথমে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আমি সেবা প্রকাশনীর রানা ও ওয়েস্টার্নের ভক্ত। প্রায় প্রতিটি বই-ই পড়েছি এবং সংগ্রহ করেছি। সেবার বইগুলোর অপূর্ব প্রচ্ছদের জন্য রনবীর ভাইকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। ওয়েস্টার্ন লেখক মাহবুব ভাই, মায়মুর ভাই, জামিল ভাই ও নঈম ভাইয়ের বই আমার ভাল লাগে। নঈম ভাইকে তাঁর ক্যালকিন সিরিজের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে তাঁর নতুন বই 'মুখোশ' কিনলাম। তাড়াতাড়ি ক্যালকিন সিরিজের নতুন বই লেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে সেবা প্রকাশনীর সকল লেখক ভাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে ও তাঁদের সকলের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি।

★আপনিও সেবা'র তরফ থেকে সবার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ক্যানি,
খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

সেবার সঙ্গে জড়িত সকলকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ে লেখা শুরু করছি। সেবার সঙ্গে সম্পর্ক হয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে। প্রথমে আমি তিন গোয়েন্দার সঙ্গে ছিলাম। এখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি এবং ওয়েস্টার্নের পিছনে পিছনে ছুটছি।

কাজীদা, নঈমদাকে বলবেন, পরবর্তী ক্যালকিন সিরিজ বের হলে ঐ ওয়েস্টার্নে যেন খুনে শহরের ক্যারল ম্যাকফীও থাকে। 'হরণ', 'তালাশ' ও 'পতন' পড়ে মনে হলো জন একদম ভুলে গেছে ক্যারলের কথা। জন কিন্তু ক্যারলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আবার ফিরে আসবে।

মায়মুরদার প্রতি—ভাইয়া, আপনার সমন-১ ও সমন-২ এক কথায় চমৎকার। আমি মনে করি তান্না বেননের পিছু ছাড়বে না। বিশ্বাস করুন আর না করুন, কাল রাতে তান্না ডুকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। আমার মনে যতো ধৈর্য আছে তার নব্বুই ভাগ তাকে দিয়েছি। ও আমাকে বলেছে আবারও চেষ্টা করবে।

এতোগুলো ওয়েস্টার্ন গল্প পড়লাম তার মধ্যে একটিও মেয়ের গল্প নেই। সবগুলো গল্পই ছেলেদের আর লেখকরা তাদের চিরকুমার রাখেন। তান্না ও ক্যারল কাল রাতে আমাকে বলেছে তারা দু'জনও চিরকুমারী থাকবে। অর্থাৎ, বেনন ও জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে...

মাহবুব ভাইয়ের এরফান সিরিজের জন্য অসংখ্য কিস্। এরফানের তো স্ত্রী-পুত্র আছে, তবু সে তার কাজ করে যায়। এদিকে রক বেনন ও জন ক্যালকিন তো চিরকুমার না থাকলে তাদের কাজও হবে না, এমনই, তা-ই না?

আবার সেবার সঙ্গে জড়িত সবাইকে ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

★আপনার ধৈর্য ধার করে ওরা কতটা সফল হয় দেখব বলে অপেক্ষায় আছি। ভাল কথা অবশিষ্ট মাত্র দশ ভাগ নিয়ে আপনার নিজের চলবে তো?